সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

সপ্তবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

—:—

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর

মানুষ আপনার মনের ভাব কিরূপে বাহিরে প্রকাশ করে এবং যাহাতে সেইটি বহু দিন থাকে, তাহার চেষ্টা করে, তাহার ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব। প্রথম প্রথম মানুষ কোন প্রধান ঘটনা দেখিলে তাহার ছবি আঁকিয়া রাখিত। পাথরে আঁকিয়া রাখিলে অনেক দিন থাকিবে, সেই জন্য পাথরেই আঁকিত। মিসর দেশে এইরূপ ছবি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ ছবি আঁকাকে "হায়রোগ্লিফিক্" বলে।

ইহার পর আর এক রকমের ছবি হয়। সে ছবি কতকটা লেখার মত লিখিলে মাছ জাতিকে বুঝাইবে। তাহার পর বিশেষ বিশেষ মাছ লিখিতে দাগ লাগাইতে হইবে। এইরূপে পৃথিবীর সব জিনিষের একটা একটা নাম "পিক্চার রাইটিং" অথবা "ছবি-লেখা"। চীনদেশে এইরূপ

তাহার পর মেসোপটেমিয়ায় আর একরূপে লোকে মনে করিত। তাহাদের একটা করিয়া তীরের আগার মত দুটা, তিনটা, চারটা করিয়া আঁকিয়া মনের ভাব নাম "কিউনিফরম্" লেখা।

কিন্তু এখনও অক্ষর হয় নাই। একটি একটি নাম অক্ষর। ইউরোপীয়গণ বলেন ফিনিসি করে। তাহাদের অক্ষর বাইশটি মাত্র। তা মিলে—যেমন "অ্যাল্‌ফা" বলিতে ষাঁড় বু দিক্ হইতে দুইটা ট্যারচা দাড়ি আ "বেথ" অক্ষরটি ডালাখোলা বাইশটি অক্ষরই বাহির শিখাইবারও সুবিধা হয়।

করিয়াই অক্ষর শিখিতাম। কিন্তু আমাদের ক-খয়ের সহিত করাত বা খরগোষের কোন সম্পর্কই ছিল না। ফিনিসিয়ানদের ঐরূপ আদি অক্ষর লইয়া বর্ণমালা। কি যে পদার্থের আদি অক্ষর, তাহার সহিত অক্ষরের আকার মেলে।

পারসী, আরবী, গ্রীক্, রোমান্, ইংলিশ, রুষিয়ান্ প্রভৃতি সকল বর্ণমালাই ফিনিসিয়া হইতে উৎপন্ন। আমাদেরও তাই। কিন্তু কিরূপে উৎপন্ন হইল? ২২টা হইতে ২৪টা, কি ২৬টা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, ৩০টা অবধি হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ হওয়া বিলক্ষণ কঠিন। আর এক কথা—আরব, পারস্য, গ্রীক্ ও লাটিন দেশ ফিনিসিয়ার কাছে; সুতরাং ফিনিসিয়া হইতে কিছু ধার করা বড় কঠিন নয়। কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক দূরে; কেমন করিয়া ধার লইল? এ সকল কথার মীমাংসা আমি এ প্রস্তাবে করিবার প্রয়োজন দেখি না। এ সম্বন্ধে বিউলার সাহেবের মত খুব চলিতেছে। সুতরাং দু চার কথায় তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।

বিউলার সাহেব বলেন,—ফিনিসিয়ানদের প্রথমকার লেখা পাওয়া যায় না। মোয়াবদের দেশে একখানা পাথরে একখানা শিলাপত্র আছে। সেই পত্রই ফিনিসীয় অক্ষরের সকলের চেয়ে পুরাণ। ব্যাবিলন দেশের বাটখারার উপর কতকগুলি অক্ষর থাকিত। সেগুলি মোয়াবদের অক্ষরের চেয়ে কিছু নূতন। বিউলার বলেন, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষর-গুলি আরবদেশের দক্ষিণাংশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে সেখান থেকে ভারতবর্ষের [illegible]ে আসে। তখন লেখাটা ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে আসিত। ভারতবর্ষে আসিয়া [illegible] বদলাইয়া যায়। তখন বাঁ দিক্ হইতে ডান দিক্ যাইবার ব্যবস্থা হয়। বাইশটি [illegible] করিতে গেলে কোনটিকে কাৎ করিতে হয়, কোনটিকে উল্টাইয়া [illegible] বিন্দু দিতে হয়, কোন জায়গায় বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। [illegible]নিসিয়ান ও আমাদের ব্রাহ্মী, এই তিনটি অক্ষরের ছবি দেওয়া হইল। [illegible] কোণ মাঝখানে কাটা। ব্রাহ্মীর 'অ' কোণের মাথার উপর [illegible]ফিনিসীয় ও মোয়াবের 'ব' একটা দাঁড়ির উপর অর্দ্ধচন্দ্র [illegible]চন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্রের উপর একটা লম্বা দাঁড়ি দেওয়া। ১ম [illegible]রগুলির ছবি দেওয়া হয় নাই। সেইগুলি দেখিলে [illegible]লম্বা বোধ হইবে।

[illegible]নেক নাম আছে;—কেহ কেহ ইহাকে অশোক [illegible]। কিন্তু আমাদের প্রাচীন পুস্তকে ইহার [illegible]দি। অশোক রাজার সময়ে প্রায় ২৩০০ [illegible] অশোক অক্ষর বলেন। ইহা

[illegible] হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। [illegible]পিমালার দ্বিতীয় সংস্করণে

কে সকল চিত্র দিয়াছেন, তাহারই একখানি হইতে আমরা এই চিত্রটি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে পাঁচটি কলম আছে। প্রথম লতায় বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেওয়া আছে। এ অক্ষর এখন চলিতেছে। দ্বিতীয় লতায় অশোকের সময়ের অক্ষর আছে, তৃতীয়ে অশোকের ৪০০ শত বৎসর পরে কুষণ রাজাদের সময় যে অক্ষর ছিল, তাহাই আছে, চতুর্থে কুষণদের ৩০০।৪০০শত বৎসর পরে গুপ্তরাজাদের অক্ষর দেওয়া আছে। পঞ্চমে গুপ্ত রাজাদের ৩০০ শত বৎসর পরের অক্ষর দেওয়া আছে, তাহার পরে পুরাণ বাঙ্গালা দেওয়া আছে। ৩০০।৪০০ শত বৎসর অন্তর কেমন করিয়া অক্ষরগুলি আস্তে আস্তে বদলাইতেছে, এ চিত্রে তাহা বেশ অনুভব করা যায়। নীচ ও উপর হইতে দুইটি রেখা আসিয়া এক বিন্দুতে মিলিল; সেই বিন্দু হইতে খাড়া উপর নীচে দাঁড়ি টানিলে অশোকের 'অ' হইল। কুষাণের 'অ' নীচেকার রেখাটী একটু বাঁকা, উপরের রেখাটি একটু বড়, আর সব অশোকের 'অ'রই মত। গুপ্ত 'অ'-কারে নীচেকার রেখাটি একেবারে বাঁকা এবং সে রেখার সহিত উপরের রেখা মিলে নাই। গুপ্ত অক্ষরের ৩০০ বৎসর পরে উপরের রেখার সহিত খাড়া দাঁড়ির মিলনটা খুব বড় হইয়া গিয়াছে; যেন চোকা হইয়া গিয়াছে। নীচের রেখাটি তাহার বাঁ দিকের কোণে বাঁকা হইয়া লাগিয়া আছে। তাহার পর আমাদের পুরাণ অ কার, তাহার পর আমাদের এখনকার অ-কার।

হ্রস্ব 'ই' অশোক অক্ষরে তিনটি বিন্দু,—উপরে একটি, নীচে দুইটি। কুষাণদের সময় প্রথম বিন্দুটি একটি রেখা হইয়া গিয়াছে; তাহার নীচে দুইটি বিন্দু। গুপ্ত অক্ষরেও ঠিক তাই, কেবল দাঁড়িটির বাঁ দিক্ হইতে একটি রেখা বাঁকিয়া আসিয়া ডান দিকের বিন্দুতে মিশিয়াছে, আর বাঁ দিকের বিন্দু হইতে একটি রেখা ট্যারচা হইয়া নীচের দিকে নামিয়াছে। ইহার পর আবার দুইটি বিন্দুর মধ্যেও একটি রেখা হইয়াছে। তাহার পর এক টানে কলম না তুলিয়া সমস্ত অক্ষরটি লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহার পর আমাদের এখনকার 'ই'— রেখাটির মাথায় একটি চৈতন বাহির হইয়াছে।

হ্রস্ব 'উ' অশোক অক্ষরে উপর হইতে নীচে একটি দাঁড়ির তলা হইতে সমকোণ করিয়া একটি ছোট রেখা। কুষাণ অক্ষরে এই রেখাটি একটু বড়, গুপ্ত অক্ষরে ঐ রেখাটির আবার একটি হুল নীচের দিকে বাহির হইয়াছে। তাহার পরের অক্ষরে সমকোণটি নাই। আর এখনকার বাঙ্গালায় দাঁড়িটির মাথায় একটি মাত্রা আছে, আর একটি চৈতন আছে।

একার। অশোকের 'এ' একটি ত্রিভুজ। কোণটির উপরে ডাহিন হইতে বাঁয়ে একটি রেখায় উপরে আঁকা। কুষাণের 'এ' ঠিক ইহার উল্টা। গুপ্তদের 'এ' উপরে মাত্রা, তাহার ডান আগা হইতে সমকোণ করিয়া একটি দাঁড়ি নামিয়াছে। তাহার শেষ বিন্দু হইতে মাত্রার বাঁ দিকের বিন্দু পর্য্যন্ত একটি অল্প বাঁকা রেখা। গুপ্তদের পরে মাত্রার সহিত এই রেখার সম্বন্ধ একটু বিচ্ছেদ হইয়াছে। আমাদের একারে সে সম্বন্ধ একেবারেই নাই।

'ও'। উপর হইতে নীচে একটি দাঁড়ি টানিয়া, তাহার সহিত সমকোণ করিয়া, উপরের বিন্দু হইতে বাঁ দিকে এবং নীচের বিন্দু হইতে ডান দিকে দুইটি ছোট ছোট রেখা টানিলে

'ও' হয়। কুষাণেও তাই। গুপ্ত অক্ষরে নীচে সমকোণ নাই এবং রেখাটিও সরল রেখা নয়। গুপ্তের পর নীচের সরল রেখাটি বেশ বাঁকিয়া গিয়াছে। আমাদের ওকারের উপর নীচ দুইই বাঁকিয়াছে।

'ক'। ডান হইতে বাঁয়ে একটি রেখার উপর তাহাকে সমকোণে ছেদ করিয়া উপর হইতে নীচে একটা দাঁড়ি টানিলে 'ক' হয়। কয়ের মধ্যবিন্দু হইতে চারি দিকে চারিটি রেখাই এক সমান। কুষাণদের সময় বাঁ হইতে ডান রেখাটি বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্ত অক্ষরেও রেখাটি বাঁকা ত আছেই, খাড়া রেখাটিরও তলাটা বাঁকিয়া গিয়াছে। গুপ্তের পরে বাঁ দিকের বাঁকা দুটি রেখা জুড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর আমাদের 'ক', সেই জোড়াটি একটি ত্রিভুজ হইয়াছে, আর ডান দিকের রেখাটি একটি আঁকড়ি হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে ৫০টি বর্ণই কেমন করিয়া অশোক হইতে আমাদের বাঙ্গালা হইল, তাহা এই চিত্রে দেখান আছে।

বাঙ্গালা অক্ষরে যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গভূমীশ্বর রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯ সালের লেখা একখানি বৌদ্ধপুথি সকলের চেয়ে পুরাণ। এই পুথি-খানি যশোহর জেলার ব্যাং নদীর ধারে লেখা হইবার ৭ বৎসরের মধ্যে ৭ বার পাঠ করা হয়। রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময় এখনও সূক্ষ্ম করিয়া বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি ১০ ও ১১ শতকের সন্ধিস্থলে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুথিখানি কালচক্রযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মূল পুথির টীকা। এই পুথিখানির অক্ষরের টান প্রায়ই এখনকার অক্ষরের মত। তালব্য 'শ'-টি বেশ ছুঁচুঁটুলি। বর্গীয় 'জ' ঠিক আমাদের মত, 'ক' যদিও একেবারে তেকোণা নয়, কিন্তু প্রায়ই আমাদের মত; কেবল ডান দিকের কোণটি একটু বাঁকা। 'খ' প্রায়ই আমাদের মত, কেবল নীচের দিকে দুটী কোণ হয় নাই, একটা বাঁকা রেখা চলিয়া গিয়াছে। গ, ঘ, ঙ তিনই এখনকার মত। আমাদের ছাপার 'চ' উপর-নীচের একটা দাঁড়ির ডান দিকে একটা থলে, কিন্তু আমাদের হাতের লেখা 'চ' কখনই এরূপ ছিল না। দাঁড়িটা একটা বাঁকা রেখা, বাঁদিকে হেলা, থলেটাও সেই রকম। এ পুথির 'চ' ঠিক সেই রকম। দুটা 'চ' জুড়িয়া 'ছ' হয়, তবে এখনকার বাঙ্গালায় 'ছ'য়ের কোলের দিকে একটু টান থাকে; এখনও পাঠশালায় বলে "কোলটানা ছ"। বর্গীয় 'জ' ঠিক এখনকার মত। কেবল ডান দিকের রেখাটা মাত্রার নীচে থেকে না বেরিয়ে আরও খানিক নীচে থেকে বেরিয়েছে। কাঁধে বাড়ী 'ঝ' তখনও যেমন, এখনও তেমনি। বিশেষের মধ্যে এই, পালানের নীচের মুখটা জোড়া নয়। ট-য়ের চৈতন পর্য্যন্ত আছে, ঠিক এখনকার মত। তখনকার ঠ-য়ের মাত্রাও নাই, চৈতনও নাই। ড, ঢ, ণ ঠিক এখনকার মত। ৫ চিত্রে শেষ ছত্রে ব্যঞ্জন বর্ণগুলি সব দেওয়া আছে। কিন্তু জানি না, কোন্ কারণে আগে প-বর্গ, তাহার পর ত-বর্গ দেওয়া আছে। অক্ষরগুলি প্রায় এখনকার মত, কেবল 'প'টির নীচের মুখটা দাঁড়ির তলায় আসিয়া লাগিয়াছে। তাহার পর দন্ত্য 'স', তাহার পর আর একটি কি অক্ষর, তাহার পর 'ষ', পরে 'শ'

ও তাহার পর 'ক'। ৪ চিত্রে স্বরবর্ণগুলি দেওয়া আছে। 'অ', 'আ' প্রায়ই এখনকার মত, কেবল নীচের দিকে বাঁহাতি একটা ট্যারচা টান আছে। 'ই', 'ঈ' একটু পুরাণ, দুটা গোল শূন্য, তাহার মাথায় একটা রেখা; একটু চৈতনও আছে। দীর্ঘ 'ঈ' ঠিক হ্রস্ব 'ই'র মত, কেবল নীচের দিকে দেবনাগরী উকারের মত কি একটা লাগান আছে। তাহার পর ঋ ঋ ঠিক এখনকার মত, তাহার পর 'উ' 'ঊ'—দুইয়ের একটিরও চৈতন নাই; নীচের একটা টান দেখিয়া দীর্ঘ 'ঊ' চিনিয়া লইতে হয়। 'ঌ' 'ৡ' এখনকার মত নহে। 'এ' 'ঐ' ঠিক এখনকার মত। এ চিত্রে 'ও' 'ঔ' পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার নিজেই বর্ণমালাটি দিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় নাই।

এ পুথিখানি যশোহরে ১১শতকের গোড়ায় লেখা; সুতরাং ইহার স্থান ও কাল একরূপ ঠিক আছে। তাই এখানির সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। অন্য পুথিতে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। ৩ চিত্রে যতটুকু লেখা আছে, আমরা তাহা তুলিয়া দিতেছি। পাঠকগণ অক্ষর মিলাইয়া পড়িবেন।

প্রথম লাইন—"প্রভায়াং নানোপায়বৈনেয়মহোদ্দেশঃ চতুর্থঃ সমাপ্তঃ॥ ॥ সমাপ্তেয়ং টীকা জ্ঞানপটলস্য ॥ ০ ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন প্রবরমণিগণং স্থাপিতং বুদ্ধমার্গে দত্তা প্রজ্ঞাভিষেকং

দ্বিতীয় লাইন—"ইহ যশসঃ শ্রীকলাপে নৃপস্য ॥ সম্বুদ্ধব্যাকৃতেন ॥ প্রমুদিতমনসা শ্রীযশশ্চো ॥ ॥ দিতেন টীকাং শ্রীমূলত[ন্ত্রে] স্ফুটকুলিশপদান্বেষিকাং তন্ত্ররাজে……

তৃতীয় লাইন—"॥ ০ ॥ যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহ্যবদৎ তেষাং ॥ ০ ॥ চ যো নিরোধঃ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥ দেয়ধর্ম্মোহয়ং……

চতুর্থ লাইন—"…ঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয়ে ইতি মহারা ॥ ০ ॥ জাধিরাজশ্রীমৎহরিবর্ম্মদেবপাদ্দীয় সম্বৎ ৩৯………

পঞ্চম লাইন—" তে। মৃতয়া চুঞ্চুকয়া গৌর্য্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাদায় পৃ-॥ -॥ ষ্ট-য়েদমুদীরিতং। পূর্ব্বোত্তরে দিশো ॥ ০ ॥ ভাগে বেংগনত্যাস্তথাকুলে পঞ্চত্বং ভাবিতবতঃ সপ্তসম্বৎসরৈরিতি॥"

এ পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে আছে। প্রায় এইরূপ অক্ষরে এসিয়াটিক সোসাইটীতে আরও একখানি পুথি আছে। সেখানিও বৌদ্ধপুথি; নাম "ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি"। ৬ চিত্রে তাহার প্রথম পাতাখানির নকল দেওয়া গেল। এই পুথিখানির ডান দিকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার 'ক' পূর্ব্বাপেক্ষা আরও তেকোণা হইয়াছে, কিন্তু এখনও বাঁ দিকে ঠিক দুইটি রেখার একটি কোণ

খাড়া করিয়া দিলে যেমন হয়, প্রায় তেমনই। দীর্ঘ 'ঈ'ও তাই। এই আধখানি পাতায় যাহা আছে, পড়িতে কোন বাঙ্গালীর একটুও কষ্ট হইবে না। হেবজ্রতন্ত্রের 'প' চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মত।

১২ চিত্র "রামচরিত" কাব্যের শেষ পাতার ফটোগ্রাফ্। গ্রন্থকারের নাম সন্ধ্যাকর নন্দী, নকল করিয়াছেন শীলচন্দ্র। ইহার 'প'ও চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও হেবজ্রতন্ত্রটীকারই মত। হ্রস্ব 'ই' দুইটি পুঁটুলি ও তাহার পাশে একটা দাঁড়ি ও মাত্রা। শেষ অক্ষর কয়টি,—

"ইতি শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিতং রামচরিতং নাম কাব্যং সমাপ্তমিতি। যথাদৃষ্টমিতি শ্রীশীলচন্দ্রস্য।"

১৩ চিত্র রামচরিতের টীকার শেষ পত্র। দ্বিতীয় স্বর্গের ৩৫ শ্লোকের টীকা ইহাতে শেষ হইয়াছে। ইহার পর আর টীকা পাওয়া যায় নাই। অক্ষর প্রায়ই মূলের মত, তবে মূল হইতে অনেকটা স্পষ্ট। ইংরাজী ১২ শতকের লেখা বলিয়া মনে হয়। শেষ তিনটি ছত্র লিখিয়া দিতেছি,—

"ইতীত্যাদি ইত্যনন্তরোদিতবিমর্দ্দব্যতিকরেণ যত্র সুবেলে বিবুধাদীনাং অঙ্গনানাং ভুজঙ্গান্তে বানরাদয়ঃ কল্পয়া মদিরয়া উদ্দীপ্তত্ব'ং আপ্তো মারো মন্মথঃ তেন ধারিতং সুরতং যেষাং তে তাদৃশা অপি দুর্ম্মনায়িতাঃ। অন্যত্র—ইত্যনন্তরোদীরিততদ্বংশাবমানে সতি যস্মিন্ ভীমে তে সুভটা ভীমসহায়াঃ॥"

১৪ চিত্র। দ্বাদশ শতকে স্থিরমতি পণ্ডিত তিব্বত হইতে পুথি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এখানি অনেক দিন নেপালে নেওয়ার রাজাদের গুরুর বাড়ীতে ছিল। নেপালের রাজার পুথিখানার অধ্যক্ষ এখানি আমাকে উপহার দিয়াছেন। ইহার অক্ষরগুলি একটু বাঁকা ছাঁদের, একটু ট্যারচা ছাঁদের—অত্যন্ত পরিষ্কার। পুস্তক শেষ হইলে লেখা আছে,—

"সমাপ্তেয়ং দোহাকোষস্য পঞ্জিকা। গ্রংথপ্রমাণমষ্টশতমস্য কৃতিরিয়ং অদ্বয়বজ্রপাদানামিতি। অস্তব্যস্তপদো ভাতি গ্রন্থোয়ং লেখদোষতঃ। তথাপি লিখ্যতেঽস্মাভিঃ গ্রন্থসংগ্রহকাঙ্ক্ষয়া। দানপতিশ্রীস্থিরমতিপণ্ডিতস্য পুস্তকমিদং। লেখিক শ্রীউদয়ভদ্রেন। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং॥"

১৫ চিত্রে যত দূর সম্ভব, ইহার একটি বর্ণমালা দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় পণ্ডিতেরা আসিয়া জগদ্দল বিহারে থাকিতেন। জগদ্দল বিহার বরেন্দ্র-ভূমিরই কোন স্থানে ছিল। সুতরাং ইহার টান একটু উত্তরবাঙ্গালার মত হইবে। ইহার হ্রস্ব 'ই'তে মাত্রাও আছে, মাত্রার নীচে দুটি পুঁটুলিও আছে। দীর্ঘ ঈকারে ইকারের উপর ডাইনে একটি দাঁড়ি আছে। 'ঋ' অনেকটা অকারের মত। 'ঘ' ঠিক চিরুণীর মত। ঘ-য়ের কাঁধে একটা বাড়ী হইয়াছে। 'ড' প্রায় এখনকার মত হইয়াছে, কেবল লেজটি একটু কাটা। 'ফ' দেখিতে 'হ'য়ের মত হইলেও 'প'য়ের মাথা খুব ফাঁক করিয়া, তাহাতে একটা আঁকুড়ি দিয়া হইয়াছে।

১৬ চিত্র—অপোহসিদ্ধি। এখানিও আমার পুথি। নেপালের পুথিশালার অধ্যক্ষ ৺বিষ্ণুপ্রসাদ রাজভাণ্ডারীর দান। ইহারও অক্ষরাদি দোহাকোষ-পঞ্জিকার মত, তবে ট্যারচা নয়। গ্রন্থকারের নাম মহাপণ্ডিত স্থবির রত্নকীর্ত্তি।

১৭ চিত্র—সুভাষিতসংগ্রহ। ইহাতে বৌদ্ধদের অনেক সুভাষিত অর্থাৎ ভাল কথা জড় করা আছে; কতক সংস্কৃতে এবং কতক বাঙ্গালায়। পুথিখানি বিদ্যাপতি দত্তের লেখা। তিনি নালন্দার পার্শ্বে বটগ্রামে বসিয়া পুথিখানি লিখিয়াছিলেন। অক্ষরগুলি সরু সরু, কিন্তু বেশ স্পষ্ট। 'প' একেবারে বাঙ্গালা। 'ভ'ও অনেকটা বাঙ্গালা। 'ব'টি একেবারে তেকোণা। 'ধ'টি মাত্রাহীন 'ব'কারের মত, কাঁধে বাড়ী নাই। 'অ'কার ঠিক এখনকার মত। 'হ'টি এখনকার উল্টা 'ও'কারের মত।

এত ক্ষণ আমরা যে সকল পুথির আলোচনা করিতেছিলাম, সবই মুসলমান রাজত্বের আগেকার। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষর যে এত পুরাণ, তাহা কাহারও ধারণাই ছিল না। ইং ১৮৬৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেতুবন্ধের একখানি পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরের পুথি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, সে পুথিখানি ৬৩৬ বছরের পুরাণ। তাঁহার তারিখ ঠিক হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তিনিও মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৩ সালে বেণ্ডল সাহেব ১১৯৮ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকার একটি পাতের আধখানির এক ফটোগ্রাফ বাহির করেন। পূর্ব্বে তাহার কথা বলা হইয়াছে। বাকিগুলি সব আমার বাহির করা। ইহার মধ্যে ১৩ শতকের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে (১৮ চিত্র দেখ); তাহাতে শকাব্দার তারিখ দেওয়া আছে ১২১১। সেখানি লেখা পূর্ব্ববাঙ্গালায়। পুথিখানি বৌদ্ধ পঞ্চরক্ষার পুথি। তখন পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা মধুসেন। উহার শেষে লেখা আছে,—"পরমেশ্বরপরমসৌগত-পরমরাজাধিরাজশ্রীমদ্গৌড়েশ্বরমধুসেনদেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দী ২।" ইহার অক্ষর কতকটা পুরাণ ঢংএর। 'ব'টি ঠিক তেকোণা, কিন্তু মাঝে ফাঁক নাই, একেবারে নিরেট। 'ধ' মাত্রাশূন্য, কাঁধে বাড়ী নাই। 'প'টি পুরাণ 'প'। 'অ'টিও বাঙ্গালা, 'ভ'টিও বাঙ্গালা, তবে দু'টির একটিরও লেজ মাথায় ঠেকান নাই।

১৯ চিত্র—জীমূতবাহন দায়ভাগ লিখিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, দায়ভাগ ধর্ম্মরত্ন নামে একটি বড় নিবন্ধের অংশ মাত্র। সেই নিবন্ধের 'কালনির্ণয়' অংশটা 'ধর্ম্মরত্ন' নাম দিয়া ছাপান হইয়াছে। ইহার একখানি পুথিতে একটি তারিখ দেওয়া আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেটি নকলের তারিখ ভাবিয়া পুথিখানি ১৪১৭ শকে নকল করা হইয়াছে বলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। সেটি ঘটকসিংহের ছেলের ঠিকুজীর তারিখ। সে কালের পণ্ডিতেরা পুথির গায়ে অনেক জিনিসই লিখিয়া রাখিতেন; ঠিকুজিও লিখিতেন; সুতরাং পুথিখানা ঠিকুজির অনেক আগের লেখা। পুথিখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম দেওয়া আছে; নিজের জন্যই তিনি লিখিয়াছিলেন। ঘটকসিংহ তাঁহার নিকট পুথিখানি পাইয়াছিলেন।

সুতরাং পুথিখানি হাত-বদল হইবার পর ঠিকুজীটা লেখা হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা ইহাকে ইং ১৪ শতকের পুথি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ১৪ শতকের পুথি বড় পাওয়া যায় না।

২০ চিত্র—এখানি 'তত্ত্বচিন্তামণি'কার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের লেখা কুসুমাঞ্জলির টীকা—নাম কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ। পুথিখানির শেষে অতি অস্পষ্ট একটি তারিখ আছে। তারিখটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই; ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পুথিখানি ব্যবহার করেন, তাঁহারও নজরে তারিখটি পড়ে নাই। তারিখটি শকাব্দা ১৩৩২=ইং ১৪২০। সুতরাং ১৫ শতকের পুথি। কিন্তু পুথিখানির প্রথম ৯০ পাতা এক হাতের লেখা, বাকিটুকু আর এক হাতের লেখা। যেখানে দুই হাতের লেখা মিলিয়াছে, সেখানে প্রথমটার খানিকটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা গেল—একখানি পুরাণ পুথি ছিল। তাহার অর্দ্ধেকটা হারাইয়া যায় এবং অপর অর্দ্ধেক আর এক-খানি পুথি হইতে লইয়া যুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম অর্দ্ধেকটা পুরাণ লেখা। তাতে সর্ব্বত্রই '৩' সংখ্যার জায়গায় 'ও' আছে। এইরূপ '৩'এর জায়গায় 'ও' লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০র মধ্যের পুথিতেই পাওয়া যায়। ১৩০০র পূর্ব্বেও এরূপ দেখা যায় নাই, পরেও অতি বিরল। সুতরাং এই কুসুমাঞ্জলি-টীকার পুথির প্রথম অংশটা ১৪ শতকের লেখা আমরা বলিতে পারি। ১৯ ও ২০ এই দুই চিত্রের অক্ষরগুলি সব ঠিক বাঙ্গালা; সব তেকোণা হইয়া গিয়াছে, বাঁকা রেখা নাই। ২১ চিত্র—সাহিত্য-পরিষদের কৃষ্ণকীর্ত্তন। উহার যে পাতে '৩'এর জায়গায় 'ও' আছে, সেই পাতাটির ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস, এখানিও ১৪ শতকের লেখা। ইহারও অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার ও বড় বড়। সকলেই ইহার সহিত অন্য অন্য লেখার তুলনা করিতে পারেন। ২২ চিত্র। ২২এর পুথিখানি ১৪৯২ সম্বতে অর্থাৎ ইং ১৪৩৬ সালে বেণুগ্রামে নকল করা হয়। সুতরাং এখানি ইং ১৫শ শতকের লেখা। এখানি বৌদ্ধদের পুথি। একজন কায়স্থ জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্য একজন ভিক্ষুকে দিয়া পুথিখানি নকল করাইয়াছেন এবং আর একজন ভিক্ষুকে দিয়া সংশোধন করাইয়া লইয়াছেন। ২৩ চিত্র—বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে অর্থাৎ ইং ১৫৭৮ সালের হাতের লেখা। এখানি কাশীদাসের আদিপর্ব্বের পুথি। অক্ষরগুলি মোটা মোটা, আর বেশ পরিষ্কার। পুথিখানি পরিষদের। ২৪ চিত্র—অঙ্গদ রায়বারের পুথি। নকলের তারিখ বাঙ্গালা ১০৮০ সাল, ইং ১৬৭৩। এখানি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথি। ২৫ চিত্র জৈমিনি ভারত। নকলের তারিখ বাঙ্গালা ১১৭৫, ইং ১৭৬৮। এই সকল পুথি নিপুণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইং ১১ শতক হইতে ১৮ শতক পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অক্ষরের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বেশ দেখা যাইবে। ইহার ভিতর এমন একখানি পুথিও নাই, যাহা দেখিবামাত্র বাঙ্গালা পুথি বলিয়া মনে না হয়। বাঙ্গালা অক্ষরের একটা ছাঁদ আছে। সে ছাঁদ এই সব পুথিতেই আছে।

ইহার পর আমরা বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি শিলাপত্রের ফটো দেখাইব এবং তাহার অক্ষরের সহিত পুথির অক্ষর তুলনা করিবার জন্য পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি।

২৬ চিত্র—হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ শিলাপত্রখানি তাহাতেই লাগান ছিল। যেটুকুর ফটো আছে, তাহার পাঠ,—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

গাঢোপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-

মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।

মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি

বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥

এ অক্ষরের ছাঁদই আর একরূপ, বাঙ্গালার মতই নয়। 'ভ'টি আমাদের 'ভ' ত নয়ই, দেবনাগরীর 'ভ'ও নয়। 'শ'টি এক পুঁটুলি, অথবা উহার একটা তেকোণা নাক আছে। 'ক'র টানটা এখনও কুটিলের দিকেই। 'ত' একেবারে দেবনাগরী। 'চ'ও দেবনাগরী, দাঁড়ীটার বাম দিকে থলে। ইহার সঙ্গে ৩য় চিত্রের ফটো মিলাইলে দেখা যাইবে, 'দু'টিই যদিও এক সময়েরই লেখা, কিন্তু ইহাদের প্রভেদ কত—একটা খাঁটি নাগরী, আর একটি খাঁটি বাঙ্গালা।

২৭ চিত্র—বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন দেবপাড়া গ্রামে যে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই শিলাপত্র। ইহারও অক্ষরগুলি নাগরী নাগরী বলিয়া মনে হয়। তবে কতকগুলি অক্ষর একেবারে বাঙ্গলা আছে—যেমন 'এ'কার, দন্ত্য 'স', 'ভ', 'তু'। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই,—

ওঁ নমঃ শিবায়।　　লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং

প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।

যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরত[য়া] স্থিত্বান্তরে কান্তয়োঃ

দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ ॥

ঠিক এই সময়ের পুথির অক্ষর ৯ চিত্রে দেওয়া আছে। এই দুই রকম অক্ষর তুলনা করিয়া দেখুন।

২৮ চিত্র—বল্লালসেনের সীতাহাটী শিলাপত্র। প্রথম শ্লোকটি এই,—

সন্ধ্যাতাণ্ডবসন্বিধানবিলয়ন্নান্দীনিনাদোর্ম্মিভি-

নির্ম্ম্যাদ····· দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ।

যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমৈ···

···নাট্যারম্ভরসৈর্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুবোধশ্রমঃ ॥

ইহার সহিত কুট্টনীমতের (চিত্র ১০) তুলনা করুন।

২৯ চিত্র—বল্লভদেবের শিলাপত্র ১১০৭ শকাব্দের অর্থাৎ ইং ১১৮৫র খোদাই। অক্ষরগুলি কতক বাঙ্গালা, কতক আর এক রকম। তাহার পর ৩০ চিত্র লক্ষ্মণসেনের

তর্পণদীঘির তাম্রপত্র। এ দুইটি প্রায় একই সময়ের। ইহাদের সহিত ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ চিত্রের তুলনা করুন। এই শিলাপত্র দু'খানির কতকটা পড়িয়া দিতেছি।

২৯শ চিত্র,— ... ...সুমুনা

অক্ষয়স্বর্গলাভায় জনন্যা জনকাজ্ঞয়া॥
এতস্যা ভক্তশালায়া নির্বাহার্থং মহাভুজঃ।
বিশালকীর্ত্তিশালিন্যাঃ শ্রীমান্ বল্লভদেবকঃ॥
শাকে নগনভোরুদ্রৈঃ সখ্যাতে চোত্তরায়নে।
শুভে শুভে ক্ষণে রাশৌ শস্তে ব্যস্ততমোগুণঃ॥

৩০ চিত্র—পং ২২। মণ্ডলে—শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী।

৩১ চিত্র—লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের শিলাপত্র। ইহারও ছাঁদ নাগরী, ঠিক বাঙ্গালা নয়। এখানি হয় ত ১৩ শতকে খোদাই হইয়াছে কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, বক্তিয়ার খিলিজীর সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঁচিয়া ছিলেন না, তাঁহাদের মতে ইহা ১২ শতকেরও হইতে পারে। অনেক অক্ষর ঠিক বাঙ্গালা থাকিলেও, ইহার ছাঁদ নাগরী।

৩২ চিত্র—এখানির ছাঁদই বাঙ্গলার; শকাব্দ ১১৬৫ তে (ইং ১২৪৩) চট্টগ্রামে খোদাই করা। প্রথম শ্লোকটি এই,—

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫
দেবি প্রাস্তরবেহি নন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো
বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।
তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গিমচলামালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলা-
দালোলাননবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ॥

পুথি ও শিলাপত্রের লেখা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক দেশের একই সময়ের, পুথির অক্ষর একরূপ, আর শিলাপত্রের অক্ষর আর একরূপ। এইরূপ ১১ ও ১২ শতক চলিয়াছে। পুথিগুলি বৌদ্ধদের, শিলাপত্রগুলি ব্রাহ্মণদের। বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে অক্ষর ও ছাঁদ কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। হিন্দুদের ঐ সময়ের পুথি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যত দূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোক (অর্থাৎ বৌদ্ধেরা) দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দু'য়ের লড়াইতে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধেরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরাও শেষে সেই অক্ষরেই পুথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান-বিজয়ের পর শিলাপত্র এই দেশের অক্ষরেই লেখা হইত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ

এখন বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন, প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার জন্ম ;—তবে সে প্রাকৃতটা মাগধী, কি গৌড়ী, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। আবার সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের জন্ম হইয়াছে, কি প্রাকৃত ভাষাটাই সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষা নাম ধরিয়াছে, তাহা লইয়া আবার দুই মত আছে। আমাদের সে বিচারে তেমন কিছু প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু ধরিয়া লইলেই চলে যে, সংস্কৃত ভাষাটা কেবল সাহিত্যের ভাষা ছিল ; শিক্ষিত লোকের মধ্যে হয় ত কথোপকথনেও ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু জনসাধারণের কথোপকথনের ভাষা ছিল প্রাকৃত। এখন যেমন দেশভেদে ভারতে বিভিন্ন দেশভাষা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বকালেও তেমনই বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া মৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও সাহিত্যের ভাষা হইয়া থাকিল। কিন্তু জীবন্ত প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পালিও একটা প্রাকৃত ভাষা ; বুদ্ধদেবের বাণীর প্রচার ইহাতেই হইয়াছিল বলিয়া একটা সাহিত্য ইহাতে গড়িয়া উঠিল। অপর দিকে ইহার পরে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতে কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইল, ইহাও কিছু দিন ধরিয়া উত্তর-ভারতের সাহিত্যের ভাষা ছিল। সাহিত্যের ভাষা হইবামাত্র পালি ও মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ব্যাকরণ রচিত হইল। কিন্তু যখন ব্যাকরণ রচিত হইল, তখন দেশের প্রাকৃত ভাষা অন্য রূপ ধরিয়াছে। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলিতে মহারাষ্ট্রী ব্যতীত শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী ও আবন্তী, এই চারি প্রাকৃতের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, রচিত সাহিত্যে নাটকীয় অশিক্ষিত পাত্রের কথাবার্ত্তায় এগুলি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কোন বৈয়াকরণিক গৌড়ীয় প্রাকৃতের উদাহরণ পান নাই। ইহার অর্থ এমন নয় যে, কোন প্রাকৃত ভাষাই গৌড়ীয় আখ্যা পায় নাই। কথাটা এই, সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন বহুপ্রকার প্রাকৃত দেশে প্রচলিত ছিল, সে সকল ভাষার বাক্য কেহ সংগ্রহ করে নাই। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাটাকেই প্রাচীন যুগে অনেক গ্রন্থকার পরাকৃত বা প্রাকৃত বলিয়াছেন। পালরাজাদের আমলে না হউক, সেনরাজাদের যুগে গৌড়ে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা গৌড়ীয় প্রাকৃত নাম হয় ত পাইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে কোন সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। মগধের ডাক-নাম বড় ; পালরাজারা প্রথমে মগধেই রাজধানী করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বহু দিন ধরিয়া মগধ পূর্ব্বভারতের রাজাদের প্রধান স্থান ছিল। তাই মাগধী প্রাকৃতের নাম বেশী। গৌড়ী প্রাকৃতের কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহা পৃথক্ নাম পায় নাই। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কথাভাষার বিশেষত্ব সাহিত্যে যেমন স্থান পায় নাই, সে কালে গৌড়ীয় প্রাকৃতের বোধ হয়, সেইরূপ অবস্থা ছিল। সুতরাং আমার মনে হয়, মাগধীই বাঙ্গালা ভাষার সাক্ষাৎ জননী।

ভাষার বিশেষত্ব সূচিত হয়—সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের দ্বারা। সুতরাং এই প্রবন্ধে আমি প্রাচীন বাঙ্গালার ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের জন্ম হউক আর নাই হউক, একটা যখন শিক্ষিতের বা সাহিত্যের ভাষা, আর একটা যখন জনসাধারণের কথাবার্ত্তার ভাষা, তখন পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব পড়িবেই। সংস্কৃত যেন সৌখীন ধনীর ভাষা, আর প্রাকৃত ছিল কাঙ্গাল গৃহস্থের ভাষা। সংস্কৃত আনন্দ বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ভাষা—সে একের জায়গায় দশ করিত, আর প্রাকৃত কাজ চালাইবার ভাষা, সে দশের জায়গায় এক করিত। সংস্কৃতে দশ লকার, দশ গণ, ৩ বচন; প্রাকৃতে ৪ লকার (বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা), এক গণ ও দুই বচন। ইহার দুই কারণই সম্ভব, অল্পেই কাজ চলে বলিয়াই হউক কিংবা ক্রিয়ার বহু রূপ শিক্ষা করিতে যে আয়াস আবশ্যক, প্রাকৃত জন তাহা স্বীকার করিতে চাহে না বা পারে না বলিয়াই হউক, প্রাকৃত জনের ভাষা সাহিত্যের ভাষা অপেক্ষা সরল ছিল।

১। অতীতে ল *

বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়ে কেবল উচ্চারণ সরল করিবার জন্য বা প্রকৃত উচ্চারণে অসামর্থ্য নিবন্ধন যৎসামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্রিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনামের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, বাঙ্গালার ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের বর্ত্তমান রূপের মূল নির্ণয় করা বড়ই কঠিন কার্য্য। এই প্রবন্ধে প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালায় অতীত কালের চিহ্ন কিরূপে আসিল।

অতীতে 'ল' শুধু বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া নহে, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী (মাগধী), ভোজপুরী এবং মারাঠী ভাষায়ও প্রচলিত আছে। নাই কেবল শৌরসেনী প্রাকৃতের দেশের ভাষা হিন্দীতে।

সংস্কৃতে অতীতের তিন লকার—লিঙ্, লুঙ্ ও লিট্। ইহার কোন লকারেই অতীতের ল চিহ্নের মূল নাই। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে ভূত কালে ধাতুর উত্তর ঈঅ এবং একস্বরবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর হীঅ হইত। আবার অকারান্ত ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয় পরে ই হইত; যথা,—সং পঠ ধাতু+ক্ত হইতে প্রাকৃত পঢ়িঅ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতের এই ক্ত-প্রত্যয়ই অতীত কালের 'ঈঅ' বা 'হীঅ'তে পরিণত হইয়াছিল। যাঁহারা একেবারেই প্রাকৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য এইখানে একটি নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শব্দের অযুক্ত অনাদিস্থিত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য ও ব, এই অল্পপ্রাণ বর্ণগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃত ভাষায় লুপ্ত হইয়া যায় এবং খ, ঘ, থ, ধ, ফ ও ভ, এই মহাপ্রাণ বর্ণগুলি 'হ'য়ে পরিণত হইত।

এখন প্রাকৃতে অতীত কালে ঈঅ, হীঅ বা ইঅ, যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালায় অতীত কালে 'ল'-চিহ্নের মূল এখানেও পাইতেছি না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, দেশ ও

---

* কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে (হাওড়ায়) পঠিত।

কালভেদে কথা ভাষার ভেদ হয় এবং মৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণে যত পরিবর্ত্তন ঘটে, জীবন্ত ভাষায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আবার জীবন্ত ভাষায় রচিত পুস্তক হইতে যখন তাহার ব্যাকরণ সঙ্কলিত হয়, তখন জীবন্ত ভাষায় আবার এমন পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহার জন্ত ব্যাকরণকারকে আবার নূতন সূত্র গড়িতে হয়। অর্থাৎ জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণ ভাষার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে, কিন্তু কখনও নাগাল পায় না, ব্যাকরণকার হয় ত শেষে শ্রান্ত হইয়া ব্যাকরণের সূত্র গড়া বন্ধ করে, কিন্তু জীবন্ত ভাষা সমান তালে নূতন নূতন পথে চলিতে থাকে; তাই আমরা প্রাকৃত ব্যাকরণে এই বহুবিস্তৃত দেশব্যাপী অতীতের ল চিহ্নের মূল পাই না।

অতীতে 'ল' কিরূপে হইল, সে সম্বন্ধে প্রধান দুইটি মত প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দকোষের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় বলেন (ব্যাকরণ ১৩৫পৃঃ),—সং গতঃ, বাং গেল, আসাং গল; ওঃ গলা, মাং গেলা, অর্থাৎ ত স্থানে ল।.........ত লুপ্ত হইয়া হিং গয়া।......সং কৃতঃ—করিত—করিদ—করিড—করিল।" এখানে তিনি দেখাইয়াছেন, 'ত'এর বিকারে ক্রমে দ, ড, ড় হইয়া পরে ল হইয়াছে। প্রাকৃতপ্রকাশ ব্যাকরণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন,* "শৌরসেনী 'দ', মাগধী 'ড' হইতে অতীতের ল চিহ্ন আসিয়াছে।" অর্থাৎ বসন্ত বাবুও সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যয়ের বিকারে শৌরসেনী 'দ' এবং মাগধী 'ড' ও তাহা হইতেই অতীতের 'ল' হইয়াছে বলেন।

এখন এই দুই মত অর্থাৎ প্রায়-এক মতের বিচার করা যাউক। শৌরসেনী প্রাকৃতে সংস্কৃতজাত শব্দের অনাদি অযুক্ত 'ত' স্থানে প্রায় 'দ' হইত; কিন্তু 'দ' স্থানে মাগধী 'ড' সকল স্থানে হইত না। মাগধীতে সাধারণতঃ 'ত'এর বিকার 'দ' স্থানে 'ড' হইত না, কেবল কৃ, মৃ ও গম্ ধাতুর পরে ক্ত-প্রত্যয়ের স্থানে দ কিংবা ড হইত। যথা সং মৃ+ক্ত, মাগধী প্রাঃ মদ বা মড়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বিকৃতির দোহাই দিয়া সাধারণভাবে সংস্কৃতের ক্ত-প্রত্যয় স্থানে ড় ও ক্রমে ল হইয়াছে বলা হইতেছে, তাহার মধ্যে কেবল একটি ধাতুর বিকৃতি বাঙ্গলা ভাষাতেই প্রচলিত আছে, মাগধী বা শৌরসেনীতে নাই। সং মৃত শৌরসেনীর দেশে 'মুর্দা' আর বাঙ্গলায় 'মড়া'।

আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সাধারণ নিয়ম, অতীত কালে ঈঅ বা ইঅ হইত। ইহা সংস্কৃতের ক্ত-প্রত্যয়েরই বিকার। শৌরসেনীর দেশের ভাষায় অর্থাৎ হিন্দীতে এখনও অতীত কালে ক্ত-প্রত্যয়ের বিকৃতি ইঅ হয়। যেখানে বিকৃতির সাধারণ নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেখানে একটা প্রদেশের ২।১ টা ধাতুর সম্বন্ধে একটা প্রত্যয়ের বিকৃতি সাধারণ ভাবে চলিবে কেন? উচ্চারণের বিকারেরও একটা নিয়ম আছে, যাহাতে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে

* বিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

সহজেই তৃতীয় বর্ণ আসিতে পারে অর্থাৎ 'করিত' স্থানে 'করিদ' হওয়া সহজ। কিন্তু 'দ' স্থানে 'ড' হওয়া তত সহজ নহে। অধিকাংশ শিশুর পক্ষে 'ড' উচ্চারণ অপেক্ষা 'দ' উচ্চারণ সহজ। তাই অনেক শিশু ট-বর্গের স্থানে, এমন কি, চ-বর্গের স্থানেও ত-বর্গ উচ্চারণ করে। সাহেবদের মত যে শিশুর ত-বর্গ স্থানে ট-বর্গ উচ্চারণ হয়, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তবে যেখানে মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রাধান্য থাকে, সেখানে ত-বর্গের ট-বর্গে পরিণতি সহজেই হয়। যথা,—সং নৃত ধাতুজাত নৃত্য স্থানে নচ্চ, পরে নাচ; কিন্তু নর্ত্ত স্থানে নট্ট, পরে নাট হইয়াছে। এখানে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ র'এর প্রভাব পড়িয়াছে। সেইরূপ 'দণ্ড' শব্দের শেষের দুইটি মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভাবে কেহ কেহ 'ডণ্ড' বলে।

প্রাকৃতের প্রথম বিকৃত রূপই মগধে অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত। কৃষ্ণ, দধি, ক্রোড় শব্দ প্রাকৃতে কহ্ন, দহি ও কোর হইতে মগধে এখনও কাহ্নাই, দহি ও কোর; কিন্তু বাঙ্গালায় কানাই, দই ও কোল। সুতরাং মগধে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের এত দূর বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় না। তদ্ভিন্ন মগধে বর্ত্তমানে দেখিতে পাই, 'ল' স্থানে লোকে 'ড়' ও 'র' উচ্চারণ করে, বিপরীত উচ্চারণ বিরল। 'তাল'কে 'তাড়', 'তল'কে তর সাধারণ লোকেও বলে এবং বিদ্যাপতির লেখাতেও 'ল' স্থানে 'র'এর প্রয়োগ খুব বেশী, যথা—'সকল' স্থানে 'সগর', 'কাজল' স্থানে 'কাজর','উজ্জ্বল' স্থানে 'উজোর' প্রভৃতি। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের 'ত' এত অধিক বিকৃত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন প্রবিষ্ট, উপবিষ্ট, রক্ত, মত্ত, তপ্ত প্রভৃতি পদে যুক্ত 'ত' স্থানে 'দ' ও ক্রমে 'ল' হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখি না। আর এক প্রদেশের এত অধিক বিকৃতি অন্য প্রদেশে সহজে গৃহীত হইবার সম্ভাবনাও অল্প।

আমার মনে হয়, 'কৃত' শব্দের স্থানে 'ল' হইয়াছে। কথাটা কিছু অদ্ভুত ঠেকিল, সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক পুস্তকের একটি গানে আছে (৫৪ পৃঃ) "মই অহারিল গঅণত পণিআ"। ইহার সংস্কৃত টীকায় আছে—মই=ময়া এবং অহারিল= অহারীকৃতম্ এবং অন্যত্র 'মেলিলি' শব্দের টীকায় আছে 'মুক্তীকৃত্য'।

শুধু প্রাকৃত জনই যে সংস্কৃতের ক্রিয়ার বিবিধ রূপকে কঠিন মনে করিত, এমন নহে; যাঁহারা সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিতেন, তাঁহারাও অতীত কালে বিবিধ গণের ধাতুর রূপের স্থলে কৃদন্ত ক্ত বা ক্তবতু প্রত্যয় করিয়া কাজ সারিতেন, কখনও বা বর্ত্তমানে স্ম যোগ করিতেন। লিটে আর এক প্রকার কৌশল ছিল, কতকগুলি ধাতুতে আম্ প্রত্যয় করিয়া অস, ভূ বা কৃ ধাতুর লিটের রূপ যোগ করিয়া দিলে চলিত। * যথা,—জাগরাঞ্চকার, গোপায়াঞ্চকার। আবার লিটের পুরুষ ও বচনভেদে ৯টি বিভিন্ন রূপ এড়াইবার জন্য 'কৃত' যোগ করিবার

* ইহারই অনুকরণে বাঙ্গলায় সং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে হওয়া বা করা ধাতুযোগে বহ ক্রিয়ার জন্ম হইয়াছে। এরূপ ক্রিয়া শুধু অতীত বলিয়া নহে, সর্ব্বকালেই ব্যবহৃত হয়।

কৌশল উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। 'কৃত' যোগে অভূত-তদ্ভাবে 'চ্বি' বিকল্পে হইত; যথা,—দ্রব-কৃত বা দ্রবীকৃত। এই 'কৃত'যুক্ত ক্রিয়াপদে সেইরূপ বিকল্পে ই আগম হইয়া দুইটি পদ হইত; যথা—পঠ ধাতু হইতে পঢ়ল বা পঢ়িল। মগধে ও যুক্তপ্রদেশে এখনও অনন্তরার্থে ধাতুর উত্তর স্থানে কৃ ধাতুজাত কর্ বা কে প্রযুক্ত হয়; যথা—জায়-কর্ বা জায়-কে। এখানেও অতীতের ছায়া আছে।

কোন শব্দ যখন প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার এত দ্রুত ও এত অধিক পরিবর্ত্তন হয় যে, তাহার শেষ চিহ্ন দেখিয়া মূল রূপ বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে। ইংরাজীতে বিশেষ্যে যে ly যোগ করিয়া বিশেষণ হয়, তাহার আদিরূপ like. সংস্কৃতে পুরুষ ও বচন-ভেদে প্রতি ল-কারে যে টি বিভক্তি হয় তাহাও আদিতে সর্ব্বনাম যোগে হইয়াছিল। যোগেশ বাবু বাঙ্গালা ব্যাকরণে দেখাইয়াছেন যে, তেলুগু ভাষায় এখনও ক্রিয়ার রূপে সর্ব্বনামের রূপ বিভক্তিরূপে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। কিন্তু সংস্কৃতের ক্রিয়ার রূপে তাহা এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ 'কৃত' শব্দটি যখন অতীত কালসূচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তখন বড় শীঘ্র শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। প্রাকৃত জনের হাতে পড়িয়া অল্পপ্রাণ, অযুক্ত ক ও ত সহজেই লুপ্ত হইল এবং 'ঋর' বিকার 'র' 'ল'য়ে পরিণত হইল। অর্থাৎ অহার+কৃত প্রথমে প্রাকৃতে হইল 'অহারির', পরে দাঁড়াইল 'অহারিল'।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুক্ত 'ত' স্থানে 'দ' হওয়া সম্ভব নহে। ক্ত-প্রত্যয় হইলে সর্ব্বত্র 'ই' আগমও হইত না। যথা—তিক্ত, তিত্ত, তিতা, রক্ত, রত্ত, রাতা, মত্ত, মাতা। বাঙ্গালা দেশে আবার ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলিতে হিন্দীর ন্যায় 'ত'র লোপ ঘটে, যথা—ক্ষিপ্ত, ক্ষেপা, ধৌত, ধোয়া, কৃত কর্ম্ম, করা কাজ। সুতরাং ক্ত-প্রত্যয়ের ত স্থানে অন্ততঃ বাঙ্গলা দেশে ল হয় নাই। ধৌত অর্থে ধোঅল এবং উপবিষ্ট অর্থে বৈঠল এখনও বিহারে প্রচলিত। 'বৌদ্ধ দোহা ও গান'কে আমার সেই বিহার বা মগধের গান বলিয়াই অনুমান হয়। * সেই "বৌদ্ধ দোহা ও গানে" নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাই,—

শব্দ	টীকার অর্থ	শব্দ	টীকার অর্থ
সুতেলা	সুপ্ত	মাতেল	প্রমত্ত
মিলিঅ	মিলিত	মাতেলা	প্রমত্ত
মিলিআ	মিলিত	পইঠে	প্রবিষ্ট
মিলিল	মিলিত	পইঠেল	—
মাতা	মত্ত		

একবার ক্ত-প্রত্যয়জাত ষ্ট, ত্ত, প্ত স্থানে যথাক্রমে ঠ, ত, ত হইয়াছে, আবার ক্ত-প্রত্যয় হইয়া 'ত' স্থানে 'ল' হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। ক্ত-প্রত্যয়ের অযুক্ত ত যে লুপ্ত হইত, তাহা মিলিঅ ও মিলিআ পদে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে।

* ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "পরিচারিকা" দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলার লান্ত পদগুলি ক্ত প্রত্যয়-জাতই হউক, আর কৃতপ্রত্যয়-সাধিতই হউক, এগুলির কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হইত এবং বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

মই বুঝিল=ময়া অবগতম্ (বৌদ্ধ দোহা ও গান, ৫৪ পৃঃ)

পাকিল দাঢ়ি মাথার কেশ=পক (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ২ পৃঃ)

এই লান্ত পদগুলি বিশেষণ বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে ঈকারান্ত হইত। যথা,—আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী—(টীকা বঙ্গালিকা ভূতা) নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী—(বৌদ্ধ দোহা ও গান, ৭৩ পৃঃ)। বড়াই চলিলী আন পথে— (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৯ পৃঃ), চান্দে পরীহলি মোতী—(বিদ্যাপতি)।

২। ভবিষ্যতে 'ব'

মাগধী বা মগহি, ভোজপুরী, আওধী, মৈথিলী, বাঙ্গলা, ওড়িয়া ও আসামী, এই কয়টি ভাষায় ভবিষ্যৎকালসূচক 'ব' চিহ্ন প্রচলিত আছে। ইহা সংস্কৃতের 'তব্য' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। * সং 'তব্য' হইতে প্রাকৃত 'অব্ব', পরে 'অব' হইয়াছে। তব্য প্রত্যয়ান্ত পদ কৃদন্ত বিশেষণ; সুতরাং পুরুষভেদে ইহার পরিবর্ত্তন হইত না, কর্ম্মের বচন-ভেদে হইত। কারণ, তব্য প্রত্যয়-সাধিত পদ কর্ম্মবাচ্যের; সুতরাং কর্ত্তায় তৃতীয়া হইত। যথা,—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রাচীন মৈথিল †	প্রাচীন বাঙ্গলা †
ময়া যাতব্য (ং)	মএ যাঅব্ব	মোয় জায়ব	মো জাইব বা মোএঁ জাইবোঁ
অস্মাভিঃ যাতব্য (ং)	অহ্মেহি যাঅব্ব	হমে জায়ব	আহ্মে জাইব
ত্বয়া যাতব্য (ং)	তুএ বা তএ যাঅব্ব	তুঅ জায়ব	——
যুষ্মাভিঃ যাতব্য (ং)	তুহ্মেহি যাঅব্ব	——	তোহ্মে জাইবেঁ
লোকেন যাতব্য (ং)	লোকেণ যাঅব্ব	লোকে জায়ব	লোকে জাইব

এখন আমরা বাঙ্গলায় প্রথম পুরুষে ভবিষ্যতের রূপের চিহ্ন 'বে' প্রয়োগ করি। যথা,—লোকে যাইবে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এখনও 'যাইব' হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের যুগের পরেও পশ্চিম-বঙ্গে সেইরূপ 'যাইব' প্রচলিত ছিল। প্রথম ও উত্তম পুরুষে 'যাইব' হইত, কিন্তু মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমসূচক বহুবচনান্ত করিতে গিয়াই বোধ হয় 'তোহ্মে জাইবেঁ' এইরূপ একারান্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ গান ও দোহায় যতগুলি বান্ত পদের উদাহরণ আছে, সমস্তই কর্ম্মবাচ্যের বিশেষণ; যথা,—

বাক্য	টীকার অর্থ
করিব নিবাস	অস্মাভির্নিবাসঃ করণীয়ঃ।

---

* শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও এই মত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† নেপালে বাঙ্গালা নাটক ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গৃহীত। প্রথমখানির ৩ অংশ মৈথিল ভাষা।

বাক্য	টীকার অর্থ
করিবে ম সঙ্গ	ময়া অভিষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ
খাইব মই	ময়া ভক্ষণং কর্ত্তব্যং। ইত্যাদি

তব্য প্রত্যয় হইলে ধাতুর উত্তর 'ই' আগম হইত। অর্থাৎ কতকগুলি ধাতুতে 'ই' হইত, কতকগুলিতে হইত না। বাঙ্গলা ভাষায় লান্ত পদের ন্যায় সর্ব্বত্র 'ই' আগম হয়, কিন্তু বর্ত্তমান বা প্রাচীন কোন মৈথিল ভাষাতেই 'ই' আগম হয় না।

বাঙ্গলার বাচ্য

বাঙ্গলা ভাষার ক্রিয়ার তিন কালের মধ্যে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া আদিতে কর্ম্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আমি বাচ্য সম্বন্ধে একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই। ইংরাজী ও হিন্দীতে (বর্ত্তমান) অকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তর হয় না। সংস্কৃতে কর্ত্তৃবাচ্যের সকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তরে কর্ম্মবাচ্য এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার বাচ্যান্তরে ভাববাচ্য হয়। অথচ বাঙ্গলায় অকর্ম্মক-সকর্ম্মক নির্বিশেষে একরূপেই বাচ্যান্তর হয়—'হ' বা 'যা' ধাতু যোগ করিয়া। যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য	বাচ্যান্তর
আমি শুইলাম	আমার শোওয়া হইল
আমি ভাত খাইব	ভাত খাওয়া যাইবে

সুতরাং বাচ্যান্তরে কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য, এই দুইটি পৃথক্ নাম না রাখিয়া, আমি দুইটিকে "হওয়া-বাচ্য" বলিব।* কারণ, এরূপ বাচ্যে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত; কাজটাই হয়, তা সেটা অকর্ম্মক ক্রিয়াই হউক, আর সকর্ম্মক ক্রিয়াই হউক। যথা,—শোওয়া হইল বা গেল, চুরি হইল বা গেল। এখানে কে শুইল বা কে চুরি করিল, তাহা জানিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই। যেখানে কর্ত্তা একেবারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেরূপ ক্রিয়াবাচ্যকে সংস্কৃতে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য বলে। আমি সেগুলিকেও হওয়া-বাচ্য বলিতে চাই। যথা,—হাসি পায়, ক্ষুধা লাগে, মাথা ধরিয়াছে, পয়সা জুটিল না ইত্যাদি। ইহাদের কর্ত্তৃবাচ্য হয় না। আর যেখানে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব স্পষ্ট, কাজটা কেহ করিতেছে, তাহার নাম দিব "করা-বাচ্য"। যথা—আমি শুই, সে পুথি পড়ে।

উত্তর-ভারতের সমস্ত দেশভাষায় (শুধু বাঙ্গলা নহে) মূলে এই হওয়া-বাচ্য ছিল। হিন্দী ও মারাঠীতে যাহাকে এখন সকলে ক্রিয়া মনে করে, তাহাও মূলে কোন কোন স্থানে কর্ম্মবাচ্যের কৃদন্ত বিশেষণ ছিল; সেই জন্য স্ত্রীলিঙ্গে পুংলিঙ্গভেদ হয়। মারাঠী ভাষায় ঠিক সেই কারণে ক্রিয়ার ৩ লিঙ্গ হয়। বিদ্যাপতির পদাবলী বা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অতীত কালসূচক লান্ত পদগুলি স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত হইত ঠিক্ এই কারণে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাঙ্গলায়

* ইংরাজীতে Passive Voice বা কর্ম্মবাচ্য "to be' (অর্থাৎ হওয়া) ক্রিয়াযোগে সম্পন্ন হয়।

যেন অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াগুলি মূলে হওয়া-বাচ্য, কিন্তু কর্ত্তায় ৩য়া বিভক্তি কই ? সর্ব্বনামের এখন যাহাকে আমরা প্রথমা বিভক্তি মনে করি, মূলে তাহা তৃতীয়া বিভক্তি ছিল। পূর্ব্বের দুই এক দৃষ্টান্ত দেখা যাউক,—

প্রাচীন	মাগধী	মই অহারিল
প্রাচীন	মৈথিলী	তুঅ জায়ব
প্রাচীন	বাঙ্গলা	লোকে জাইব

এখানে "মই" অস্মৎ শব্দের একবচনে, 'তুঅ' যুষ্মৎ শব্দের একবচনে এবং 'লোকে' লোক শব্দের একবচনে ৩য়া বিভক্তি। সংস্কৃতে অস্মৎ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'ময়া' হয়, কিন্তু প্রাকৃতে মে, মএ, মই, মমাই, দেশ ও কালভেদে এই চারি পদ হইত। ইহা হইতে বাঙ্গালার 'মুই' এবং হিন্দীর 'মৈঁ' হইয়াছিল। 'মুই' বোধ হয়, এখনও উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অশিক্ষিত লোকের ভাষায় প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালার ক্রিয়ার বাচ্যান্তর করিতে হইলে 'হ' বা 'যা' ধাতু যোগ করিতে হয়। এই 'যা' ধাতু আসিল কোথা হইতে ? 'আমি পড়ি' এই অনুজ্ঞা বা বিধির বাচ্যান্তর হইবে 'পড়া যাউক'। এখানে 'যা' ধাতুর মূল অর্থ 'পাদচালনা' করিলে সঙ্গত হয় না। প্রাকৃতপ্রকাশ ব্যাকরণে একটি সূত্র আছে (৭৮),—"ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে বিহিত যক্' স্থানে ইঅ ও ইজ্জ এই দুইটি আদেশ হয়।" যথা—সং পঠ্যতে, প্রাং পঢ়ীঅই, পঢ়ীজ্জই। বাং পড়া যায়। আমার অনুমান হয়, প্রাং পঢ়ী-অই হইতে বাং পড়া হয় এবং পঢ়ীজ্জই হইতে বাং পড়া যায় আসিয়াছে। বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে আমার অনুমানের সমর্থক দুই একটি প্রয়োগ তুলিতেছি।

শব্দ	টীকার অর্থ
বক্খানিজ্জই	ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে
কহিজ্জই	কথ্যতে
কিজ্জই } করিজ্জই }	ক্রিয়তে

শ্রীরাখালরাজ রায়

শব্দার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাস

এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ ভাষার বাইরের দিক্‌টা লইয়াই প্রধানতঃ ব্যস্ত আছেন। কোন্ ভাষার ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নিয়ম কিরূপ, শব্দের বিন্যাস এবং স্বরনির্দ্দেশ কিরূপ হইবে—কেবল এই সকল বিষয়ই তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু যে জিনিসটা বস্তুতঃ ভাষার প্রাণ, শব্দের সেই অর্থের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে। বিষয়টা অপ্রয়োজনীয়, এমন নয়; ইহা বড় বড় মাথার খোরাক যোগাইবার অনুপযুক্ত, তাহাও নয়; কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, ইহা পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং বোধ হয়, তাহার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।

মাত্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত মিশেল ব্রেআল (Michel Breal) যথারীতি অবতারণা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। Essai de Semantique নামক পুস্তকে তাঁহার গবেষণার ফলসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হেনরি কাষ্ট (Mrs. H. Cust) কর্ত্তৃক ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর ব্রেআল প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার গবেষণার ফলস্বরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ ফরাসী দেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিষয়টি কিরূপ কঠিন এবং গুরুতর, তাহা অধ্যাপক ব্রেআলের কথা হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি বলিতেছেন,—"বার বার বিষয়ের কঠিনত্বের দ্বারা প্রতিহত হইয়া আমি এ দিকে আর হাত দিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। যত বার কাজটি আরম্ভ করিব মনে করিয়াছিলাম—তত বারই আমাকে এই মতলব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।" ব্রেআল যে সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রধানতঃ মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত; কাজেই তিনি যে সব ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলির পক্ষে এই সব নিয়ম যেমন খাটে, অন্যান্য ভাষার পক্ষেও তদ্রূপ। তিনি ভূমিকায় বলিতেছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল একটা আপাততঃ চলনসই-গোছের প্ল্যান খাড়া করা। কারণ, এ বিষয়ে এখন অনুসন্ধান কিছুই হয় নাই এবং যথারীতি অনুসন্ধান করিতে গেলে দুই চারি পুরুষ ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণকে পরিশ্রম করিতে হইবে—নতুবা বিশেষ কিছু হইবে না।

শব্দকোষ সঙ্কলন-বিদ্যাতেই শব্দার্থ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত। ১৮২৬—২৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এবং ১৮৩৯ অব্দে প্রকাশিত ল্যাটিন ভাষা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা রাইসিগ (K. Reisig) দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শব্দের অর্থপরিবর্ত্তনের ধারা কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করা যায়, তাহার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু অকাল-

মৃত্যু হেতু রাইসিগ আর এ বিষয়ে বেশী কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারই ছাত্র আগাথন বেনারি (Agathon Benary, ১৮৩৪) শব্দার্থতত্ত্বকে কোষসঙ্কলন-বিস্তার গণ্ডী হইতে বাহিরে আনিয়া, ইহাকে এক বৃহত্তর এবং গভীরতর অর্থ প্রদান করেন। তিনিই সর্ব্ব-প্রথম শব্দের আকৃতিগত এবং অর্থগত দিকের প্রভেদ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন। শুধু শব্দ নয়, এমন কি, প্রত্যয়াদির অর্থের দিক্ হইতে আলোচনার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করেন।

অধ্যাপক ব্রেআল যে সময় এ-বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, অন্যান্য কয়েক জন পণ্ডিতও সে সময়ে এ দিকে কিছু কিছু কাজ করিতেছিলেন। ব্রেআলের পরেই সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত পাউল (Paul)এর নাম করিতে হয়। ভাষার ইতিহাসের তথ্যবিষয়ক তাঁহার Prinzipien der Sprachgeschichte নামক পুস্তক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়া দেয়। এই পুস্তকের কয়েক অধ্যায়ে অধ্যাপক পাউল শব্দার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সুচিন্তিত কয়েকটি তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ষ্ট্রং, লোজম্যান এবং হুইলার (Strong, Logeman এবং Wheeler) একত্রে পাউলের এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক পোষ্টগেট (Postgate) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ট্রিনিটি কলেজের ফেলোর পদ গ্রহণ মানসে শব্দার্থতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হন—কিন্তু উপযুক্ত উপাদানের অভাবে শীঘ্রই তাঁহাকে বিরত হইতে হয়। পরে তিনি এই বিষয় লইয়া আবার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৬ অব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় পণ্ডিত-গণের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন।

বর্ত্তমান কালের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অগ্রণী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রুগমান (Brugmann) এবং আর দুই জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত—বেশ্‌টেল ও হিয়ারডেগেন (Bechtel and Heerdegen) ও ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিৎ সুইট (Sweet) প্রভৃতি সুধীগণ, শব্দার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতে এই বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই শুনেন নাই। অবশ্য যে হিন্দু জাতির অপূর্ব্ব ব্যাকরণ আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, তাঁহারা যে একেবারে এই বিষয়টি ভাবেন নাই, তাহা নয়। যাস্ক (খৃঃ পূঃ ৫০০) তাঁহার নিরুক্তের মধ্যে যখন নিম্নলিখিত ভাবে তর্ক করিতেছেন, তখন আমরা শব্দার্থতত্ত্বের মূল কথা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাই। তিনি বলিতেছেন,—"ঘাসকে তৃণ বলা হয়; কেন না, ইহাতে খোঁচা লাগে, সেই জন্য খোঁচা অর্থসূচক তৃ ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে যে জিনিসেই খোঁচা লাগে, তাহাকেই তৃণ নাম দেওয়া হয় না কেন— যেমন একটা ছুঁচ কিংবা বর্শা? আবার একটা স্তম্ভকে স্থূণা বলা হয়; কেন না, ইহা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সেই জন্যই কথাটি স্থিরতাসূচক স্থা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইলে যা কিছু কোন জিনিষকে স্থির করিয়া রাখে, তাহাকে স্থূণা বলা হয় না কেন?"

মহর্ষি পাণিনিও (খৃঃ পূঃ ৩৫০) যে শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে কিছু ভাবেন নাই, এমন নয়। প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৫৬ সূত্রের নীচে তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, "ব্যাকরণে অর্থতত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা না করিয়া শুধু শব্দ বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ, অর্থ ব্যাকরণের দ্বারা নিরূপিত হয় না, দেশে যেরূপ চলিত আছে, অর্থ সেইরূপই হয়। যেমন একজন অজ মূর্খ, যে জীবনে ব্যাকরণ কি, দেখে নাই বা শুনেও নাই—তাহাকে রাজপুরুষের কথা বলিলে সরকারী কর্ম্মচারীকেই বুঝিবে—রাজাকে নয়।"

মীমাংসা এবং ন্যায়দর্শনের মধ্যে এবং বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণের টীকায় মাঝে মাঝে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কার পুস্তকসমূহেও শব্দের অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কিন্তু এই সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পুণার অধ্যাপক গুণে (Dr. P. D. Gune) তাঁহার নবপ্রকাশিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পুস্তকে (Introduction to Comparative Philology) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ তারাপুরওয়ালা (Dr. I. J. S. Taraporewala) তাঁহার লেক্‌চার-নোটে শব্দার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিতে গিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাসমূহ হইতে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছেন।

বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে এই ধরণের কাজ এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। শব্দার্থবিজ্ঞান যে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সেই ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপনাই মাত্র সে দিন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ ডিগ্রির জন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনিতত্ত্বের দিক্‌টাই (Phonetics) সুধীগণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি সুযোগ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থবিজ্ঞানের চর্চ্চা এখন আরম্ভই হয় নাই।

আশা করা যায়, এখন হইতে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। সরঞ্জাম এবং মাল-মসলার অভাব নাই—যাহা কিছু অভাব লোকের। স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েক জনের ভাষাসংক্রান্ত পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি হইতে অনেক মালমসলা যোগাড় হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেও এ দিকে হাত দেয়, এমন লোক কই? শব্দার্থবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অসীম বলিলেই হয়; কিন্তু বোধ হয়, সমগ্র জগতে ২০ জনের বেশী পণ্ডিত এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

অধ্যাপক পোষ্টগেট বলিতেছেন,—"আমাদের এই বিজ্ঞানের এখন নিতান্ত শিশু অবস্থা। ইহার প্রধান অভাব এখন উপাদান সংগ্রহ করা। এই বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে তাহার মাতৃভাষা লইয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার অবস্থা এখন এমন হয় নাই যে, নিতান্ত নগণ্য সেবকের যৎসামান্য কার্য্যও অবহেলা করিতে পারে। এই জন্যই আমার মত ব্যক্তির এই ক্ষুদ্র চেষ্টা।"

এই বিজ্ঞানের প্রথম অভাব একটি উপযুক্ত পরিভাষার সঙ্কলন। গ্রীসের ইতিহাস-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ গ্রোট সাহেবের ভ্রাতা অধ্যাপক গ্রোট (Prof. Grote) একটি পরিভাষা তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Journal of Philology নামক ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় তাঁহার মৃত্যুর পর কতকগুলি প্রবন্ধে এই পরিভাষা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার নামকরণ-প্রণালী তত সুবিধাজনক না হওয়ায় সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

এমন কি, এই বিজ্ঞানের নামটি পর্য্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব করেন। গ্রীক-ভাষায় Rhema বলিয়া একটি শব্দ আছে, তাহার মানে "যাহা কথিত হইয়াছে" (a thing said)—তাহা হইতে অধ্যাপক পোষ্টগেট প্রস্তাব করেন Rhematology নাম। অধ্যাপক ব্রেআল গ্রীক Semaino (to signify) হইতে নাম করিয়াছেন Semantics। Phonetics যেমন ধ্বনিতত্ত্ব—Semantics সেইরূপ অর্থতত্ত্ব। কিন্তু বাঙ্গলায় অর্থশাস্ত্রের (Political Economy) সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই 'অর্থ' শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় আমরা এই বিজ্ঞানের বাঙ্গলা নাম দিতে চাই—**শব্দার্থতত্ত্ব**। অবশ্য শব্দ কথাটি এখানে অনেকটা গ্রীক Rhema (a thing said) এই অর্থেই আমারা ধরিব। এই বিজ্ঞানে শব্দ, শব্দসমষ্টি এবং বাক্যের অর্থ আলোচিত হওয়া উচিত। বারান্তরে এ বিষয়ে অন্যান্য আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিগৃহীত লেখকের এম এ, Thesis হইতে সঙ্কলিত।

১। ফিনিসীয়, আরেমাইক ও ব্রাহ্মী।

২। ব্রাহ্মী হইতে বাঙ্গালা।

কোহিনূর প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা।

৩। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বে যশোরে লেখা বৌদ্ধ পুথি।

৫। হরিবর্মদেবের রাজত্বে নশোরে লেখা বৌদ্ধ পুঁথির বাঙ্গলা বর্ণ।

১২। রামচরিত মূল।

১৩। রামচরিত টীকা।

১৪। দোহাকোষপঞ্জি

১৬। অপোহসিদ্ধি।

১৮। পঞ্চরক্ষা।

১৯। জীমূতবাহনের ধর্ম্মরত্ন।

২০। কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ। প্রথম অংশ।

২১। কৃষ্ণকীর্ত্তন।

২১। বোধিচর্য্যাবতার। ইং ১৪৩৬।

২৩। কাশীদাসের আদিপর্ব্ব। বাং ৯৮৫।

২৪। অঙ্গদরায়বার। বাং ১০৮০।

২৫। জৈমিনি ভারত। বাং ১১৭৫।

২৬। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের শিলাপত্র।

২৭। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি।

২৮। বল্লালসেনের সীতাহাটি প্রশস্তি

৩০। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রপত্র।

৩২। চট্টগ্রাম তাম্রশাসন। ইং ১২৪৩।

হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি

যাঁহার নিকট হইতে "হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি" খানি* প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই হেড়ম্ব-রাজমন্ত্রি-বংশ-সম্ভূত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর মহাশয় কিছু কাল হইল, আমার নিকট তিনখানি পুথি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি তিনি কাছাড় বিক্রমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সেন বড়ভূইয়া মহোদয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একখানি হেড়ম্ব রাজ্যের ঋণাদানবিধি, দ্বিতীয়খানি দাসদাসীর সংজ্ঞাবিষয়ক এবং তৃতীয় পুথি হেড়ম্ব রাজ্যের শেষ ভূপতি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাসলীলা-বিষয়িণী পদাবলী। এই প্রথম সংখ্যক পুথিই প্রকাশ করা যাইতেছে। এই পুথির প্রথম হইতে ৩৪ সংখ্যক পত্র মাত্র বর্ত্তমান—শেষ পাতাটি আবার মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত। অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা প্রকাশ-যোগ্য বিবেচিত হইল। দ্বিতীয় পুথিখানি সম্পূর্ণই পাওয়া গিয়াছে, তবে ইহার পত্রসংখ্যা মাত্র ২। ইহা এতৎসহ পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইল। তৃতীয় পুথি—মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রচিত পদাবলী—অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন; ইহার প্রথম দুই পত্র আছে, তৃতীয় পত্র নাই; চতুর্থ আছে, ৫ম ও ষষ্ঠ নাই। অতঃপর ৭ম হইতে ২৫শ পত্র পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু ২৩শ পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন, এবং ২৫শ পত্রের এক পৃষ্ঠা মাত্র লিখিত হইবার পরেই লেখক হঠাৎ লিপি-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইহা প্রকাশার্থ যত্ন করা নিতান্তই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা মধ্যে মধ্যে পত্রহীন হওয়াতে প্রকরণ বুঝার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। অথচ ইহার লিপিও এত কদর্য্য এবং বানান ভুল, অক্ষরচ্যুতি ইত্যাদি এত অধিক যে, রচয়িতার অভিপ্রেত পদ বা বাক্য যে কি ছিল, তাহা বুঝাই অনেক স্থলে কঠিন বোধ হয়। যদি অপর একখানি পুথি এ বিষয়ে কোনও সময়ে হস্তগত হয়, তবেই ইহার প্রকাশে যত্ন করা যাইতে পারে। তথাপি এই স্থলে গ্রন্থের কিয়দংশ 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং' ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

অথ রাসলীলাঃ নম শ্রীকৃষ্ণাও নবজলধরবর্ন্নং চম্পকদাসীকর্ন্নং বিকশতে নলিনস্বাং নীপ্পুরং মন্দহাষ্যং অমিচ নাকিলসারং নমি গোপীকুমারং।[১] রাগ কৈল্যাণঃ সারদ চন্দ্রিকা হেরি গৌর দ্বিজরাজ। সঙ্গে রঙ্গে বিহরয়ী ভকত সমাজ। ১। পুরুব পড়িয়াছে মনে বিকল

---

* প্রায় দশ বৎসর হইল, ইহা সচিত্র ভূমিকা-সমন্বিত হইয়া গৌহাটীস্থ বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা (বর্ত্তমানে শাখা সাহিত্য-পরিষৎ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১। "নবজলধরবর্ণং" হইতে 'গোপীকুমারং' পর্য্যন্ত শ্লোকটির মূল পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত বৈষ্ণবতত্ত্ব-নিষ্ণাত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ইহা শ্রীরূপগোস্বামীর "মুকুন্দমুক্তাবলীর" শ্লোক। সমগ্র বিশুদ্ধ শ্লোকটি এই,—"নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।

কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং কিমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্।"

ইহা হইতেই লেখকের লিপি-পটুতার নমুনা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অন্তরে। খণে উঠে খণে পড়ে ধরণী উপর ॥ ২ ॥ কথা বৃন্দাবন কথা নিকুঞ্জ কুটির। কথা ব্রজাঙ্গনাগণ পূয় রাধা মর ॥ ৩ ॥ ব্রজধাম রাসস্থলা সরিয় কাতর। বাক্য নাহি স্বরে প্রভু ভাবে জর জর ॥ ৪ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্র লীলামৃত রসে। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নৃপ কহে জানা ভাবে ॥ ৫ ॥ দেখ কিহে সোভা কিমদ্ভুত বৃন্দাবনধাম। মনোহর সুমাধুর্য্য ভম্য গুণ প্রাচর্য্য ত্রিভুবন অতি অনুপাম ॥ ধু ॥ * ॥ এই গেল প্রথম পৃষ্ঠা হইতে। মধ্য ভাগ (১৬শ পৃষ্ঠা) হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে,—

স্লিকং[১] ॥ পদানি ব্যক্তমিতানি নন্দসুনোর্ম্মহাৎথনঃ ॥ লক্ষন্তেহি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুস-যবাদিভিঃ ॥ পদ ॥ দিপ্তপদচিহ্ন রক্ষ সৌন্দর্য্যে অনুপম্য ধ্বজবজ্রজবাঙ্কুসাঙ্কিতঃ ॥ মনুহর বংশের প্রেমরাসমূজতুর পদচিহ্ন ব্যক্তসুরিক্ষিত ॥ ৪ ॥ স্লিকং' কস্যাঃ পদাণি চৈতানী জাতা যা নন্দসুনা অংসন্যস্তপ্রাকাঙ্ক্ষ্যা করণা করিণা যথা ॥ ৫ ॥ পদ ॥ প্রক্রক্ত করিণ্যপরি যেন কর দণ্ড করি তেন কৃষ্ণসহ গপী গতাঃ কৃষ্ণচিত্ত হরা নারি : পদচিহ্ন সারি সারি মনরম্য গোপী সুরক্ষিতাঃ পরস্পর গোপরামা সংগে সঙ্গ ব্রজাঙ্গনাঃ বিরহেতে ব্যাকুলীতা মতিঃ দাষ্যরস আহ্লাদিত হেন রাষ বঞ্চিত শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নরপতি ॥ ৬ ॥

এখন প্রকাশ্যমান ঋণাদানবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার শেষের দিক্‌টা পাওয়া যায় নাই। তবে প্রথমাবধি অনেকটা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকাতে প্রাপ্ত অংশের ধারাবাহিক মর্ম্মাবগতির ব্যাঘাত হইতেছে না। "হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি"র ন্যায় ইহাও কাছাড়ের শেষ ভূপতি—প্রাগুক্ত পদাবলীর রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র নৃপ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংকলিত। দণ্ডবিধি ১৭৩৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ ইহতে জারি হইয়াছিল—ইহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ ১৭৩৮ সালের) ১লা ফাল্গুন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দণ্ডবিধির যেমন সংস্কৃত অংশও পাওয়া গিয়াছে—এই ঋণাদানবিধির তাহা পাওয়া যায় নাই কেবল বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রাপ্ত পুঁথিখানিতে আছে।[২] দণ্ডবিধি যেমন প্রাচীনতর "বিবাদদর্পণ" অনুসারে প্রণীত হইয়াছিল—ইহাও ঐ গ্রন্থানুসারেই রচিত হইয়াছে। বোধ হয়, ঐ বিবাদ-দর্পণ হেড়ম্ব রাজ্যের পূর্ব্বতন রাজগণের সময়ের সিভিল ও

১। স্লিকং বলিয়া যে শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক—অশুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে গোবিন্দচন্দ্র নরপতির পদাবলীর রচনাপ্রণালী অনেকটা বুঝা যাইতেছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া, তাহার ভাবার্থ-ব্যঞ্জক পদ রচনা করিয়াছিলেন। যদি প্রাপ্ত পুথিখান মধ্যে মধ্যে পত্রহীন না হইত এবং অন্ততঃ পদগুলির লেখা পরিশুদ্ধ হইত, তবে শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোকগুলি অনায়াসে সংশোধিত করিয়া গোবিন্দচন্দ্রের পদাবলী প্রকাশ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বিবেচিত হইত। যাহা হউক, এইরূপ নমুনা দেখিয়াও যদি কোনও যোগ্যতর ব্যক্তি কেবল এই পুথি অবলম্বনে রাজকবির খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত পদাবলী সংস্কারপূর্ব্বক প্রকাশার্থে উদ্যত হন, আমরা কৃতার্থ হইব।

২। এই ঋণাদানবিধিরও যে সংস্কৃত অংশ ছিল, তাহা ইহার অন্তর্বর্ত্তী ভূমিকাংশ (preamble) হইতে জানা যাইতেছে,—'এই আইন ... ... বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ভাষাতে ... জারি করিলেন।' বোধ হয়, খুব অনুসন্ধান করিলে দণ্ডবিধির ন্যায় ইহার সংস্কৃতাংশও আবিষ্কৃত হইত। তবে তজ্জন্য অপেক্ষা

পিনাল কোড উভয়ই ছিল। রাজা গোবিন্দচন্দ্র, সমীপস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইনসমূহের অনুকরণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

হেড়ম্বরাজ্য তথা গোবিন্দচন্দ্র ভূপতি সম্বন্ধে যত দূর তথ্যানুসন্ধান এ যাবৎ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা সঙ্কলনপূর্ব্বক হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধির সচিত্র ভূমিকায় প্রদান করা হইয়াছে—এই স্থলে ঐ সকলের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র[১]।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দণ্ডবিধির ন্যায় ঋণাদানবিধিও সংস্কৃত বাঙ্গলা, এই দুই ভাষাতে লিখিত ছিল, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুথিখানিতে কেবল বাঙ্গালা আছে। ঐ দুই হস্ত-লিখিত পুথির পরস্পর আকার-গত পার্থক্যও দেখা যায়—দণ্ডবিধি আধুনিক ছাপার পুস্তকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ছিল—কিন্তু ঋণাদান-বিধিখানির আকার প্রাচীন অন্যান্য হস্তলিখিত পুস্তকের ন্যায়ই ছিল—লম্বা পাতায় দীর্ঘ পংক্তিতে লেখা।

মৌলিকতা হিসাবে দণ্ডবিধির ন্যায় ঋণাদানবিধিরও মূল্যবত্তা বড় অধিক নহে। ঋণাদানবিধি কিংবা ইহার মূল "বিবাদ-দর্পণ" নানা স্মৃতিগ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছিল। সংকলয়িতা পণ্ডিত মহাশয়গণ অথবা হেড়ম্বাধিপতি ভূপবাহাদুর হেড়ম্বরাজ্যের উপযোগী কোনও বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে ইহা ঠিক যে, এই সকল বিধিই হেড়ম্বের হিন্দু ভূপতিগণের রাজ্যে যথাসম্ভব প্রচলিত ছিল, এইরূপ

করাও সম্প্রতি অসমীচীন। ফলতঃ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহারই সদ্ব্যবহার আশু কর্ত্তব্য। সাহিত্য হিসাবে সংস্কৃতাংশের মূল্যও বড় বেশী নহে।

১। 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তবে উহার ভূমিকায় যাহা আছে, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি-প্রণীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশের উপসংহারভাগে কাছাড়ের কথায় তাহার প্রায় সমস্তই আছে—এমন কি, দণ্ডবিধিখানি পর্য্যন্ত উহার পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

এ স্থলে অবান্তরভাবে দণ্ডবিধির ভূমিকার সম্বন্ধে দুইটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। দণ্ডবিধির (তথা এই ঋণাদানবিধির) প্রাচীনতর গ্রন্থ 'বিবাদদর্পণের' সমালোচনা প্রসঙ্গে হেড়ম্বাধিপতি তাম্রধ্বজ মহারাজের সময় নির্ণয় করিতে গিয়া 'নারদীরসামৃত' নামক একখানি পদ্য-গ্রন্থের রচনায় তারিখ ষোল শত বাইশ শক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ গ্রন্থ-রচনার তারিখ ১৬২২ নহে, ১৬৫২ শক হইবে। কারণ, আমাদের দৃষ্ট পুথিতে 'ষোল শত বাইশ' এইরূপ লেখা থাকিলেও অপর প্রতি-লিপিতে ষোলশত বাবান্ন এইরূপ পাঠ আছে এবং ইহাই সঙ্গত পাঠ। ফলতঃ ১৬২২ শক হওয়াতে যে তথা নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ গোল হয়, তাহা দণ্ডবিধির ভূমিকা ১৫ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে উল্লিখিত হইয়াছিল। অপর কথাটি এই যে, দণ্ডবিধিতে শুদ্ধিচিন্তামণি ও বিবাদ-নির্ণয় নামক দুই গ্রন্থের ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা তত্তৎগ্রন্থে আছে কি না, তাহা জনৈক প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াও সদুত্তর লাভ করা যায় নাই (দণ্ডবিধির ভূমিকা, ৬—৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি কাশীধামস্থিত শ্রীহট্টের পণ্ডিতবিশেষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ছাপা 'শুদ্ধিচিন্তামণি' দেখিলাম—তাহাতে (১৮ পৃ) দণ্ডবিধির লেখানুযায়ী স্ত্রী-লোকের বধ বা অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে,—'ন চৈব স্ত্রীবধং কুর্য্যান্ন চৈবাঙ্গবিকর্ত্তনম্।' অপর গ্রন্থখানি যদিও এ যাবৎ দেখি নাই, তথাপি একটি যখন ঠিক হইল, অপরটি সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দিগ্ধ থাকিতে পারি। ফলতঃ দণ্ডবিধিতে তথা ঋণাদানবিধিতে কোনও অশাস্ত্রীয় বা অমূলক কথা উল্লিখিত হয় নাই।

গ্রন্থের ইহাই যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য। তবে সুবে বাঙ্গালার পূর্ব্বতম প্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে শত বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের বোধার্থে সরকারী আইনের কিরূপ ভাষা ছিল, এই গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হইবে এবং ইহাতে সাহিত্যিক হিসাবে কতকটা মূল্যবত্তা যে আছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই নিমিত্ত যে পুথি অবলম্বনে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ভাষা ও বর্ণ-বিন্যাস প্রভৃতি যথাসম্ভব অব্যাহত রাখা হইল। নিতান্ত আবশ্যক স্থলে পাদটীকা প্রদত্ত হইয়াছে। উপসংহারে পুথির সংগ্রাহক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র লস্কর এবং সংরক্ষক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সেন বড়ভূইয়া মহোদয়-দ্বয়ের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, তাঁহাদের কর্ত্তৃক ঈদৃশ অপর পুথিও আবিষ্কৃত হইয়া বলুপ্ত হেড়ম্বরাজ্যের তথ্য প্রকাশের পথ অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

(শ্রীহট্ট কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে)

ন্যায় ও ব্যবহার যুক্তি করিয়া যুক্তিযুক্ত বিচার করিব অন্যথা ধর্ম্মহানি হয়। ঋণ গ্রহণকর্ত্তা এবং ঋণদাতা এবঞ্চ জাহাতে জাহাতে ঋণ দিতে পারে নাহি এই তিনের নাম ঋণাদান॥ স্ত্রী ও বালক ও ভৃত্য এই তিনেতে কর্জ্জ দিবেক না যদি দিতে চাহে তবে বন্দক কিম্বা জামিন লৈয়া দিবেক এই তিনের পাস হৈতে পরিশোধ না করিতে পারিলে উহার পুত্রাদিকে ধরিতে পারিবেক না ইতি॥ যুক্তলেখ্য পত্র অর্থাৎ অর্থাৎ তমছকাদিতে[১] সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখাইয়া দিবেক কিম্বা বন্ধক অর্থাৎ বন্ধক কিম্বা জামিন লইয়া দিবেক ইতি॥ বন্ধক যে ঋণেতে দিয়াছে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ মাস প্রতি ব্রাহ্মণেতে কার্ষাপণ প্রতি ৪ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৬ গণ্ডা বৈশ্যেতে ৮ গণ্ডা শূদ্রেতে ১০ গণ্ডা॥ জামিন যে ঋণেতে দিয়াছে ব্রাহ্মণেতে ৪॥ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৬৷৷ গণ্ডা বৈশ্যেতে ৯ গণ্ডা শূদ্রেতে ১১৷ গণ্ডা॥ বন্ধক যে ঋণেতে না দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতে ৬॥ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৯৷৷ গণ্ডা বৈশ্যেতে ১৩ গণ্ডা শূদ্রেতে ১৬ গণ্ডা অন্যজেতে[২] ১৯॥ গণ্ডা॥ অথাধর্ম্মাবৃদ্ধিঃ কোন মতে অন্য মতেহ বৃদ্ধি আছে সেই অনেকবিধা হয় কায়িকা কালিকা চক্রবৃদ্ধিঃ কারিতাবৃদ্ধিঃ শিখাবৃদ্ধিঃ ভোগলাভ যথাক্রমে বিস্তার করিব। ধেনু বৃষ অশ্ব এই সবের ভাড়া সেই কায়িকা মাস প্রতি যে বৃদ্ধি সেই কালিকী বৃদ্ধিঃ মূলের পরিশোধ হৈলে সুদের সুদ নিরূপণ করিয়া পত্র করায় সেই চক্রবৃদ্ধিঃ॥ কোন আপদে পড়িয়া স্বেছাত বহুতর সুদ মানিয়া যে ঋণ করে সেই সুদের নাম কারিতা এতাদৃশ সুদ ধনিয়ে লৈতে হয়। ধনিকের বলাতকারেতে যদি কারিতা বৃদ্ধি দিতে মানে তবে দিবে না কিন্তু সজাত্যুক্ত সুদ দিবেক॥ দিবসে পণ কড়া জে সুদ তাহার নাম শিখাবৃদ্ধিঃ ভৃত্যাদির বেতনরূপ যে সুদ ও স্থাবরাদির ফলশস্যাদি লাভ নাম যে যে সুদ তাহার যাবৎ পর্য্যন্ত মূল পরিশোধ

১। এই 'তমছক' শব্দটি পশ্চাৎ 'তমছুক' লেখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা 'তমঃসুক' হইবে।

২। বোধ হয়, অন্ত্যজেতে হইবে।

না হয় তাবৎ লইতে পারে অন্য যে সুদ তাকে মূলধনের অধিককালাবস্থিতে দ্বিগুণের উপর পায় না যে ঋণেতে সুদ নাই তাহার নাম অকৃতবৃদ্ধিঃ অর্থাত্ আমানত কর্য্য[১] ও স্নেহেতে কৌড়ি কিম্বা অন্য দ্রব্যাদি॰ এই দুই প্রকার ঋণ যাচনান্তর ত্রিমাসের পর সজাত্যুক্ত বৃদ্ধি হয় যাচনা ব্যতিরেকে বৃদ্ধি নাহি। আমানত ঋ॰ যাচনা করিতে যদি ঋণিক পলাএ তবে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধি তিনি মাসের পর হয়। স্নেহেতে যে ঋণ দিয়াছে যাচন করিলে যদি ব্রাহ্মণ ঋণিক পলায়মান হয় তবে তিন মাসের পর মাস প্রতি কার্ষাপণেতে ৬ গণ্ডা ক্ষত্রিয়েতে ৮। সোওা আষ্ট গণ্ডা বৈশ্যেতে ১২। গণ্ডা শূদ্রেতে ১৬ গণ্ডা বৃদ্ধি জানিবা এবং গুপ্তরক্ষিত অর্থাৎ গুপ্ত করি যে ঋণ রাখিয়াছে ও বৃদ্ধিরূপ ঋণ অর্থাৎ সুদের কৌড়ি ও অদত্ত মূল্যদ্রব্যরূপ ঋণ অর্থাৎ দ্রব্য নিয়া মূল্য না দিয়াছে ও দ্রব্যার্থমূল্যরূপ ঋণেতে এই চাই প্রকার ঋণে যাচনান্তর ছয় মাসের পর ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেতে ৬।৮।১২।১৬। গণ্ডা যথাক্রমে বৃদ্ধি জানিবেন। এবং হট্টাদিতে দ্রব্য খরিদ করি মূল্য না দেয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে জায় তবে ছয় মাসের পর বৃদ্ধি এবং গুপ্তার্পিত অর্থাৎ গুপ্ত করি যে ঋণ দিয়াছে এই ঋণেতেহ পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি হয় কিন্তু যাচনান্তরেতে এই সবের বৃদ্ধি হবে॥ ঋণিকে ঋণ যাচন করিতে যদি ঋণ গ্রহণ না করেণ এই ঋণ অন্য অন্য কোন ব্যক্তিতে রাখিব তবে বৃদ্ধি হয় না॥ মণি মুক্তা প্রবাল এই সব দ্রব্যের এতদৃশ ঋণেতে দ্বিগুণের পর বৃদ্ধি হয় না যাচনান্তর দ্বিগুণকালোপযুক্ত কালেতে বৃদ্ধি জানিবা॥ এবং সুবর্ণ ও রজৎ সম্বৎসরের পর দ্বিগুণ বৃদ্ধি যানিবা এবং ফলাদিতে কীটোদ্ভব বস্ত্রেতে ও মেষলোমজ বস্ত্র ইহাহ সম্বৎসরের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। এতভিন্ন বস্ত্রেতে এবং তাম্রাদিতে সম্বৎসরের পর ত্রিগুণ বৃদ্ধি লৈতে পারিবেক এবং ধান্যাতিরিক্ত কৃষিতে উৎপন্ন যে সস্য এবং ছিন্ন লোমাদিতে যাচনের পর ৪ গুণ বৃদ্ধি হয়॥ শাকেতে ৫ পাচ গুণ ও ধান্যেবনাতে[২] ৬ ছয় গুণ ইক্ষুতে ৬গুণ লবনেতে ৮গুণ তৈলেতে ৮গুণ মদ্যেতে ৮গুণ এই সব দ্রব্যের ঋণকালীয় মূল্যানুসন্ধায় করিয়া অর্থাৎ দ্রব্য জখন নিয়াছিল পরিশোধকালে সেই দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব হইতে হ্রাস কি বৃদ্ধি জানিয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি অনুমানে করিব অতি অধিক হ্রাসে ত্রিগুণ বৃদ্ধি।৩। এবং।৪।৫। গুণ বৃদ্ধি হয় এবং মূল্যের বৃদ্ধিতেহ অনুমান করিব অধিক কাল অল্পকাল মূল্যের অধিক হ্রাস অধিক বৃদ্ধি এবং দেশের ব্যবহারানুসারে এই সমস্তের হুকুম দেন॥ প্রীতিদত্ত ঋণ ধনিক যাচনান্তর ৬ ছয় মাসের পর অস্বীকৃত বৃদ্ধি যদি হয় তথা স্বজাত্যুক্ত বৃদ্ধি হয় এই সব ঋণের এতাদৃশ বৃদ্ধি হয় যদি ছলক্রমেতে ঋণিকে না দেয় তবে ১ এক বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি হয় যানিবা॥ যদি কার্য্যানুরোধে না দেয় তবে বৎসরের পর জানিবা কিন্তু যাচনান্তরে॥ বিক্রয়ার্থ প্রসারিত দ্রব্য অর্থাৎ জে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে দিয়াছে ও কর্ম্ম বেতন অর্থাৎ কর্ম্ম করি কৌড়ী না পাইয়াছে ও বলাৎস্বীকৃত দেন অর্থাৎ বল করিয়া যে ধন স্বীকার করাইয়াছে এবং ছলক্রমে যে ধন স্বীকার করাইয়াছে এবং দ্যুতাদিতে পণ করি যে ধন এই সব ঋণেতে বৃদ্ধি নাই কিন্তু পাওনদারের যাচনাতে মীয়াদ করি না দিয়া অনুমতিতে দেশান্তরে জায় তবে তিন

১। অর্থাৎ কর্জ্জ। ২। বোধ হয়, 'ধান্যের লাভে' হইবে।

মাসের পর বৃদ্ধি হয়॥ প্রীতিব্যয়িত স্ত্রীধন অর্থাৎ প্রীতীপূর্ব্বক ব্যয় করিয়াছে স্ত্রীধন ও সুদ ও গুপ্ত আমানত ও দেয়াদেয় সন্দেহ ও অর্পণ জামিন্ অর্থাৎ আমিও তুমাতে দিলাম তুমি উহাকে দেয় ও প্রতিভু অর্থাৎ মাল জামিনের পুত্রের দেন এই সব ধনেতে বৃদ্ধি নাই মাত্র মূল পরিশোধ করিতে হবে॥ ছল করি যদি স্ত্রীধন নেয় তবে তিন মাসের পর বৃদ্ধি হয়। বলাৎকারে স্ত্রীধন ভক্ষণ করিলে সুদ সমেত দিতে হয়। এবঞ্চ রাজাতে রাজাতে দণ্ড দিবেক প্রণয়েতে ভক্ষণ করিলে ধনবন্ত হৈলে মূল মাত্র দিবেক ॥০৭॥ এক ভ্রাতা গুপ্তমতে গৈর দিয়া ঋণ করি মরে কিম্বা বিদেশে জায় তবে অন্য ভ্রাতা সেই দ্রব্য উদ্ধার করিতে সুদ নাই॥ ধর্ম্মানুদ্দেশ্যক দান বৃদ্ধি হয় না ছল দ্বারা গৃহীতাধিক ঋণ দ্বিগুণের পর বৃদ্ধি নাই॥ •॥ ধনিকে তাড়ন করিলে সুদ পায় নাহি। ঋণ গ্রহণ কালাপেক্ষাত অর্থাৎ জখন ঋণ গ্রহণ করে তখন ধান্তের মূল্য যাহা থাকে তাহা হৈতে অত্যন্ত হ্রাস হৈলে ধান্যাদির পঞ্চগুণা বৃদ্ধি হয় তৈল ও মদ্য ও ঘৃত ও গুড় ও লবন এই সবের আষ্ট গুণা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি জানিবা॥ তৃণ ও কাষ্ট ও সূত্র ও মূল ও পর্ণ ও অস্থি ও চর্ম্ম ও বস্ত্র ও পুষ্প ও ফল এই সবের ঋণ কালেতে বৃদ্ধি স্বীকার না করিলে বৃদ্ধি নাই ইত্যক্তবৃদ্ধিপ্রকরণ॥

জানা কর্ত্তব্য কোন ২ দ্রব্য কোন ২ মতে গির দিবেক ঐ গির কত দিবস পরে মোচন হবে কোন ২ গির্ব্বিতে সুদ পাবে ও কোন ২ গির্ব্বিতে সুদ না পাবে ঐ গির্ব্বি যদি ২ দুই স্থানে কিম্বা তিন স্থানেতে দেয় তবে কোন ব্যক্তি অধিকার করিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে জারী করিলেন ইতি।০'।

আধি অর্থাৎ গীর ও বন্ধক গো অশ্ব নৌকা ও সকট অর্থাৎ গাড়ি এই সবের উপকারের কাল নিয়ম করি বেতন অর্থাৎ টাকা কিম্বা কৌড়ী গ্রহণ করিয়া গির দেয় তবে নিয়মিত কালের পর গিরকর্ত্তা রাখিতে পারিবেক নাহি॥ ঋণের সুদের পরিশোধার্ত্ত গির দেয় তবে মূল পরিশোধ না করিয়া ঋণিকে গির নিতে পারে না এবং দাসাদি গির্ব্বিও ভূম্যাদিতে এই প্রকার। কিন্তু দেশব্যবহারক্রমে ঐ সবের বেতন নিয়ম জানিবা॥ ঋণিকের অনুমতিক্রমে গির দ্রব্য গ্রহণ করিব ধনিকের দোষেতে গির দ্রব্য নষ্ট হৈলে লাভ পায় না॥ এই দ্রব্য গির দিব এমত ঋণিকেছাসত্বে[১] অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রহণ করিলে সুদের অর্দ্ধেক পায়। এই সুদ সুবর্ণাদি গির্ব্বিতে জানিবা॥ ঋণিকেছা অনুমতি ব্যতিরেকে যদি দাসাদি গির রাখিয়া কর্ম্ম করায় তবে বেতনের অর্দ্ধেক নিকালিয়া দিতে হয়॥ ঋণিকের ইছা ও অনুমতি ব্যতিরেকে যদি সুবর্ণাদি গির যদি আচরণ করে তবে সুদ পায় না॥ গুপ্ত করি গির দ্রব্য আচরণ করিলে সুদ পায়না॥ উপকারক দ্রব্য অর্থাত্ গবাদি গির রাখিলে সুদ পায় না॥ ঋণিকে গির দ্রব্য নিকালিয়া না নিলে সুদ পায় না॥ দাস ও গো ও অশ্ব ও নৌকা ও সকট অর্থাৎ গাড়ি এই সকল দ্রব্য গির রাখিলে যদি ধনিকের দোষেতে কর্ম্মের অযোগ্য হয় তবেহ সুদ পাবে না॥

১। 'ঋণিকেচ্ছা'—চ্ছ স্থলে দণ্ডবিধিতেও কেবল ছ দেখা গিয়াছে।

দৈব দোষেতে কিম্বা রাজদোষেতে কর্ম্মের অযোগ্য হয় তবেহ সুদ পাবে না॥ দৈব দোষেতে কিম্বা রাজদোষ ব্যতিরেকে যদি গির হারা জায় তবে মূল হানি হয়॥ দাষাদির বেতনরূপ ঋণেতে দাসাদির কর্ম্মদ্বারা মূল পরিশোধ হৈলে পুনরায় মূল পাবে না॥ অল্প ঋণেতে যদি বহুমূল্য দ্রব্য রাখে ঐ গির ধনিকের দোষেতে নষ্ট হয় সুদ সমেত মূল রাখিয়া অধিক যাহা হয় তাহা ঋণিকে দিবেক॥ উপকারক নৌকাদি গির স্থলেতে প্রতোল করিয়া লৈলে গো ও অশ্বাদি দ্রব্যের গির দোষেতে যদি উপকার না হয় তথাচ এই সবের বেতন অর্থাত্ মুল্যরূপ ঋণেতে মুল হানি হয়। বহুমুল্য সুবর্ণাদি গির ধনিকের দোষে নষ্ট হৈলে ঋণের অধিক যাহা হয় তাহা ধনিকে নিকালিয়া দিতে হয় ও সুদহ রাখিবেক॥ দৈব রাজ উপঘাতে যদি গির নষ্ট হয় তবে অন্য গির দিবেক অথবা ঋণ পরিশোধ করিবেক॥০॥ এই দ্রব্য গির দিমু বলিয়া ঋণ করিলে যাবৎ কালের পর দ্রব্য দিতে মানে তাবৎকালের পর সেই দ্রব্য সত্বে সেই দ্রব্য দিব ভগ্ন হৈলে অন্য দ্রব্য দিব অথবা সবৃদ্ধিকং ঋণ দিবেক অর্থাৎ সুদ সহিৎ ঋণ পরিশোধ করিবেক॥০॥ গোচম্মের পরিমাণের অধিক ভূমি গির্ব্বি করিয়া ভূমিস্বামিকে বঞ্চনা করিয়া আপনে অধিকার নিমিত্তে যদি অন্যের পাস গির দেয় তবে তাহার শিরোমুণ্ডন করিয়া গর্দ্ধবেতে চড়াইয়া লোকমধ্যে তাহাকে রাজা অপমান করিবেক।০। তাহার কমি ভূমি হয় তবে উত্তম মধ্যম অধম ধান বুঝিয়া দণ্ড করিবেক। পাছের গির পায় নাহি কিন্তু জে ব্যক্তির পাস হৈতে গীর করিয়াছিল সেই ব্যক্তির পাস হৈতে ঋণ পরিশোধ করিবেক॥০॥

জানা কর্ত্তব্য জে ১ একভূমি অন্য দ্রব্যাদি ২ দুই স্থানেতে কিম্বা ৩ তিন স্থানেতে বিক্রয় করে কিম্বা গির দেয় তবে কোন ব্যক্তি ভোগ করিবেক অপর উত্তরাধিকারিরহিত ব্যক্তি যদি গির্ব্বি দিয়া মরে তবে সে গির্ব্বকে পাছে পাবে তাহা নিরূপণের নিমিত্যে শ্রীশ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে দেববান ও ভাষাতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে শক ১৭৩৮ সনের ১ পাহলা ফাল্গুণে জারী করিলেন ইতি॥ স্বামিকৃত বিক্রয় মঞ্জুর অন্যকৃত বিক্রয়াদি নামঞ্জুর। এক ভূমি যদি দুই ব্যক্তি ক্রয় করে তবে পূর্ব্বক্রয়কর্ত্তা যদি সেই ভূমির শস্য এক বৎসর ভোগ করে তবে পাছের ক্রয় অর্থাৎ খরিদকর্ত্তা পায় না যেই ব্যক্তির ভোগ সেই পায়। দুই ব্যক্তিতে এক ভূমি গির দিয়া মরিলে তবে বলাৎকার ব্যতিরেকে যাহার ভোগ প্রমাণ হয় সেই ব্যক্তি পাবেক॥ তুল্যকাল ভোগেতে দান বিক্রয়েতে ক্রিয়ার পূর্ব্বাপর বুঝিয়া জয় কি পরাজয় তাহা করিবেন॥ সন্তানরহিত ব্যক্তি যদি গির দিয়া মরে ঐ ব্যক্তির যদি উত্তরাধিকারী না থাকে তবে রাজাতে জ্ঞাপন করি গির বিক্রী করিয়া আপনার সুদ সহিতে রাখিয়া যাহা অধিক হয় তাহা রাজাতে সমর্পণ করিবেক॥০॥ যেই কাল নিয়ম করি গির দেয় সেই কালের মধ্যে গির দ্রব্য দান বিক্রী করিতে পারে নাহি এবং নিয়মিত কালের মধ্যেতে ঋণিকেহ গি পায়না ও ধনিকেহ ধন পায় নহি এই সব কথা বিচার প্রকরণেতে বিস্তার করিব ইতি॥০॥

জানা কর্ত্তব্য জামিন চাইর প্রকার কোন২ প্রক[ারেতে][1] আসামী হাজির অর্থাত্ সাক্ষাৎ করিব কোন২ প্রকারেতে আসামী দাওয়ানসা অর্থাৎ দিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কোশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের পাহিলা ফাল্গুণে নাচের লিখিতানুসারে জারা করিলেন ॥০॥ প্রাতভূর্জামিন সেই চার প্রকার হাজির জামিন অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদি পলায় তবে আমি সাক্ষাৎ কার দিব ॥ প্রত্যয় জামিন অর্থাৎ এই ব্যক্তি সাধু ও পলাবে না ॥ মাল জামিন অর্থাৎ উনি তোমার দায় না দেন তবে আমি দিব এমত জে বলে সের নাম ঐ ॥ অর্পণ জামিন অর্থাৎ এই দ্রব্য তুমি দেওউনি না দেন তবে আমি দিব [এমত] যে বলে সের নাম ঐ ॥ এই চাইর প্রকার জামিনের কথা বিচার প্রকরণেতে বিস্তার কারব ॥ অদালত বিচারের কথা অদালত বিচার দলতাশূন্য জে বিচার সেই অদালত বিচার ॥ তথাচ অদালত বিচারেতে বিচার-কর্ত্তা আপনার স্বদলেতে অনুগ্রহ পরদলেতে নিগ্রহ করিয়া বিচার করিতে পারে নাহি শত্রু মিত্রেতে সমভাব কারয়া যথার্থ বিচার কারব অন্যথা ধর্ম্মহানি ও অপযশ হয় ॥০॥

জানা কর্ত্তব্য ঋণিক ঋণ পারশোধ করিবেক তাহা আবদ্যমানে অর্থাৎ অসাক্ষাৎ থাকিলে কোন কোন ব্যক্তি ঐ ঋণ পরিশোধ কারকে[2] তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কোশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেব-বানি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৮ সালের ১ ফাল্গুণে জারী কারলেন ইতি ॥*॥ ঋণকর্ত্তা ঋণ পরিশোধ কারবেক যদি তিনি অবিদ্যমান অর্থাৎ অসাক্ষাৎ থাকেন ও অসামর্থ্য দশাতে অর্থাৎ দিবার শক্তি না থাকিলেও রোগাপন্নেতে অর্থাৎ রোগযুক্ত হৈলে সর্ব্ব-কার্য্যের অধ্যক্ষপুত্র পরিশোধ কারবেক। অধ্যক্ষাভাবে অর্থাৎ যে পুত্রের উপর সমুদয় কর্ম্মের ভার থাকে সে পিতৃঋণ পারশোধ করিবেক ॥ পুত্রাভাবে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পুত্র নাহি তাহার পোত্রে পিতামহঋণ পারশোধ কারবেক ॥ পুত্রাদির আবাদিত অসাক্ষাত জে ঋণ পিতা ও পিতামহ কার থাকেন সে ঋণ যদি পুত্র কিম্বা পোত্র দিতে হয় তবে সাক্ষির সাক্ষ্য আছে যে ঋণেতে সে ঋণ পুত্র কিম্বা পৌত্র পারশোধ করিবেক কিন্তু সাক্ষির সাক্ষ্য না থাকিলে দিবেক না ॥ ভিন্নাভিলাসা অর্থাৎ জে পুত্র পৃথক থাকে সে পুত্রে যদি পিতৃকৃত ঋণ দিতে হয় তবে বিংশতি বৎসরের মধ্যে দিবেক বিংশতি বৎসরের পর দিবেক নাহি কিন্তু তাহার স্বেচ্ছাত ধর্ম্মার্থ পারশোধ কারলে বাধা নাহি ॥ এবঞ্চ একান্নাভিলাসী ভ্রাতৃপুত্র অর্থাৎ যে ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যর একত্রেতে থাকে সেই ভ্রাতৃপুত্র হইতে পিতৃব্যহুত* ঋণ বিংশতি বৎসরের মধ্যে ধনিয়ে লৈতে পারিবেক এবং একান্নাভিলাসা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃকৃত ঋণেতেহ কনিষ্ঠের এই প্রকার ॥ ভিন্নাভিলাসি ভ্রাত্রাদি অর্থাৎ যে ভ্রাত্রাদি ভিন্ন থাকেন যদি অন্য ভ্রাত্রাদির স্ত্রী পুত্রাদি রক্ষার্থ ঋণ হয় সেই ঐ ঋণ পারিশোধ করিবেক তাহা অবিদ্যমানে অর্থাৎ অসক্ষাতে থাকিলে উহার পুত্রাদি

১। পত্রাংশ ছিন্ন স্থলে [ ] এই বন্ধনীমধ্যে নষ্ট অক্ষরগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। ২। করিবেক।
* কৃত হইবে।

দিবেক ॥ কর্ণে শুনে না কিম্বা চক্ষুয়ে না দেখে কিম্বা পাগল কিম্বা বৃহৎ রোগাদি পীড়াতে অবসন্ন এতাদৃশ পিতা বিদ্যমানেহ তাহার ঋণ পুত্রে পরিশোধ করিবেক ॥ এবঞ্চ পিতা যদি নির্ধন হয় তবে ভিন্নাভিলাসী পুত্র পিতা বিদ্যমানেহ পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিবেক পুত্রাবিদ্য-মানে অর্থাত্ পুত্র সাক্ষাৎ না থাকিলে পৌত্রেহ পরিশোধ করিবেক ॥*॥ এবং ভিন্নাভিলাসী পুত্র সকলের মধ্যে পিতা অবিদ্যমানেতে জে পুত্রেকে পায় তাহার পাস হৈতে পিতা ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥০॥ পিতার সহিত অবিভক্ত অর্থাত পিতার সহিত অপৃথক হৈতে জে ঋণ পিতার অবিদ্যমান দশাতে অর্থাৎ অসাক্ষাৎ কিম্বা মৃত্যু হৈলে সেই ঋণের মধ্যে পিতার জে অংশ হৈয়া থাকে তাহা পুত্রে পরিশোধ করিবেক ॥ পৃথগন্নভিলাসী অর্থাৎ পিতার সহিত পৃথক হৈলে কিম্বা আপন সহিত পৃথক হৈলে জে ঋণ পিতৃব্য করি থাকেন সেই ঋণের নিমিত্তে ধনি ব্যক্তি ঐ ভ্রাতৃপুত্রকে ধরিতে পারিবেক না ॥*॥

জানা কর্তব্য পিতৃকৃত ঋণ কোন সময় বালক হৈলে পরিশোধ করিবেক ও কোন সময় পরিশোধ না করিবেক ও পিতার কৃত কোন ২ ঋণ না দিবেক তা তাহার নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববাণি ও ভাষাতে নিচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৮ সালের ১পহিলা ফাল্গুণে চলন হৈবেক ইতি ॥*॥ পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক পিতৃহীন বালকর পাস হৈতে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাহি এবং ঐ বালকেতে ঋণাদি দিতে পাবে নাহি এবং ঐ বালক ব্যবহারেতে অযোগ্য প্রযুক্ত পিতৃঋণ দিতে ও লৈতে এবং আপনার কার্য্যাদি হ অনুপযুক্ত কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষের পর সর্ব্ব কার্য্যের উপযুক্ত ॥ সুরাপান নিমিত্ত জে ঋণ করি থাকেন ও দ্যূতাদি ক্রীড়ার পণরূপ ঋণ অর্থাৎ খেলাতে জে পণ করিয়া থাকেন ও ধর্ম্মার্থ বিনা দানরূপ অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য ব্যতিরেক যাহা দান করি থাকেন ও কাম ক্রোধ হৈতে যাহা স্বীকার করি থাকেন ও হাজরজামিন বিষয়ক জে দেন ও প্রত্যয় জামিনবিষয়ক জে দেন ও রাজদণ্ডবিষয়ক জে দেন ও ক্রিয়া-মাত্রের পণবিষয়ক অর্থাৎ তুমি যদি এই ক্রিয়া করিতে পার তবে আমি এত টাকা দিব ও লোকব্যবহারাতিরিক্ত কর্ম্ম নিমিত্তক জে দেন অর্থাৎ লোকের বাহিভূর্ত কর্ম্ম করি জে ঋণ করি থাকেন এই সব পিতৃকৃত ঋণ পুত্রে দিবেক নাহি ॥

জানা কর্তব্য ঋণগ্রহণকর্ত্তার মৃত্যু হৈলে ঐ ঋণ কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে নীচের লিখিতানুসারে শক ১৭৩৮ সালের ১পহিলা ফাল্গুণে জারীলেন ইতি ॥০॥ ঋণিকের মরণ হৈলে ঐ ব্যক্তির ধন জে নিবেক সেই ব্যক্তির ধন জে নিবেক সেই ব্যক্তি তাহার ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ তদভাবে অর্থাত জে ব্যক্তি ঐ ধন নিয়াছিল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যোগ্য পুত্র জে হয় সেই দিবেক। যোগ্যপুত্রাভাবে অর্থাৎ যোগ্যপুত্রভাবে * ঋণিকের স্ত্রী জিনি সে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে

* 'অর্থাৎ যোগ্য পুত্রভাবে' এইটুকু ভ্রমতঃ অতিরিক্ত বোধ হয়।

হবে। তদভাবে উপ উপদ্রবগ্রস্ত পুত্রে পরিশোধ করিবেক। তদভাবে অযোগ্য পুত্র অর্থাত জে পুত্র কার্য্যাদিতে শক্ত না হয় সেই পুত্রে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক স্বোপর্জিত স্বর্ণাদি ধন ও হস্তি ও অশ্ব অর্থাৎ ঘোটক এতাদৃশ বহুতর ধনবন্ত পুত্র সত্বে পিতৃঋণ অনেক পুত্র বিদ্যমানেহ ঐ ধনবন্ত পুত্র পরিশোধ করিতে হবে॥ ॥ এবং স্ত্রীহারী অর্থাত স্ত্রীকে নিয়াছে জে ব্যক্তি উহারা সত্বেহ পুত্র দিবেক। পিতৃব্য জে ঋণ করিয়াছেন ও ভ্রাতৃপুত্র জে ঋণ করিয়াছেন ও স্ত্রী জে ঋণ করিয়াছেন ভৃত্য জে ঋণ করিয়াছিল ও শিষ্যে জে ঋণ করিয়াছিল ও অনুগত ব্যক্তিরা জে ঋণ করিয়াছিল সে ঋণ যদি আপনার পরিবার রক্ষার্থ হয় আর যদি ঐ সব আপনার একত্রে থাকেন তবে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেক॥ অনুমতিক্রমে পুত্রে ঋণ করিলে পিতা দিতে হয়॥ কিন্তু অনুমতি ব্যতিরিক্ত ঋণ করিলে পিতা দিবেক না স্নেহ থাকে তবে দিবেক॥ এবং স্বামীকৃত ঋণ স্ত্রী দিবেক নাহি॥ এবঞ্চ পুত্রকৃত ঋণ মাতা দিবেক নাহি॥ স্বামি সত্বে অর্থাৎ স্বামী থাকিতেও পুত্র সত্বে অর্থাৎ পুত্র থাকিতে ঐ দ্বয়কে লইয়া স্ত্রীয়ে ঋণ করিলে ঐ স্বামী পরিশোধ করিতে হয়॥ কিন্তু কেবল স্ত্রীর আত্মকৃত ঋণ হৈলে স্ত্রীয়ে নিজে পরিশোধ করিবেক॥ আমার ঋণ তুমি পরিশোধ করিবার মরণকালেতে যদি এমত অনুমতি দিয়া থাকেন তবে ঐ স্বামির ঋণ স্ত্রী পরিশোধ করিবেক॥ অপুত্রা ও অনুগতা জে স্ত্রী উনী স্বামীর ধনাধিকারিণী প্রযুক্ত স্বামিকৃত ঋণ পরিশোধ করিবেক॥ আপৎকালে কৃত যে স্ত্রীঋণ তাহাকে উহার স্বামীয়ে পরিশোধ করিবেক॥ রজক ও ব্যাধ ও গোপ ও শৌণ্ডিক এই সবের স্ত্রীকৃত জে ঋণ তাহা স্বামী পরিশোধ করিতে হয়॥ ধনরহিত ও সন্তানরহিত শৌণ্ডিকাদির কৃত যে ঋণ তাহার স্ত্রীকে উপভোগ অর্থাৎ সেঙ্গা যে ব্যক্তি করিবেক সেই ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হবে কিন্তু সুদ দিবেক নাহি॥ ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যদি ঋণ দিয়া মরে তবে ঋণিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্জ নিয়াছে সে ঐ ঋণ দারা পুত্রাদিতে ঋণ দিবেক যদি পুত্রাদি না থাকে তবে সকুল্যাদিতে দিবেক যদি সকুল্যাদি না থাকে তবে বন্ধুবর্গেতে দিবেক যদি তাহার কেওহি না থাকে তবে অন্য ব্রাহ্মণেতে দিবেক যদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া জায় তবে এতাদৃশ ঋণ জলেতে ক্ষেপনা করিবেক॥ ক্ষত্রিয়াদির দত্ত ঋণ তাহার যদ্যাপি কেহাহ না থাকে তবে রাজা গ্রহণ করিবেক॥ ব্রহ্মস্ব কোন প্রকারেহি গ্রহণ করিতে পারে নাহি।

জানা কর্ত্তব্য যে কোন ২ প্রকারেতে ঋণ পরিশোধ করিবেক ঐ ঋণ গ্রহণকর্ত্তা যদি না দেন তবে ঐ ব্যক্তিকে কি করা জাবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১ পহিলা ফাল্গুণে নীচের লিখিতানুসারে জারী করিলেন ইতি॥*॥ সত্য বাক্যাদি দিব্য দ্বারা ও ছল দ্বারা ও ধারণ দ্বারা ও তাড়ন দ্বারা এই সকল দ্বারা ধনিক জে ঋণ দিয়াছে সে ঋণ শাসন করিবেক ধারণাদি করিলেহ যদি ঋণ না পায় তবে শৌণ্ডিকাদি ঋনিক হৈলে গৃহেতে আনিয়া কর্ম্ম করাবেক॥ ধারণ তাড়নাদি ব্যতিরিক্ত যদি ঋণিককে ধনিয়ে গৃহেতে

আনিয়া অযোগ্য কর্ম্ম করায় তবে রাজাতে ১৫॥৵ পনর কাহন দশ পন দণ্ড দিতে হয় এবঞ্চ ঋণ না দিয়া ঋণিক মুক্ত হৈতে পারিবেক ॥ ঋণ দ্বিগুণ হৈলে ঋণিক যদি পলায় কিম্বা মরে তবে তাহার সর্ব্বস্ব আহণ করিয়া রাজসভাতে আনিয়া ১০ দিবস রাখিয়া আপনার ঋণোপযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট যাহা হয় তাহা ঋণিকের সপিণ্ডেতে রাখিবেক ॥ ধনিক যাহাকে ঋণ দিয়াছে যদি সেই ব্যক্তি ঋণ দেয় না তবে বলাৎকার করিতে পারি নাহি যদি বলাৎকার করে তবে রাজা ঐ ধনিকে শাস্তি করিতে হয় কিন্তু ঋণিক যদি ইছাত ঋণ দেয় তবে দোষ নাহি এতে দণ্ড নাহি ধনিকে ঋণ পরিশোধার্থে ঋণিককে ধরিতে বলে জে আমি তুমার ঋণ পরিশোধ করিআছি এমত বলিয়া যদি ঋণিক রাজাদ্বারা জাইয়া ধনিকের উপর নালিস করে তবে মিথ্যাবাদি ঋণিক রাজাতে দণ্ড দিয়া পশ্চাৎ ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ ধনিকে ঋণিককে ধরিতে যদি বলে ন্যায়ত যাহা হয় তাহা আমি দিব এমত বলিলে ঋণিককে তাড়না করিতে পারে নাহি ॥ এবং ধনিকে ঋণ দিয়াছে কিম্বা না দিয়াছে এমত সন্দেহেতে ঋণিককে তাড়না করিতে পারিবেক না কিন্তু সাবাস্ত করি পরিশোধ করিবেক ॥ এতাদৃশ সাধন করে তবে রাজাতে দণ্ড দিতে হয় ॥ ঋণিকেতে যদি গুপ্ত করি রাখিয়া থাকে যে ঋণ সে ঋণ দিতে ঐ ঋণিক যদি সে ঋণ মিথ্যা করি বলে তবে ঋণ প্রতিপন্ন হৈলে যাহা ঋণ প্রতিপন্ন হয় তাবৎপরিমিতি ধন রাজা ঋণিককে দণ্ড কারবেক। এবঞ্চ ধনিকেহ যে পর্য্যন্ত ধনের মিথ্যা নালিস করিয়া থাকেন তাবৎপরিমিতি ধন ঐ ফইরাদিতে রাজা দণ্ড করিবেন উভয়ের বাক্য যদি মিথ্যা হয় তবে উভয়কে দণ্ড করিতে হবে ॥ আগ্রে বিমত হয় অর্থাৎ না নিয়াছি পশ্চাৎ যদি মন্যমান হয় যে ঋণিক সে ঋণিক ৬।০ সয়া ছয় কাহনেতে ।৵০ পাচ পন এহার অধিকেতে ও ন্যূনেতে এই অনুসারে রাজাতে দণ্ড দিতে হয়॥ পূর্ব্বেই বিমত হয় ও পাছেহ বিমত হয় তবে ৬।০ সয়া ছয় কাহনেতে ॥৵০ দশ পণ এই অনুসারে রাজাতে দণ্ড দিতে হয় এহা হৈতে অল্প ধনেতেহ এই দণ্ড এই অনুসারে অধিকেতে অধিক করিবা ॥ ঋণিকে যদি বহু ধন নিয়া গোপনা করিয়া অল্প ধন মান্যমান হয় পশ্চাৎ সক্ষি দ্বারা যদি সেই ধনের প্রমাণ হয় তবে তাহার সমান দণ্ড রাজাতে দিবেক ও ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ ধনিকে ধরিতে যদি ঋণিকে বলে জে আমি তোমার কোন ধন না নিয়াছি তবে যদি পাছে সাক্ষি দ্বারা ঐ ধনের প্রমাণ হয় তবে ঋণের দ্বিগুণ দণ্ড রাজাতে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেক ॥ অতিশয় ধনবান ঋণিক যদি দর্প করিয়া ঋণ পরিশোধ না করে তবে রাজা দ্বিগুণ দণ্ড লইয়া ধনিকের ধন দেওাবেন ॥ ঋণিকে ঋণ দিতে না মানিলে যদি ধনিক জাইয়া রাজাতে ফইরাদ করে তবে রাজা সাক্ষি দ্বারা ঋণ প্রতিপন্ন করাইয়া ঋণিক হৈতে ঋণের দশম ভাগ দণ্ড লৈয়া ঋণ পরিশোধ করাবায় ॥ * রাজসভাতে নালিস করিয়া ঋণিক হৈতে ধনিকের ঋণ প্রাপ্ত হৈলে ঋণের বিংশতি ভাগের ১ এক ভাগ ফৈরাদিয়ে রাজাতে দিয়া অবশিষ্ট যাহা তাহা গ্রহণ করিবেক ॥ যে ব্যক্তির পাশত উত্তর ২ ক্রমে এক জাতী নানা দ্রব্য অথবা ভিন্নজাতীয় নানা দ্রব্য ঋণ করিলে যথাক্রমে ধনিকে শাসনা করিতে হয়। কিন্তু এই ক্রম রাজসম্বন্দি ঋণে ও শ্রোত্রিয়

* বোধ হয়, 'করাবেন' হইবে।

সম্বন্ধি ঋণ এহাতে উৎক্রমেহ শাসনা করিতে পারে। ঋণিককে ঋণ পরিশোধ করিয়া আপনার লেখ্য পত্র অর্থাৎ তমছুকাদি লৈয়া ছেদনা করিবেক। লেখ্য পত্র হারা জায় তবে সাক্ষিযুক্ত যে ঋণ তাকে ধনিতে দিয়া ঋণিকে রশীদ লৈতে হয় এহাতে অন্যথাচরণ করিলে পুনশ্চ পরিশোধ করিতে হয়॥ ইতি ঋণাদানবিচার॥

জানা কর্ত্তব্য কোন কোন ব্যক্তিতে কোন ২ মত আমানত রাখিবেক এবং আমানত ভক্ষণ করিলে ও নাশ করিলে ও অপলাপ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া না দিলে কোন ২ দোষ হয় এবং আমানত সাক্ষিদ্বারা প্রতিপন্ন হৈলে এবং যে আমানত সাক্ষিরহিত হয় ও আমানতে দ্রব্য হারা গেলে ও চৌরি হইলে ও দৈব রাজোপঘাতে নষ্ট হৈলে কোন ২ প্রকারে লবে এবঞ্চ জে ব্যক্তিতে আমানত রাখা জায় সে ব্যক্তি যদি না দেয় এবং আমানত জে ব্যক্তিতে না দিআছে সে ব্যক্তিতে যদি বলে আমানত দিয়াছে করি এই সকল বিচার নিরূপণের নিমিত্তে শ্রীযুক্ত হেড়ম্বেশ্বর নৃপেন্দ্র বাহাদুরের হজুর কৌশল হৈল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থানুসারে দেববানি ও ভাষাতে শক ১৭৩৮ সালের ১পহিলা ফাল্গুণে নাচের লিখিতানুসারে জারী করিলেন। অথ নিক্ষেপ ভাষা॥ কুলীন নানা বৃর্ত্তিযুক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদি ও বন্ধুযুক্ত ও সাধু ব্যক্তিতে আমানত রাখিবেক। আমানত দুই প্রকার হয় সাক্ষীযুক্ত এবং ও সাক্ষীরহিত এক [জে] আমানত রাখে সে যদি সাক্ষিযুক্ত আমানত হয় সে আমানত যদি না মানে তবে রাজা সাক্ষি দ্বারা প্রতিপন্ন করাবেন সাক্ষিরহিত জে আমানতেতে সে যদি অপলাপ অর্থাত মিথ্যা বলে তবে উভয়ের সাধুতা বুঝিয়া দিব্য দেওয়াবেন স্ত্রীলোকের স্বামী বধেতে ও পুরুষের পুত্র বধেতে যাদৃশ পাপ আমানত দ্রব্য ভক্ষণ করণেতে এবং নাশ [করণেতে] ও অপলাপ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া রাখনেতে এতাদৃশ পাপ হয় আমানত দ্রব্য সাধারণ রাখা ভাল ন[হে যদি] হারা জায় ও নষ্ট হৈলে অনেক অপযশ হয় যদি রাখে তবে যত্ন করি রাখিবেক॥ যাচনা মাত্রেতে যাহার দ্রব্য হয় তা[হাকে] অর্পণ অর্থাৎ দিবেক যেই ব্যক্তি আমানত স্থাপন অর্থাৎ রাখে পুনরায় ঐ ব্যক্তিতে দিবেক॥ তাহার অবিদ্যমান দ[শা]তে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হৈলে উহার পুত্রাদি দিবেক॥ অমানত দ্রব্য ধনিক ব্যক্তি যাচনা করিতে যদি না দেয় তবে রাজাতে দণ্ড দিবেক॥ আমা দ্রব্য নষ্ট করিলে ঐ আমানত দ্রব্যের সমান দিতে হয়॥ আমানত দ্রব্য ভক্ষণ করি[লে] সুদ সহিত তাহার সমান দ্রব্য দিতে হয়॥ হারা গেলেহ তাহার সমান দ্রব্য দিতে হয়॥ আমানত দ্রব্য যদি [দৈ]বত নষ্ট হয় কিম্বা হারা জাএ তবে চতুর্থ ভাগের এক ভাগ হিন করিয়া দ্রব্যান্তর দিবেক॥ কোন কার্য্য নিমিত্ত··

পরিশিষ্ট

এ স্থলে দাসদাসীবিষয়ক ক্ষুদ্র পুথিখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে নূতন কথা যে কিছু নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। দাসদাসী পঞ্চদশ প্রকার—তাহা কেবল হেড়ম্বরাজ্যে নহে, আর্য্যভূমির সর্ব্বত্রই ছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক শব্দকল্পদ্রুমে "দাস" শব্দটি দেখিবেন। তাহাতে আছে,—"স পঞ্চদশবিধঃ। যথা নারদঃ।

গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ। অন্নাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ।
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাদ্‌যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ। তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ।
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ। বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ॥"

তার পর "অস্যার্থঃ" বলিয়া "ইতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃতক্রমসংগ্রহঃ" হইতে যে টিপ্পনী শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসহ নারদের বচন অবলম্বনপূর্ব্বকই তৎকালীন বঙ্গভাষায় এই দুই পত্রের পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার স্বতন্ত্র সংকলন করা হইল না। এ স্থলে ইহার সমস্তটাই যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

৭ দাস দাসী পঞ্চদশ প্রকার হয়॥ প্রথম গৃহজাত অর্থাত দাসীগর্ব্ভজাত॥১॥ দ্বিতীয় ক্রীত অর্থাৎ পিতা ও মাতা[১] মুণিবাদিতে মূল্যাদি দিয়া খরিদ করে॥২॥ তৃতীয় লব্ধদাসঃ অর্থাৎ বিবাহাদিতে যৌতুক পায়॥৩॥ চতুর্থঃ দায়াদুপাগত অর্থাৎ পিতৃপিতামহক্রমে এই নফর॥৪॥ পঞ্চমঃ॥ অকালভৃতদাসঃ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষেতে প্রতিপালন করে যাকে॥৫॥ ষষ্ঠ আহিতদাসঃ অর্থাৎ দাসত্ব স্বীকার করিয়া কোন স্থানান্তর হৈতে সঙ্গে হৈতে আইসে॥৬॥ সপ্তম মাক্ষিতদাসঃ অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে প্রযুক্ত ঋণ পরিশোধার্থে দাসত্ব স্বীকার করি রহে॥৭॥ অষ্টম যুদ্ধে প্রাপ্তদাসঃ অর্থৎ যুদ্ধে জয় করি ধরিয়া আনে যাকে॥৮॥ নবম পনেজিতদাসঃ অর্থাৎ দ্যুতাদি ক্রীড়াতে দাসত্ব পন রাখিয়া হারে যে ব্যক্তি॥৯॥ দশম উপাগতদাসঃ অর্থাৎ তোমার দাস এমত বলিয়া দাসত্ব স্বীকার করে জে ব্যক্তি॥১০॥ একাদশ কৃতদাসঃ অর্থাৎ এই কাল পর্য্যন্ত আমি তোমার দাস হৈলাম এমত বলে যে ব্যক্তি॥১১॥ দ্বাদশ ভক্তদাসঃ অর্থাৎ আমাকে তুমি অন্ন দেয় আমী তোমার দাস হৈলাম সুভিক্ষ সময়েতে এমত বলিয়া অন্নের নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকার করে যে ব্যক্তি॥১২॥ ত্রয়োদশঃ বড়বাভৃতদাসঃ অর্থাৎ দাসী বিবাহ. করিয়া দাসত্ত স্বীকার করে যে ব্যক্তি॥১৩॥ চতুর্দ্দশ আংথ[২] বিক্রয়িদাসঃ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তিয়ে যদি আপনার মূল্য আপনে লৈয়া দাসত্ব স্বীকার করে যে ব্যক্তি॥১৪॥ পঞ্চদশ প্রব্রজ্যাবসিতো দাসঃ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যদি সংন্যাস করিয়া সংন্যাস পরিত্যাগ করে তবে রাজার গোলাম হয়॥১৫। স্ত্রিয়ঃ সাক্ষী স্ত্রীয়ং দদ্যাৎ দ্বিজানামুত্তমা দ্বিজা শূদ্রানাং সন্তশূদ্রশ্চ অন্ত্যজে অন্ত্যজা স্মৃতা[৩]॥*॥

১। এ স্থানের অক্ষরটি অস্পষ্ট; 'ও' পড়া যায়, কিন্তু 'কে' হইলেই অর্থ ভাল হয়।

২। অর্থাৎ আত্ম।

৩ এই শ্লোকটি হঠাৎ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া লেখক মহাশয় নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান মাত্র করিয়াছেন। ইহা মনুর—স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।

শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ॥

এই বচনের (৮৷৬৮) অশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত হরপার্ব্বতী-মঙ্গল

"হরপার্ব্বতীমঙ্গল" একখানি প্রাচীন মহাকাব্য—কবি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-বিরচিত। এই মহাকাব্য বহু পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ মুদ্রিত পুস্তকের একখানি আমাদের বাটীতে প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছিল। শিবের পূজা, সোমবার ব্রত, প্রদোষে শিবারাধনা, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত, পুষ্কর ও অন্যান্য তীর্থমাহাত্ম্য উপলক্ষে শিবের মহিমা ও গরিমা কীর্ত্তন ছলে নানাবিধ সুমনোহর উপাখ্যানমালা ঐ পুস্তকে বিবিধ ছন্দোবন্ধে বর্ণিত আছে। দ্বিজ রামচন্দ্র কবির বা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কৃত দুর্গামঙ্গল কাব্য ১৩০৫ সালে মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের সম্পাদক। দুর্গামঙ্গল ও হরপার্ব্বতীমঙ্গলের রচক একই ব্যক্তি। শাস্ত্রী মহাশয়-রচিত 'দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল কাব্য' নামক প্রবন্ধ ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর, ঐ সালের পত্রিকাতেই শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের রচিত "দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কাল নির্ণয়" নামক আর একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুই প্রবন্ধে বা অন্যত্র কোন স্থানে দ্বিজ রামচন্দ্রের হরপার্ব্বতীমঙ্গল সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। এই দুই প্রবন্ধে কবির পরিচয় সম্বন্ধে যাহা আলোচনা হইয়াছে, তদপেক্ষা অতিরিক্ত বক্তব্য আমার কিছুই নাই। দুর্গামঙ্গল ক্ষুদ্র কাব্য; মুদ্রিত পুস্তকের ২৩৮ পৃষ্ঠা মাত্র আছে। হরপার্ব্বতীমঙ্গল মহাকাব্য। এহেন প্রাচীন মহাকাব্য এ পর্য্যন্ত পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কণ অভাবে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। হস্তলিখিত পুস্তক হইলে হয় ত একবারে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া কোথাও না কোথাও ইহার এক আধখানি থাকিবার খুব সম্ভাবনা। আমি অনেক অনুসন্ধানেও কোন খবর পাই নাই। এখন সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে যদি কাহারও অনুসন্ধানে এই বিলুপ্তপ্রায় মহাকাব্যের উদ্ধার হয়, এই ভরসায় এই বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। আমার নিকটে যে মুদ্রিত পুস্তক ছিল, তাহার গোড়ার কয়েক পাতা অতিশয় ছিন্ন হওয়ায়, আমি নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই হস্তলিখিত পাতা কয়টিই এখন আমার নিকট ঐ মহাকাব্যের একমাত্র নিদর্শন। সেই পাতা কয়টীতে প্রায় ২৫ পৃষ্ঠা হইবে। তাহাতে গুরু, গণেশ, নারায়ণ, সূর্য্য, শক্তি, হরপার্ব্বতী ও সর্ব্বদেব-বন্দনার পরে কবির আত্মপরিচয় ও গ্রন্থসূচনা আছে। আমি কেবল সর্ব্বদেব-বন্দনা, আত্মপরিচয় ও গ্রন্থসূচনা মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ইহাতেই পাঠক কবির কবিত্বের অল্প রসাস্বাদ ও তাঁহার পরিচয় পাইবেন।

সর্ব্বদেব-বন্দনা

পয়ার

নমো নমঃ বাগ্‌দেবী জগৎ বন্দিনী।
জিহ্বার জড়তা দূর কর নারায়ণী॥
পঞ্চাশৎ বর্ণেতে বিভক্ত অঙ্গ তব।
বিশেষ জানেন বিষ্ণু বিধি স্বয়ংভব॥
নমো নমঃ ত্রিপথগা ত্রিলোকতারিণী।
হরশিরোবিলাসিনী পতিতপাবনী॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্মার জননী।
অন্তকালে অঙ্কে নিও হয়ে সহায়িনী॥
নমো নমঃ পদ্মালয়া পদ্ম পদে করে।
হরি-হৃদিপদ্মে বাস পদ্মাসনোপরে॥
যার প্রতি কর মাতা কটাক্ষালোকন।
নীচ কি উত্তম পূজ্য হয় সেই জন॥
নমো নমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
ভারত পুরাণ বেদ করিলা প্রকাশ॥
নমো নমঃ শ্রীচৈতন্য সংগীতের গুরু।
বৈষ্ণবের চূড়ামণি দয়াকল্পতরু॥
নবীন সন্ন্যাসী প্রভু অংশ অবতার।
হরিনাম প্রচারিয়া করিলে উদ্ধার॥
নমো নমো রাধাকৃষ্ণ গোলোকবিহারী।
বৃন্দাবনে কৈলা লীলা কংসধ্বংসকারী॥
বন্দিলাম প্রজাপতি সহিত সাবিত্রী।
বিশ্বব্যাপী বেদমাতা আপনি গায়ত্রী॥
কার্ত্তিক গণেশ বন্দি পার্ব্বতীতনয়।
স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান্ হৈল অংশদ্বয়॥
প্রকৃতির অংশ বন্দি ষোড়শ মাতৃকা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী আদি যতেক নায়িকা॥
বন্দিলাম নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ।
পিতৃলোক প্রভৃতি যতেক দিবৌকস্॥
নারদাদি যোগিগণ ডাকিনী যোগিনী।
প্রমথ পিশাচ আর পর্ব্বত-নন্দিনী॥
কুষ্মাণ্ড দানব দৈত্য যক্ষ রক্ষঃ যত।
বিদ্যাধর কিন্নর গুহ্যক কব কত॥
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ প্রভৃতি যত আছে।
নমস্কার করিলাম তাবতের কাছে॥
শীতলা মনসা অনন্তাদি অষ্ট নাগে।
পৃথিবীমণ্ডলে তীর্থ বন্দি অনুরাগে॥
সতীর একান্ন পীঠ যথেক ভৈরব।
নমস্কার করিলাম করিয়া গৌরব॥
যথা যথা দেব দেবী স্থাপিত প্রতিমা।
কতেক কহিব নাম আছয়ে অসীমা॥
ঘট পট পাথর প্রভৃতি যে যে স্থানে।
জলস্থ আরণ্য আর গ্রাম্য যে যেখানে॥
এককালে তাবতের চরণে প্রণাম।
ওলা ঝোলা পীর পেগম্বরেরে সেলাম॥
ভূদেব ব্রাহ্মণ-পদ-রেণু শিরে ধরি।
ভৃগুপাদপদ্মচিহ্ন ধরিলা শ্রীহরি॥
জনক জননী বন্দি জগতের সার।
যাহা হৈতে দেখিলাম ভারত সংসার॥
হৃদ্‌পদ্মে ভাবি ইষ্টচরণ-কমল।
রচে রামচন্দ্র হরপার্ব্বতীমঙ্গল॥

আত্ম-পরিচয়

ত্রিপদী

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ,   মেদন মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
নিজে সামারক গাজী,   আপনি হইয়া রাজী,
বনমাঝে দেখা দিলা তায়॥

সঙ্গেতে সহায় হ'য়ে, নবাবে স্বপন ক'য়ে,
শিরোপা পাইল জমীদারী।
দত্তকুল-সমুদ্ভব, গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব,
কায়স্থ কুলের অধিকারী॥
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ,
কনি শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, জমীদারী তাহে বর্ত্ত,
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ॥
সহায় আনন্দময়ী, সর্ব্বাংশে হইল জয়ী,
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান, কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী॥
তস্য পুত্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম,
অল্প কালে হৈল লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভ হয়,
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর॥
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য বরা, অবিবাদে পালে ধরা
গাম্ভীর্য্যেতে রঘুপতি রাম।
অধিকার ইঙ্গরাজী, কেহ করি কারসাজী,
কিছু গ্রাম করায় নীলাম॥

তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান,
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু, দেব, দ্বিজে ভক্তি
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর॥
উভয়তঃ গুণ যোগী, কিন্তু যার বৃত্তিভোগী,
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুনঃ।
কবি মাতামহকুল, ইষ্ট যার অনুকূল
পিতৃপরিচয় কিছু শুন॥
মুখুটী বিখ্যাত কুলে, মেল বন্ধ যার কুলে,
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ,
আদান প্রদানে সম ভাল॥
তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ,
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি, তাহাতে সন্তান চারি,
রামধন তৃতীয় সন্তান॥
তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম-সুতাসুত, রচিল বিনয়যুত
সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি॥

গ্রন্থ সূচনা—তাল আড়া।

দুস্তরে নিস্তার দুর্গে দুরিতনিবারিণী।
হর তাপ পাপ মম হরহৃদাবলাসিনী॥

পয়ার।

নমো নমো নারায়ণী জগতজননী।
কৃপা করি কর পার পাপনিবারিণী॥
কলুষে আবৃত হয়ে কাঁপে কলেবর।
কালভয়ে মুক্ত কর কালা গঙ্গাধর॥
ভাবিতেছি কলিঘোরে না হয় সমাধি।
কেমনে হইবে সিদ্ধ পূজা জপ আদি॥
মন যে আমার সে মনের মত নয়।
কেমনে তারব তারা লাগে ভবভয়॥
নিশ্চিন্ত হইয়া ডাকি নাহি সাবকাশ।
লেগেছে গলায় দৃঢ় সংসারের ফাঁস॥
কিরূপে হইব মুক্ত পড়িয়াছি ভ্রমে॥
এইরূপে তব নাম লই কোন ক্রমে॥
কবিতা ছলায় কিছু লওয়া হয় নাম।
জিহ্বায় আশ্রয় কর না হইও বাম॥
দোষ গুণ যত কিছু সকলি তোমার।
তুমি যা বলাবে তাই লিখন আমার॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী—বসিয়া কণ্ঠায়।
সুরস কবিতা কিছু বলাও আমায়॥
লিপিকরপ্রমাদে আমার হয় ভ্রম।
গুণী জনে সে সকল করিবেন ক্ষম॥
কালীপুরাণের মতে প্রথম রচনা।
পণ্ডিত সুজন তাহা কর বিবেচনা॥
ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ড স্কন্দপুরাণান্তর্গত।
তৎপর তাহার আমি কব কত কত॥
মার্কণ্ডেয় মুনি বক্তা শ্রোতা ঋষিগণ।
সেই কথা কিঞ্চিৎ কহিব বিবরণ॥
ব্রহ্মাণ্ডবিস্তার কথা, তাহা কিছু বলি।
হরপদে মজ রামচন্দ্র-মন-অলি॥

শ্রীদুর্গাদাস রায়

মহাকবি সঞ্জয়

সঞ্জয় ভাষা-মহাভারতের প্রাচীন কবি। সঞ্জয়ী মহাভারত এ যাবৎ মুদ্রিত হয় নাই। অপিচ পুরাতন হস্তলিখিত পুথিও ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সঞ্জয় বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজে অপরিচিত। এমন কি, সাহিত্য-সেবীদেরও অধিকাংশের নিকট পাঁচালী মহাভারতের আদি-কবি শুধু নামে মাত্রই পরিচিত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অসাধারণ অনুসন্ধিৎসার ফলে প্রাচীন কবি সঞ্জয়ের নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু সঞ্জয়ী মহাভারত সাধারণ্যে প্রকাশিত না হইলে সঞ্জয়ের মাহাত্ম্য ও মৌলিকত্ব কখনই সম্যক্ স্বীকৃত হইবে না। দীনেশ বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাস্তবিকই সঞ্জয়নামধেয় একজন প্রাচীন কবি বিদ্যমান ছিলেন, তিনি কাশীদাস অথবা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তিনিই ভাষা-মহাভারতের আদি-কবি।

সঞ্জয়ের প্রাচীনত্ব অথবা পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমরা তদীয় রচনার আদর্শ-স্বরূপ সঞ্জয়ী মহাভারতের কয়েকটী স্থল পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল প্রমাণের যাথার্থ্য অবধারণে সকলেই সমর্থ হইবেন। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণেই আমরা কবির অসাধারণ রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। আড়ম্বরহীন, দ্রুতগামী পয়ার ছন্দে নানা ভাব ব্যক্ত করিবার স্বাভাবিক শক্তিতে তিনি কৃত্তিবাসের প্রায় সমকক্ষ।

"শিশুখেলা প্রায় লিলা সকলি যেহার
চারি বেদ ব্রহ্মা যন্ত না পাএ জাহার।
হেন প্রভু নারায়ণ দেব নিরঞ্জন
তাহান পদ পড়ি কত সদায় রৌক মন।
প্রণমোহ বিসেস্বর দেব পঞ্চানন।
কণ্ঠেতে বাসুকি যার করএ দোলন॥
ত্রিপুরারি ভয়ংকরি নমো সসিধর।
সোম সূর্য্য ত্রিলোচন গৌরিপতি হর॥
নমো স্থূল শক্তিধর নমো হরি বিমুখ।
বিস ভক্ষ্য বিরোপাক্ষঃ সিব পঞ্চমুখ॥
প্রণমোহ মহামায়া দেবি ভগবতি।
বিসর্জন শ্রীজন যাহাতে উৎপতি॥
হরি হর বৃঝি জাহাতে ভক্তি ভাও।
সহস্র প্রণামো মোর সে দেবির পায়।
মুই মূড় জ্ঞানহিন নাহি বুদ্ধিলেস।
বৃটি কুটি ব্রহ্মা ধ্যানে না পাএ উদ্দেস।
হেন দেবি প্রণমোহো সক্তি সোনাতনি।
দেবগুরু দ্বিজগুরু পদে বন্দম পুনি ২॥
ভারতিপদারবিন্দে করি নমস্কার।
করিবার চাহি কিছু ভারত প্রচার॥
পরিক্ষিত নামে ছিল সর্ত্ত্যবাদি রাজা।
তার পুত্র জন্মজয় বলে মহাতেজা॥ *

—সঞ্জয়ী মহাভারত পুথির ১ম পত্র।

* ১২৩৯ সনের লিখিত (শিলচর নর্ম্মাল স্কুলে সংরক্ষিত) "সঞ্জয় মহাভারত" পুথি হইতে উদ্ধৃতাংশগুলি অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপ কষ্ট-কল্পনা-রহিত স্বাভাবিক বর্ণনা-শক্তির সহিত সুন্দর কবিত্বের সংমিশ্রণ আমরা সঞ্জয়ী মহাভারতের অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। দ্রুপদ-নন্দিনী সৈরিন্ধ্রীর বেশে বিরাটরাজ-মহিষীর নিকট গমন করিতেছেন, সেই স্থলের বর্ণনা দেখুন,—

“এথাতে দ্রুপদি হইল সরিন্দ্রি আক্রিতি।
অধিক মলিন ভেস হইল যুবতি॥
মলিন বসন পরি মলিনতা তনু।
সিসিরে ঢাকিছে যেন সরতের বানু॥
পুস্প গ্রহন্থ করি য়ার পুস্পহার।
তথাপিহ দেখি রূপ ত্রৈলক্কের সার॥
মন্দগতী চলিলেক খঞ্জন গমনি।
গমনে লম্বিত মাঝা পঙ্কজনয়নি॥
গায়েতে বিমল গন্ধ জোজনেক জাএ।
সেই দেশের যত নারি পিছে ২ ধায়॥
সে সকলে পুছি কিচো উত্তর না পাইল।
সুতিক্ষার নিকট দ্রুপদি চলি গেল॥
প্রদিবের সিসা জেন রজনি সময়।
দেখিয়া মোহিত হইল নারিসমুচ্চয়॥
খেনেকে সুতিক্ষা দেবি পুচেন্ত সাদরে।
কথা হনে আসিয়াছ য়ামার এথাকারে॥
গন্ধর্ব..............................বিদ্যাধুরি।
নগেন্দ্রকোমারি কিবা বরুণের নারি॥
সচি রতি হও কিবা উর্ব্বসি মেনকা।
ভোবনেতে দিতে নাহি যাহার রূপের রেকা॥
কামধেনু দেখি ভোরো সুললিত যঙ্গ।
জগল লম্বিত মাঝা দেখিয়ে ত্রিভঙ্গ॥
রাজহংস গতি লীলা মনথর গমন।
নৃপতিমহিসি হেন পদিনি লক্ষণ॥
বিম্বফল জিনিয়া দেখি ওষ্ঠ য়ধর।
পঙ্কজের মত দেখি চারি কলেবর॥
করিবরশুণ্ড জিনি বাহুর বলনি।
নহে কিবা সত্য কহ চন্দ্রের রূহিনি॥
য়ার আক্ষি করি যদি চাহ য়েক বার।
দন্ত নাহি বির্দ্দ জনে পার মুহিবার॥
নারি লোক বিরহিত তোমারে দেখিতে।
পুরুসের চিত্ত চাই কটাক্ষে বান্ধিতে॥”

—১৭৪ পত্র।

এই বর্ণনার সহিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচিত পরাগলী মহাভারতের ঐ স্থলের বর্ণনার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহাতে আমরা মহাকবি কাশীদাসেরও বহু বিখ্যাত স্থলের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই; কিন্তু কোন্ কবি কাহার নিকট কত দূর ঋণী, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন।

মনোহর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা এখানে আর একটী স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কবি “স্থানপর্ব্বে” যুধিষ্ঠিরাদির পুরপ্রবেশ বর্ণনা করিতেছেন,—

হোলাস্তলি করে সবে নগরে নগরে।
যুধিষ্টির রাজা য়াইল পুরির ভিতরে॥
বিচিত্র পতাকা উরে ঘরের উপুরে।
ধ্বজ সব সারি সারি য়তি সোভা করে॥
রাজপথ রচিল সুগন্ধি ধুপ দিয়া।
নানা গন্ধে সুগন্ধিএ সুবেস রচিয়া॥
ঘরে ঘরে পুস্পমালা দেখি মনুহর।
সারি সারি বিচিত্র দেখিএ নিরান্তর॥

সারি সারি পূর্ণকুম্ভ নগরে নগর।
প্রতি গৃহে গৃহে সব দেখি নিরন্তর॥
পৌর জন সকলে করেন্ত পুষ্পবৃষ্টি।
জেহেন মঙ্গল আছে বিধাতার শ্রীষ্টি॥
হাতাহাতি করিয়া সকল নারি ধাএ।
চন্দ্রের উদএ জেন নক্ষত্রের প্রাএ॥
নগরের নাম্বি সব চাহন্ত নেহারি।
গবাক্ষে গবাক্ষে চাহে জত পৌর নারি॥
রত্নমএ গৃহ সব গবাক্ষ্য সুন্দর।
কমলে ভরিল যেন রম্য সরোবর॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি প্রশংসন্ত নারি।
সাফল্য তপস্যা কৈল দ্রৌপদি সুন্দরী॥
সাফল্য জীবন দেবি কুন্তি মহাসতি।
জাহার উদরে হৈল এ পঞ্চ বেকতি॥
প্রসংসএ পৌর জনে ব্রাহ্মণ সর্জ্জনে।
প্রসংসএ নারিগণে বালক বৃদ্ধ জনে॥
চন্দ্রের উদএ জেন উথলে সাগর।
লোক সব নাহি আটে পুরির ভিতর॥
স্তুতি করে পৌর জনে রাজার গোচরে।
আমি সব ভাগ্যে রাজা ধর্ম্ম নৃপবরে॥
ভাগ্যে জএ পাইলা তোমি সক্র হৈল ক্ষএ।
ছিরকাল রায্য কর ধর্ম্ম মহাসএ॥
রক্তে পুষ্পে গন্ধে মাল্যে দেবতা য়র্চ্চিল।
সুবর্ণ্যে রজতে মাল্যে ব্রাহ্মণক দিল॥
—৬৪৯ পত্র।

গবাক্ষস্থিত পুর-স্ত্রীগণের সুকোমল মুখ-মণ্ডলের সহিত রম্য সরোবরমধ্যস্থ বিকশিত কমলদলের উপমা অতি সুন্দর হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনাকালে যে অনন্যসাধারণ শ্লোকে এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবির পংক্তিগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীন কবিগণের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা সরস হাস্য-রসের উদ্দীপনায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধহস্ত। পাঁচালী মহাভারতের আদিকবি এ সম্বন্ধেও অন্য কোন প্রাচীন কবি অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার সরস রসিকতার পরিচয় পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত বিরাট-রাজ-মহিষী সুদেষ্ণার কথোপকথনেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। নিম্নে আমরা আরও দুই চারিটী স্থল যদৃচ্ছাক্রমে সঞ্জয়ী মহাভারত হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। শর্ম্মিষ্ঠা, ক্রোধাবিষ্টা দেবযানীর কটূক্তির উত্তরে প্রাচীন রীত্যনুসারে কৌতুক করিয়া বলিতেছেন,—

ইসদে হাসিয়া তবে সর্ম্মিষ্ঠা কহন্তি।
সখিজনপতি হইলে হএ নিজ পতি॥—২২ পত্র।

আবার যে স্থলে তেজস্বিনী কৃষ্ণা দেবাদিদেব মহাদেবের মুখে পঞ্চ স্বামী লাভের বর শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কটূক্তি বর্ষণ করিতেছেন, সে স্থানের প্রচ্ছন্ন পরিহাসপ্রবাহ কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের "অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ" ইত্যাদি বঙ্গবিশ্রুত ব্যাজ-স্তুতির পার্শ্বে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

উনমর্ত্ত্য ভাঙ্গর তোমি কিবা আছে জ্ঞান।
য়হঙ্কারে আপনা য়াপনা নাহি জান॥

য়েহি বলি কোমারিয়ে সিবেক বর্চ্চন্ত।
ধিকাধিকি বহু কথা য়ত্যান্ত কহিন্ত॥

লাচাড়ি দিগ্য ছন্দ রাগ
কন্যা কহে তোমি দেব ভোবনে তোমার সেব
ভাল মন্দ কর সর্ব্বক্ষণ।
না ছাড় সভার ধুস মনেতে নাহিক রোস
নাহি ছাড় আপনা লক্ষন॥
খাও য়তি বিস ভাঙ্গ সিরেতে ধরহ গাঙ্গ
গলে দিছ সর্পের উত্তরি।
গ্রিবাতে হস্তির হার চিতা ভস্ম পরিস্কার
কোন দেবে সিরে ধরে নারি॥
রমণিকে ডাক মাও খেনে ২ দুগ্ধ খাও
প্রেতনারি সহিতে গমন।
.... মৃগ চর্ম্ম বসন
নাম ধর দেব পঞ্চানন॥
যদি বড় দিতে পার য়াপনে খাইতে নার
পরিদান নাহিক বসন।
ভাল বর দেও জানি ভারত সকল জানি
জানিল সকল য়কারণ॥
যুনিয়া কুমারিবাণি হাসে চন্দ্রচোড়ামুণি
ভাল কথা কহিছ সুন্দরি।
জাথেক কহিছ তোমি কবু নাহি যুনি য়ামি
কোনমতে জানহ কিসরি॥
যুনিয়া বচন তর কৌতুক হইল মর
কহ কহ জান যদি য়ার।
জে বাঞ্চিছ তোমি সেহি বর দিল আমি
ইন্দ্র তর সামি হইবার॥
এক ইন্দ্র পঞ্চ মুর্ত্তি হইবেক উৎপতি
সে হইব কুরুবংসে জাত।
তোমিহ হইবা খিতি পতিব্রথা মহাসতি
সে তোমা হইব প্রাণনাথ॥
—৮১ পত্র।

সুকবি সঞ্জয় নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় দুই চারি পংক্তিতে স্থলে স্থলে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মহাকবি কাশীদাসের "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি" ইত্যাদি অনুপম পংক্তিনিচয়ের সহিত বিস্মৃত-কবি সঞ্জয়ের নিম্নোক্ত বর্ণনাটীর তুলনা করুন,—

"হাতেতে গাণ্ডিব ধনু য়স্ত্র খরসান।
সিরেতে মকুট সোভা য়তি দিপ্তিমান॥
কর্ণেতে কুণ্ডল তার যূর্য্য হেন জলে।
যুবর্ণ্যবলয়া হাতে পুষ্পমালা গলে॥
পরিধান নেত ধড়া বিচিত্র কাছনি।
দ্বিতিয় বিদ্যুত হেন সঘন চটনি॥
য়াজানু লম্বিত ভুজ বিসাল সরির।
কপালত য়র্দ্ধ সসি সমুলে (?) গভির॥
গজরাজগতি চলে তরু সব কাপে।
জোজনেক এড়ে দেখি এক ২ লাপে॥
নরনারায়ন মুর্ত্তি দেব য়বতার।
সহস্র যুর্জের তেজ বিদ্যুত সঞ্চার॥"
—১১২ পত্র।

এই বর্ণনাটী কাশীদাসের বর্ণনার ন্যায় মনোরম না হইতে পারে; কিন্তু তদপেক্ষা সমধিক তেজোব্যঞ্জক, সন্দেহ নাই। কাশীদাসের অর্জ্জুন, কন্দর্পের মত সুঠাম সুন্দর পুরুষ; সঞ্জয়-বর্ণিত অর্জ্জুন তেজোদীপ্ত বিশালকায় বীরপুরুষ। বস্তুতঃ বীররসের উদ্দীপনায় সুকবি কাশীদাস অপেক্ষা প্রাচীন কবি সঞ্জয় অধিকতর সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যোগ-কথনের সার মর্ম্ম আদি-কবি সঞ্জয় সংক্ষেপে অথচ সুবোধ্যভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন,—

"এহি বলি বিরস বদনে ধনঞ্জএ।
ধনু এড়ি রথেতে বসিল মহাশএ॥
রিদএ য়াকুল প্রভু পুরে মোর হিয়া।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নারায়ণে কহে বুঝাইয়া॥
য়র্জ্জুণে কহেন প্রভু যুন তর্ত্তসার।
য়কারণে করিবাম জ্ঞাতির সংহার॥
ভোগে মরু কার্য্য নাহি পুণি বনে জাইব।
না করিব যুদ্ধ আমি জ্ঞাতি না বদিব॥
য়র্জ্জুনের রিদএ জানিয়া জনার্দ্দন।
য়র্জ্জুনেরে প্রবোধেন্ত ব্রহ্ম সুনাতন॥
কিবা চিন্ত জ্ঞাতি বধ বির ধনঞ্জএ।
কে কারে মারিতে পার জানাই নিশ্চএ॥
কাহাকে মারিতে পারে কাহার সকতি।
কার্য্য য়বসানে জান সংসারের নিতি॥
এমত বিচিত্র জ্ঞান য়খিল সকল।
কেবা কার জ্ঞাতি হএ কেবা আপ্ত পর॥
সকল আমার কির্ত্তি আমি সংসারক।
য়ামি সে য়াপনা মারি য়ামি সে রক্ষক॥
জির্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নতুন বস্ত্র ধরে।
তেন নও পরিগ্রহ সরীরে সঞ্চরে॥
আপ্ত পরিচএ যেই জানে ধনঞ্জএ।
তাহার বিনাস নাহি যুন মহাসএ॥
সরির এড়িলে জান নাহিক বিনাস।
তাকে বলি ধনঞ্জএ পুরুস প্রধান॥
ই সকল সর্কল বিনাস করি আমি।
ভাবি দেখ ধনঞ্জয় হেতো মাত্র তুমি॥
দুই দলে ক্ষেত্রি সবে চাহে ভালমতে।
ভ্রম এড়ি ই সকল দেখিবা কেমতে॥
তাহা যুনি চাহে বীর হইয়া সচকিত।
দেখিলেক দুই দলে মস্তক বর্জ্জিত॥
মরা হেন দেখিলেক দুই দলের সেনা।
তাহা দেখি ধনঞ্জএ পাসরে য়াপনা॥

—২৬১ পত্র।

"জির্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নতুন বস্ত্র ধরে। তেন নও পরিগ্রহ সরীরে সঞ্চরে॥"

দুই পংক্তিতে মহাভারতীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাংশের—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

এই শ্লোকের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই।

বিশ্বকোষ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের উপক্রমণিকায় সঞ্জয়ের কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"সরল কথায়, সহজ ভাষায় সঞ্জয় যে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্য বিজয় পণ্ডিতের রচনায় তাহার কতকটা খর্ব্বতা লক্ষিত হয়। সঞ্জয় অনেক স্থলে যেরূপ স্বভাবজাত কবিতা-ছটার পরিচয় দিয়াছেন, বিজয় সেরূপ সুমধুর রচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই।"

এক্ষণে সঞ্জয়ী মহাভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কতিপয় সমালোচকের মত আমরা পাঠক-

বর্গের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইব। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানে আছে, "মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়, এই অনুবাদ-রচয়িতার নাম সঞ্জয়। নানা কারণে সঞ্জয়ী মহাভারতখানিও অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। তবে কত দিনের প্রাচীন, অনুমান ভিন্ন সে তথ্য যথাযথ নির্ণয় করিবার উপায় নাই।" এ মতে সঞ্জয় মহাভারতের একজন প্রাচীন অনুবাদক; তবে প্রাচীনতম কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। খ্যাতনামা কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তদীয় ঢাকার বিবরণে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে সঞ্জয় কবি অতি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ। ইনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ....সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষার আদিম মহাভারত। কাশীদাস, সঞ্জয়-মহাভারত দৃষ্টে স্বীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।" কেদার বাবুর এ কথার সমর্থনে আমরা একখানি কাশীদাসী বনপর্ব্বের পুথি হইতে নলোপাখ্যানের একটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র। অরণ্যেতে পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র॥
এ সব অমৃতকথা সমুদ্রলহরী। কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
ব্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল। তাঁহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি গীতছন্দ। সঞ্জয়-চরণ পান হেতু মকরন্দ॥"

—শিলচর নর্ম্মাল স্কুলে সংরক্ষিত বনপর্ব্ব পুথির ৬৭ পত্র।

'তাঁহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল, বাক্যে খুব সম্ভব কাশীদাস, সঞ্জয়ের ভারত-পাঁচালীর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'সঞ্জয়-চরণ-মকরন্দ-পান-হেতু' তিনি 'শ্রুতমাত্র' গীতচ্ছন্দে ভারতকথা রচনা করিয়াছেন বলিয়া পূর্ব্বগামী কবির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্জয়ী মহাভারত সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক ও মূল্যবান্। তিনি বহু দিন পূর্ব্বে তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" সঞ্জয় সম্পর্কে যে সারগর্ভ আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এত দিন পরেও তাহার কোন অংশই ভ্রান্ত বা অসঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। অধিকন্তু ক্রমশঃই তাঁহার মতের নূতন নূতন সমর্থক জুটিতেছেন। অল্প দিন হইল, "ঢাকা রিভিউ" পত্রে নিরপেক্ষ সমালোচক, মনস্বী ইন্স্পেক্টার ষ্টেপল্টন্ মহোদয়, রায় সাহেব সেন মহাশয়ের সহিত বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সঞ্জয়ই মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদক। রায় সাহেব দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"I consider him to be the pioneer in the field." অর্থাৎ আমি তাঁহাকে (সঞ্জয় কবিকে) এ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করি। ষ্টেপল্টন মহোদয় পরিশেষে এই বিতণ্ডার উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"Pending the recovery of autobiographical details or references to the poet in other earlier writers, it does not seem possible at present to fix any date for Sanjay, the earliest

translator of the Mahabharat." Dacca Review, March, 1913.— অর্থাৎ কবির আত্মচরিত সম্পর্কিত কোন বিবরণ অথবা অপর কোন প্রাচীন লিপিতে তাহার উল্লেখ না পাওয়া পর্য্যন্ত মহাভারতের আদিম অনুবাদক সঞ্জয়ের সময় নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। সঞ্জয়ের আবির্ভাবকাল এখনও যথাযথরূপে নিরূপণ করা যায় না সত্য, তবে আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে তাঁহাকে মহাকবি কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করা যায়। পূর্ব্বোক্ত বিতণ্ডায় রায় সাহেব মহাশয়ও এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সঞ্জয়ের যে সকল কবিতাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে সুধীগণ কৃত্তিবাসের সেই স্বচ্ছ সরল দ্রুতগামী পয়ার ছন্দের স্পষ্ট প্রতিরূপ পাইবেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতির অনুগ্রহে কৃত্তিবাসের অনেকটা কলেবর পরিবর্ত্তন ও অঙ্গরাগ সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক বেশ অনেকটা মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু লিপিকরগণের যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তন ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত সঞ্জয়ের কবিতায় কোন সংস্কার সাধিত হয় নাই। তজ্জন্যই বিভক্তি প্রয়োগে ও দেশজ শব্দের ব্যবহারে সঞ্জয়ের রচনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রচনা হইতে কিঞ্চিৎ অমার্জ্জিত বোধ হয়। কিন্তু ভাষার আটুনি ও বর্ণনার আবেগে উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

সঞ্জয়ের কবিতাতে অনেক স্থলে বাঙ্গালা ক্রিয়ার সহিত সংস্কৃত বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

(১) হাসিয়া সাত্যকি কহে দেখাওসি ভয়।
গজে নি করিতে পারে সিংহের প্রলয়॥

(২) দেখন্তি ব্রাহ্মণ কান্দে ব্রাহ্মণি সহিত।
পুত্র কন্যা কান্দে আর বধূ সমন্বিত॥

(৩) অন্তঃপুরে অর্জ্জুনে পায়েন্ত যত ধন।
গুপ্ত খায়ন্ত সবে ভাই পঞ্চজন॥

(৪) ভাই সব আছে তোম্মার বীর অবতার।
যদুবংশ সনে আম্মি সহায় তোম্মার॥

—১১২৩ সনের লিখিত সভাপর্ব্ব পুথি।

(৫) খেমা দিতে অখনে উচিত নহে আর।
সভে মিলি কৃষ্ণার্জ্জুন কুরুহি সংহার॥

(৬) বিদুরে প্রবোদ করি তুলে অবিশ্রাম।
রথসজ্জা করম কুরুক্ষেত্রে যাম॥

নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে সঞ্জয়ের বিভক্তি প্রয়োগে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) ভীমক মরিল হেন জানিলেক মনে।

(২) চারি দিকে গজ বেড়ি আছয়ে ভীমক।
মেঘে আচ্ছাদিছে যেন সম্পূর্ণ সূর্য্যক ॥
(৩) এক দিন চারি ভাই চলিলা ভিক্ষারে।
জননীর পাশে ভীম রহিলেক ঘরে ॥

অধুনা অপ্রচলিত বা অদ্ভুত অর্থেও বহু শব্দের প্রয়োগ আমরা সঞ্জয়ী মহাভারতে দেখিতে পাই।

(১) য়কুমারী কুন্তী যবে আছে বাপ ঘরে।
হেন কালে দুর্ব্বাসা আইল নৃপতি গোচরে ॥

আবার শকুন্তলার উপাখ্যানে আছে,—

(২) রাজা কহে অনুমানে জানিল নিশ্চয়।
য়কুমারী কন্যা এই বিহা নাহি হয় ॥

কুমারী অর্থে যে য়কুমারী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা কবি স্বয়ংই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এখনও 'ঘোর বৃষ্টি' অর্থে "অঘোর বৃষ্টি," 'মন্দনা' অর্থে "অমন্দনা" ইত্যাদি প্রয়োগ গ্রাম্য কথায় শুনিতে পাই। গ্রাম্য বিবাহ সঙ্গীতে এ দেশে এখনও 'য়কুমারী' শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ স্থলবিশেষে শ্রুত হওয়া যায়,—"কৈ থাকিয়া আইলায় য়কুমারী বউয়াই গো।"

(৩) তাহা ভেইতে মোর চিত্ত নাহি বাসে।
আপনে বানর গিয়া হও এক পাশে ॥

"বাসে" ক্রিয়াটীর ব্যবহার কেবল "ভালবাসা" পদেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় "ভয় বাসি," "লজ্জা বাসি" ইত্যাদি বহু পদে ব্যবহার হইত।

(৪) শিষ্য জ্ঞানে তোমাকে আমি না করিল বধ।
তার প্রতিফল মোরে দিলেরে মগধ ॥

আবার দ্রৌপদী প্রভৃতির নৈশ যুদ্ধ-বর্ণনায় আছে,—

(৫) সহোদর ভ্রাতৃপুত্র করিয়াছ বধ।
তাহার ফল পাবরে শুনরে মগদ ॥

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কবি 'মগদ' অর্থাৎ 'মগধ' শব্দ বর্ব্বর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

'মগধ' শব্দ যখন ভাষায় বর্ব্বর অর্থে প্রযুক্ত হইত, সে কোন্ কালের কথা, ভাবিলেই আমরা কবিবর সঞ্জয়ের প্রাচীনত্বের বিষয় কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঞ্জয় সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের সমসাময়িক। কৃত্তিবাস, রাজা গণেশের অথবা তাহিরপুররাজ কংসনারায়ণের সভায় থাকিয়া রামায়ণ রচনা করেন, ইহা তাঁহার "আত্ম-চরিত" হইতে অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং মহাকবি সঞ্জয়ও সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কি মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে সঞ্জয়ের ব্যক্তিত্ব ও নিবাসস্থল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সঞ্জয় ব্রাহ্মণ বর্ণেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা একখানি সঞ্জয়ী সভাপর্ব্ব পুথিতে এই শ্লোকটী প্রাপ্ত হইয়াছি।

দেব-অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ-কুমার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঁচালী প্রচার॥

বিশ্বকোষে দেখিতে পাওয়া যায়, "বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট" লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত মহাভারতের এক স্থলে আছে,—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয় ভারতকথা কহিলেক মর্ম্ম॥

সুতরাং সঞ্জয়, বিখ্যাত ভরদ্বাজগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ-বংশ পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশেষ কোন সংশয় থাকিতেছে না। কিন্তু তাঁহার পদরেণু-স্পর্শে কোন্ স্থান পবিত্র হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখনও বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। তিনি যে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক স্থলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রে লিখিয়াছেন, "কেন তাহা বলিতে পারি না, সঞ্জয় ও দ্বিজ ভবানীদাস শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার মনে হয়।" তিনি সঞ্জয়ী মহাভারতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, তিনি এক সময় জয়দেবপুর সাহিত্য-সভা হইতে সঞ্জয়ী মহাভারত সম্পাদন ও প্রকাশ-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং পুস্তকের কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রাঙ্কিতও করাইয়াছিলেন। পরে স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ও ভাওয়াল রাজপরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে এই অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায়। আমরা সঞ্জয়ী মহাভারতের বহু পুঁথিতে এই সম্বন্ধে যে সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদায়ই সেন মহাশয়ের উক্ত মতের সমর্থন করে। এখন সেইগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দিবাম, খাইবাম, করিবাম, বধিবাম, ইত্যাদি ক্রিয়া-রূপের ব্যবহার আমরা সঞ্জয়ী মহাভারতের বহু স্থলে দেখিতে পাই।

এই প্রকার ক্রিয়াপদের প্রয়োগ এখনও শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের সংযোগস্থলে আমরা শুনিতে পাই। ঐ স্থানের অধিবাসীরা সকলেই খাইবাম, যাইবাম ইত্যাদি কথা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীহট্টের কথ্য ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়া তদীয় 'সাহিত্য-প্রবেশ ব্যাকরণে'র পরিশিষ্টে 'বাম'যুক্ত ক্রিয়ারই একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

"মুই অদম কত দিনে পাইবাম রে যুগল পদ।
কেতরাইতে কেতরাইতে মুই অদম গোলক ধামে যাইবাম রে॥"

বস্তুতঃ সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ মহকুমার পশ্চিমাংশে এবং নিকটবর্ত্তী ময়মনসিংহ জেলার কতকাংশে এই প্রকার ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের

অপর কোনও স্থলে ঐরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি, মহাকবি সঞ্জয় শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের সংযোগস্থলে কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয়ী পুথি খণ্ডশঃ ভাবে অধুনা শ্রীহট্টাঞ্চলে যত পাওয়া যাইতেছে, আর কোথাও তত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুনামগঞ্জ মহকুমার লাউড় অঞ্চল হইতে আমরা সঞ্জয়ী মহাভারতের বহু পর্ব্বের পুথি সংগ্রহ করিয়াছি এবং তথায় আরও অনেক পুথি আছে বলিয়া সঠিক সংবাদ অবগত আছি। স্ত্রীপর্ব্ব বা দ্রৌপদী যুদ্ধ বলিয়া গোপীনাথ দত্তের ভণিতাযুক্ত যে আর একখানা অমুদ্রিত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মূলে সঞ্জয়েরই রচিত একখানা পৃথক্ গ্রন্থ ছিল বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। কারণ, সঞ্জয়ী মহাভারতের যে কয়খানা সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ দ্রৌপদীযুদ্ধ পুথিখানাও সঞ্জয়ের ভণিতা সহ সেইগুলির অন্তর্নিবিষ্ট পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু তাহাতে সঞ্জয়ের বিশেষত্বসূচক বর্ব্বর অর্থে মগধ পদের প্রয়োগ এবং খাইবাম, বধিবাম ইত্যাদি ক্রিয়ারূপও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এই দ্রৌপদীযুদ্ধ পুথি এখনও শ্রীহট্টের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এইরূপ আনুসঙ্গিক প্রমাণ হইতেও সঞ্জয়ের নিবাস-স্থান সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পোষকতা হইতেছে।

আমাদের স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ বিনোদলাল চৌধুরী সঞ্জয়ী মহাভারতীয় দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর বর্ণনার একটি স্থলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা এই,—

"লজ্জায় এড়িল ধনু সেই মহাবল।
তবে ধনু ধরিলেক 'লাউর' ঈশ্বর॥
বৃদ্ধ রাজা ভগদত্ত পরম সাহসে।
দুই হাতে ধনুখান তুলে কটিদেশে॥"

"লাউর" শব্দ লাউড়েরই বাচক; কারণ, আলোচ্য পুথিখানিতে অনেক স্থলেই "ড়" স্থানে "র" লিখিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কবিবর সঞ্জয় দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে "লাউড় ঈশ্বরকে" কোথা হইতে আনিয়া জুটাইলেন? অপর কোন মহাভারতে ত লাউড়-রাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ মহাবল ভগদত্তকেই বা "লাউড় ঈশ্বর" বলিবার হেতু কি? আমাদের মনে হয়, লাউড়ই মহাকবি সঞ্জয়ের জন্মভূমি। তাই কবি দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরের ন্যায় বৃহতী সভায় স্বদেশের অধীশ্বরকে উপস্থিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যে ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ দেশের নামোল্লেখ হইল, তাহাতে কবির স্বদেশের নামটি উক্ত হইবে না, এ উপেক্ষা অভিমানী কবি নীরবে সহ্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং মূলে না থাকিলেও তিনি অপরাপর দেশের সঙ্গে স্বদেশের নামটী জুড়িয়া দিয়াছেন। ভানুবর্ম্মা, ইন্দ্রবর্ম্মা, বীরসেন নামক আরও তিনজন অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজার নাম সঞ্জয়ী মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা সম্ভবতঃ কামরূপ ও বঙ্গরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় অঞ্চল যে একদা কামরূপ-রাজ্যের অন্তর্গত ও রাজা

ভগদত্তের অধীন ছিল, তাহা স্থানীয় কিংবদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থাদির উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি-প্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" আছে,—"শ্রীহট্ট পুরাকালে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত এই বিশাল দেশ শাসন করিতেন। যুগবিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগদত্ত রাজার নাম আজও শ্রীহট্টে জনশ্রুতি-মুখে শ্রুত হওয়া যায়। * * রাজা কখন কখন লাউড়ে থাকিতেন। লাউড়ের পাহাড়ের উপর একটি উচ্চ স্থান দেখাইয়া লোকে এখন পর্য্যন্ত ভগদত্ত রাজার বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।"—২ভাঃ, ১ম খঃ, ১ম অঃ, ১১ পৃষ্ঠা। এই সকল কারণে আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাঁচালী মহাভারতের কবি সঞ্জয় প্রাচীন লাউড়-রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। কবির রচনা-ভঙ্গী, শব্দপ্রয়োগ এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য প্রমাণ হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারি না। যে লাউড়-রাজ্য রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল, দত্তকচন্দ্রিকা-প্রণেতা তৎপুত্র কুবেরাচার্য্য এবং মহাপুরুষ অদ্বৈত প্রভুর জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে, সুকবি সঞ্জয়ও সেই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু 'ভরদ্বাজ'-গোত্রীয় ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, মহাকবি সঞ্জয় সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ অদ্বৈত প্রভুর পিতামহ, রাজা গণেশের মন্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়ালের সমসাময়িক ছিলেন কিংবা তাঁহার এক দুই পুরুষ উর্দ্ধতন, কি অধস্তন শাখায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতবংশীয়দের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন বিশ্বাসযোগ্য বংশতালিকায় এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হইলে, আমাদের এ অনুমানে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

পরিশেষে সুকবি সঞ্জয়ের রচনা হইতে দেশজ ও স্থানীয় শব্দ প্রয়োগের কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও কবির দেশজ শব্দপ্রয়োগ ও রচনা-ভঙ্গীর বিশেষত্ব পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; যেমন 'গর্জেনি করিতে পারে সিংহের প্রলয়' ইত্যাদি স্থলে। এক্ষণে আরও কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) সহজে প্রথম দৃষ্টি পৈথানেতে হয়।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু এথাতে ধনঞ্জয়॥
(২) আগু পাছে পন্ন শুদ্ধি বিচারয়ে স্ত্রী বুদ্ধি।
ন্যায় করুক সভাতে আসিয়া॥
(৩) বিষ্ণুবংশে যত বীর উঠে ফাল দিয়া।
(৪) তাহা ডেইতে মোর চিত্তে নাহি মানে।

'পৈথান' (পদস্থান) প্রভৃতি শব্দ আজ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টাঞ্চলে ঠিক সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। 'পারে নি?' 'ন্যায় করুক' ক্রিয়াপদগুলি আজ পর্য্যন্ত এ দেশে ঠিক সেই

ভাবে এবং সেই ভঙ্গিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা সঞ্জয়ী মহাভারতে ব্যবহৃত স্থানীয় শব্দের একটী তালিকা প্রদান করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, তালিকাখানি নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

ডেইতে (ডিঙ্গাইতে), বুলাবল (গালাগালি), কুড় ল (ঘূর্ণায়মান জল), আঘাত জল (অত্যন্ত জল), মেচ্ছ্য (মৎস্য), গেরু (রুধির), গয়াই (কাটাই), গরিহ (গর্হিত), বেভারিল (যথা—ব্যবহার বস্ত্রাদি প্রদান করা), কোকানী (কাতর ধ্বনি করা), সংঘন (মিলন), উভাপায় (দাঁড়াইয়া), ঠনকা বচন (স্পষ্ট কথা), পাকাইতে (ঘুরাইতে), উয়াসিয়া (তুলিয়া), আগুয়ায় পাচুয়ায় (অগ্র পশ্চাৎ গমন করে), বিচুন (পাখা)।

সঞ্জয়ের মহাভারতে মুসলমান অথবা বৈষ্ণব-প্রভাবের বিশেষ কোনও আধিপত্য পরিলক্ষিত হয় না। ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কবি, চৈতন্যদেব অথবা অদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মুসলমান অধিকার-কালে কোন হিন্দুরাজ্যের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াতলে ভারত-কথা রচনা করিয়াছেন। লাউড় রাজ্য বহু কাল এইরূপ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে। সুতরাং কবির জন্ম-ভূমি বলিয়া লাউড়ের দাবি এই হিসাবেও অগ্রগণ্য।

শ্রীজগন্নাথ দেব

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকা-গণনা

(গ্রহস্ফুট অংশ)

ভূমিকা—ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থখানিকে প্রামাণিক বলিয়া ধরা হয়। কেহ কেহ ইহাকে অভ্রান্ত বলিয়াও বিশ্বাস করেন। বঙ্গদেশের পঞ্জিকাসমূহ সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা তদনুযায়ী সিদ্ধান্তরহস্যাদি করণগ্রন্থ অনুসারে গণিত হইয়া থাকে। যিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণনা না করেন, তিনিও সূর্য্যসিদ্ধান্তের দোহাই দিয়া জনসমাজে নিজ পঞ্জিকাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা-লব্ধ গ্রহস্ফুটাদি প্রকৃত গ্রহস্ফুটাদি হইতে অনেক পৃথক্। ইহার কারণ, গ্রহভগণাদির বিশুদ্ধ সংখ্যা ও গ্রহস্ফুটাদির বিশুদ্ধ গণনাপ্রণালী হইতে সূর্য্যসিদ্ধান্ত-প্রদত্ত সংখ্যা ও গণনা-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পার্থক্য।

বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রকৃত আদি সূর্য্যসিদ্ধান্ত নয়। ইহাতে একাধিক ব্যক্তির রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে আমরা যে প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের পরিচয় পাই, তাহার সংখ্যাসমূহও বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংখ্যাসমূহ হইতে অনেক পৃথক্। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

	প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত
মহাযুগে বুধ শীঘ্র ভগণসংখ্যা	১৭,৯৩৭,০৬০	১৭,৯৩৭,০০০
,, শুক্র ,, ,,	৭,০২২,৩৭৬	৭,০২২৩৮৮
,, মঙ্গল মধ্য ,,	২,২৯৬,৮২৪	২,২৯৬,৮৩২
,, শনি ,, ,,	১৪৬,৫৬৮	১৪৬৫৬৪
,, চন্দ্র উচ্চ ,,	৪৮৮২০৩	৪৮৮২১৯

নিম্নে ১৮৩৯ শকাতীতাব্দার ২৮এ চৈত্র (প্রচলিত) বা ১৯১৮ খৃঃ অব্দের ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবারের উজ্জয়িনীর মধ্যরাত্রিক সায়ন গ্রহমধ্যাদির বিশুদ্ধ পরিমাণ ও তৎপার্শ্বে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-মতে গণিত ঐ দিবসের তাৎকালীন সংখ্যাসমূহ [1] প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত অনুসারে লব্ধ গ্রহমধ্যাদির ভ্রান্তির পরিমাণের একটা স্থূল ধারণা হইবে।

১। প্রবন্ধমধ্যে যে সংখ্যাসমূহের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা সাহস করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিতে পারি না। যদি কোন স্থানে কিছু ভ্রম দৃষ্ট হয়, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা প্রদর্শন করিলে বাধিত হইব।—প্রবন্ধলেখক।

	বিশুদ্ধ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে
সূর্য্য, শুক্র ও বুধের মধ্য ; মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্র	১৯।১০।২১	১৭।৩৮।২২
চন্দ্র মধ্য	২৬।৪২।৪২	২৫।১৯।৫০
বুধ শীঘ্র	১৩৫।৪৭।৫৮	১৪১।২৯।৩৫
শুক্র ,,	২৩৭।৪২।২৫	২৪৪।৭।১৬
মঙ্গল মধ্য	১৯২।১।২৭	১৮৯।১৯।৫১
বৃহস্পতি ,,	৭৩।১০।২৯	৭৫।৫৯।৩৩
শনি ,,	১২৯।২৮।৩	১২৩।১২।৩৮
চন্দ্র পাত (রাহু)	২৬৫।৪১।৫০	২৬৭।৫৬।১৫
বুধ ,,	৪৭।১৯।১০	২০।৩৭।২৫
শুক্র ,,	৭৫।৫৬।১১	৫৯।৩৯।৯
মঙ্গল ,,	৪৮।৫৫।৩	৪০।৩।৮
বৃহস্পতি ,,	৯৯।৩৬।৫০	৭৯।৪০।২
শনি ,,	১১২।৫৪।১১	১০০।২০।৩৫
সূর্য্য উচ্চ	১০১।৩১।২৩	৯৮।৩৪।৩৬
চন্দ্র ,,	১৭৭।৫৮।৫১	১৮১।৪৬।৪০
বুধ ,,	২৫৬।১০।৩৪	২৪১।৪৫।৩২
শুক্র ,,	৩১০।২৩।৩২	১০১।৯।৩২
বৃহস্পতি ,,	১৯২।৫২।৫৪	১৯২।৩৯।৪০
মঙ্গল ,,	১৫৪।৩২।২৬	১৫১।১৯।৪৯
শনি ,,	২৭১।৮।৫৬	২৫৭।৫৪।৫৭

সংখ্যাসমূহের পরস্পর তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ভ্রম কিরূপ ভীষণ। সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যের (mean longitude) উপর তিথি, করণ, নক্ষত্র, যোগ ও তারিখ নির্ভর করে ; সেই চন্দ্র ও সূর্য্যমধ্যের প্রত্যেকের ভ্রম প্রায় $১\frac{১}{২}^০$ অংশ। চন্দ্রপাত বা রাহুর অবস্থানের উপর গ্রহণ-কাল নির্ভর করে ; তাহারও অশুদ্ধির পরিমাণ $২^০$ অংশের অধিক। অন্য গ্রহের ত কথাই নাই ; $৭^০$ অংশ পর্য্যন্ত তাহাদের অবস্থানে ভ্রান্তি রহিয়াছে। পাতের ভ্রম $২৭^০$ অংশ ও উচ্চের ভ্রম $২০৯^০$ অংশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্যে তত্তৎকাল-প্রচলিত বেধ-যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্য্যবেক্ষণ-ফলের সহিত গণিতাগত ফলের ঐক্য সম্পাদনেরই অন্যতম নাম সংস্কার। পাশ্চাত্য Nautical Almanac এই ঐক্যের বিশিষ্ট নিদর্শন।

স্বাধীন গণনা দ্বারা আমাদের দেশ হইতেও পাশ্চাত্য Nautical Almanac এর ন্যায় বিশুদ্ধ পঞ্জিকার প্রণয়ন ও প্রচার আমাদের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ জন্য আমাদের দেশে একটী জ্যোতিঃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। যত দিন ইহা সম্ভব না হইতেছে, তত দিন বিশুদ্ধ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে হয় (১) Nautical Almanac এর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, অথবা (২) দেশীয় সিদ্ধান্তগ্রন্থবিশেষের আবশ্যক-মত সংস্কার সাধন করিয়া পঞ্জিকা-গনণা-কার্য্যে তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংখ্যাগুলিতে কিছু ভ্রম থাকিলেও তাহার গণনা-প্রণালী প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান কালের গোলপরিমিতির (Spherical Trigonometry) মূল নিয়মসমূহের সমস্ত উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্যই ইহা সাধারণের নিকট কষ্টবোধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। গণনা-প্রণালীর মধ্যেও স্থানে স্থানে কিছু ভ্রমপ্রমাদ ও অসম্পূর্ণতা আছে। সামান্য সংস্কার করিলেই এই ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হইতে পারে। আমাদের প্রস্তাব, যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের ধনবান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ পঞ্জিকা গণনা ও প্রচারের ভার গ্রহণ না করিতেছেন, তত দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য-সিদ্ধান্তের আবশ্যকমত সংস্কার সাধন করিয়া পঞ্জিকা গণনায় উহার ব্যবহার করা হউক।

সূক্ষ্মতরভাবে পঞ্জিকা গণনার জন্য সূর্য্য-সিদ্ধান্তের যে যে স্থানে সংস্কারের আবশ্যকতা বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, নমুনাস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটি বিবরণ প্রদত্ত হইল। সূর্য্যসিদ্ধান্তের এইরূপ কিছু সংস্কার করিয়া লইলেই গণনালব্ধ ফল যথেষ্ট শুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। এতদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হইলে প্রবন্ধমধ্যে আপাতত উপেক্ষিত সংস্কারগুলিরও সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ গ্রহণীয় কি না, তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা আছে। যোগ্যতর ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভগণ-সংখ্যা—সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। বুধ ও শুক্র সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এবং সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। বুধ ও শুক্র যে কক্ষাপথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, পৃথিবী তাহার বাহিরে অবস্থিত। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ, সূর্য্য ও পৃথিবী এই উভয়ের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। বিষয়টি সহজ-বোধ্য করিবার নিমিত্ত পর পৃষ্ঠায় একটি চিত্র দেওয়া হইল ১।

১। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য মতই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। সেই মতে পৃথিবী, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সকলেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কেবল চন্দ্রই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। কিন্তু উভয় মতেই সাধারণ গণনা-প্রণালী প্রায় এক এবং উভয় মতেরই গণনালব্ধ ফল প্রায় এক হইয়া থাকে। সুতরাং গণনা হিসাবে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতের সংস্কার অনাবশ্যক।
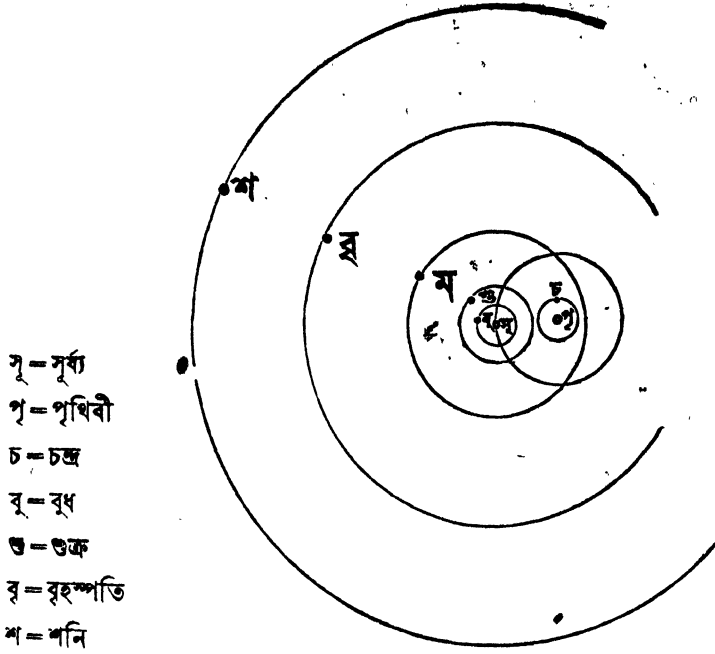
কোন তারকা বা আকাশস্থ কোন বিশেষ বিন্দুর নিকট হইতে যাত্রা করিয়া, সমস্ত আকাশ-মণ্ডল একবার পূর্ণ পরিভ্রমণ করিয়া, পুনরায় সেই তারকা বা বিন্দুর নিকট উপস্থিত হওয়ার নাম এক ভগণ। ইহার পরিমাণ ৩৬০° অংশ। সূর্য্য ও চন্দ্র যত দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম উহাদের 'মধ্যে'র ভগণকাল। ঐরূপ বুধ ও শুক্রের সূর্য্য প্রদক্ষিণ-কালের নাম উহাদের 'শীঘ্রে'র ভগণকাল। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ-কালের নাম উহাদের 'মধ্যে'র ভগণকাল।

চতুর্যুগের সমষ্টিকে মহাযুগ বলা হয়। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০০ বৎসর। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে প্রতি গ্রহের এক মহাযুগের ভগণসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে গ্রহগণের ভগণকাল নিরূপিত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ভগণসংখ্যায় কিঞ্চিৎ ভ্রম রহিয়াছে। নিম্নে ঐ ভগণসংখ্যা ও তৎপার্শ্বে আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কৃত সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

মহাযুগে গ্রহভগণ-সংখ্যা

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত *
সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্য ;		
মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্র—	৪৩২০০০০	৪৩২০০০০
বুধ শীঘ্র	১৭৯৩৭০৬০	১৭৯৩৭০৩৩
শুক্র ,,	৭০২২৩৭৬	৭০২২২৬০'৫

* Sir J. Herschelএর সারণী অবলম্বনে প্রাপ্ত

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত
মঙ্গল মধ্য	২২৯৬৮৩২	২২৯৬৮৭৬·৬
বৃহস্পতি মধ্য	৩৬৪২২০	৩৬৪১৯৫·৪
শনি ,,	১৪৬৫৬৮	১৪৬৬৫৬·৩
চন্দ্র ,,	৫৭৭৫৩৩৩৬	৫৭৭৫২৯৮৪

সূর্য্য ও চন্দ্রের কক্ষাপথের ঠিক কেন্দ্রস্থানে পৃথিবী অবস্থিত নয়। কাজেই স্ব স্ব কক্ষাপথে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্য ও চন্দ্র কখনও পৃথিবীর অতি নিকটে, কখনও বা পৃথিবী হইতে অতি দূরে গমন করে। যখন ইহারা পৃথিবীর নিকটে আসে, তখন তাহাদের গতি দ্রুত এবং যখন দূরে যায়, তখন তাহা 'মন্দ' বলিয়া বোধ হয়। কক্ষাপথের দূরতম বিন্দুর নাম এই জন্য মন্দোচ্চ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির কক্ষাপথ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে। ইহাদেরও কক্ষাপথের কেন্দ্রস্থানে সূর্য্য অবস্থিত নয়। সূর্য্য হইতে ইহাদের কক্ষাপথের দূরতম বিন্দুগুলির নাম উহাদের মন্দোচ্চ। এই মন্দোচ্চের স্থানও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত যে সময়ে রচিত হয়, সে সময়ে চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন গ্রহের মন্দোচ্চের গতি-পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই; তবে উহাদের যে গতি আছে, তাহা স্থির হইয়াছিল। নিম্নে আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কৃত সংখ্যা সহ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মন্দোচ্চের মহাযুগের ভগণ-সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

মহাযুগে মন্দোচ্চ ভগণসংখ্যা।

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত (১)
সূর্য্য	+ ০·৩৮৭	+ ৩৯·২৬
বুধ	+ ০·৩৬৮	+ ২১·৪৫
শুক্র	+ ০·৫৩৫	− ৮·৯২
মঙ্গল	+ ০·২০৪	+ ৫২·৭৫
বৃহস্পতি	+ ০·৯০০	+ ২২·১৩
শনি	+ ০·০৩৯	+ ৬৬·৭৭
চন্দ্র	+ ৪৮৮২০৩	+ ৪৮৮১২৭

সকল গ্রহ এক মার্গে ভ্রমণ করে না; প্রত্যেকের কক্ষাপথ বিভিন্ন এবং রবিকক্ষার সহিত অন্য গ্রহগণের কক্ষাসমূহ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত। রবিকক্ষার সহিত অপর গ্রহকক্ষার সম্পাত-কোণের নাম—উহাদের পরমবিক্ষেপ। যদিও গণনাকার্য্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই, তথাপি ইহার সংস্কার বাঞ্ছনীয়। নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পাশ্চাত্য

১। Chamber's Hand-book of Astronomyর সারণী অবলম্বনে প্রাপ্ত।

জ্যোতিষ-সম্মত বিশুদ্ধ সংখ্যা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-সম্মত সংখ্যাই আমাদের সংখ্যা।

পরম বিক্ষেপ

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত (১)
বুধ	২° – ০′ – ০″	৭° – ০′ – ১০″
শুক্র	২ – ০ – ০	৩ – ২৩ – ৩৭
মঙ্গল	১ – ৩০ – ০	১ – ৫১ – ১
বৃহস্পতি	১ – ০ – ০	১ – ১৮ – ৪২
শনি	২ – ০ – ০	২ – ২৯ – ৩৯
চন্দ্র	৪ – ৩০ – ০	৫ – ৮ – ৪০

প্রতি গ্রহের কক্ষাপথের সহিত রবিকক্ষার দুই দুই বিন্দুতে সম্পাত হইয়াছে। এই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে যে বিন্দু হইতে গ্রহ রবিকক্ষা হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ গ্রহপাত বলা হইয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহার নাম ascending node। চন্দ্রকক্ষার এই পাতের অন্যতর নাম রাহু এবং ইহার অপর পাতের নাম কেতু। কিন্তু সাধারণতঃ চন্দ্রপাত বলিতে রাহুকেই বুঝায়। গ্রহ ও গ্রহের মন্দোচ্চের ন্যায় কক্ষাপথের এই পাতসমূহও চলনশীল। তাহাদের মহাযুগে ভগণসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহাযুগে পাত ভগণসংখ্যা

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত (২)
চন্দ্র	– ২৩২২৩৮	– ২৩২২৭১
বুধ	– ০'৪৮৮	– ২৬'০৭৬
শুক্র	– ০'৯০৩	– ৬২'৩৩
মঙ্গল	– ০'২১৪	– ৭৭'৬১
বৃহস্পতি	– ০'১৭৪	– ৫২'৫৯
শনি	– ০'৬০২	– ৭৫'৫৫

মহাযুগের ভগণসংখ্যা হইতে গ্রহগণের মধ্য, শীঘ্র, পাত ও উচ্চের ভগণকাল এবং তাহাদের দৈনিক গতি নির্ণীত হয়। নিম্নে গ্রহসমূহের মধ্য ও শীঘ্র, চন্দ্রের পাত ও উচ্চের ভগণকাল এবং তাহার উপরে উহাদের দৈনিক গতি দেওয়া হইল।

২। R. S. Ballএর Spherical Astronomy হইতে গৃহীত।

১। Chamber's Hand-book of Astronomyর সারণী অবলম্বনে।

ভগণকাল

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১)		প্রস্তাবিত (২)	
সূর্য্য মধ্য	৩৬৫·২৫৮৭৫৬৪৮	দিন	৩৬৫·২৫৬৩৬১২	দিন
চন্দ্র ,,	২৭·৩২১৬৭৪১৬	,,	২৭·৩২১৬৬১৪১৮	,,
বুধ শীঘ্র	৮৭·৯৬৯৭০২২৮	,,	৮৭·৯৬৯২৫৮০	
শুক্র ,,	২২৪·৬৯৭৫৬৭৫৫	,,	২২৪·৭০০৭৮৬৯	
মঙ্গল মধ্য	৬৮৬·৯৯৭৪৬৩৯৪	,,	৬৮৬·৯৭৯৬৪৫৮	
বৃহস্পতি মধ্য	৪৩৩২·৩২০৬২৩৫	,,	৪৩৩২·৫৮৪৮২১২	
শনি ,,	১০৭৬৫·৭৭৩০৭৪৬১	,,	১০৭৫৯·২১৯৮১৭৪	
চন্দ্র উচ্চ	৩২৩২·০৯৩৬৭৪১৫	,,	৩২৩২·৫৭৫৩৪৩	
চন্দ্রপাত	৬৭৯৪·৩৯৯৮৩১২১	,,	৬৭৯৩·৩৯১০৮০	

গ্রহমধ্যাদির দৈনিক গতি

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত		প্রস্তাবিত	
সূর্য্য মধ্য	০·০০২৭৩৭৭৮৫১৫১	ভগণ	০·০০২৭৩৭৮০৩৭৯	ভগণ
বুধ শীঘ্র	০·০১১৩৬৭৫৫০১২৩	,,	০·০১১৩৬৭৬০৫৬৪৯	,,
শুক্র ,,	০·০০৪৪৫০৪০৬৬৫৩	,,	০·০০৪৪৫০৩৬১৯	,,
মঙ্গল মধ্য	০·০০১৪৫৫৬০৯৩৮৫	,,	০·০০১৪৫৫৬৪৭	,,
বৃহস্পতি মধ্য	০·০০০২৩০৮২৩১৭৩	,,	০·০০০২৩০৮০৯০৭৮	,,
শনি ,,	০·০০০০৯২৮৮৬৯৬৬	,,	০·০০০০৯২৯৪৩৫৪১	,,
চন্দ্র ,,	০·০৩৬৬০০৯৭৮৮৪৭	,,	০·০৩৬৬০১০০২৬	,,
চন্দ্র উচ্চ	০·০০০৩০৯৩৯৬৯৭৬	,,	০·০০০৩০৯৩৫০৮৭১	,,
চন্দ্র পাত	০·০০০১৪৭১৮০০৩৪	,,	০·০০০১৪৭২০১৮৮২	,,

সূর্য্যের ভগণ-কালের অর্থাৎ সূর্য্য যত দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম সৌর বৎসর। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-প্রদত্ত এই বৎসর-পরিমাণ বিশুদ্ধ বৎসর-পরিমাণ হইতে ৩ মিনিট ২৭ সেকেণ্ড অধিক। ইহার ফল বর্ত্তমানে এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাহাকে ৪ঠা বৈশাখ বলা উচিত, তাহাকে আমরা এক্ষণে ১লা বৈশাখ বলিতেছি। ইহার সংস্কার অতীব প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে মলমাস, নক্ষত্র, যোগ, লগ্নমান প্রভৃতির বিশুদ্ধতা কোন কালেই সম্ভব হইবে না। নিম্নে উভয় বর্ষমান অনুসারে মহাযুগের দিনাদির সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

১। Burgess's Suryya Siddhanta হইতে গৃহীত।

২। Sir J. Herschel এর সারণী হইতে গৃহীত।

মহাযুগের দিনাদির সংখ্যা

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	প্রস্তাবিত
সাবন দিন	১৫৭৭৯১৭৮২৮	১৫৭৭৯০৭৪৮০
নাক্ষত্র দিন	১৫৮২২৩৭৮২৮	১৫৮২২২৭৪৮০
তিথি দিন	১৬০৩০০০০৮০	১৬০২৯৮৯৫২০
অধিমাস	১৫৯৩৩৩৬	১৫৯২৯৮৪
তিথিক্ষয়	২৫০৮২২৫২	২৫০৮২০৪০
চান্দ্র মাস	৫৩৪৩৩৩৩৬	৫৩৪৩২৯৮৪

অয়নাংশ—৪২০ শকাতীতাব্দার চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সূর্য্য বিষুবৎবিন্দুতে ছিল, ইহা ভারতবর্ষের সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহে একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তেরও ঐ মত। বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণও ঐ মত অনুসরণ করিতেছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে যোগতারাসমূহের যে সংস্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও ঐ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়।(১) বরাহমিহিরের করণাব্দ ৪২৭ শক; সুতরাং তিনিও প্রায় তৎসাময়িক ব্যক্তি; তাঁহারও প্রত্যক্ষলব্ধ উক্তি হইতে জানা যায়, (২) তাঁহার সময়ে বিষুবদ্বিন্দুতে সূর্য্য আসিলে শেষ সংক্রমণ হইত। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় গণনা অনুসারেই দেখা যায় যে, ৪২০ শকাতীতাব্দার চৈত্র-সংক্রান্তির দিন প্রকৃত পক্ষেই সূর্য্য তাৎকালিক বিষুবদ্বিন্দুতে ছিল, অর্থাৎ উভয় গণনানুসারেই ৪২১ শক অয়নাংশশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। গ্রহলাঘবের ক্ষেপাঙ্কসমূহ হইতেও ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। Piscium নামক তারকাই প্রাচীন সিদ্ধান্তে রেবতী তারকা নামে পরিচিত। শিষ্যধীবৃদ্ধি-প্রণেতা লল্ল ৪২১ শকে রেবতীর ভোগ ৩৫৯° ধরিয়াছেন। ৪২১ শকে প্রকৃতই রেবতীর longitiude ৩৫৯° ছিল।

৪২০ শকাতীতাব্দার চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সূর্য্য আকাশমণ্ডলে যে বিন্দুতে অবস্থিত ছিল, তাহা Piscium নামক তারকার প্রায় ১° অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী রবিমার্গের কোন বিন্দুবিশেষ। সুতরাং উহাই রাশিচক্রের আদি বিন্দু। ১৮৪০ শকাতীতাব্দার প্রারম্ভে তাৎকালীন বিষুবদ্‌-বিন্দু হইতে ঐ বিন্দুর দূরত্ব ১৯° – ৪৪′ – ৫৬″ হইয়াছিল। অতএব উহাই ঐ বর্ষের অয়নাংশ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের ৩য় অধ্যায়ের ৯—১১ শ্লোক অনুসারে অয়নাংশের বার্ষিক মান বা বার্ষিক অয়নচলন ৫৪″ বিকলা; কিন্তু তাহার বর্ষমান হইতে ইহার পরিমাণ ৫৮ – ৬″ দাঁড়ায়। এই দুই অয়নাংশমান অনুসারে মুদ্রিত বিভিন্ন পঞ্জিকায় ১৮৪০ শকের জন্য দুইটি বিভিন্ন অয়নাংশের ব্যবহার দেখা যায়—(১) ২১°।১৭′।৬″ ও (২) ২২°।৩৪′।২৯। ইহাদের কোনটিই শুদ্ধ নয়।

১। Translation of Suryya Siddhanta (Burgess) পৃঃ ৩৫৫। Introduction to পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (Thibaut) পৃঃ ৫৮।

২। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৩শ অধ্যায়, ৯—১০ শ্লোক।

অয়নাংশের বার্ষিক মান ক্রমপরিবর্ত্তনশীল। ১৮৪০ শকাব্দায় ইহার পরিমাণ ৫০".২৬০৫ বিকলা। ৪২১ হইতে ১৮৪০ শকাব্দা পর্য্যন্ত ইহার গড় পরিমাণ ৫০".১০২৯। এতৎ-সাহায্যে গণিত অয়নাংশই প্রকৃত অয়নাংশ হইবে। ১৮৪০ শকের প্রকৃত অয়নাংশ এই হিসাবে ১৯°।৫৪'।৫৬"।

কোন বিশেষ বর্ষের অয়নাংশমান নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি অনুসরণীয়। কোন বিশেষ বর্ষকে ব ধরিলে ঐ বর্ষের অয়নাংশমান—

$$=৫০''.২৬০৫+০''.০০০২২২৫\times(ব-১৮৪০)$$

অয়নাংশ-মানের সাময়িক পরিবর্ত্তনও কিছু কিছু ঘটিয়া থাকে। ইহা না ধরিলেও চলিতে পারে।

বরাহমিহিরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এতদ্দেশে সায়ন গণনাপ্রণালী প্রচলিত ছিল। তাঁহার সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে নিরয়ন গণনাপ্রণালীর সূত্রপাত। সায়ন গ্রহস্ফুট শুদ্ধ হইলেও, অয়নাংশে ভ্রান্তি থাকিলে নিরয়ন গ্রহস্ফুটের শুদ্ধতা ঘটে না। এ জন্য নিরয়ন আদি বিন্দু নির্ণয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। মলমাস, লগ্নমান, যোগ ও নক্ষত্রভুক্তির বিশুদ্ধতা নিরয়ন আদি বিন্দুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

অয়নাংশ শূন্য বলিয়া ৪২১ শকাতীতাব্দাকে সাধারণতঃ করণাব্দ বলিয়া ধরা হয়। এই হেতু ঐ শকের প্রারম্ভের সূক্ষ্ম মধ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণিত মধ্যাদির পরিমাণও উহার পার্শ্বে দেওয়া হইল।

৪২০ শকাতীতাব্দার চৈত্রসংক্রান্ত শুক্রবারের উজ্জায়নীর অর্দ্ধরাত্রিক

গ্রহমধ্যাদি

	বিশুদ্ধ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত
সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্য ; মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্র	৩৫৮।৬।১৯	৩৫৮।২৯।৫৫
চন্দ্র মধ্য	২৫৯।৫।৮	২৬০।৪৩।৪১
বুধ শীঘ্র	১৭৭।১৪।৫২	১৯১।৪৫।৫৭
শুক্র ,,	৩৫৩।৪৯।৫৫	৩৫০।২১।৩৪
মঙ্গল মধ্য	৯ ৬।০।৬	৮।৪৮।৬
বৃহস্পতি মধ্য	১৮৭।১৩।১৮	১৮৫।৫২।২৪
শনি ,,	৪৭।৩৬।২২	৫৭।২০।৫৭
সূর্য্য মন্দোচ্চ	৭৬।৭।৩৪	৭৭।১৪।৪৬
চন্দ্র ,,	৩৭।৪।১৮	৩০।৪৩।৪৯
বুধ ,,	২৩৩।৫৫।১৩	২২০।২৫।৪৯

	বিশুদ্ধ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত
শুক্র মন্দোচ্চ	২৯১।৩৪।৪৭	৭৯।৪৮।৩৮
মঙ্গল ,,	১২৮।৩৩।৪০	১৩০।১।১৬
বৃহস্পতি ,,	১৭০।৩৭।৩৭	১৭১।১৬।১২
শনি ,,	২৪৪।১।১	২৩৬।৩৭।১৮
চন্দ্র পাত	৩৫২।৩।১১	৩৪৮।৪০।৫১
বুধ ,,	৩০।৪০।১৮	২০।৪০।৫৩
শুক্র ,,	৬৩।৩৩।৪	৫৯।৪৫।৩৩
মঙ্গল ,,	৩৮।১৮।১৮	৪০।৪।৩৯
বৃহস্পতি পাত	৮৬।১।৪১	৭৯।৪১।১৬
শনি ,,	১০৩।২৩।৪০	১০০।২৫।১৭

দেশান্তর—সূর্য্যসিদ্ধান্তে পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ধরা হইয়াছে। বরাহমিহির সেই স্থলে ১০১৫ যোজন ধরিয়াছেন। যোজনের পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে মাইলে দূরত্ব প্রকাশ করিলে ক্ষতি কি? ইহা সঙ্গত বোধ না হইলে যোজনের একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণমূলক গণনা হইতে স্থির হইয়াছে যে, নিরক্ষ প্রদেশে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬০৬ মাইল এবং মেরুপ্রদেশে ইহার পরিমাণ ৭৮৯৯০৬ মাইল। ইহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভূপরিধি নির্ণয়কল্পে সূর্য্যসিদ্ধান্তকার πএর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ ধরিয়াছেন। এ স্থলে ৩·১৪১৫৯ ধরিলে অধিকতর সঙ্গত হইবে।

ফল অধিকতর সূক্ষ্ম করিতে হইলে অক্ষাংশেরও শোধন আবশ্যক। পাদটীকায় ইহার নিয়ম প্রদত্ত হইল। (১) কিন্তু ইহার অধিক সূক্ষ্মতার বোধ হয় আমাদের প্রয়োজন নাই।

দেশান্তর সংস্কারে অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রায় সকলেই উজ্জয়িনী হইতে গৌড়ের ব্যবধান ২০০ যোজন বলিয়া ধরিয়াছেন। যোজনের পরিমাণ প্রায়

১। ধ্রুবতারার উন্নতি হইতে যে অক্ষাংশ নিরূপিত হয়, তাহার নাম ভৌগোলিক অক্ষাংশ (Geographical latitude)। ইহাকেই সাধারণতঃ অক্ষাংশ বলা হইয়া থাকে। ইহাকে অ ও স্ফুট অক্ষাংশকে (Geocentric latitude) আ ধরিলে—

$$আ = অ - ৭০২'' \text{ Sin } ২ অ$$

নিরক্ষপ্রদেশের ব্যাসার্দ্ধ ব হইলে, উক্ত অক্ষাংশে ইহার পরিমাণ—

$$ব \times (\cdot ৯৯৮৩ + \cdot ০০১৭ \text{ Cos } ২ অ) \text{ হইবে।}$$

সুতরাং তথায় স্ফুট ভূপরিধি—

$$= ২ \pi ব \times (\cdot ৯৯৮৩ + \cdot ০০১৭ \text{ Cos } ২অ) \times \text{Cos } (অ - ৭০২'' \text{ Sin } ২অ)$$

১০ মাইল। সেই হিসাবে এই দূরত্ব প্রায় ২০০০ মাইলে দাঁড়ায়। কোন পঞ্জিকার ভূমিকায় দেখিলাম, তাহাতে কলিকাতা হইতে উজ্জয়িনীর দেশান্তর ২০০ যোজন স্থলে ১৬০ যোজন ধরা হইয়াছে। তাহা হইলেও উজ্জয়িনীর দূরত্ব ১৬০০ মাইলের কাছাকাছি হয়। কিন্তু প্রকৃত দূরত্ব অনেক কম। উজ্জয়িনী ও কলিকাতার দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৭৫°।৪৭′ ও ৮৮°।৩০′। ইহা ধরিয়া সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে কলিকাতার অক্ষাংশে উজ্জয়িনীর দ্রাঘিমা বা মধ্যরেখা হইতে কলিকাতার দেশান্তর প্রায় ৮১২ মাইল পাওয়া যায়। যোজনের পরিমাণ ৮ মাইল করিয়া ধরিলেও এই ব্যবধানের পরিমাণ প্রায় ১০১ যোজন হয়। গৌড় হইতে উজ্জয়িনীর ব্যবধান আরও কম।

দ্রাঘিমার পার্থক্য হইতে দেশান্তর-কাল পাওয়া যায়। কলিকাতা ও উজ্জয়িনীর দ্রাঘিমার অন্তর ১২°।৪৩′। প্রতি অংশের কালান্তর ৪ মিনিট; সুতরাং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার কালান্তর বা দেশান্তর কালের পরিমাণ ৫০ মিনিট, ৫২ সেকেণ্ড বা ২ দণ্ড, ৭ পল, ১০ বিপল।

দেশান্তর সম্বন্ধে বঙ্গদেশে সিদ্ধান্তরহস্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে,—

সুমেরুলঙ্কান্তরভূমিমধ্য-
রেখাস্বদেশান্তরযোজনং যৎ।
ভুক্তিঘ্নমষ্টাদ্রিহৃতং বিলিপ্তা
গ্রহাদিকে প্রাক্ পরয়োর্ঋণং স্বং ॥

অর্থাৎ সুমেরুলঙ্কাগত মধ্যরেখা হইতে স্বদেশের যোজনান্তরকে ৭৮ দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাকে গ্রহের দৈনিক ভুক্তি কলাদি দ্বারা গুণ করিলে ঐ গুণফল, বিকলাদিক্রমে গ্রহের দেশান্তর হইবে। উজ্জয়িনী হইতে স্বদেশ পূর্ব্বে হইলে, লব্ধ দেশান্তর গ্রহভুক্তি হইতে হীন ও পশ্চিমে হইলে তাহাতে যোগ করিতে হইবে।

এই শ্লোক অনুসারে জানা যায় যে, প্রতি ৭৮ যোজনে দেশান্তর-কালের পার্থক্য ১ দণ্ড। সিদ্ধান্তরহস্য সমস্ত বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণনা করিলে দেখা যায়—এই উক্তি ২২°।২০′ অক্ষাংশের জন্য উদ্দিষ্ট। * কলিকাতার অক্ষাংশও

---

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে স্ফুট ভূপরিধি নির্ণয়ের নিয়ম,—

ব × √১০ Cos অ = স্ফুট ভূপরিধি। এখানে ব = ভূব্যাস ও অ = অক্ষাংশ।

সুতরাং ২২°।২০′ এর ভূপরিধির পরিমাণ—

১৬০০ × √১০ Cos ২২°।২০′ = ৪৬৮০ যোজন।

ঐ অক্ষাংশে কোন গ্রহের প্রাত্যহিক ভুক্তি ১ কলা হইলে উজ্জয়িনীর মধ্যরেখা হইতে প্রতি যোজন অন্তরে $\frac{১}{৪৬৮০}$ কলা বা $\frac{৫}{৭৮}$ বিকলা ভুক্তি পার্থক্য হয়। সুতরাং ৭৮ যোজন অন্তরে ভুক্তি পার্থক্য ১″ বিকলা। ১′ কলা ভুক্তি হইতে ১ দিন বা ৬০ দণ্ড লাগিলে ১″ বিকলায় ১ দণ্ড লাগিবে কাজেই ৭৮ যোজনের দেশান্তর কালের পার্থক্য ১ দণ্ড।

প্রায় তাই। কলিকাতা হইতে উজ্জয়িনীর ব্যবধান ২০০০ যোজন ধরিলে এতদুভয় স্থানের দেশান্তর-কালের পার্থক্য ২ দণ্ড, ৩৩ পল, ৩১ বিপল দাঁড়ায়।

গ্রহমধ্যাদির বিশুদ্ধ পরিমাণ এবং বিশুদ্ধ দেশান্তর-কাল অবলম্বনে, গ্রহমধ্যাদির দেশান্তরকলাদি নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। নিম্নে প্রচলিত ও প্রস্তাবিত সূক্ষ্মতর কলাদি প্রদত্ত হইল।

দেশান্তর কলাদি

	প্রচলিত	প্রস্তাবিত
সূর্য্য	২′।৩১″	২′।৫·″৩৩
চন্দ্র	৩৩′।৪৭″	২৭′।৫৫·″৫৮
চন্দ্রোচ্চ	০′।৩৩″	০′।১৪·″১৬
চন্দ্রপাত	০′।৮″	০′।৬·″৮৪
বুধ	১০′।৩১″	৮′।৪০·″৪১
শুক্র	৪′।৬″	৩′।২৩·″৭২
মঙ্গল	১′।২০″	১′।৬·″৬৪
বৃহস্পতি	০′।১৩″	০′।১২.″০০
শনি	০′।৫″	০′।৪″·২৪

গ্রহস্ফুট—পঞ্জিকা গণনার জন্য কেবলমাত্র সূর্য্য ও চন্দ্রের বিশুদ্ধ স্ফুটের প্রয়োজন। বিশুদ্ধ তিথি-নক্ষত্রাদির উপর হিন্দু-ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপসমূহ নির্ভর করে। এ জন্য চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুট যত দূর সম্ভব সূক্ষ্ম করা আবশ্যক। পঞ্জিকা গণনায় বুধাদি গ্রহগণের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই; কেবল জাতক গণনাতেই উহাদের প্রয়োজন হয়।

রবিমার্গের কোন বিশেষ বিন্দুকে আদিবিন্দু কল্পনা করিয়া লইয়া, সেই বিন্দু হইতে গ্রহগণের দূরত্ব পরিমাণ করা হয়। বিষুবদ্বিন্দুকে কেহ কেহ আদিবিন্দুস্বরূপ গ্রহণ করেন। বরাহমিহিরের পূর্ব্বে আমাদের দেশেও উহাই আদিবিন্দু বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু ঐ বিন্দু চলনশীল বলিয়া, উহার পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাচীন আচার্য্যমণ্ডলী ৪২০ শকাতীতাব্দার চৈত্রসংক্রান্তির দিন সূর্য্য যে বিন্দুতে ছিল, সেই বিন্দুকে (অর্থাৎ সেই বৎসরের বিষুবৎবিন্দুকে) স্থায়ী আদিবিন্দুস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও আমরা উহাই অনুসরণ করিতেছি। এই আদিবিন্দু হইতে রবিমার্গে আনীত গ্রহস্থানের অংশাদিতে পরিমিত দূরত্বই গ্রহগণের স্ফুট।

যদি সকল গ্রহ একই কক্ষায় পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, বৃত্তাকার পথে, সমান বেগে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের স্ফুট নির্ণয় অতি সহজসাধ্য হইত। কোন বিশেষ দিনে গ্রহবিশেষের স্ফুট জানা থাকিলে, অপর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বোক্ত দৈনিক গতির

সাহায্যে তাহার স্ফুট অতি সহজে নির্ণীত হইতে পারিত। যথা,—কোন বিশেষ দিনে গ্রহবিশেষের স্ফুট ৫০° ও তাহার দৈনিক গতি ২° হইলে ঐ দিন হইতে ১০০ দিন পরে উহার স্ফুট—

$$৫০ + ২ \times ১০০ = ২৫০^\circ \text{ হইত।}$$

কিন্তু গ্রহসমূহের কক্ষাপথ পরস্পর হইতে বিভিন্ন। উহাদের মধ্যে কেহ বা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, আবার কেহ বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। উহাদের কোনটিরই পথ বৃত্তাকার নয় এবং সেই পথের ঠিক কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী বা সূর্য্য থাকে না। এতদ্ব্যতীত পরস্পরের আকর্ষণ-ফলেও তাহাদের অবস্থানের তারতম্য ঘটে। এই সমস্ত নানা কারণে গ্রহস্ফুট নির্ণয় কিছু জটিল ব্যাপার।

সূর্য্য সম্বন্ধে এই জটিলতার পরিমাণ সামান্য। কারণ, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই ভ্রমণ করে। স্বকক্ষা হইতে সূর্য্য-কক্ষাতেই অন্য গ্রহের স্থান আনয়ন করিতে হয়; সুতরাং সূর্য্য সম্বন্ধে এ সংশোধনেরও আবশ্যকতা নাই। বৃত্তাকার পথে ইহা ভ্রমণ করে না এবং ইহার ভ্রমণ-পথের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অবস্থিত নয় বলিয়াই ইহার যা কিছু সংস্কার আবশ্যক। (১)

চন্দ্র, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেও, তাহার স্বীয় পৃথক্ কক্ষাপথ আছে। প্রথমে নিজ কক্ষায় উহার প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিয়া, পরে রবিমার্গে উহার স্থান আনয়ন করিতে হয়। রবিমার্গের উপর রাশিচক্রের আদিবিন্দু হইতে ইহার যে দূরত্ব, তাহাই ইহার প্রকৃত স্ফুট।

আ ছ জ = রবিমার্গ

ট চ ত = চন্দ্রকক্ষা

চ = স্বকক্ষায় চন্দ্রের স্থান

আ = রাশিচক্রের আদিবিন্দু
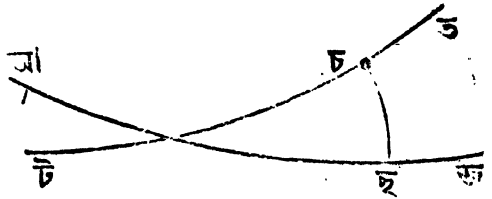
চ হইতে রবিমার্গে চ ছ লম্ব পাত করিলে উহা ছ বিন্দুতে রবিমার্গকে ছেদ করিবে। এখন আ ছ চন্দ্রের প্রকৃত স্ফুট।

বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের কক্ষাপথ সূর্য্যকক্ষা হইতে পৃথক্। এ জন্য ইহাদের স্বকক্ষাগত স্থান হইতে রবিমার্গের উপর লম্বপাত করিলে, লম্বের ছেদ হইতে আদিবিন্দুর যে দূরত্ব পাওয়া যায়, তাহাই তাহাদের সূর্য্যকেন্দ্রিক স্ফুট। ভূকেন্দ্র হইতে দেখিলে এই দূরত্বের পরিমাণ অন্যরূপ বোধ হইবে; এই ভূকেন্দ্রিক দূরত্বই উহাদের প্রকৃত স্ফুট। এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্কারের ব্যবস্থা আছে।

১। এতদ্ব্যতীত সর্য্য-স্ফুটে আর যে সংস্কার প্রয়োজন হয়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য বলিয়া বর্ত্তমানে উপেক্ষিত হইল।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে গ্রহগণের কেবল মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ সংস্কারের বিধান রহিয়াছে ; তন্মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের জন্য কেবল মন্দোচ্চ এবং অন্যান্য গ্রহগণের জন্য মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চ, এই উভয় সংস্কারেরই ব্যবস্থা সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রদত্ত বুধাদি গ্রহণের সংস্কার-পদ্ধতির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাদিগের জন্য চারিটি সংস্কারের বিধান,—

১ম—গ্রহমধ্য (mean longitude) হইতে শীঘ্র ফল নির্ণয় করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক গ্রহ-মধ্যে প্রয়োগ।

২য়—প্রথম সংস্কারলব্ধ গ্রহস্থান হইতে মন্দফল নির্ণয় করিয়া, তদর্দ্ধ প্রথম সংস্কার-লব্ধ গ্রহস্থানে প্রয়োগ।

৩য়—দ্বিতীয় সংস্কারলব্ধ গ্রহস্থান হইতে পুনরায় মন্দফল নির্ণয় করিয়া, অসংস্কৃত-আদি গ্রহমধ্যে তাহার সমস্তটির প্রয়োগ।

৪র্থ—তৃতীয় সংস্কার-লব্ধ গ্রহস্থান হইতে শীঘ্র ফল নির্ণয় করিয়া, তাহার সমস্ত তৃতীয় সংস্কারলব্ধ গ্রহস্থানে প্রয়োগ।

এত গোলযোগের কোন আবশ্যকতা নাই ; বিশেষতঃ এরূপে বিশুদ্ধ স্ফুট নির্ণীতও হয় না। বুধাদি গ্রহমধ্যে মাত্র একবার মন্দোচ্চ সংস্কার করিয়া, মন্দোচ্চ সংস্কৃত গ্রহস্থানে একবার মাত্র শীঘ্রোচ্চ সংস্কার বিধেয়। যে সংস্কারদ্বারা স্বকক্ষায় গ্রহগণের প্রকৃত অবস্থান পাওয়া যায়, তাহার নাম মন্দোচ্চ সংস্কার এবং যদ্দ্বারা গ্রহগণের সূর্য্যকেন্দ্রিক স্থানকে ভূকেন্দ্রিক স্থানে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহার নাম শীঘ্রোচ্চ সংস্কার।

এই স্থানে প্রকাশ করা আবশ্যক যে, রবিকক্ষার সহিত অপরাপর গ্রহগণের কক্ষাপথ এক সমতলে অবস্থিত নয়, ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্তকারের জানা থাকিলেও গ্রহস্ফুট গণনার সময় তিনি সমস্ত গ্রহকক্ষাগুলিকে রবিমার্গের সহিত একতলস্থ ধরিয়াছেন। কাজেই সূর্য্যসিদ্ধান্তে কক্ষান্তর সংস্কারের কোন বিধান নাই। ইহা অসঙ্গত হইলেও, ইহার ফলে বুধ ও চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন গ্রহস্ফুটে ভ্রান্তি অধিক হয় না। বুধ ও চন্দ্রে এই কক্ষান্তর সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মতর গণনার জন্য আমরা গ্রহগণের নিম্নলিখিতরূপ সংস্কার প্রস্তাব করি।

সূর্য্যের	মন্দোচ্চ সংস্কার
চন্দ্রের	মন্দোচ্চ „
	তুঙ্গান্তর „
	পাক্ষিক „
	দিগংশ „
	কক্ষান্তর „
বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির	মন্দোচ্চ „
	কক্ষান্তর „
	শীঘ্রোচ্চ সংস্কারের অঙ্গীভূত বিক্ষেপ সংস্কার
	শীঘ্রপরিধি সংস্কার
	শীঘ্রোচ্চ সংস্কার

যে সংস্কারগুলির অভাবে গণনা অত্যধিক ভ্রমসংকুল হয়, কেবল তাহাদেরই উল্লেখ এখানে করা গেল। এতদতিরিক্ত সংস্কার করিতে পারিলে আরও ভাল।

মন্দোচ্চ সংস্কারে গ্রহের উৎকেন্দ্রত্বের (Eccentricity) আবশ্যক হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে বিভিন্ন গ্রহকক্ষার যে উৎকেন্দ্রত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা তাহাদের প্রকৃত পরিমাণের অনেকটা কাছাকাছি। নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্মত উৎকেন্দ্রত্বের পরিমাণ দেওয়া হইল। এই পরিমাণ radianএ ব্যক্ত করা হইয়াছে; সূর্য্যসিদ্ধান্তে এই radianএর পরিমাণ ৩৪৩৮´ কলা ধরা হইয়াছে।

গ্রহ-কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	পাশ্চাত্য জ্যোতিষ
সূর্য্য-কক্ষা	০.০১৮৯	০.০১৬৭
চন্দ্র ,,	০.০৪৩৯	০.০৫৪৯
বুধ ,,	০.০৩৮৯	০.২০৫৬
শুক্র ,,	০.০১৫২	০.০০৬৮
মঙ্গল ,,	০.০৫০০	০.০৯৩৩
বৃহস্পতি,,	০.০৪৪৪	০.০৪৮২
শনি ,,	০.০৬৬৭	০.০৫৬১

এই উৎকেন্দ্রত্বকে কলাতে ব্যক্ত করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহার দ্বিগুণ মন্দ পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। মন্দোচ্চ সংস্কারে ইহার প্রয়োজন হয়। নিম্নে মন্দোচ্চ সংস্কারের প্রক্রিয়া দেওয়া হইল।

(+) = মন্দোচ্চ সংস্কৃত গ্রহস্থান।

L = গ্রহমধ্য (mean longitude)

e = উৎকেন্দ্রত্ব

m = গ্রহের মন্দোচ্চ

m − L = মন্দকেন্দ্র

এইরূপ ধরিলে—

$$(+) = L + ২e \text{ Sin } (m - L) - \tfrac{৫}{৪}e^২ \text{ Sin } ২ (m - L)$$

সূর্য্যসিদ্ধান্তে মাত্র ২e Sin (m − L) এর সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য গ্রহের পক্ষে না ধরিলেও বুধ ও মঙ্গলের পক্ষে দ্বিতীয় সংস্কার অর্থাৎ — $\tfrac{৫}{৪}e^২$ Sin ২ (m − L) না ধরিলে ভ্রমের পরিমাণ অনেক অধিক হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে m − Lকে মন্দকেন্দ্র বলা হইয়াছে। মন্দকেন্দ্র স্থানে M, ২e স্থানে A ও $\tfrac{৫}{৪}e^২$ স্থানে B লিখিলে নিয়মটী নিম্নলিখিত ভাবে লেখা যায়,—

(+) -- L + A Sin M – B Sin ২ M.

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে যে, মন্দপরিধি যুগ্মপাদান্ত হইতে অযুগ্মপাদান্তে যাইবার পথে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এই যুগ্ম ও অযুগ্ম পাদান্তের জন্য মন্দপরিধির বিভিন্ন পরিমাণ উহাতে দেওয়া হইয়াছে। এই বিভিন্নতার কোন আবশ্যকতা নাই। এখানে অবশ্য ইহা বক্তব্য যে, মন্দপরিধির সংকোচন বিধান হইতে প্রমাণিত হয়, সূর্য্যসিদ্ধান্তকার গ্রহগণের কক্ষাপথের বৃত্তাকারত্ব স্বীকার করিতেন না। জগতের মধ্যে বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত করেন। এ জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসার্হ। নিম্নে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-প্রদত্ত মন্দপরিধি, তাহার ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ ও তৎপার্শ্বে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী A ও B নামক মন্দোচ্চ সংস্কারের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

মন্দপরিধি ও বাসার্দ্ধ

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত				প্রস্তাবিত		
	যুগ্মপাদান্ত		অযুগ্মপাদান্ত			A	B
	পরিধি	ব্যাসার্দ্ধ	পরিধি	ব্যাসার্দ্ধ	পরিধি	ব্যাসার্দ্ধ	
সূর্য্য	১৪°	১৩৩′.৭	১৩°–৪০′	১৩০′.৫২	১২°.০৬০৬	১১৫′.১৭	১′.২
চন্দ্র	৩২	৩০৫.৬	৩১–৪০	৩০২.৪২	৩৯.৫৩৩৭	৩৭৭.৫২	১২.৯
বুধ	৩০	২৮৬.৫	২৮–০	২৬৭.৪	১৪৮.৪২	১৪১৩.৭২	১৮১.৭
শুক্র	১২	১১৪.৬	১১–০	১০৫.০৫	৪.৯১১	৪৬.৯	০.২
মঙ্গল	৭৫	৭১৬.২৫	৭২–০	৬৮৭.৬	৬৭.১৮৪	৬৪১.৫৫	৩৭.৪৪
বৃহস্পতি	৩৩	৩১৫.১৫	৩২–০	৩০৫.৬	৩৪.৭৪৩	৩৩১.৭৭	১০.০
শনি	৯	৪৬৭.৯৫	৪৮–০	৪৫৮.৪	৪০.৩৬৪	৩৮৫.৪৪	১৩.৬

পরস্পরের আকর্ষণফলে গ্রহগণের কক্ষাপথের আকার, পাতস্থান, নীচোচ্চ রেখার (Line of aprides) অবস্থান প্রভৃতির অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হয়। এই হেতু গ্রহগণের সংস্থানেরও কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। এই জন্য মন্দোচ্চ সংস্কার ব্যতীত গ্রহসমূহের অন্তর্বিধ অতিরিক্ত সংস্কারের আবশ্যক হয়। চন্দ্র ব্যতীত অন্য গ্রহের এই অতিরিক্ত সংস্কারের পরিমাণ সামান্য। বিশেষতঃ পঞ্জিকা-গননায় চন্দ্র ও সূর্য্য ব্যতীত অন্য গ্রহের বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহা বাদ দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু চন্দ্র সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত দুই একটি সংস্কার আমাদের পঞ্জিকার অঙ্গীভূত করিলে মন্দ হয় না; অন্ততঃ Evection ও variation নামক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের দুইটি সংস্কার গ্রহণ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত আবশ্যক। মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয়ও স্বকীয় সিদ্ধান্ত-দর্পণে ঐরূপ সংস্কারের বিধান দিয়াছেন। মন্দোচ্চ সংস্কার ছাড়া তিনি চন্দ্রের আরও তিনটি সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে তিনি তুঙ্গান্তর, পাক্ষিক ও দিগংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার তুঙ্গান্তর Evectionএর, পাক্ষিক Variationএর ও দিগংশ Annual Equationএর অনুরূপ। এই সংস্কারাভাবে চন্দ্রস্ফুটে যে ঊর্দ্ধতম ভ্রান্তি রহিতে পারে, তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল: পার্শ্বে চন্দ্রশেখরের সংখ্যাগুলিও প্রদত্ত হইল।

	পাশ্চাত্য জ্যোতিষ		সিদ্ধান্তদর্পণ
Evection	১°।২০'।২৯".৯	তুঙ্গান্তর	২°।৪০'।০"
Variation	০।৩৫।৪১.৬	পাক্ষিক	০।৩৮।১২
Annual Eqn	০।১১।১১.৯৭	দিগংশ	০।১২।০

উক্ত ইংরাজি নামের স্থলে আমরা সিদ্ধান্তদর্পণের নামই গ্রহণ করিয়াছি। উল্লিখিত সংস্কার ব্যতীত চন্দ্রের কক্ষান্তর (Reduction) সংস্কারেরও আবশ্যকতা আছে। নিম্নে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সংস্কারগুলির প্রক্রিয়া প্রদত্ত হইল।

চ = চন্দ্রমধ্য (Mean Longitude)

সূ = সূর্য্যমধ্য

ম = চন্দ্রের মন্দকেন্দ্র

ন = সূর্য্যের মন্দকেন্দ্র

রা = চন্দ্রপাতের স্ফুট

হইলে,—

তুঙ্গান্তর = − ৪৮৩০" Sin { ২ (চ−সূ) + ম }

পাক্ষিক = + ২১৪২" Sin ২ (চ−সূ)

দিগংশ = − ৬৭২" Sin ন

কক্ষান্তর = − ৪১২ Sin ২ (চ-রা)

মন্দ-পরিধির ন্যায় যুগ্ম হইতে অযুগ্ম পাদান্তে গমনকালে শীঘ্র-পরিধিরও সঙ্কোচের কথা

সূর্য্যসিদ্ধান্তে রহিয়াছে। এ জন্য তাহাতে শীঘ্র-পরিধির ও বিভিন্ন পাদের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র-পরিধির এরূপ সংস্কারের কোন প্রয়োজন নাই। তবে ইহার অন্যবিধ সংস্কারের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ১ Radian বা ৩৪৩৮′ কলা ধরিলে, ঐ মাপে সূর্য্য হইতে বুধ ও শুক্রের যে দূরত্ব হয়, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে তাহাই উহাদের শীঘ্র-পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। আবার সূর্য্য হইতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির প্রত্যেকের দূরত্ব ৩৪৩৮′ কলা বা ১ Radian ধরিলে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যথাক্রমে যে দূরত্ব দাঁড়ায়, তাহাই যথাক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্র-পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। অর্থাৎ ত, থ, দ, ধ, ন ও ১কে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও পৃথিবীর দূরত্ব ধরিলে ত ও থ যথাক্রমে বুধ ও শুক্রের শীঘ্র-পরিধির ব্যাসার্দ্ধ এবং $\frac{১}{দ}$ $\frac{১}{ধ}$ ও $\frac{১}{ন}$ যথাক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্র-পরিধির ব্যাসার্দ্ধ। শীঘ্র-পরিধিও ব্যাসার্দ্ধের অনুপাতক্রমে হইবে। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত হিসাবে সূর্য্য হইতে গ্রহগণের যে দূরত্ব পাওয়া যায়, তাহা পাশ্চত্য জ্যোতিষ শাস্ত্র-সম্মত দূরত্বের প্রায় সমান।

সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	পাশ্চাত্য জ্যোতিষ
বুধ	০·৩৬৯৪	০·৩৮৭১
শুক্র	০·৭২৭৮	০·৭২৩৩
পৃথিবী	১·০০০০	১·০০০০
মঙ্গল	১·৫১৩৯	১·৫২৩৭
বৃহস্পতি	৫·১৪২৯	৫·২০২৮
শনি	৯·২৩০৮	৯·৫৩৮৯

উপরে যে দূরত্ব দেখান হইল, তাহা উহাদের মধ্যম বা গড় (mean) পরিমাণ। গ্রহগণের কক্ষাপথ বৃত্তাকার নয় বলিয়া সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্বের পরিমাণ সর্ব্বদা এক থাকে না। এই কারণে শীঘ্র-পরিধির ব্যাসার্দ্ধেরও পরিবর্ত্তন হয়। বুধের উৎকেন্দ্রের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া উহার দূরত্ব পরিবর্ত্তনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কোন বিশেষ সময়ে সূর্য্য-কক্ষার সমতলে সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব নিম্নলিখিত নিয়মমত নির্ণয় করিতে হয়।

ম = মধ্যম দূরত্ব (mean distance)

e = উৎকেন্দ্রত্ব

কে = স্ফুট মন্দকেন্দ্র (true anomaly)

= গ্রহমন্দোচ্চ — মন্দোচ্চ সংস্কৃত গ্রহস্থান।

য = গ্রহের বিক্ষেপ

$$\text{প্রকৃত দূরত্ব} = \frac{\text{দ} \times (১ - e^{২})}{১ - e\ Cos\text{কে}} \times Cos\text{র}$$

এই সংস্কার প্রয়োগ করিলে শীঘ্র-পরিধির যে পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহার নাম স্ফুটশীঘ্রপরিধি। এই স্ফুট-পরিধিই বুধাদি গ্রহগণের ভূকেন্দ্রিক স্ফুট নির্ণয়-কার্য্যে প্রযোজ্য।

যদি প, ফ যথাক্রমে বুধ ও শুক্রের শীঘ্র-পরিধি $e_{১}$ ও $e_{২}$ যথাক্রমে তাহাদের উৎকেন্দ্রত্ব $\text{র}_{১}$ ও $\text{র}_{২}$ তাহাদের বিক্ষেপ এবং $\text{ক}_{১}$ ও $\text{ক}_{২}$ যথাক্রমে তাহাদের স্ফুট মন্দকেন্দ্র হয়— তবে তাহাদের স্ফুটশীঘ্রপরিধির পরিমাণ যথাক্রমে,—

$$\frac{\text{প}(১ - e_{১}^{২})}{১ - e_{১}\ Cos\ \text{ক}_{১}} \times Cos\text{র}_{১},\ \text{ও}\ \frac{\text{ফ}(১ - e_{২}^{২})}{১ - e_{২}\ Cos\ \text{ক}_{২}} \times Cos\text{র}_{২}\ \text{হইবে।}$$

কিন্তু ব, ভ ও ম যথাক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির শীঘ্রপরিধি, $e_{৩}$, $e_{৪}$, ও $e_{৫}$ যথাক্রমে তাহাদের উৎকেন্দ্রত্ব $\text{র}_{৩}$, $\text{র}_{৪}$, ও $\text{র}_{৫}$ যথাক্রমে তাহাদের বিক্ষেপ এবং $\text{ক}_{৩}$, $\text{ক}_{৪}$, ও $\text{ক}_{৫}$ যথাক্রমে তাহাদের স্ফুট মন্দকেন্দ্র হইলে, তাহাদের স্ফুট শীঘ্রপরিধি যথাক্রমে—

$$\frac{\text{ব}(১ - e_{৩}\ Cos\ \text{ক}_{৩})}{(১ - e_{৩}^{২})Cos\text{র}_{৩}},\ \frac{\text{ভ}(১ - e_{৪}\ Cos\ \text{ক}_{৪})}{(১ - e_{৪}^{২})Cos\ \text{র}_{৪}},\ \frac{\text{ম}(১ - e_{৫}\ Cos\ \text{ক}_{৫})}{(১ - e_{৫}^{২})Cos\ \text{র}_{৫}}\ \text{হইবে।}$$

শীঘ্রোচ্চ সংস্কারের জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে প্রক্রিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত গ্রহকক্ষাগুলিকে রবিমার্গের সমতলে ধরায় গ্রহগণের কক্ষান্তর সংস্কার উহাতে হয় নাই। এ জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে শীঘ্রোচ্চ সংস্কার করিলে লব্ধ গ্রহস্ফুটে কিঞ্চিৎ অশুদ্ধি থাকিবেই। বুধস্ফুটে এই অশুদ্ধির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কারণ, তাহার পরম বিক্ষেপের পরিমাণ ৭° অংশের অধিক। নিম্নে কক্ষান্তর-সংস্কারের প্রক্রিয়া দেওয়া হইল,—

ম = মন্দোচ্চ সংস্কৃত গ্রহস্থান।

পা = গ্রহপাত।

বি = পরমবিক্ষেপ।

ক্ষ = কক্ষান্তর সংস্কৃত গ্রহস্থান।

$$\tan(\text{ক্ষ} - \text{পা}) = \tan(\text{ম} - \text{পা})\ Cos\ \text{বি}$$

এই কক্ষান্তর সংস্কৃত গ্রহস্থানে শীঘ্রোচ্চ সংস্কার করিতে হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের নিয়মের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়মটী ব্যবহার করিলে গণনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

শ = শীঘ্রোচ্চ

ক্ষ = কক্ষান্তর সংস্কৃত গ্রহস্থান

শ - ক্ষ = শীঘ্রকেন্দ্র

প = স্ফুট শীঘ্রপরিধি

ক = শীঘ্রফল

$$\tan ক = \frac{প \sin (শ - ক)}{প \cos (শ - ক) + ৩৬০}$$

এই শীঘ্রফল, কক্ষান্তর-সংস্কৃত গ্রহস্থানে প্রয়োগ করিলে গ্রহের প্রকৃত স্ফুট নির্ণীত হইবে।

নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্ত-প্রদত্ত ও প্রস্তাবিত সংস্কার অনুযায়ী শীঘ্রপরিধি ও তাহার ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

শীঘ্রপরিধি ও ব্যাসার্দ্ধ

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত				প্রস্তাবিত	
	যুগ্মপাদান্ত		অযুগ্মপাদান্ত			
	পরিধি	ব্যাসার্দ্ধ	পরিধি	ব্যাসার্দ্ধ	পরিধি	ব্যাসার্দ্ধ
বুধ	১৩৩°	১২৭০'.১৫	১৩২°	১২৬০'.৬	১৩৯.°৩৫৫	১৩৪০'
শুক্র	২৬২°	২৫০২'.১০	২৬০°	২৪১৮'৩০	২৬০.°৩৯৯	২৪৮৬'
মঙ্গল	২৩৫°	২২৪৪'.২৫	২৩২°	২২১৫'.৬	২৩৬.°২৬৭	২২৪৪'
বৃহস্পতি	৭০°	৬৬৮'.৫	৭২	৬৮৭'.৬	৬৯°.১৯৩	৬৫৯'
শনি	৩৯°	৩৭২'.৪৫	৪০°	৩৮২'.০	৩৭.°৭৩৯	৩৬০'

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভূমিকা

আসাম গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ই, এ, সি, মহাশয়ের সশ্রম অনুসন্ধান-ফলে গৌহাটির কমিশনার আফিসে বহুসংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত ও ভাষা-পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। আসাম উপত্যকা-বিভাগের বর্ত্তমান কমিশনার মাননীয় শ্রীযুক্ত W. J. Reid, C.S.I., I.C.S., সাহেব মহোদয় বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া পুথিগুলি পাঠ করিবার অনুমতি দেওয়ায় বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শীঘ্রই পুথিগুলির একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। ইহা প্রকাশিত হইলে আসাম সম্বন্ধীয় অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য প্রকাশিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত যতগুলি ভাষা-পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। লৌকিক সাহিত্যের (secular literature) কোন নিদর্শন তাহাদিগের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আসামের প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য এ বিষয়ে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন।

গৌহাটি কমিশনার আফিসে সংগৃহীত পুথিগুলির কয়েক বিষয়ে বিশেষত্ব আছে। ১ম, ইহাদের বিষয়-বৈচিত্র্য। এখানকার 'হস্তিবিদ্যার্ণব' ও 'ঘোড়ার নিদানে'র ন্যায় হস্তী ও অশ্ববিদ্যা-বিষয়ক কোন ভাষাগ্রন্থ ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেও বিরল; এখানে প্রাপ্ত 'জ্যোতিষচূড়ামণি' ও 'কিতাপত মঞ্জুরি'র ন্যায় গণিত গ্রন্থ ভারতীয় প্রাচীন যে-কোন ভাষা-সাহিত্যকে গৌরব দান করিতে পারে। নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন নাট্যকলা, প্রাচীন আখ্যান-মালা ও নীতিবিষয়ক গ্রন্থসমূহও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ২য়, প্রাচীন গদ্য গ্রন্থাবলী। সংগৃহীত পুথির মধ্যে অনেকগুলি বৃহৎ গ্রন্থ[1] গদ্যে বা 'কথায়' লিখিত। এই কথা-সাহিত্যের ভাষা অনেক স্থলে বেশ প্রাঞ্জল। প্রাচীন গৌড়ীয় বা কামরূপীয় গদ্যের পরিচয় পাইতে হইলে অনুসন্ধিৎসু মাত্রকেই ইহাদের চর্চ্চা করিতে হইবে। ৩য়, গদ্যপদ্যময় প্রাচীন ভাষা-নাটকগুলি[2]। এগুলি বড়ই মনোরম। ২৫০।৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে সঙ্গীতাদির কিরূপ চর্চ্চা হইত, এগুলি হইতে তাহার একটা সুন্দর ধারণা হইতে পারিবে। ৪র্থ, চিত্র-সম্পদ্। এখানে অনেকগুলি পুথি আছে, যাহা আগাগোড়া চিত্রময়। আশা হয়, এ সমূহ দ্বারা প্রাচীন কালের চিত্র-বিদ্যার ও সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালীন পরিচ্ছদাদিরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে।

১। যথা, কথা রামায়ণ, কথা ভাগবত, কথা গীতা, কথা পদ্মপুরাণ ও নানা গ্রন্থের গদ্যানুবাদ।

২। রামচন্দ্রণের কংস বধ, শঙ্কর দেবের পারিজাত হরণ ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয়, পুথিগুলি সহজলভ্য নয়। পুথি পড়িবার অনুমতি পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কাজেই এগুলি সাধারণে পরিচিত হইতে কিছু সময় লাগিবে।

১। ভক্তি-রত্নাকর

পুথির প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়চরণ চৌধুরী, বরপেটা, আসাম। পুথির আকার—১২"×৪", পত্রসংখ্যা—৪৮। গ্রন্থকার বা কবি—রামচরণ।

বোলে রামচরণে কাকুতি তুতিবাক।
মূর্খ জানি মহাজনে ক্ষেমিবা আমাক ॥ ৫
কহে রামচরণে স্থনিয়ো সাধুজন।
গুরুতর কার্য্যত উৎস্থক ভৈল মন ॥ ৩২

আরম্ভ—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।
জয় নমো বাস্থদেব দৈবকীনন্দন।
জগতজীবন পুহু ব্রহ্ম সনাতন ॥
মায়ায় মনুষ্যরূপ করিয়া প্রকাশ।
করিলা নানান মহা বিনোদ বিলাস ॥ ১
লোকক কৃপায় প্রকাশিলা জসচয়।
শ্রবণ কীর্ত্তন আক জিজনেক বয় ॥
এতেকে সংসার তরি পাবে বৈকুণ্ঠক।
করো নমস্কার সদা হেনয় কৃষ্ণক ॥ ২
গুরুর চরণ মনে করো নমস্কার।
জার উপদেশে জ্ঞান জনিল আহ্মার ॥
বিষ্ণু ভকতক নমস্কার করি মনে।
করো পদ কৃষ্ণকথা পরম জতনে ॥ ৩
আরম্ভর সিদ্ধি হোক কৃষ্ণক স্মরণে।
ন করিয়া মোক উপালম্ভ সাধুজনে ॥
মুঞি মহাঅজ্ঞ মন্দমতি অপণ্ডিত।
তথাপি মহন্ত কর্ম্মে ভৈল মোর চিত্ত ॥ ৪
বোলে রামচরণে কাকুতি তুতিবাক।
মূর্খ জানি মহাজনে ক্ষেমিকা আমাক ॥
ভক্তিরত্নাকর নামে গ্রন্থ শ্রেষ্ঠতর।
লোকের কুশল অর্থে করিলা শঙ্কর ॥ ৫
তারে পদ করিবাক শ্রদ্ধা ভৈল মনে।
ন ধরিবা দোষ তোরা সব মহাজনে ॥
ক্ষুদ্র পক্ষী বাঞ্ছে জেন গতি গরুড়র।
জানা সেহি মত ভৈল মোর পটন্তর ॥ ৬
মোর একে ভরেসা গুরুর চরণত।
গুরু অনুগ্রহে সিদ্ধি হোবর সমস্ত ॥
প্রথমত কহো গ্রন্থ করিবার হেতু।
বান্ধিলা শঙ্কর দেবে মহাধর্ম্ম সেতু ॥ ৭
কৃষ্ণে গ্রেন্ত বতান নামে ধর্ম্মসার।
ইহাকে করিলা মাত্র লোকত প্রচার ॥
কতো কতো লকে ঘাত করব বিবাদ।
করিবাক লাগি তার বচন উচ্চাদ ॥ ৮
ভাগবত নাম দুগ্ধসাগর মথিল।
তাহার লবনুপিণ্ড সার উদ্ধরিল ॥
আলোসন্ত শাস্ত্রচয় পাইলন্ত যতেক।
তাহারো সার কথা নিউদ্ধরি প্রত্যেক ॥ ৯
করিলন্ত গ্রন্থ নামে ভক্তিরত্নাকর।
করিয়ো শ্রবণ আক বুদ্ধিমন্ত নর ॥
নিবন্ধিল গুরুসেবা গ্রন্থর আন্তত।
লাগে গুরু উপদেশ সকল কার্য্যত ॥ ১০
সামান্য বিদ্যাকো গুরু উপদেশ পাই।
হরির ভকতি গুরুসেবা বিনে নাই ॥
এতেকে প্রথমে গুরুসেবা মহাধর্ম্ম।
নিরূপিলা গ্রন্থত জানিয়াত মর্ম্ম ॥

শেষাংশ—

সর্ব্বশাস্ত্র-সার আনি করিলা শঙ্কর দেবে
মহাগ্রন্থ ভক্তিরত্নাকর।
মহামূর্খ্য কুয়া মুঞি করিলো ইহার পদ
অনুগ্রহ ঈশ্বর কৃষ্ণর॥
মহন্ত সবক প্রতি বিনয় বচন বোলে
মোকে…মূর্খ হেন জানি।
পদন্ত দূষণ দেখি নিন্দা না করিবা মোক
পরম মহন্ত তোরা জানি॥ ১০৬৭

* * *

ইতো ভক্তিরত্নাকর সমস্তে সাস্ত্রের সার
জানি আন তেজিয়া সমস্ত;
* * * * * * (অস্পষ্ট)
ঘুচিবে সংশয় আছে যত॥ ১০৭০
শঙ্কর দেবক করো নমস্কার
সর্ব্বলোকহিতকারী।
হরিধর্ম্ম মহা ধর্ম্ম প্রকাশিলা
সকল শাস্ত্র বিচারি॥ ১০৭২
পরম কৃপাল শঙ্করে বান্ধিল
ইতো ধর্ম্ম মহাসেতু॥
হরিভক্তি মহা ধর্ম্ম প্রকাশিয়া
বৈকুণ্ঠক চলি গৈলা।
তানে প্রিয়শিষ্য মাধবে পাচত
সিতো ধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইলা॥ ১০৭৪

কিঞ্চিতক ভেদ নাহি দুই হন্তর
কহিলো ইতো নিশ্চয়।
দুই হন্তর গুণ দুই মাত্র জানে
আনে কেহো ন জানয়॥
মাধব দেবর কি কহিব গুণ
আতি মহাধর্ম্মসিল।
শঙ্কর দেবর গুণ জস যত
মাধবে সে প্রকাশিল॥ ১০৭৫
পরম ধর্ম্মত লোক প্রবর্ত্তাইলা
পালিয়া গুরুচরণ।
মহা অজ্ঞ সবো ভকতি ধরিল
জানিল এক শরণ॥
সাস্ত্রর বিচারে নানান প্রকারে
ভকতির কহি ভেদ।
অজ্ঞানি জনর সংসয় মনর
করিলা সবে উছেদ॥ ১০৭৬
মোর নিজ গুরু হেন মাধবর
চরণে করো প্রণাম।
জার অনুগ্রহে অজ্ঞানির মোর
মন ভৈল উপসাম॥
জত হরিভক্ত করো সমস্তক
নমস্কার মুঞি মনে।
এড়ি আন কাম সদা রাম রাম
বুলিয়োক সর্ব্বজনে॥ ১০৭৮

উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারিলাম। ১ম, শঙ্কর দেবের ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ অবলম্বনে কবি রামচরণ বর্ত্তমান ভাষা-গ্রন্থখানি রচনা করেন। ২য়, শঙ্করদেব কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। মাধব শঙ্কর দেবের শিষ্য। ইনি শঙ্কর দেবের পর তাঁহার ধর্ম্ম কামরূপে প্রচার করেন। কবি এই মাধব দেবের শিষ্য।

পুথিতে গ্রন্থরচনা বা তাহার অনুলিপির কোন সময় দেওয়া হয় নাই। কবি মাধব দেবের শিষ্য, এতদ্ব্যতীত কবির কোন পরিচয় গ্রন্থ-মধ্যে নাই। মাধব দেবের জীবনকাল ১৪১১ শক হইতে ১৫১৮ শক বা খৃঃ ১৪৮৯ হইতে খৃঃ ১৫৯৬ পর্য্যন্ত। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, কবি মাধব দেবের শেষ বয়সে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হয় ত এই গ্রন্থখানি লিখিয়া থাকিবেন। ইহা হইলে কবি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে বা ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাষা ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ রচনা করেন।

কেহ কেহ বলেন, ভাষা ভক্তি-রত্নাকর-রচয়িতা রামচরণ, মাধব দেবের ভাগিনেয় ও শিষ্য রামচরণ ঠাকুর। ইহা অসম্ভব নয় ; কিন্তু ইহাতে একটু সন্দেহ করিবার কারণ আছে। রামচরণ ঠাকুরের পুত্র দৈত্যারি, শঙ্কর ও মাধব দেবের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। কবি রামচরণের রচিতও একখানি শঙ্করচরিত আছে। কবি দৈত্যারি নিজ গ্রন্থে স্বকীয় পিতৃদেব রামচরণ ঠাকুরের জীবনের অনেক কথা নিবেশিত করিয়াছেন ; ভাষা ভক্তি-রত্নাকর তাঁহার পিতার রচিত হইলে তিনি তাহা হয় ত উল্লেখ করিতেন। বিশেষতঃ দৈত্যারি, শঙ্কর ও মাধব চরিত রচনা করিতে গিয়া অন্যের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, পিতার নিকটও তিনি অনেক কথা কেবল শুনিয়াছেন। রামচরণের রচিত শঙ্কর-চরিত রামচরণ ঠাকুরের হইলে দৈত্যারি এখানির সম্ভবতঃ সন্ধান রাখিতেন। কিন্তু এখানির তিনি উল্লেখও করেন নাই। কাজেই সন্দেহ হইতে পারে, বোধ হয়, আমাদের কবি মাধব দেবের ভাগিনেয় রামচরণ ঠাকুর নন। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১০৭৮। গ্রন্থশেষে অতিরিক্ত ১০টি শ্লোকে গ্রন্থের একটি সূচী দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল। গ্রন্থের বিষয় ইহা হইতেই জানা যাইবে।

* * *

প্রথমে গুরু সেবা নিবন্ধিল।
পাছে নর শরীর মাহাত্ম্য কহিল॥
সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য আরো সন্তর লক্ষণ।
ইশ্বর নির্ণয় করিআছা নিরুপণ ॥২
শ্রবণ কীর্ত্তন আরো ... অর্চন।
ভক্তিযোগ উত্তম ভকতি নিরুপণ॥
অন্তরঙ্গা নিগুর্ণ ভকতি কহিআছে।
সপ্রেম ভকতি নিরুপিলা আত পাছে ॥৩
সদ্গুণ নিগুর্ণ ভেদে জ্ঞানাদিক কৈল।
উত্তম ভক্তর কথা নিরুপণ ভৈল॥
মধ্যম প্রাকৃত ভক্ত কহিলন্ত পাছে।
দুরাচার ভকতর কথা কহিআছে॥
কহিআছে ভগবন্ত ভক্তির প্রার্থনা।
কলির পরম ধর্ম্ম কৈলা নিরুপনা॥
কহিলন্ত ভেদ আরো জীব ইশ্বরর।
নিরুপিলা নিন্দা হরিভক্তিবিহিনর ॥৫
ভকতদ্বেষির গতি আছেন্ত কহিয়া।
বিষ্ণুভকতর ... আছা প্রসংসিয়া॥
ভকতর জন্মকথা আদ্দি যত যত।
প্রসঙ্গা করিয়া আছা ইতো সংগ্রহত ॥৬
হরিভক্তিবিহিনর জন্ম কর্ম্মচয়।
... ... নিরুপণ করিয়া আছয়॥
কহিআছে দোষ বৃথা কথা কহিবাত।
অভক্তর অঙ্গ নিন্দা করিআছ যত ॥৭
করিবন্ত নিন্দা আরো প্রবৃত্তিপথক।
নিন্দিয়া আছন্ত সুদ্ধ অদ্দির সুখক॥
ভারতভূমিক আতি প্রসাংস আছন্ত।
পাছে আরো প্রায়চিত্ত নিন্দা করিলন্ত ॥৮
বৈরাগ্য মাহাত্ম্য আরো কহিআছা আত।
মায়ার তরল (?) কহিআছেন্ত সাখ্যাত॥
ইসব মাহাত্ম্য আছে ভক্তিরত্নাকরে।
জানি করা শ্রবণ বিচার সাধু নরে ॥৯
হৈব এক ভকতি কৃষ্ণর চরণত।
ভক্তির আনন্দ সুখ মিলিবে মনত॥
দুর্ঘোর সংসার দুখ হইব উপসাম।
হৃদয় ... ... ধরি বোলা রাম রাম ॥১০
নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধি বড় কম। সংস্কৃত শব্দসমূহে স, ষ, শ, ন, ণ, জ, য, ই, ঈ, উ ঊ এর পার্থক্য

যথাসাধ্য রক্ষিত হইয়াছে। অক্ষরের গঠন-ভঙ্গি হইতে বোধ হয়, বর্ত্তমান পুথিখানি প্রায় ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের হস্তলিপি। ইহার জীর্ণ দশাও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে।

২। কংসবধ যাত্রা

কবি—রামচরণ। পুথিপ্রদাতা—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মেশ্বর রায়, বরপেটা (আসাম)। পত্র-সংখ্যা—১৮। পুথির আকার ১২" × ৪", আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

গোবিন্দ কৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রাম রাম
রাম ত্রিবিক্রম নৃসিংহ মহাবরাহ
যজ্ঞেশ চক্রধর সারঙ্গপাণি
নারায়ণায় বৃহতে নমোনমস্তে ॥

অপিচ

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাৎ ব্রজমেধিতার্থে
ব্রজন্ যদুপতির্ব্বিবিধ বিহার কারি
মল্লেত্ কংস রজকান্ সনিহ্ আরাৎ
পিত্রোর্ব্বচঃ সর্ব্বসুহৃদান্ সময়ন্ চকার ॥

কথা। সূত্র।

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ... ... কহো। সভাসদ লোকক সম্বন্ধি বোল।

শ্লোক।

ভো ভো সভাসদঃ সাধু শৃণ্বন্ধং শ্রদ্ধয়াধুনা কংস ব × × কৃষ্ণস্য জগত্তিপতেঃ।

অথ ভোটিমা।

জয় জয় যাদব দৈত্য পরাভব
কারি মাধব জনয়ো মু × × ।
জগত নিধান পুতনাক প্রাণ
জয় নিরজান নিজজন তারন পুরুষপ্রধান ॥
জয় অজ হংস যোনিজ অংশ
হুয়া যদুবংশ সংহর অঘবক কেশি কংস ॥
জয় বনমালি বিমর্দ্দিয়া কালি
বকু বনমালি খেদন হৃদ মহ তাহে নিকালি ॥
হুয়া অবতার ভূমিক ভার
সব সংহার যো কুরু বিন্দিবিপিন বিহার ॥
ধোরু গোবর্দ্ধন বারণ বরিসণ

তারণ ব্রজ জন মদ ইন্দ্রক চুর করলি নারায়ণ ॥
গোপিনিক রঙ্গ বঢ়াবল চঙ্গ
হেরি ত্রিভঙ্গ রমনিক মনোরথ পুরল অঙ্গ ॥
জয় গোপাল রজক বিশাল
তছু কয় কাল রিজু কুবুজি যো করত কৃপাল ॥
ইত্যাদি।

নাট্যারম্ভে,—

সূত্র।

আহে সভাসদ লোক যে জগত ঈশ্বর ভগবন্ত নারায়ণ জাকেরি নামে মহাপাপি সবো সংসার নিস্তার জাহেরি চরণপঙ্কজ ব্রহ্মা মহেশাদি দেবতা সব সদায়ে সেবত সোহি পরমেশ্বর সকল লোক নিস্তার কারণে ভূমিক ভার হরণ নিমিত্তে বসুদেবগৃহে মানুষরূপে অবতার। সোহি ঈশ্বর ওহি সভামধ্যে প্রবেশ কয় ধনুভঙ্গ কুবলয় বধ মল্লভঙ্গ কংস বদ্ধ এ সব লিলা বিহার নৃত্য পরম কৌতুকে করব। তাহে সাবধানে দেখহ সুনহ। নিরন্তরে হরিবোল হরিবোল। পং ২

প্রথম সঙ্গীত—

রাগ সিন্ধুড়া। একতালি।

আবত রাম কানু গোপশিশু সঙ্গে।
সিঙ্গা সংখ বেনু বাবে গাবে মন রঙ্গে ॥
চন্দনে লেপিত অঙ্গ বনমালা গলে।
জুড়য় নুপুর ছন্দ চরণ কমলে ॥
গাবে পীত বস্ত্র সোভে মাথে মৈরপেখি।
মোহ হোবে মনমথ কানুরূপ দেখি ॥
ঠমকে চলয় দুহো অরুণ চরণ।
এ রূপে রহোক রামচরণর মণ ॥

অক্রুর সহিত কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোপিগণের খেদ। সঙ্গীতঃ—

রাগ গৌরি। বিসম তাল।
মাঞি মাঞি গোবিন্দ বিনে
কিমন্তে রহিব হামি।
তেজিয়া গোকুল চলে মধুপুর
হামারি মাধব স্বামি ॥

পদ।

গোকুলর মধ্যে অক্রুর নামে
আসি ভৈলা ধুমকেতু।
প্রাণের বল্লভ বান্ধব কৃষ্ণ
হরাইল তাহের হেতু ॥
বিধি ভৈল বাম মাধবর নাম
বান্ধবে ভৈল বঞ্চিত।
কৃষ্ণর বিরহে জীবন ন রহে
মরণে ভৈল সম্বিত ॥
করব কু মাঞি কমন উপাই
গুনি গুনি না পাঞ মনে।
গোবিন্দ বিনে আন গতি নাই
কহতু রামচরণে ॥ পং ৭

মধ্যে—

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিনয়ভাবে অক্রুরক বোল আহে খুড়া অক্রুর ওহি নগর সমীপে উপবন-খান ইহাতে আমরা সবে বিশ্রাম করগো তোহো আগু হুয়া গৃহে চলহ পাচু হামু নগর প্রবেশ করবো

সুত্র

কৃষ্ণর বাক্য সুনি অক্রুর বোল হে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হামাক কৃপা করহ তোহারি পদরেণু পরসে হামার গৃহ সব পবিত্র হোক হামাক তোহার ভৃত্য জানি হামার থান চলহ। শ্রীকৃষ্ণ বোল আহে খুড়া আজু কিচো নাহি বোলব জগতর বৈরি কংসক মারিয়ে তোহারি গৃহে চলব।

সুত্র

কৃষ্ণক বাক্য সুনিয়ে অক্রুর কংসত জাব দিয়ে আপুন গৃহে গেলহ। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জে চে নগর প্রবেশ কয়ল। তা দেখহ সুনহ। নিরন্তরে হরিবোল

গিত। রাগ ধনশ্রী। একতালি।
কয়লি প্রবেশ মধুপুরি।
গোপ সিশু-সব সঙ্গে রঙ্গে রামহরি॥
রতন ভুসন অঙ্গ করি বিভুসিত।
বাবে সিঙ্গা শংখ বেনু হুয়া আনন্দিত॥
আনন্দে আকুল সুনি নগরর নারি।
গৃহে চড়ি কৃষ্ণমুখ চাহে সারি সারি॥
জয় কৃষ্ণ বুলি সবে পুষ্প বরিসয়।
কৃষ্ণর সেবক রামচরণে কহয়॥

সুত্র

আহে সামাজিক লোক ইশ্বর কৃষ্ণক মধুর মুরতি পেখি মথুরাবাসির মহামহোৎসব মিলন কৃষ্ণমুখপঙ্কজ নয়ন ভরি পান করত চরণপঙ্কজদলে ধরি কৃষ্ণর মধুর মুরুতি মনে ধ্যান করয়। শ্রীকৃষ্ণ তারা সবর আনন্দ বঢ়াই লিলাগতি করিয়ে চলৈছে। সোহি সময়ে রাজাক যোগাইতে বস্ত্র লৈয়া জাইতে ধোবাক দেখল। শ্রীকৃষ্ণ তাহেত জৈছে বস্ত্র প্রার্থনা কয়ল তা দেখহ। কৃষ্ণ বোল আহে রজক তেহোঁ হামাক বস্ত্রদান করহ তোহোক পরম কৈল্যাণ মিলব। ঐচন পরকারে শ্রীকৃষ্ণ ধোবাত বস্ত্র প্রার্থনা কয়ল। পরম অহঙ্কারি ধোবা দুর্ম্মতি ক্রোধ করিয়ে কৃষ্ণক বোলল ধোবা বোল আহে গোপছআল রাম কৃষ্ণ পর্ব্বত বনমধ্যে তোহারি নিবাস তোহোঁ সব কিছু জানয়ে নাহি আতি মূঢ়মতি রাজার বস্ত্র পরিধানু করিতে বাঞ্ছা করহ রাজদূত সবে ধরিয়ে প্রাণান্তিক দণ্ড করব জানি প্রাণ রাখিয়ে সত্যর দুর জায়।

সুত্র

ধোবার ঐছন বানি সুনি শ্রীকৃষ্ণ চবর প্রহারি জৈছে প্রাণ লেলহ তা দেখহ সুনহ। নিরন্তরে হরিবোল।

শেষ,—

ঐছন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টক ভঙিয়ে ভকতক দুখ দুর করল শ্রীকৃষ্ণর ভকত বৎসল গুণ কি কহব ইহা জানি কৃষ্ণচরণ মনে ধরিয়া নিরন্তরে হরিবোল।

গীত। রাগ কৈল্যান। থরমান ধ্রু।

জয় জয় জগত জনেক জগ জীবন
নারায়ণ জগধাতা।
জগত পরমগুরু ভকতক কল্পতরু
নিজজন ভবভয়ত্রাতা॥

পদ

সুরাসুর বন্দন সেহি নারায়ণ
নররূপে ভয়ো অবতরি।
ভুমিক কুভার সয়ল উদ্ধারল
দুষ্ট দৈত্য সব মারি॥
কুবলয় কংস দুষ্ট মল্ল মারি
ভকত জনক কর ত্রাণ।
মাতা পিতা বন্ধ চোরি হরি
কয়লি দুখ নিরুজ্ঞান॥
জিব তারণ হেতু আসি গরুরকেতু
করে রঙ্গ লিলা পরকাশ।
পরম পুরখ মতি রাম চরণে গতি
কৃষ্ণপদপঙ্কজদাস॥

আহে সামাজিক লোক শ্রীকৃষ্ণ কংসবধলিলা জাত্রা জে সবে শ্রধায়ে কহে শ্রীকৃষ্ণ তাহের চরণে ভকতি বাঢ়ব ইহাত ন্যুনাধিক দোস সোহি বিছুরিনি দুর করব। ওহি কংস বধজাত্রা সম্পূর্ণ ভেল।

ইহার পর ১৮শ পত্রের ২য় পৃষ্ঠা ও ১৯শ পত্রে মুক্তি-মঙ্গল নামে একটি অসম্পূর্ণ কবিতা রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে হস্তলিপির সময় বা রচনার সময় প্রদত্ত হয় নাই। কবি রামচরণের পরিচয় ভক্তি-রত্নাকর প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিরর্থক।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

জিজ্ঞাসার ভাষা

সে আজ দশ বারো বৎসরের কথা। ঠাকুরগাঁয়ে মৌল্‌ভী সাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যখন পারস্য দেশের ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি, তখন ঐ ভাষায় স্বরবর্ণের অপ্রাচুর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই। মৌল্‌ভী সাহেব শিক্ষা দিলেন, گل (গ্‌ ল্‌) گ গাফ্‌ ও ل লাম্‌ এই দুইটী ব্যঞ্জন একত্র করিলে দুই প্রকার উচ্চারণ হয়, 'গোল্‌' ও 'গেল'। পেশ্‌ (ওকার) যুক্ত উচ্চারণ হইলে অর্থ হয় 'পুষ্প'; এবং জের্‌ (একার) যুক্ত উচ্চারণ হইলে অর্থ হয় 'পঙ্ক'। এইরূপ উচ্চারণ-বিভ্রাট দেখিয়া একটু হতাশ হইয়া পড়িলাম। মৌল্‌ভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাক্যমধ্যে ঐরূপ দুইটী অক্ষর একত্র পাইলে তাহার উচ্চারণ কি প্রকারে করা যাইবে? এবং অর্থ-নির্ণয়ই বা কি প্রকারে হইবে?" মৌল্‌ভী সাহেব বলিলেন, "ভাষার পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিয়া অর্থ ও উচ্চারণ স্থির করিতে হইবে।" কথাটী শুনিয়া পারসী, তথা ইংরাজী ভাষার উপরে একটু কেমন অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম, আমাদের ভাষা, তথা বর্ণমালা অতি সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত। কারণ, আমাদের ভাষায় আমরা যেমন লিখি, তেমনই পড়ি। 'কা' লিখিয়া 'কি' পড়িতে হয় না। পারসী ভাষায় মোটে স্বরবর্ণ চারিটী। ا (আলিফ্‌, উচ্চারণ আ), ع (আ়ইন্‌, উচ্চারণ আ়), و (ওআও, উচ্চারণ উ, ও ব), এবং ی (ইয়া, উচ্চারণ ই, এ, য়)। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটীর উচ্চারণ প্রায় একরূপ এবং শেষের দুইটী কখনও স্বর, কখনও বা ব্যঞ্জন। আবার ভাষায় ব্যবহারের সময় অধিকাংশ স্থলেই ইহাদেরও অস্তিত্ব নাই। তিন চারিটী বা পাঁচ ছয়টী ব্যঞ্জন একত্র বসাইয়া এক একটী শব্দ গঠন করিতেও পারসিকগণ অসম্মত নহেন; তথাপি স্বরবর্ণের ব্যবহার করিবেন না। ইংরাজী ভাষায় স্বরবর্ণ অপ্রচুর নহে, এবং তাহাদের প্রয়োগ ভিন্ন শব্দ-গঠনও হয় না। কিন্তু উচ্চারণের স্থিরতা নাই। একই স্বরের নানাবিধ উচ্চারণ। আমাদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বর্ণ-বিশৃঙ্খলা নাই। আমরা যাহা লিখি, তাহাই পড়ি।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাজবংশীদিগের একটী গান বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া লইবার চেষ্টার ফলে বুঝিলাম যে, আমাদের বর্ণমালা সর্ব্বপ্রকার ধ্বনি প্রকাশ করিবার উপযোগী নহে। যখন এই প্রকার চিন্তার প্রবর্ত্তনা হইল, তখন নানারূপ উদাহরণ মনোমধ্যে জাগরূক হইতে লাগিল। "হরিবোল" এই শব্দ পাড়াগাঁয়ে যাত্রাগানের সময়ে শ্রোতৃবর্গের রসগ্রাহিতা সংবর্দ্ধন ও কুশীলবের অনুপ্রাণনা সম্পাদন করিয়া থাকে। মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে যখন "হরিবোল" গীত হয়, তখন গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিরসের সঞ্চার করিয়া দেয়। আবার শববাহিগণ যখন শেষের সে দিনে ঐ "হরিবোল" উচ্চারণ করেন, তখন সকলের মনেই বীভৎস রসের সঞ্চার হয়। সুতরাং উচ্চারণ-ভেদে এই এক

হরিবোল” শব্দ বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জক হইলেও আমাদের বর্ণমালায় সেইরূপ উচ্চারণের পার্থক্য প্রকাশ করিবার উপযোগী বর্ণের নিতান্ত অভাব। অথচ এই উচ্চারণ দ্বারা আমরা বহু অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তাহা আমাদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-বিশেষের দ্বারা প্রকাশ পায়, অথচ ব্যাকরণ তাহা লক্ষ্য করে না এবং লিপি তাহা প্রকাশ করিতে পারে না।

কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কিম্-শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত কোনও শব্দ-সহযোগে বাক্য রচনা করিয়া থাকি। কি, কেন, কোথায়, কবে, কে, কেমন, কি প্রকার প্রভৃতি শব্দ জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও বাক্যে এই কিম্-শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত কোনও শব্দ থাকিলেই সেটিকে আমরা জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবাচক বাক্য (Interrogative) বলিয়া চিনিতে পারি। কিন্তু এই কিম্ শব্দই কি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসার ভাষা? না, আরও কিছু আছে, যাহা ভাব প্রকাশে ইহার সহায়তা করিয়া থাকে? “তুমি যাইবে,” বাক্যের স্বরসমূহের যেরূপ মাত্রা, “তুমি যাইবে?” বা “কেন তুমি যাইবে?” বাক্যের স্বরসমূহের মাত্রা ঠিক সেই প্রকার নহে। উচ্চারণের মাত্রায় (Quantity of the vowels) একটা বিভিন্নতা ঐ কিম্-শব্দ-সম্পৃক্ত জিজ্ঞাসা-বাচক (Interrogative) বাক্যে আসিয়া ঐ কিম্ শব্দের সহায়তা করিলে, তবে সেটা জিজ্ঞাসার ভাষা হয়। নতুবা “তুমি কেন যাইবে, আমি জানি।”—এইরূপ বাক্যে কিম্-শব্দের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও বাক্যটী জিজ্ঞাসার বাচক (Interrogative) হয় নাই। আবার কিম্-শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত শব্দের অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও কেবল স্বরবর্ণের উচ্চারণে মাত্রার বৈশিষ্ট্য দ্বারাই জিজ্ঞাসা-বাচক বাক্যের প্রতীতি জন্মে; সুতরাং আমরা এই উচ্চারণ-ভঙ্গীটীকেই জিজ্ঞাসার প্রাণ বলিয়া ধরিয়া লইব।

ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ কর্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসার ভাষায় ক্রিয়াপদের বা তদংশের প্রাগবস্থান এবং কর্তৃপদের অন্ববস্থান হইয়া থাকে। I am ill. Am I ill? You can do it. Can you do it? কিন্তু জিজ্ঞাসা-বাচক কিম্ শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত শব্দ যদি বাক্যের কর্তৃপদ হয়, তাহা হইলে তাহার উক্তরূপ অন্ববস্থান হয় না। Who comes there? Who will bring me the golden fleece? জিজ্ঞাসা-বাচক শব্দ কর্তৃকারকে না ব্যবহৃত হইলেও তাহারই বাক্যমধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োগ হয়। ক্রিয়া ও কর্তৃপদেরও স্থানবিনিময় হয়। ফরাসী ভাষায়ও এইপ্রকার স্থান-পরিবর্ত্তনের উদাহরণ বিরল নহে।* সম্ভবতঃ ফরাসী ভাষার এই

---

* The words *do* or *did*, which generally precede an English verb, conjugated *interrogatively* (*or negatively*), are not used in French.

Parlez-Vous? Do you speak? (lit. speak you?).

343. To conjugate a verb *interrogatively*, the pronoun is placed after the verb. Avez-Vous? Have you? Etes-vous? Are you? Avons-nous eu? Have we had? Avez-vous été? Have you been?

স্থান-বিনিময়-পদ্ধতি ইংরাজী ভাষার শব্দ-বিন্যাস-প্রণালীতে (Syntax) বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ফরাসী ভাষার পূর্ব্বে Latin ভাষায় এই স্থান-বিনিময় পদ্ধতি ছিল না। ‡

---

344. When the nominative is a noun, the noun is placed first, and one of the pronouns *il*, *elle*, *ils*, or *elles*, is put after the verb.

Votre frère est-*il* sorti ? Is your brother gone out ?
Vos amis sont-*ils* venus ? Are your friends come ?
Vos sœurs écriront-*elles* ? Will your sisters write ?

345. When the pronoun *je* comes after the first person singular of a tense ending in *e* mute, that *e* becomes accented.

Aime-je ? do I love ? Parle-je ? do I speak ?

346. Questions are often asked by est-ce que, and then the *nominative precedes the verb*. This mode of interrogation is used with the first person singular of the *present* of certain verbs, where the sound would be harsh and disagreeable.

INSTEAD OF SAYING	WE SAY
Dors-je ? do I sleep ?	Est-ce que je dors ?
Responds-je ? do I answer ?	Est-ce que je responds ?
Rends-je ? do I return ?	Est-ce que je rends ?
Cours-je ? do I run ?	Est-ce que je cours ?

347. To conjugate a verb *interrogatively* and *negatively*, we place *ne* before the verb in its simple tenses, and before the auxiliary, in its compound tenses. *Pas*, *Point*, *Jamais*, *Que*, etc. always come after the pronoun nominative.

N'ai-je pas ? have I not ? N'ai-je pas en ? have I not had ? Ne suis-je pas ? am I not ? N'ai-je pas ete ? have I not been ?

C. H. Schneider—French Conversation Grammar, 1886.

---

§ 60. Interrogative forms of the verb.

(*a*) Use-of *ne*. The indicative and subjunctive moods may be made *interrogative* (i. e. made to express a question) by adding the particle *ne* to the various numbers and persons, as,

Indicative Present—amo-ne, do I love ? amas-ne, dost thou love ? etc.

Future—amabo-ne, shall I love ? amavis-ne, wilt thou love ? etc. and so on throughout the tenses.

Note—For Vides-ne, audis-ne, etc, we sometimes have the forms viden, auden, etc, in Poetry.

(*b*) Position of *ne*. The particle *ne* is not necessarily attached to the *verb* in the interrogative sentence. It is usually added to the first word in the sentence, as, puerne amat, does the boy love ?

(*c*) Use of *num*. When the answer 'no' is expected, *num* is used in a question instead of *ne*, as, num amat, he does not love, does he ?

(*d*) Use of *nonne*. When the answer 'yes' is expected, *nonne* is used in a question, as, nonne amo, do I not love ? or, I love, do I not ?

(*e*) Double Questions. If the word *or* occurs in a question to which the answer '*yes*' or '*no*' is expected, it is translated by *an*, and one of the particles *utrum*, *num*, *-ne* must be used for the first part of the question, as,

Utrum servus es an liber ?
Num servus es an liber ?
Servusne es an liber ?
} Are you a slave or a free man ?

J. B. Allen—An Elementary Latin Grammar, 1907.

Latin ভাষায় সুপ্‌ ও তিঙ্‌ অর্থাৎ কারক ও ক্রিয়ার উত্তর প্রত্যয়ের ব্যবহার যথেষ্ট ছিল। সেই জন্য ইহাতে ইংরাজী ভাষার ন্যায় শব্দ-বিন্যাস-প্রণালীর বিকাশ ঘটে নাই। পরে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসার জন্য যে কর্ত্তৃ ও ক্রিয়াপদের স্থান-বিনিময়ের সূত্রপাত হইল, ইংরাজী ভাষায় তাহার সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি ও বিকাশ-প্রাপ্তি হইল।

সে যাহাই হউক, এ স্থান-বিনিময়-পদ্ধতি জিজ্ঞাসার ভাষার প্রাণ-স্বরূপ নহে। কেবল স্থান-বিনিময় দ্বারা বা কেবল কিম্‌ প্রভৃতি শব্দ সহযোগে বাক্য গঠন করিলেই জিজ্ঞাসার ভাষা হইল না। কিম্‌-শব্দযুক্ত বাক্য বা উক্ত প্রকার স্থান-বিনিময়যুক্ত বাক্য যদি জিজ্ঞাসার ভাষার রীতিতে উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে তাহা জিজ্ঞাসার ভাষাও হইবে না, সম্যক্‌ অর্থ প্রকাশও করিবে না। কোনও বিদেশীয় ভাষা-শিক্ষার্থী যদি এই উচ্চারণভঙ্গীর সহিত পরিচিত না হয়েন, তাহা হইলে, তাঁহার ব্যাকরণসম্মত রচনাও উচ্চারণ-দোষে, শ্রোতৃগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে। পশ্চিম দেশবাসী হিন্দীভাষী ব্যক্তিগণ যখন আমাদের অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদের অভ্যস্ত উচ্চারণ-রীতিতে "আসুন্‌ মশায়" বলেন, তখন তাঁহাদের রচনা ব্যাকরণসম্মত ও বিশুদ্ধ হইলেও উচ্চারণের এমন একটা বিশৃঙ্খলা ঘটে যে, তাহাতে আমরা বক্তার দেশ ও ভাষার অনুমান করিয়া ফেলি। এই যে বৈশিষ্ট্য বা বিভিন্নতার উল্লেখ করিলাম, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না বটে, কিন্তু আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের এমন একটা অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তাহার নিকট ঐ সামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু অনেকখানি কথা বলিয়া দেয়। এই প্রকার আমরাও যদি উচ্চারণের রীতিতে অভ্যস্ত না হইয়া বিদেশীয় ভাষায় কথোপকথনের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইব, সন্দেহ কি?

আমাদের দেশে সংস্কৃতের যুগে কি ভাবে জিজ্ঞাসার ভাষার অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহার আলোচনা না করিলে জিজ্ঞাসার রীতি কি ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পরিস্ফুট হইবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য আমরা ঋগ্বেদসংহিতায় যতগুলি জিজ্ঞাসা-বাচক বাক্য আছে, তাহা একত্র করিয়াছিলাম। আলোচনার সুবিধার জন্য এই বাক্যগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—যেগুলিতে কিম্‌ শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত শব্দ আছে ও যেগুলিতে কিম্‌-শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্যগুলিই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ অনুকূল হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। কারণ, বাক্য-মধ্যে কিম্‌-শব্দ থাকিলে সেটা ত জিজ্ঞাসা-বাচক বাক্য হইলই। কিন্তু যাহাতে কিম্‌-শব্দ বা তৎসম্পৃক্ত কোনও শব্দ নাই, সেইরূপ বাক্যে একটা জিজ্ঞাসা প্রকাশের অভিনব প্রণালী থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের সে অনুমান ঠিক হয় নাই। কারণ, যে সকল স্থলে কিম্‌-শব্দের প্রয়োগ নাই, তাহাতে উত, আহো, স্বিৎ, উতাহো, ননু প্রভৃতি কতিপয় জিজ্ঞাসাবাচী অব্যয় কিম্‌-শব্দের অভাব দূর করিয়া দিয়াছে। এবং জিজ্ঞাসা-বাচনের জন্য কোনও অভিনব প্রণালীর আবশ্যকতা হয় নাই। ঋগ্বেদে যে সকল স্থানে প্রশ্নবাচী বাক্য পাইয়াছি,

তাহা ফুটনোটে প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে যেগুলিতে কিম্-শব্দের প্রয়োগ নাই, সেগুলির পার্শ্বে এক একটী তারকা চিহ্ন (*) প্রদত্ত হইল।*

---

* ঋগ্বেদ ১।২৪।১, ১।২৪।১০, ১।২৫।৫, ১।৩০।২০, ১।৩২।১৪, ১।৩৪।৯, ১।৩৫।৭, ১।৩৮।১*, ১।৩৮।২, ১।৩৮।৩, ১।৩৯।১, ১।৪০।৭, ১।৪৩।১, ১।৫৪।১, ১।৫৪।৫, ১।৬৫।৩, ১।৭৫।৩, ১।৭৬।১, ১।৭৭।১, ১।৮৪।৮, ১।৮৪।১৬, ১।৮৪।১৭, ১।৮৪।১৮, ১।৮৮।২, ১।৯৫।৪, ১।১০৫।৪, ১।১০৫।৫, ১।১০৫।৬, ১।১১৭।১২, ১।১১৮।৩*, ১।১২২।১৩, ১।১৪১।১২*, ১।১৪৭।১, ১।১৫৮।২, ১।১৬১।১, ১।১৬১।৩, ১।১৬১।১০, ১।১৬৪।৪, ১।১৬৪।৫, ১।১৬৪।৬, ১।১৬৪।১৭, ১।১৬৪।১৮, ১।১৬৪।৩৪, ১।১৬৪।৩৯, ১।১৬৫।১, ১।১৬৫।২, ১।১৬৫।৬, ১।১৬৮।৫, ১।১৬৮।৬, ১।১৭০।১, ১।১৭০।২, ১।১৭০।৩, ১।১৮২।৭ ॥

২।১২।৫, ২।৩০।১ ॥

৩।৩০।১, ৩।৫৪।৫, ৩।৫৮।৩ ॥

৪।৩।৪, ৪।৩।৫, ৪।৩।৬, ৪।৩।৭, ৪।৩।৮, ৪।৫।১, ৪।৫।৮, ৪।৫।১২, ৪।৫।১৩, ৪।৫।১৪ ৪।৭।২, ৪।১৩।৫, ৪।১৪।৫, ৪।১৮।৪, ৪।১৮।৬, ৪।১৮।৭। ৪।১৮।১১*, ৪।১৮।১২, ৪।২১।৯, ৪।২৩।১, ৪।২৩।২, ৪।২৩।৩, ৪।২৩।৪, ৪।২৩।৫, ৪।২৩।৬, ৪।২৪।১, ৪।২৪।১০, ৪।২৫।১, ৪।২৫।২, ৪।২৫।৩, ৪।৪১।১, ৪।৪৩।১, ৪।৪৩।২, ৪।৪৩।৩, ৪।৪৩।৪, ৪।৪৪।৩, ৪।৫৫।১ ॥

৫।২।৩, ৫।২।৫*, ৫।৭।২, ৫।১২।৩, ৫।১২।৪, ৫।৩০।১, ৫।৩০।৮, ৫।৩২।৯, ৫।৩২।১২, ৫।৪১।১, ৫।৪১।১৬, ৫।৪৮।১, ৫।৫৩।১, ৫।৫৩।২, ৫।৫৩।১২, ৫।৫৯।৪, ৫।৬১।১, ৫।৬১।২, ৫।৭৪।২, ৫।৭৪।৩, ৫।৭৪।৭ ॥

৬।৯।২, ৬।১৮।৩*, ৬।২১।৪, ৬।২২।৪, ৬।২৭।১, ৬।৩৫।১, ৬।৩৫।২, ৬।৩৫।৩, ৬।৪৪।১০, ৬।৪৭।১৯ ॥

৭।৮।৩, ৭।২২।৮, ৭।২৯।৩, ৭।৩২।১৪, ৭।৩৭।৫, ৭।৩৭।৬, ৭।৫৫।৩, ৭।৫৫।৪, ৭।৬৫।৪, ৭।৭৬।৫*, ৭।৮৬।২*, ৭।১০৪।২৩ ॥

৮।১।৭, ৮।১।২০, ৮।৩।১৪, ৮।৫।২২, ৮।২১।৬, ৮।২১।১৭*, ৮।৩৩।২, ৮।৩৩।৭, ৮।৪৫।৩, ৮।৪৫।৩৭, ৮।৪৮।৩, ৮।৫৮।১, ৮।৬৪।৭, ৮।৬৪।৮, ৮।৬৪।৯, ৮।৬৪।১০, ৮।৬৬।১০, ৮।৭৩।৪, ৮।৭৩।১১, ৮।৭৫।৭, ৮।৭৭।১, ৮।৮০।৬, ৮।৯৩।১৯, ৮।৯৩।২০, ৮।৯৪।৭, ৮।৯৬।৯, ৮।১০৩।৩ ॥

১০।১০।৬, ১০।১০।১১, ১০।১২।৫*, ১০।১৩।৪, ১০।২৭।১০, ১০।২৭।১১, ১০।২৭।১২, ১০।২৯।৩, ১০।২৯।৪, ১০।৪০।১, ১০।৪০।২, ১০।৪০।৩, ১০।৪০।১৪, ১০।৫৪।২, ১০।৫৪।৩, ১০।৬৪।১, ১০।৭৪।১, ১০।৭৯।৪, ১০।৭৯।৬, ১০।৮১।২, ১০।৮১।৪, ১০।৮২।৫, ১০।৮৩।৪, ১০।৮৪।৩, ১০।৮৬।৩, ১০।৮৯।১৪, ১০।৯০।১১, ১০।৯১।৪, ১০।৯৫।১২, ১০।১০৮।১, ১০।১০৮।৩, ১০।১১১।৮, ১০।১২১।১—১০ ("কঃ" দেবতা, কস্মৈ দেবায়), ১০।১৩০।৩, ১০।১৩৫।৫, ১০।১৬৮।৩ ॥

ঋগ্বেদের যে সকল স্থানে স্মৃতি বা অনুমা-বৃত্তি জাগরূক করা আবশ্যক হইয়াছে, সেই সকল স্থানেই সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। যে সকল স্থানে স্মৃতি বা অনুমানের আবশ্যকতা নাই, সে সকল স্থানে জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের আবশ্যক হয় নাই। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে একটীও জিজ্ঞাসাবাচী বাক্য নাই। দৃশ্যমান পবমান সোম দেবতার বর্ণনায় স্মৃতি বা অনুমা-বৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক হয় নাই। কল্পনা আছে, প্রত্যক্ষভূত বস্তুর বর্ণনাও আছে। সুতরাং জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের প্রয়োগ নাই। যে সকল স্থলে দার্শনিক চিন্তা আছে, সে সকল স্থলে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসাবাচী বাক্য একত্র আছে; এমন কি, একই শ্লোকে তিন, চারি বা পাঁচটী জিজ্ঞাসাবাচী বাক্য আছে। এই জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের ব্যবহারে আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণতঃ সূক্তের প্রথম ভাগেই জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের অধিক প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, কোনও জটিল চিন্তা করিতে হইলেই জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের সবিশেষ প্রয়োজন হয়; বিনা প্রশ্নে কোনও জটিল বিষয়ের আলোচনা হয় না। এই প্রকার চিন্তার জটিলতায় ভাষা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং একটী কারণ ও তাহার ফলস্বরূপ একটী কার্য্য ভিন্ন ন্যায়-দর্শনাদির ভাষায় অপর কোনও রূপ ভাষার আবশ্যক হয় না। এই কারণেই সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের ভাষায় একটী কারণ-বাচক পঞ্চমী বিভক্তি ও একটী ভাব-বাচক ত্ব-প্রত্যয়ান্ত পদ দিয়াই সাধারণতঃ বাক্য রচিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী জিজ্ঞাসাবাচী বাক্য ও এক একটী "ইতি ন" দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনের ভাষায় প্রথমে এক একটী প্রশ্নের অবতারণা করিয়া জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের ব্যবহার করা হয়। তৎপরে এক একটী পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদ সহ এক একটী নেতিবাচক (negative) বাক্যের দ্বারা তাহার নিরাস করা হয়। অবশেষে কতিপয় প্রতিকূল প্রস্তাবের নিরাস দ্বারা সাধ্য বস্তুর প্রতিপত্তি হয়। ইংরাজী জ্যামিতিতে ইহাকে ব্যতিরেকমুখী প্রমাণ বলে। সে যাহাই হউক, জটিল বিষয়ে চিন্তার জন্য জিজ্ঞাসাবাচী বাক্য নিতান্ত আবশ্যক।

ঋগ্বেদ হইতে দুই চারিটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিব।

উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বো হোতা মন্দ্রঃ শৃণবচ্চন্দ্ররথঃ।
স নো নেষ ন্নেষ তমৈরমূরোঽগ্নির্বামং সুবিতং বস্যো অচ্ছ ॥১।১৪১।১২॥

সায়ন-ভাষ্য—উত শব্দোঽপ্যর্থঃ সচ সম্ভাবনায়াং সোঽগ্নিঃ নোঽস্মদীয়ং আহ্বানম্ উত শৃণবৎ অপি নাম শৃণুয়াৎ। যদ্বা নোঽস্মান্ শ্রাবয়েৎ দেবেষু মধ্যে প্রখ্যাপয়েৎ শৃণোতের্লেট অডাগমঃ কীদৃশোঽয়ং সুদ্যোত্মা সুদ্যোতমানঃ দ্যুত দীপ্তৌ অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন্ জীরাশ্বঃ শীঘ্র-গমনাশ্বঃ হোতা দেবানামাহ্বাতা মন্দ্রঃ মদনশীলঃ চন্দ্ররথঃ সুবর্ণময়-রথোপেতঃ কিঞ্চায়ম্ অমূরঃ অমূঢ় বলঃ বস্যঃ বসনীয়ঃ সুপ্রসিদ্ধঃ অগ্নির্নেষতমৈঃ অত্যর্থং নেতৃভিঃ কর্মভিঃ স্তোত্রৈর্বা নোঽস্মান্ উতনেষৎ অপিনাম নয়েৎ যজ্ঞস্য পারং প্রাপয়েৎ নয়তের্লেট অডাগমঃ সিব্বহুলমিতি সিপ্ কিমর্থং বামং বননীয়ং সুবিতং সুষ্ঠু প্রাপ্যং সর্বৈঃ কাঙ্ক্ষণীয়ং স্বর্গং অচ্ছ আভিমুখ্যেন প্রাপ্তুং নেষৎ॥

রমেশ দত্তের অনুবাদ—অগ্নি অত্যন্ত দ্যুতিশীল, দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট, হোতা, আনন্দময়, সুবর্ণ-রথবিশিষ্ট, অক্ষুণ্ণ-বল ও প্রসন্ন-স্বভাব। তিনি কি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করিবেন? তিনি কি আমাদিগকে সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মদ্বারা অনায়াসলভ্য ও অভিলষিত (স্বর্গ) অভিমুখে লইয়া যাইবেন?

এখানে সায়ন 'উত' শব্দ 'সম্ভাবনা' অর্থে প্রশ্নবাচী করিয়াছেন, "অপিনাম" বলিয়া তাহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন, এবং মূলে একবার মাত্র 'উত' শব্দের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ভাষ্যে এই শব্দের দুইবার প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার উত শব্দের অন্য প্রকার অর্থও পাওয়া গিয়াছে—'উত ব্রহ্মা নি ষীদতি ॥৪।৯।৪॥' "অথবা (অগ্নি) ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ হইয়া উপবেশন করেন।" এখানে উত শব্দ প্রশ্নবাচী নহে, কেবল মাত্র বিকল্পবাচলী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই বিভিন্ন অর্থবিশিষ্ট উত শব্দ কি প্রকারে জিজ্ঞাসার ভাবপ্রকাশ করিবে? আমরা কেবলমাত্র উত শব্দকে এ স্থলে জিজ্ঞাসার ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এখানে জিজ্ঞাসার ভাষা = উত শব্দ + উচ্চারণভঙ্গী। তন্মধ্যে উচ্চারণভঙ্গীই জিজ্ঞাসার ভাষার প্রাণ-স্বরূপ। উত শব্দ না দিয়াও বোধ হয়, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসাবাচী উচ্চারণদ্বারা এখানে ভাব প্রকাশ হইতে পারিত।

উত শব্দের আর একটী প্রয়োগ—'উত মাতা মহিষমন্ববেনদ্ অমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ। ৪।১৮।১১।' এখানে "মাতা মহিষমন্ববেনদ্" (ইন্দ্রের মাতা মহান্ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন), এবং "উত অমী ত্বা জহতি পুত্র, দেবাঃ?" (হে পুত্র, দেবগণ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে?) এই দুইটী বাক্য। মূল বাক্য হইতে উত শব্দ এত দূরে পড়িয়াছে যে, উচ্চারণ-ভঙ্গীর সাহায্য ব্যতীত কেবল এই জিজ্ঞাসাবাচী অব্যয় দ্বারা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পাইতে পারে না। আর যদি উত শব্দ কেবলমাত্র জিজ্ঞাসাবাচীই হয়, তবে "মাতা মহিষমন্ববেনৎ" এই বাক্যের "মাতা কি মহান্ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন?" এই প্রকার অর্থ হওয়া উচিত; অর্থাৎ প্রথম বাক্যেরই সহিত উত শব্দের অন্বয় স্বাভাবিক।

'ন যেষাং গোপা অরণ শ্চি দাস?' ।৫।২।৫॥ ইহার অর্থ রমেশ দত্ত করিয়াছেন—তাহাদিগের রক্ষক ছিল না? এখানে চিৎ শব্দ জিজ্ঞাসাবাচী। কিন্তু এই চিৎ শব্দ সাধারণতঃ অনিশ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কিম্ শব্দের সহিত এই চিৎ শব্দের যোগ হইলে আর কিম্ শব্দ জিজ্ঞাসাবাচী থাকে না। যথা কশ্চিৎ, কিঞ্চিৎ, কুত্রচিৎ, কচিৎ, কদাচিৎ, কর্হিচিৎ, ইত্যাদি। এইরূপ অনিশ্চয়ার্থক একটী চিৎ শব্দ কি জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ করিতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, এখানে উচ্চারণভঙ্গীই জিজ্ঞাসার বাচক এবং চিৎ শব্দ কেবলমাত্র অনিশ্চয়ার্থক।

আবার বা শব্দও জিজ্ঞাসার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—'ইন্দ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু। ত্বং বা চিত্র দাশুষে' ॥৮।২১।১৭॥ ইন্দ্র কি আমার এই ধন দিয়াছেন? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র, তুমিই দিয়াছ? এখানে

বা শব্দ জিজ্ঞাসার ভাষা হইতে পারে কি? বা শব্দ ত সাধারণতঃ বিকল্প অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, এখানেও উচ্চারণের ভঙ্গীই জিজ্ঞাসার ভাষা। কারণ, কেবলমাত্র বিকল্প, জিজ্ঞাসা প্রকাশ করিতে পারে না।

'অস্তি স্বিন্নু বীর্যং তত্ত ইন্দ্র!' ৬।১৮।৩। হে ইন্দ্র! তোমার তাদৃশ বীর্য্য আছে কি? এখানেও স্বিৎ শব্দকে জিজ্ঞাসাবাচী করা হইয়াছে।

স্বিৎ, বা, অথ, উত, নন্থ, যে অব্যয়ই ব্যবহার করুন, অথবা কিম্ শব্দই ব্যবহার করুন, উচ্চারণভঙ্গী ব্যতীত জিজ্ঞাসার ভাষা হইতে পারে না। অতঃপর আমরা প্রাচীন কালের ব্যাকরণে এ বিষয়ে কোনও আভাস পাই কি না, তাহার আলোচনা করিব।

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে পূজাদি সমাপ্ত হইলে আমরা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাদের পূজাদি কর্ম্মের পূর্ণাঙ্গত্ব কামনা করি। এখানে আমরা সর্ব্বদাই ভাবি যে, পূজাদিতে মন্ত্রোচ্চারণে, বিশেষতঃ মন্ত্রের মাত্রার উচ্চারণে, আমাদের প্রমাদ স্বাভাবিক। কারণ, ভাষা পরিবর্ত্তনশীল এবং বেদের ভাষার উচ্চারণ আমরা কেহই জানি না। আমাদিগের এই চিন্তার ফলে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ বেদের উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানাবিধ সহায়ক শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে এ কালে আমরা বেদের উচ্চারণ বুঝিতেই পারিতাম না। যাহা তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা বেদের উচ্চারণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাই।

ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনি তাঁহার শব্দানুশাসনে মধ্যে মধ্যে বৈদিক প্রয়োগ ও বৈদিক উচ্চারণ বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ভট্টোজি দীক্ষিত সেই বিধিসমূহ একত্র করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর পরিশিষ্টস্বরূপ স্বর-প্রকরণ ও বৈদিক-প্রকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই একমাত্র স্বর-প্রকরণ আমাদের নিকট বৈদিক যুগের উচ্চারণ বিষয়ে একটা ক্ষীণ আলোক-রশ্মি সংরক্ষণ করিয়াছে। ইহা না থাকিলে আমরা সে কালের বিষয়ে কোনও আলোচনাই করিতে পারিতাম না।

পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে প্রশ্নবাচক বাক্যের উচ্চারণের জন্য কতিপয় বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, সাধারণতঃ বাক্যে ক্রিয়াপদের যে প্রকার উচ্চারণ হইত, প্রশ্ন-বাচক বাক্যে ঠিক সেরূপ হইত না; কিছু বিভিন্নতা ছিল। আবার কিম্ শব্দযুক্ত প্রশ্নবাচক বাক্যে ক্রিয়াপদের যে প্রকার উচ্চারণ হইত, কিম্-শব্দবিহীন বাক্যে সেরূপ হইত না। তবে ইহা ঠিক যে, জিজ্ঞাসার জন্য উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রায় ক্রিয়াপদেই থাকিত।

বেদের ভাষার উচ্চারণে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পদমধ্যে একটি ভিন্ন যাবতীয় স্বর অনুদাত্ত। একটিমাত্র স্বর উদাত্ত। * সুতরাং যে সকল স্থলে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনও একটী স্বরের মাত্রা লক্ষিত হইবে, সেই সকল স্থলে ঐ পদমধ্যে অন্য যে সকল স্বর থাকিবে, তাহাদেরও উচ্চারণ লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অতঃপর স্বর-প্রকরণ হইতে আমরা প্রশ্নবাচক বাক্যে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিব।

প্রশ্নবাচক বাক্যে সত্য শব্দ থাকিলে তিঙন্ত পদের স্বরমাত্রার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। †

"সত্য শব্দের যোগে প্রশ্নবাচক বাক্যে স্বরমাত্রার ব্যতিক্রম ঘটিবে না" এই বিধান হইতে আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারি যে, সত্য শব্দের যোগ না থাকিলে ধাতু-স্বরের ব্যতি-ক্রম ঘটিত। এ বিষয়ে সাধারণ বিধি এই যে, ধাতুর অন্ত্য স্বর উদাত্ত হয়। ‡

আবার প্রত্যেক ধাতু ও প্রত্যেক শব্দ এবং প্রত্যেক প্রত্যয়ের জন্য ব্যাকরণে স্বরের মাত্রা বিহিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে বিহিতের ব্যতিক্রম না হওয়াকে উল্লেখযোগ্য করিয়া সূত্রকার নিঃসন্দেহ ইহাই জানাইতেছেন যে, প্রশ্নবাচক বাক্যে ধাতুস্বরের মাত্রার সাধারণতঃ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই অভিপ্রায় কোনও সূত্রবিশেষে তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। বলিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হইত বটে, কিন্তু না বলিবার কারণ কি? তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে বৃথা।

যদি ক্রিয়ার পূর্ব্বে উপসর্গ বা নেতিবাচক শব্দ না থাকে এবং যদি বাক্যে কিম্

---

* অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্ ।৬।১।১৫৮॥

পরিভাষেয়ম্। স্বরবিধিবিষয়া। যস্মিন্ পদে যস্যোদাত্তঃ স্বরিতো বা বিধীয়তে তমেকমচং বর্জ্জয়িত্বা শেষং

উ

তৎপদম্ অনুদাত্তচ্‌কং স্যাৎ। গোপায় তং নঃ। অত্র সনাদ্যন্তাঃ ইতি ধাতুত্বে ধাতুস্বরেণ যকারাকার উদাত্তঃ শিষ্টমনুদাত্তম্। "সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বম্ অন্যত্র বিকরণেভ্যঃ ইতি বাচ্যম্—বার্ত্তিকসূত্রম্। তেনোক্তোদাহরণে।

উ উ উ

ত্তপের্ধাতুস্বর আয়স্ত প্রত্যয়স্বরশ্চ ন শিষ্যতে। অন্যত্র ইতি কিম্। যজ্ঞং যজ্ঞমভিবৃদ্ধে গৃণীতঃ। অত্র শিষ্টোঽপি ষা ইত্যত্র স্বরো ন শিষ্যতে কিন্তু তদ এব॥

পদমধ্যে একটী ভিন্ন অবশিষ্ট যাবতীয় স্বর উদাত্ত হইবে: যে স্থানে একটী স্বরের উদাত্তত্ব বা স্বরিতত্ব বিহিত হইবে, সে স্থলে ঐ পদস্থিত অন্য স্বরসমূহের মধ্যে আর কোনটাই উদাত্ত বা স্বরিত হইবে না—অর্থাৎ

উ

সবগুলিই অনুদাত্ত হইবে। গোপায়তং নঃ (ঋগ্বেদ, ৬।৭৪।৪।) এই বাক্যে গোপায়তং পদে 'য' স্বরের উদাত্তত্ব বিহিত হওয়ায় অবশিষ্ট যাবতীয় স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে।

উ

† সত্যং প্রশ্নে ।৮।১।৩২। সত্যযুক্তং তিঙন্তং নানুদাত্তং প্রশ্নে। সত্যং ভোক্ষ্যসে। প্রশ্নে কিম্। সত্যমিদ্বা উত বয়মিন্দ্রং স্তবাম॥

উ

‡ ধাতোঃ ।৬।১।১৬২। অন্ত উদাত্তঃ। গোপায়তং স্যাৎ নঃ। অসি সত্যঃ॥

শব্দের যোগ থাকে, তবে জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের ক্রিয়াপদের স্বরের ব্যতিক্রম হয় না।* এখানেও ব্যতিক্রম না হওয়ার কারণ বা স্থল অতি সতর্কভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার এই বিধি করিয়াই সূত্রকার এই বিধিরও একটী ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কিম্ শব্দের প্রয়োগ না থাকিলে বিকল্পে ধাতুস্বর বজায় থাকিবে।" † এই সূত্রের উদাহরণে তিনি স্পষ্টই দেখাইতেছেন যে, 'পচতি' ক্রিয়ার আদিস্বর উদাত্ত হইলেও প্রশ্নবাচক বাক্যে তাহার অন্যথা কিমর্থে এবং কিম্ শব্দের অপ্রয়োগে বিকল্পে বিহিত হয়। আর একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিধি এই স্থলে প্রণীত হইয়াছে। চিৎ শব্দের যোগে কিম্ শব্দ ক্রিয়াপদের স্বর ব্যতিক্রম সাধনে অসমর্থ। ‡ কিম্ শব্দের সহিত চিৎশব্দের যোগ হইলে তৎসহযোগে যে বাক্য রচিত হয়, তাহা অনিশ্চয়ার্থক হইলেও জিজ্ঞাসাবাচী নহে। সুতরাং জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যই যে ক্রিয়াপদের স্বর-ব্যতিক্রমের কারণ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতেছে না। অথচ পাণিনি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সাদা কথাটা পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন না। তবে যেরূপ ভাষায় বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যতিরেক-মুখে হইলেও কথাটা তিনি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন বলিতে হইবে। এক্ষণে ধাতু বা ক্রিয়াপদ ছাড়িয়া দিয়া বাক্যের উচ্চারণে প্রশ্ন-জন্য কি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনিকে অব্যাহতি দান করিব। পাণিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রশ্নবাচক বাক্যে (বা প্রশংসা বুঝাইলে) বাক্যান্তস্থিত স্বরের প্লুত বা অনুদাত্ত উচ্চারণ হয়। § এই সূত্রে ভট্টোজি দীক্ষিত সূত্রস্থিত অনুদাত্ত শব্দের অর্থ 'প্লুত' লিখিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু বলেন যে, কাহারও কাহারও মতে এখানে অনুদাত্ত শব্দের প্লুত অর্থ নহে।** অনুদাত্ত শব্দের অর্থ প্লুত হউক আর নাই হউক অথবা বিকল্পেই হউক, তাহা লইয়া অধিক আলোচনা আবশ্যক মনে করি না। আমাদের আলোচনার অনুকূল এইটুকু নিঃসন্দেহে পাইতেছি যে, জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের অন্ত্য স্বরের উচ্চারণে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থাৎ

---

* কিং ক্রিয়া প্রশ্নেঽনুপসর্গমপ্রতিসিদ্ধম্ ।৮।১।৪৪। ক্রিয়াপ্রশ্নে বর্ত্তমানেন কিংশব্দেন যুক্তং তিঙন্তং নানুদাত্তম্। কিং দ্বিজঃ পচত্যাহোস্বিৎ গচ্ছতি। ক্রিয়া ইতি কিম্। সাধনপ্রশ্নে মাভূৎ। কিং ভক্তং পচত্যপূপম্বা। প্রশ্নে কিম্। কিং পঠতি। ক্ষেপোঽয়ম্। অনুপসর্গং কিম্। কিং প্রপচতি উত প্রকরোতি। অপ্রতিষিদ্ধং কিং। কিং দ্বিজো ন পচতি।

† লোপে বিভাষা ।৮।১।৪৫। কিমোঽপ্রয়োগে উক্তং বা। দেবদত্তঃ পচত্যাহোস্বিৎ পঠতি॥

‡ কিং বৃত্তং চ চিদুত্তরম্ ।৮।১।৪৮।

§ অনুদাত্তং প্রশ্নান্তাভিপূজিতয়োঃ ।৮।২।১০০।

** According to some this rule does not ordain pluta, but only ordains the anudattaness of those syallables which become pluta by the previous rules, VIII. 2. 84., etc. The meaning of the sutra then is :—That pluta which comes at the end of an interrogative sentence or a sentence denoting admiration, is anudatta.

সাধারণতঃ বাক্যান্তস্থিত স্বরের যেরূপ উচ্চারণ হইত, জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যে সেরূপ হইত না। এই প্রকরণেই পাণিনি একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তাহার অন্ত্য স্বর অনুদাত্ত ও প্লুত হইবে, এই বিধান করিতেছেন—উপরিস্বিদাসীদিতি চ।৮।২।১০২। এই বাক্যটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০।১২৯।৫) আছে। এখানেও বাক্যটি সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাচী—অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। কিন্তু রমেশ দত্ত অনুবাদ করিয়াছেন,—নিম্নের দিকে ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। স্থানটি সৃষ্টি-প্রকরণে দর্শনশাস্ত্রমূলক আলোচনা বুঝাইয়া দিতেছে এবং স্বিৎ শব্দও জিজ্ঞাসাবাচী। ইহার পরেও অনেকগুলি জিজ্ঞাসাবাচক বাক্য একত্র আছে। সুতরাং আমরা অনুমান করি, বাক্যটি সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসাবাচক। পাণিনিও বোধ হয়, ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু শিষ্ট-প্রয়োগ হইতে উচ্চারণটি লক্ষ্য করিয়াছেন। নতুবা জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের জন্য সাধারণভাবে যে সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার পরে এই সূত্রের আবশ্যকতা ছিল না। আমরা জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের তালিকায় এ বাক্যটি দিই নাই।

এ স্থলে আর একটি সূত্রে (৮।২।১০৫) পাণিনি বলিতেছেন যে, জিজ্ঞাসা বুঝাইলে কেবল বাক্যান্তস্বর কেন, যাবতীয় পদান্ত স্বরই স্বরিত ও প্লুত হয়। এই সূত্রের প্রভাবে (৮।২।১০০) সূত্র বিকল্পসূত্রে পরিগণিত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসাবাচী বাক্যের একটা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে। সেই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ভাষায় জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পায় না। বাক্যে জিজ্ঞাসাবাচক শব্দ থাকিলেও এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই উচ্চারণ-ভঙ্গীকে আমরা জিজ্ঞাসার ভাষার প্রাণ-স্বরূপ বলিতে পারি। কারণ, জিজ্ঞাসাবাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়াও কেবলমাত্র এই উচ্চারণ-ভঙ্গীদ্বারা আমরা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ করিতে পারি। যথা,—'তুমি যাবে।' ও 'তুমি যাবে?'

এই যে উচ্চারণ-ভঙ্গী, যাহা দ্বারা আমরা জিজ্ঞাসার ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার যোগ্য বর্ণমালা আমাদের নাই। আমাদের কেন, আমাদের দেশেত নাই; সুসভ্য ইউরোপ-খণ্ডেও নাই। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষার জিজ্ঞাসা-বাচক (?) চিহ্ন আমাদের দেশের সকল ভাষাতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন কালে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যুগে জিজ্ঞাসার ভাষা লিখিয়া বুঝাইবার জন্য এই সামান্য কৌশলটীও ছিল না। অথচ এই চিহ্ন দ্বারা উচ্চারণের ভঙ্গীও প্রকাশ পায় না। জিজ্ঞাসাবাচক (?) এই চিহ্নে আমরা এইমাত্র বুঝি যে, বাক্যটী জিজ্ঞাসাবাচক এবং সেই বোধ হইবামাত্র আমাদের আজন্ম-অভ্যস্ত রীতিতে আমরা জিজ্ঞাসাসূচক উচ্চারণভঙ্গী সহকারে বাক্যটী পাঠ করিয়া থাকি।

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। জিজ্ঞাসার প্রাণস্বরূপ এই যে উচ্চারণভঙ্গী, ইহা সকল ভাষাতেই একরূপ। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় "তুমি কোথায় ছিলে?" উচ্চারণ করিতে যে প্রকার বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করি, ইংরাজেরা "Where had you been?" উচ্চারণ করিতেও সেইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেন। আবার পারসীকগণ, از کجا مي آئي ? (আজ্ কুজা মি আঈ? কোথায় হইতে আসিলে?) উচ্চারণ করিতেও সেই একই প্রকার অবলম্বন করেন। এই প্রকার যে সকল ভাষাকে ইণ্ডো-ইউরোপীয়, ইণ্ডো-জর্ম্মণ বা আর্য্য আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সকল ভাষাতে এই উচ্চারণভঙ্গী এক প্রকার। সাঁওতালেরা অনার্য্য জাতি। তাহাদিগকে এই একই প্রকার সুরে "দাকা জুমায়ে?" (ভাত খাইয়াছ?) বলিতে শুনিয়াছি। Caldwell তাঁহার দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে এ উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ভাষাতেও উচ্চারণভঙ্গী এই প্রকার। চীনদেশের ভাষা, আফ্রিকার নিগ্রোজাতির ভাষা, আমেরিকার আদিম জাতিগণের ভাষা, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহের ভাষা, তথা হিব্রুভাষার উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে একটী অভিনব তথ্যের আবিষ্কার হয়। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ, এরূপ তুলনা-মূলক তথ্যের আবিষ্কারে বহু ব্যক্তির সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

এক্ষণে স্বাভাবিক প্রশ্ন এই হইতেছে যে, প্রশ্নবাচক বাক্য সকল ভাষাতেই এই এক-ভাবে উচ্চারিত হয় কেন? এই উচ্চারণের ভঙ্গী সকল ভাষাতেই সমভাবে প্রবেশ লাভ করিল কি প্রকারে? স্বভাবতঃ এই উচ্চারণভঙ্গীর কোনওরূপ অর্থপ্রকাশের শক্তি আছে কি? এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আমাদের এই উচ্চারণ-প্রণালীটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। যে বাক্যটী জিজ্ঞাসাবাচী, বিস্ময়বাচী বা সম্বোধনবাচী নহে, তাহা উচ্চারণ করিবার সময় আমরা উচ্চারণের একটা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম মানিয়া চলি। বাক্যের আরম্ভ, মধ্য ও শেষে একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ক্রম লক্ষ্য করা যায় এবং ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, বাক্যের অবসানের পর আর কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে না। যখন বাক্য শেষ হয়, তখন তাহা অসম্পূর্ণতার ভাব প্রকাশ করে না। কিন্তু জিজ্ঞাসার ভাষায় ইহার ব্যতিক্রম পরিস্ফুট। জিজ্ঞাসার বাক্যের উচ্চারণে একটা অসম্পূর্ণত্ব, একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব, একটা অপরের প্রতীক্ষা স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে। বাক্যটা যেন সম্পূর্ণ হইল না, মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গেল এবং সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় শ্রোতার উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়া গেল। অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যটী সম্পূর্ণ বাক্য নহে, সাকাঙ্ক্ষ বাক্য, তাই সম্পূর্ণতার জন্য অন্যের নিকট কিছু চাহিয়াই অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। ইহার আরম্ভ, মধ্য ও অবসান স্বাভাবিক ক্রমে না হইয়া উচ্চারণের মধ্যে এমন একটা গতিশক্তি প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা বাক্যের অবসান অংশে একটা অস্বাভাবিক কম্পন উৎপাদন করিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয়ে একটা ঝড় উঠাইয়া দেয়। এই প্রকার উচ্চারণভঙ্গীকে আমরা জিজ্ঞাসার জন্য অতি স্বাভাবিক ও অতি প্রাচীন প্রণালী

বলিয়া মনে করি। এটা এক প্রকার ভাষার ইঙ্গিত বা সঙ্কেত। এখানে সঙ্কেতমাত্র দ্বারাই জিজ্ঞাসার ভাব ব্যক্ত হয়। এইরূপ সার্ব্বজনীন সঙ্কেত আমরা অনেক ব্যবহার করিয়া থাকি। পুনঃ পুনঃ শিরঃকম্পন একটা অশান্তির লক্ষণ। তাই এই প্রকার শিরঃকম্পন ভাষার অভাবে অসম্মতির জ্ঞাপক হইয়াছে। আমরা অধিকাংশ সময়েই 'না' কথাটা মুখে না বলিয়া এই প্রকার সঙ্কেত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকি। আবার ধীরভাবে আরামের সহিত এক পার্শ্বে মাথাটা অবনত করা শান্তি বা আরামের লক্ষণ। তাই এই প্রণালী সঙ্কেতের ভাষায় সম্মতির জ্ঞাপক হইয়াছে; 'হাঁ' বলিবার পরিবর্ত্তে আমরা প্রায়ই এই সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার করি। এবং এই সাঙ্কেতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানসিক সম্মতির জ্ঞাপন করে। চক্ষু ও মুখমণ্ডলের রক্তিমা যেমন ক্রোধাদির ব্যঞ্জক, এই প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষাও সেই প্রকার স্বাভাবিক। হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া, হস্ততালু ঊর্দ্ধমুখ করিয়া হাতটী ঘুরাইলে "জানি না" বলা হয়। এই প্রকার অনেক সাঙ্কেতিক ভাষা লক্ষ্য করা যাইতে পারে, যাহা ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি হইতে বাঙ্গালী, জাপানী পর্য্যন্ত সকলেই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং এই সঙ্কেতসমূহ অতি স্বাভাবিক ও অতিপ্রাচীন। আমাদের জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যের উচ্চারণ-প্রণালীও এইপ্রকার অতি স্বাভাবিক ও অতি প্রাচীন সাঙ্কেতিক ভাষা। ইহা এত প্রাচীন যে, ব্যাকরণকারগণ এই উচ্চারণ-প্রণালীতে নিতান্ত অভ্যস্ত বলিয়া ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। লিপিবিদ্যা ইহার উচ্চারণ লিখিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। কেবল যখন শব্দবিন্যাস-প্রণালীতে ইহার জন্য অভিনব সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন ইহার পরিচয়সূচক একটী (?) চিহ্ন মাত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিষয়টী যেরূপ অনালোচিত ও উপেক্ষিতভাবে পড়িয়া আছে, তাহাতে যোগ্যতর ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দ্বারা ইহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। আমরা কেবলমাত্র বিষয়ের অবতারণাদ্বারা বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়

১। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ধর্ম্মমূলক। ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার একটা বিশিষ্টতা ছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিকাশ করিয়া তোলা। আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এমন কি, আমাদের রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। তাই মন্বাদি যে সকল সংহিতামূলে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহাদিগের নাম ছিল 'ধর্ম্মশাস্ত্র'। তাই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যমাত্রই ধর্ম্মমূলক—আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। তাই দেব-প্রতিমা গঠনেই আমাদের দেশের শিল্পিগণের শিল্পচাতুর্য্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে—দেব-মন্দির নির্ম্মাণে স্থপতিগণের নৈপুণ্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—কবি ও সাহিত্যিকগণের লেখনী-মুখেও কেবল ধর্ম্মের কাহিনীই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

২। বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলির প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি। প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে আমাদের দেশের ধর্ম্মমতগুলির উত্থান-পতনের ইতিহাসের খবর লইতে হইবে। কারণ, এই ধর্ম্মমত-গুলির উত্থান-পতনের সহিত আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঠান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এ দেশে সেনবংশীয় ভূপতিগণ রাজত্ব করিতেন। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিজয়সেনদেব ধর্ম্মে শৈব ছিলেন[১]। তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন-দেবও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পিতৃমতানুগামী ছিলেন[২]। বল্লালের পর যিনি গৌড়েশ্বর হইলেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি বল্লালপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব। লক্ষ্মণসেনের 'তর্পণদীঘির' তাম্রশাসনের প্রারম্ভে এই কারণেই আমরা 'ওঁ নমঃ শিবায়'

১। বিজয়সেনের দেবপাড়া-শিলাপ্রশস্তির প্রথমে "ওঁ নমঃ শিবায়" 'এইরূপ বচন আছে। উক্ত প্রশস্তি পাঠেও জানা যায়, তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার 'বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর" উপাধি ছিল (বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)।

২। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনের প্রারম্ভে "ওঁ নমঃ শিবায়" লেখা আছে এবং ঐ তাম্রশাসনের উপরে 'সদাশিব' মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ঐ শাসনে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার 'নিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বর' উপাধি ছিল (দানসাগর)।

বচনের পরিবর্ত্তে 'ওঁ নমঃ নারায়ণায়' বচন দেখিতে পাই। আবার এই কারণেই বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামীকে আমরা তাঁহার রাজসভায় অধিষ্ঠিত ও সমাদৃত দেখিতে পাই।

লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বের শেষভাগে গৌড়রাষ্ট্র পাঠানগণকর্ত্তৃক বিজিত হয়। সেনবংশের পূর্ব্বে পালবংশীয় রাজগণ গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনসমূহের প্রারম্ভে "ওঁ নমো বুদ্ধায়" এইরূপ বচন উৎকীর্ণ থাকা পরিদৃষ্ট হয়। যত দিন এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল, তত দিন অন্যান্য ধর্ম্মমতসমূহ এ দেশে সহজে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। তারপর যখন শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম রাজধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিল, তখন হইতেই এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সূত্রপাত হইল—প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্রাহ্মণগণের হস্তে নিগৃহীত হইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যখন এ দেশে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া গৌড়মণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতঃ মুমূর্ষু বৌদ্ধধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া সদর্পে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গৌড়মণ্ডলে এক অভিনব ঘটনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইল এবং তাহার 'নিমিত্তকারণ' হইল পাঠান বিজেতাগণ।

পাঠানগণের যে ধর্ম্মমত, তাহার সহিত এ দেশীয় বৌদ্ধ, শৈব কিংবা বৈষ্ণব, কোন মতেরই সামঞ্জস্য ছিল না এবং পাঠান বিজেতাগণও এ দেশের সকল ধর্ম্মমতের সহিতই তুল্যরূপ সহানুভূতিশূন্য ছিল। তাহারা দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্দেশীয় সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতগুলির এক সাধারণ আখ্যা প্রদান করিল—তাহা 'হিন্দুধর্ম্ম'। তাহার ফলে এই হইল যে, এ দেশীয় সকল ধর্ম্মমতগুলিকেই এক সমতলে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। পূর্ব্বে যেমন রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া এ দেশীয় এক প্রকার ধর্ম্মমত অপর ধর্ম্মমতকে বিপন্ন করিতে সমর্থ হইত, এখন তাহারা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইল এবং 'হিন্দুধর্ম্ম'রূপ সাধারণ নামের আবরণে নবীন ভাবে, নবীন সাজে নিজ নিজ ধর্ম্মাচার্য্য ও ভক্তগণের সহায়তায় মস্তকোত্তোলনে প্রয়াসী হইল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম 'ধর্ম্মপূজার' ছদ্মবেশে, বৌদ্ধ-শক্তিসমূহ লৌকিক চণ্ডী ও বিষহরি প্রভৃতি নামের আবরণে আত্মপ্রতিষ্ঠার নবোদ্যমে প্রবৃত্ত হইল—শৈব, বৈষ্ণব, নাথ-পন্থীগণও নিজ নিজ মতের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অগ্রসর হইল—এমন কি, প্রাচীন সৌরগণ পর্য্যন্তও স্বকীয় মত প্রচারে উদ্যত হইল। তৎকালে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে গীতিকাব্যের ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করাই সহজসাধ্য ছিল। সুতরাং ধর্ম্মাচার্য্যগণ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপনাপন ধর্ম্মমত-সমূহের ও ইষ্টদেবদেবীগণের গৌরব ঘোষণ পূর্ব্বক গীতিকাব্যের রচনায় ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সদ্ধর্ম্মীগণ বৌদ্ধজগতের ভাব লইয়া 'শূন্যপুরাণ', নাথপন্থীগণ 'মাণিকচাঁদের' ও 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'[১] ও 'গোরক্ষবিজয়' নামক গীতিকাব্য, শৈবগণ নানাপ্রকার শিবায়ন,

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দুইটি কারণে এই দুইটী গীতিকাব্যকে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করেন। প্রথম, মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা আছে। দ্বিতীয়, তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন; গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক

শাক্তগণ বিবিধ চণ্ডীমঙ্গল, পদ্মাপুরাণ ও শীতলার গীতি, সৌরগণ সূর্য্যের পাঁচালী, বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি রচনা করিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল গীতিকাব্যই পাঠান বিজয়ের পরবর্ত্তী প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মৌলিক রচনা বলিয়া পরিগণিত। এই সময় আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কাশীরাম দাসের মহাভারত, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি এই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্গত এবং সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনুবাদ ও চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে এই শ্রেণীর সাহিত্য সংগঠিত। পাঠান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের যে সকল বাঙ্গালা রচনার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা "বৌদ্ধগান ও দোহা"১ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি ডাকের বচন ও খনার বচনের মধ্যেও ঐ কালের বাঙ্গালা রচনার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তৎকালে বেদপন্থী ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ করিতেন না এবং একমাত্র বৌদ্ধগণই প্রাদেশিক ভাষায় তাঁহাদের মত প্রচার করিতেন। বোধ হয়, এই নিমিত্তই পাঠান-বিজয়ের পূর্ব্বকালীন ঐ সকল বাঙ্গালা রচনাসমূহ কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক।

এইরূপে ধর্ম্মমতসমূহের গৌরব প্রচারোদ্দেশে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করায় তাহাতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে স্থান লাভ করে নাই। এমন কি, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের

এবং মাণিকচন্দ্র তৎপূর্ব্বে রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গীত রচিত হইবার কথা। দীনেশ বাবুর প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, কড়ি যে কেবল হিন্দু-রাজত্বেই রাজকর-স্বরূপ গৃহীত হইত, তাহা নহে; মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত এই প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রীহট্ট প্রদেশের কড়ির প্রথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণকে পর্য্যন্ত উৎখাত করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে, তিরুমলয় লিপির রাজেন্দ্র চোল ১০১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই, তিনি ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে তিরুমলয় শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তিরুমলয়ের গোবিন্দচন্দ্র ও মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রকে এক মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পাওয়া যায়,—"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়ুচন্দ্র পিতা। তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।" অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ধাড়িচন্দ্র, তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। আবার শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন অনুসারে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, তৎপুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—'বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অনুসারে বঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের সহিত ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানে উল্লিখিত রাজগণের কোন সম্পর্কই এখন পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে না" (বাঙ্গালার ইতিহাস)। গ্রীয়ার্সনের মতে মাণিকচাঁদের গান খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত। উহাই সম্ভবতঃ ঠিক অনুমান।

১। খ্রীষ্টীয় ৭ম হইতে ১৩শ শতকের মধ্যে বিরচিত এই সকল গান ও দোহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধগান ও দোহা" নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

২। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর রচনা শেষ হয়। যথা,—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।"—(কঃ কঃ, ৮)।

বিরচিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" বাদ দিলে এই শ্রেণীর গার্হস্থ্য ও সামাজিক চিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুত্রাপি পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত পরিদৃষ্ট হয় না।

৩। পাঠান-বিজয়ের পূর্ব্বকালীন রচনায় বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। এই সময় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গ্রহণের জন্য লোকে গুরুকরণ করিত[১]। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্যমতগুলির সহিত পাশাপাশি অবস্থান করিয়া 'সহজিয়া ধর্ম্ম'-মত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। এই মতে ভাবও নাই, অভাবও নাই, সকলই শূন্যরূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ব্বাণে কোনও প্রভেদ নাই—দুই-ই এক; সুতরাং সহজিয়ারা অদ্বয়বাদী[২]। এখনকার ন্যায় তখনও 'ব্রহ্মবাদী' ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতেন এবং চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণকেই উত্তম বলিয়া প্রচার করিতেন, অগ্নিহোত্র করিতেন, চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন, দণ্ডীবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু সহজিয়ারা এই জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিতেন না[৩]। যাহারা "ঈশ্বর ধর্ম্ম" মানিত, তাহারা গায়ে ছাই মাখিত, মাথায় জটা ধারণ করিত, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, গৃহের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিত, আসন করিয়া বসিত, চক্ষু মিট্‌-মিট্‌ করিত, কাণে খুস-খুস্ করিত ও লোকদিগকে ধাঁধাঁ দিত। অনেক রণ্ডী (অর্থাৎ স্বামিরহিতা), মুণ্ডী ও নানাবেশধারী লোক ইহাদের মতে চলিত[৪]। ক্ষপণকগণ কপট মায়া-জাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইত, মলিন বেশ ধারণ করিত, নিজ শরীরকে কষ্ট দিত, নগ্ন হইয়া থাকিত, কেশোৎপাটন করিত ও ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিত[৫]। বৌদ্ধ স্থবিরগণের কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য থাকিত, তাহারা গেরুয়া কাপড় পরিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া লোক ঠকাইত, মহাযানীদিগের কেহ কেহ পুস্তক নকল করিত, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিত না[৬]। লোকে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্ম্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ও মঠ-প্রতিষ্ঠাকে

১। "দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।"—(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)

২। অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা।"—(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)
"অবঅ চিত্ত তরুঅর করাউ তিহুঅণেঁ বিত্থা [র]
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই নামে পর উআর।"—(সরোজবজ্রের দোঁহাকোষ)

৩। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, ৮১—৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ, ৮৪—৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫। বৌদ্ধ গান ও দোহা, ৮৬—৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৬। ঐ, ৮৮—৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত১। স্বর্গকামী ব্যক্তিগণ অন্নদান, জলদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান ও কন্যাদান করিত২। এই সময় বাঙ্গালী গৃহস্থ ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত। সুশীলা গৃহস্থ-বধূরা অতিথি সেবা করিত, স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী ছিল, রৌদ্রের সময় (গ্রীষ্মকালে) কাঁটা-কুটা দ্বারা রাঁধিত, বর্ষার জন্য খড়-কাঠ বাঁধিত, কাঁকে কলসী লইয়া ঘাটে জল আনিতে যাইত৩। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "কৃষক, সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল, সেই সব জ্ঞান [খনার বচনে] প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্য ধরায় আঁটে না, আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বন্যা হয়, ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়, ধান্যের থোর জন্মিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীষভরে আনত হইলে ১৩ দিন পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোন ফসল হয় না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্ব্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। কিন্তু এই সব বচনের অপর একটা দিক্ দেখিবার আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিকটিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে, স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ

১। ধর্ম্ম করিতে যবে জানি
পোখরি দিয়া রাখিব পানি।
গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম।—(ডাকের বচন)

২। যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী।
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান।—(ডাকের বচন)

৩। অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজায় সাজে।
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি।
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে।
খড় কাঠ বর্ষাকে বাঁধে।
কাখে কলসী পানিকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাহুকো না চায়।
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে।—(ডাকের বচন)

করিতে বজীর ধীর পাঁজির দোহাই দিত, তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় করিত[১]।"

৪। পাঠান-বিজয়ের পর হইতে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে রচিত বাঙ্গলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। পাঠান-বিজয়ের অব্যবহিত পরে বিরচিত[২] শূন্যপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ সদ্ধর্ম্মীগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিল[৩]। এই জন্য পাঠানগণ যখন ব্রাহ্মণগণের দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত-আরম্ভ করিল, তখন সদ্ধর্ম্মীরা আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সময় পাঠান বিজেতাগণ মাথায় কাল রঙ্গের টুপী পরিত, হাতে 'তিরুচ কামান' ধরিত এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া মন্দিরসমূহ আক্রমণপূর্ব্বক ধ্বংস করিত ও চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত[৪]। এই সময়ে বিরচিত মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে পুরুষেরা মাথায় পাকড়ী ধারণ করিত[৫]; ধনশালী লোকেরাও 'বাঙ্গালা ঘরে' বাস করা পছন্দ করিত[৬]; তাহারা শয়নের জন্য 'শীতল মন্দিরে' 'পালঙ্গ' ব্যবহার করিত এবং গ্রীষ্মকালে 'শীতল পাটিতে' শয়ন করিয়া, বালিসে হেলান দিয়া 'দণ্ড পাখার' বাতাস উপভোগ করিত[৭]।

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-বিরচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৮৩-৮৪ (তৃতীয় সংস্করণ)।

২। দীনেশ বাবুর মতে "শূন্যপুরাণ"-রচয়িতা রামাই পণ্ডিত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৬১)। আমরা নানা কারণে দীনেশ বাবুর মত গ্রহণ করিতে অপারগ। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'রমাই ঠাকুরের ছড়াগুলি নিশ্চয়ই মুসলমান অধিকারের পরে লেখা হইয়াছিল (বৌদ্ধগান ও দোহা— মুখবন্ধ, পৃঃ ২ দ্রষ্টব্য)। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মতাবলম্বী।

৩। "মালদহে মাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিস পাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দশ বিশ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাশ।"—(শূন্যপুরাণ, নিরঞ্জনের রুষ্মা)

৪। "ধর্ম্ম হইলা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে শোভে তিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।" (শূন্যপুরাণ)

৫। 'কার জন্ত পাকড়ি রাখিছ মস্তক উপর।' (মাণিকচাঁদের গীত, ৩৫২ শ্লো)

৬। "বান্ধিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পড়ে কালী। (মা, চা, গী)

৭। "কারে লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দীর ঘর।
পালঙ্গে কেয়াইব হত্ত নাই প্রাণের ধন।
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
গ্রীস কালে ঘামত দিমু দণ্ড পাখার বাও।" (মা, চ, গী)

কৃষাণেরা দেড় বুড়ি কড়িতে এক মাস হাল চষিয়া দিত; দেড় বুড়ি কড়ি খাজনা দিলে 'ছয় মাস জমির ফসল উপভোগ করা যাইত; 'সরুয়া নলের বেড়া'র ঘরে লোকে শয়ন করিত; যে সামান্ত একটু যত্ন করিত, তাহার দুয়ারেই 'ঘোড়া বাঁধা' পড়িত এবং বান্দীরাও 'পাটের পাছড়া' পরিধান করিতে পাইত১; 'ইন্দ্রকষণ' বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইত২; 'ইন্দ্রমিঠা' নামক এক প্রকার মিষ্টদ্রব্য৩ ও 'বংশহরির গুয়া'৪ উপাদেয় বলিয়া ব্যবহৃত হইত। এই সময় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিল। সন্তান জন্মিলে সাত দিন পরে 'সাদিনা', দশ দিন পরে 'দশা' এবং ত্রিশ দিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব হইত৫। ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে যেমন উপবীত ধারণ কর্ত্তব্য, ধর্ম্মঠাকুরের পূজক-সম্প্রদায়মধ্যে তেমনি 'তাম্রধারণ' কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল৬। গৃহস্থেরা গায়ে তৈল ব্যবহার করিত এবং 'কাঁথার' প্রচলন ছিল৭। বড়লোকেরা 'শিতল চন্দন' ও 'চামরের বাতাস' উপভোগ করিত৮। নগরে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ 'পাঁজি হাতে' ভ্রমণ করিত৯। লোকে সন্ন্যাসী ভিখারীকে 'চাউল, কড়ি, হরিদ্রা ও লবণ' ভিক্ষা দিত১০। 'গয়ায় পিণ্ডদান', 'ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের সেবা', 'দেবতা ও ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা', দিঘী সরোবর খনন ও জাঙ্গাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত১১। জুগীরা

১। "মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতী।
হালখানায় মাসড়া সাধে দেড়বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
এত মাণিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নলের বেড়া।
একতন বেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া॥
বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া॥ (মা, চ, গী)

২। মা, চ, গী (৫৫৫ শ্লো)। ৩। ঐ (২২৫ শ্লোঃ)। ৪। ঐ (২২৭ শ্লোঃ)।

৫। মা, চ, গী দ্রষ্টব্য। ৬। শূন্যপুরাণ দ্রষ্টব্য।

৭। "তৈল বিনে সুখ তনু বস্ত্র বিনে কাঁথা"—(গো, চ, গীত, ২৯৪ শ্লোঃ)।

৮। "শিতল চন্দন তেজি চামরের বায়।"—(গো, চ, গী, ২৯৩ শ্লো)

৯। "পাজি হাথে ভাক্যা বলে জুতিষ ব্রাহ্মণ"—(গো, চ, গীত, ৩০১ শ্লোঃ)

১০। "সর্ব্ব থালে চালু কড়ি হরিদ্রা লবণ॥—জুগীর নিকটে গেলা হরিস বদন॥"—(গো, চ, গী, ৩২৫ শ্লোঃ)

১১। "না করিল পিতৃকার্য্য গয়ায় দান পিণ্ড। পিতা মাতা তাহার ভুঞ্জিতে নরক কুণ্ড ॥৪৮৮
ব্রাহ্মণ লজ্জয়ে যেবা আর গুরুজন। ব্রাহ্মণহিংসায় পাপ না হয় গমন॥ ৪৮৯
দেবতা ব্রাহ্মণ যেবা করিবে স্থাপন। সেই পুণ্যে অন্তি সত্য বৈকুণ্ঠে গমন ॥৩০০
দিঘি সরোবর যেবা দিয়াছে জাঙ্গাল। জন্মান্তরে সেই জন হয় মহিপাল॥ ৩০৪—(গো,চ,গীত)

ক্ষুরে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া, কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া, গায়ে বিভূতি মাখিয়া, কটিতে কৌপিন বাঁধিয়া, কাঁধে কাঁথা ঝুলি লইয়া বেড়াইত[১]। ধনবানের গৃহিণীরা হার, কেয়ূর, কঙ্কণ, বেসর, নূপুর ব্যবহার করিত এবং সধবা স্ত্রীলোকগণ মাথায় 'সিন্দুর' পরিত[২]। প্রাতঃকালে উঠানে 'ছড়া' দিবার প্রথা ছিল[৩]; স্ত্রীবধ মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত[৪]। বালক-বালিকারা পাঠশালায় অধ্যয়ন করিত[৫], বড় লোকেরা শ্বেত চামরের বাতাস, অগৌর চন্দনের প্রলেপ ও কর্পূর সহিত তাম্বুল উপভোগ করিত, বহুসংখ্যক দাস-দাসী রাখিত[৬] এবং পাথরের দেওয়াল ও লোহার কপাটবিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করিত[৭]।

৫। চণ্ডীদাসের সময় হইতে শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সময়ে বিরচিত বাঙ্গালা সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। কবি চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত। কবি কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রামায়ণের সহিত বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পরিচয় আছে। বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হোসেন সাহ নরপতির শাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'পদ্মাপুরাণ' নামক কাব্যের রচয়িতা। ইঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের অভ্যুদয়ের

১। "সুবর্ণের খুরেতে মুড়ায় মাথায় কেষ। কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া হইল জুগী বেষ॥
বিভূতি মাখিল গায় কটীতে কপিন। কাথা ঝুলি কান্দে করি হইল উদাসিন॥"
—(গো, চ, গীত, ৬৪৫-৬৪৬ শ্লোঃ)

২। খসাইয়া পেলে হার কেয়ুর কঙ্কন। অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥
নাকের বেশর পেলে পায়ের নপুর। পুছিয়া পেলিল সবে সিথার সিন্দুর॥
—(গো, চ, গীত, ৭০৪-৭০৫ শ্লোঃ)

৩। "রজনী প্রভাতে পড়ে চন্দনের ছড়া।" (গোঃ চ গীত, ১৯৯ শ্লোঃ)

৪। "স্ত্রী বধ মহাপাপ শুন আগম পুরানে।" (ঐ, ১৮৪ শ্লোক)

৫। "পাঠশালে পড়ি আমি জাই নিকেতন।" (ঐ, ৬৯ শ্লোক)

৬। "সেত চামরে কেহ করিছে বাতাস।
অগৌর চন্দন কেহ লেপে সর্ব্বগায়।
কর্পূর সহিত কেহ তাম্বুল যোগায়।" (ঐ ৩০-৩৪ শ্লোঃ)

৭। "পাষান দেয়াল ঘরের লোহার কপাট।" (ঐ ৯৩ শ্লোঃ)

পূর্ব্বকালীন কবি। ইঁহাদের রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে 'বাসুলী' প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজা রজকিনীতেও করিতে পারিত[১]; নীচজাতীয়া রমণী-সংসর্গে উচ্চজাতীয় পুরুষের জাতিপাত হইত[২]; আবার ব্রাহ্মণ-সমাজ ইচ্ছা করিলে সেই পতিতকে উদ্ধারও করিতে পারিত[৩]; এই সময় 'সীতামিশ্রী', 'আলকা' প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের প্রচলন ছিল[৪], সধবারা সিঁথিতে সিন্দুর, বাহুতে বলয় ও শঙ্খ এবং পায়ে নূপুর পরিত[৫]; 'সাতেসরী' নামক হার ও কেয়ূর ব্যবহার করিত[৬]; অঙ্গে কাঁচুলী ধারণ করিত[৭]; খোঁপা বাঁধিত ও তাহা পুষ্পদ্বারা ভূষিত করিত[৮]; নয়নে কাজল দিত[৯]; বাহকেরা দড়ি ও বেঁড়ুয়া দ্বারা শিকা প্রস্তুত করতঃ বাহকের সাহায্যে ভার লইয়া যাইত[১০]; মাথায় এক প্রকার ছাতি ধরিয়া আতপ-তাপ ও বর্ষার ধারা হইতে মস্তক রক্ষা করিত[১১]; গোয়ালারা হাটে দধি, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃত বিক্রয় করিত[১২]; পাত পাতিয়া ভাত খাইত[১৩]; রমণীরা কাঁকে কলসী লইয়া ঘাটে জল আনিতে যাইত[১৪] নেতের অর্থাৎ রেসমের কাপড় পরিত[১৫]; ললাটে তিলক, কানে কুণ্ডল,

---

১। "অল্প বয়সে, দুঃখিনী রামিনী, সেবাতে নিযুক্ত হোল।"—(চণ্ডীদাস)

২। "ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাথে জাতিপাত হ'ল ছাড়া।"—(চণ্ডিদাস)

৩। "শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকলে ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ।
তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন, করিয়া উঠাব কুলে।"
"সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন সকলে দিলেক পান।
সকলের মূল সামগ্রী করিলে আমি হই পরিত্রাণ।"—(চণ্ডিদাস)

৪। চণ্ডীদাস পদাবলী দ্রষ্টব্য।

৫। "চঞ্চল নয়ন তোর সিনতে সিন্দুর। বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।"—(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
"বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচুর" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৮৮)

৬। "ছিণ্ডিয়া পেলাইবো বড়ায়ি সাতেসরী হার"—(ঐ, পৃঃ ৮৮)

৭। "কাঞ্চলী ভাঙ্গিআঁ, তন বিগুতিল, ছিড়ি সাতেসরীহারা।" (ঐ)

৮। "খোঁপাত জুলয়ে তোর মোলঙ্গের মাল।" (ঐ পৃঃ ৭৯)

৯। "কাল কাজল নয়ান না লও"—(ঐ ৯২ পৃঃ)

১০। "সুদৃঢ় বন্ধন কৈল দুরি শিকিয়া। তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুআ।
বাহুক যোড়িয়া গেলা যমুনার পারে।"—(ঐ ১৬৯ পৃঃ)

১১। "খাঁট করি রাধার মাথাত ধর ছাতী।"—(ঐ ১৯৭ পৃঃ)

১২। "দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ। এবে গোআলায় কৈল জীবন উপায়।" (ঐ পৃঃ ২০১)

১৩। "পাত পাতিআঁ কেহো খাহি কেহ ভাত।" (ঐ পৃঃ ২১৩)

১৪। "কাখেত কলসী করি বড়ায়ি ভুলে। চলাইলা চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে।"—((ঐ ২৫৯ পৃঃ)

১৫। "নেত ধড়ি পরিধানে" (ঐ পৃঃ ২৬৯)।

পায়ে মগর খাড়ু, নূপুর, কানে হীরক-খচিত 'কড়ি' নামক কর্ণাভরণ, বাহুতে বাহুটী, পদাঙ্গুলীতে 'পাসলী' ব্যবহার করিত১; পর্য্যঙ্কে শয়ন করিত২; অম্বল, শাক, পটল ভাজা, নিমঝোল প্রভৃতি ব্যঞ্জনের প্রচলন ছিল এবং ঝাল-বাটা দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধা হইত৩; ভাদ্র শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত পুরিলে, এবং মাটির উপর জলের আঁক পাড়িলে বৃথা কলঙ্কের আশঙ্কা করিত৪; শুভ তিথি বার দেখিয়া লোকে মাঙ্গলিক কার্য্য করিত৫; কর্পূর-বাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করিত৬; দুগ্ধ তপ্ত করিয়া খাইত৭; রমণীরা মাথায় গোটন খোঁপা বাঁধিত৮; 'করতাল' নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল৯; শিশুর জন্মের পাঁচ দিনে 'পাঁচটি', ছয় দিনে 'ষষ্ঠীপূজা', আট দিনে অষ্ট কলাই, ছয় মাসে 'অন্নপ্রাশন', পঞ্চ বর্ষে হাতে খড়ি দিবার প্রথা ছিল এবং ষষ্ঠীপূজার রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইত১০; বিবাহের পূর্ব্বে 'অধিবাস' হইত; উপরে আম্র-পল্লব ও নীচে দূর্ব্বাধান দিয়া ঘট সংস্থাপন করা হইত; নান্দীমুখ শ্রাদ্ধান্তে গাত্রহরিদ্রা কর্ম্মান হইত; কন্যার গাত্রে পিঠালী লেপিয়া দিত এবং তোলা জলে স্নান করাইত১১।

১। "ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা" (ঐ পৃঃ ৬৮) "সব সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল" (ঐ পৃঃ ৭৮)
"পায়ের মগর খাড়ু মাথে যোড়া চুলে (ঐ পৃঃ ৭৯)। ছোট ছোট বালকের মগর খাড়ু পায়" (বিজয় পণ্ডপু)।
"কানের হীরাধর কড়ি" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ১১২)। হাথের বলয় নিলে আওর বাহুঠী। (ঐ পৃঃ ১৩৪)
"কনক কঙ্কন নিলে আওর আঙ্গঠী। বড় দুঃখ পাইল আহ্মে কাড়িতে পাসলী।—ঐ।

২। "খাট পালঙ্ক গঢায়িবোঁ" (ঐ পৃঃ ৩০০)

৩। আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোয়ার দিলোঁ, সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী।
ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ, ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিম ঝোলে খেঁপিলো, বিপি জলে চড়াইলোঁ চাউল।" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩৩৬)

৪। হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে। হাত ভরিলো কিবা পূরিল কলসে।
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে। মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে। (ঐ পৃঃ ২৮৫)

৫। "শুভ তিথি বার শুভক্ষণে।" (ঐ পৃঃ ১৫)

৬। "কর্পূর বাসিত রাধা খাহ তাম্বুল।" (ঐ পৃঃ ১৪)

৭। "জুড়াইলে সোআদ লাগে তপত দুধ।" (ঐ)

৮। "লঙ্গ মালতীএঁ, খোঁপা ভরায়াঁ, ভিড়িয়া বাঁধে গোটনে।" (ঐ পৃঃ ১৩১)
"কুসুম সুষম মুকুতা মাল, গোটল খোটন বাঁধিয়া।"—(চণ্ডীদাস পদাবলী)

৯। "করে করতাল" ইত্যাদি (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)।

১০। "পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল সুপ্রবীণ।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা নিশি জাগরণে। দিলা অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে।
ছয় মাস বয়স হইলে চারি জন। করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন।
... ... পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী।"—(কৌর্ত্তিবাসী রামায়ণ)।

১১। আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন। আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ।
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা। ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা।

বিবাহে চতুর্দ্দোল ব্যবহার হইত১ ; বাদ্যকরেরা দামামা, দগড়, ঢাক, ঢোল, ডম্ফ, বীণা, সানাই, কাঁসি, বাঁশী প্রভৃতি বিয়াল্লিশ প্রকার বাজনা বাজাইত২ ; ছায়ামণ্ডপের নিয়ে বরকে বসান হইত৩ ; বসন ও চন্দন দিয়া বরকে বরণ করা হইত৪ ; স্ত্রীগণ বরকে বরণ করিত ও বাসর-ঘরে ঠাট্টা-তামাসা করিত৫ ; পায়ে দধি ও মাথায় দূর্ব্বাধান ছড়াইয়া দিয়া বরণ করিত৬ ; বিবাহকালে উভয় পক্ষের কুলজী পাঠের ব্যবস্থা ছিল৭ ; কন্যার মস্তক আমলকী দ্বারা পরিষ্কার করা হইত ও কেশ চিরুণী দ্বারা আঁচড়ান হইত৮ ; সধবার কপালে তিলক ও সিন্দুর দিবার প্রথা ছিল৯ ; তাহারা নাকে বেসর, গলায় হার, উপর-হাতে তাড়, কর্ণে কর্ণফুল, বাহুতে শঙ্খ ও শঙ্খের উপর কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, বুকে কাঁচলী এবং পরিধানে 'পাটের পাছড়া' ব্যবহার করিত১০ ; 'গঙ্গাজলি

সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ। অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ।"—(কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

"ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান। উপরেতে আম্রশাখা নীচে দূর্ব্বাধান।"—ঐ

"নান্দিমুখ করিলেন যেমন বিধান।"—ঐ

হরিদ্রা মাথায় চারি বরে কুতূহলে। অঙ্গেতে পিঠালী দিল সখীরা সকলে।"—(ঐ)

"তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।"—(ঐ)

১। "চতুর্দ্দোল সাজাইল হেন আর নাই।"—ঐ।

২। দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা।

ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি। চারি দিকে উঠিল বীণার ছটছটি।।

কত ঠাই বাজাইছে জোড়া জোড়া শানি। কাসি বাঁশি কত বাজে নিয়ম না জানি।—(ঐ)

৩। "চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে। প্রণাম করেন সবে ব্রাহ্মণ সকলে।।" (কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

৪। বরণ করিল রামে বসন চন্দনে।" (ঐ)

৫। "নারীগণ করিলেক বরণ বিধান।" (ঐ)

"পরিহাস করে সবে রামের সহিত। ভুঞ্জিছে জানকীপতি এ নহে উচিত।

এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল। সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল।" ইত্যাদি। ঐ

৬। "পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান। বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।" (ঐ)

৭। বশিষ্ঠ বলেন মুনি হবে বোঝাবুঝি। কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি।। ইত্যাদি (ঐ)

৮। "সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।" (ঐ)

"চিরুণীতে কেশ আঁচড়াইয়া সখীগণ।" (ঐ)

৯। "কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর" (ঐ)

১০। "নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে। পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।

গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি। বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি।।

উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়। সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়।

দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ। শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।।

দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর।—(কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

চামর[১] নামক এক প্রকার চামর ব্যজনার্থ ব্যবহৃত হইত[১]; পাত্রীকে আসনে বসাইয়া বিবাহমণ্ডপে আনা হইত, এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ করান হইত, তারপর মুখদর্শন হইত[২]; পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যাদান হইত[৩]; অন্ন ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া বরভোজন করান হইত[৪]; আহারের শেষে দধি, দুগ্ধ, পায়স ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন পরিবেষণ করা হইত[৫]; কর্পূর ও তাম্বূল দ্বারা ভোজনান্তে মুখশুদ্ধি করা হইত[৬]; ধনীরা স্নানের সময় "সুগন্ধি তৈল" মাখিত ও সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দনের প্রলেপ দিত[৭]; পীড়ি, থালা, বাটি, ডাবর ও ঝারির প্রচলন ছিল[৮]। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণে সর্ব্বপ্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়[৯]। এই সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'ফুলিয়া' প্রভৃতি মেল-বন্ধন ছিল ও মুখুটি, গাঙ্গলি প্রভৃতি উপাধির প্রচলন হইয়াছিল[১০]; ধার্ম্মিক গৃহস্থগণ 'বড় উপবাস' ক [১১]; রাজদ্বারে সুবর্ণ-লাঠি হস্তে দ্বারী থাকিত[১২]; 'দেয়ালে কাঠী' দিয়া বেলার ঘটিকা স্থির করা হইত[১৩]; বিদ্বান্ কবিকে 'পাটের পাছড়া', 'পুষ্পমালা'

১। "গঙ্গাজলি চামর দিলেক ঠাঁই ঠাঁই"। (কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ।)

২। "সুবর্ণের আসনে বসিলেন রূপবতী। * * * *
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে॥
অতঃপর ঘুরাইল যত বন্ধুগণ॥" (ঐ)

৩। পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে। (ঐ)

৪। "সূক্ষ্ম অন্ন সহ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।"

৫। "দধিদুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স। নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানা রস॥" (ঐ)

৬। "কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন।" (ঐ)

৭। "মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে।" "সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন।" (কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ)

৮। "স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটী। স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি। (ঐ)

৯। "অকালে বোধন করি পূজ দেবী মহেশ্বরী তরিবে হে এ দুঃখপাথার।
শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধি সময় শরৎ অকাল এ পূজার।
......বিধাতা কহেন সার শুন বিধি সেই তার কর বহ্নী করেছে বোধন। ইত্যাদি (ঐ)

১০। কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কীর্ত্তিবাস। রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ। (ঐ, আত্মবিবরণ)
"প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি।" (ঐ)

১১। তাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস।" (ঐ)

১২। পাত্র ধাই আইল দ্বারি হাতে সুবর্ণ লাঠি। (ঐ)

১৩। সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি। (ঐ)

ও 'চন্দনের ছড়া' দিয়া সম্মানিত করা হইত[১]; রাজারা পাত্র-পরিবেষ্টিত রাজসভায় উপবেশন করিত,[২] তথায় নাট্য গীত হইত ও আঙ্গিনায় রাঙ্গা মাচুরির উপর নেতের পাছুড়ী বিছাইয়া বিছানা করা হইত এবং উপরে পাটের চাঁদোয়া খাটান হইত[৩]। হাঁচি, টিকটিকির পতন, উঁচট খাওয়া, শূন্য কলসী দর্শন, ডাহিনে শিয়াল ও বামে সর্প দর্শন, পথে শুকুনি, যোগিনী, তেলী দর্শন, শুখান ডালে বসিয়া কাক শব্দ করিলে তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত[৪]। বিজয় গুপ্ত প্রভৃতির রচনা হইতে আরও জানা যায় যে, সধবা স্ত্রীলোকেরা কিংকিণী নামক একপ্রকার অলঙ্কার, দুই হাতে শঙ্খ, গলায় সুতলি, বুকে কাঁচুলি; সিথিতে সিন্দুর, ভ্রূতে কাজল, কর্ণে চাকি, পায়ে পাশুলী ব্যবহার করিত[৫]; ব্রাহ্মণগণ 'চারি বেদধারী', বৈদ্যজাতি শাস্ত্রেতে কুশল, কায়স্থ জাতি লেখক ছিল এবং অন্যান্য জাতি নিজ নিজ শাস্ত্রে চতুর ছিল[৬]; কন্যাদান করা পুণ্য কার্য্য ছিল; এয়োরা মঙ্গল গাইতে আসিয়া পান, গুয়া, তৈল, সিন্দুর পাইত[৭] ও সধবারা পায়ে আলতা পরিত[৮]।

১। খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল।...
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া। রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া। (ঐ)

২। পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন। (ঐ)

৩। চারিদিকে নাট গীত সর্ব্বলোকে হাসে। চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আওাসে।
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি।
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাঘমাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর। (ঐ)

৪। বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। তোলা পাড়া শ্রীরাম করেন কত মনে। (কীর্ত্তিবাস রামায়ণ)
কোণ আসুভ খণে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ। হাঁচী জিঠী আর উঝট না মানিলোঁ।
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ। বাঁঅর শিআল মোর ডাহিনে জাএ।
কথো দূর পথে যোঁ দেখিলোঁ সগুনী। হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী।
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ। সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩১৮)

৫। দুই হাতের 'শঙ্খ' হইল গরল সঙ্খিনী। কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী।
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলী। দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি।।
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্থের সিন্দুর। কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিংকিনী। চেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালী কাঁচুলী॥
কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি। বিষাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি। (বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ)

৬। চারিবেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। বৈদ্যজাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল।
কায়স্থজাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর। আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর। (ঐ)

৭। জামাই এনেছি পুণ্যবান কন্যা করিব দান। (ঐ)
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা সবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে। (ঐ)

৮। পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধুলি। (ক্ষেমানন্দ)

চিরুণীদাঁতী স্ত্রীলোক বিধবা হইবার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া সে কালেও বিবেচিত হইত[১]; অল্প বয়সে বিধবা হইলে তাহাকে সকলের গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত[২]; বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা ছিল না[৩]; খনি, পাটের শাড়ী, সুবর্ণের চুড়ি ব্যবহৃত হইত এবং সিঁথিতে সিন্দুরের বদলে অনেক স্থলে মুসলমানের মধ্যে 'কাউগের গুড়ি' ধারণ করিবার প্রথা ছিল[৪]; পুরুষের পক্ষে 'দীর্ঘ চুল' ধারণ করার প্রথা ছিল[৫]; বাঙ্গালীরা একখানা কাপড় কাছা দিয়া পরিত, একখানি মাথায় বাঁধিত ও একখানা গায়ে দিত[৬]। এই সময় বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত—ডিঙ্গা-গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযোগী নানা প্রকার দ্রব্য থাকিত ও কোনও কোনও ডিঙ্গার উপর হাট লাগিত[৭]। এই সময় হিন্দুর প্রতি পাঠান রাজগণের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটি নমুনা বিজয় গুপ্তের নিম্নলিখিত রচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥"—(বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ)

এই কালে কৃষকেরা যেরূপ ভাবে আবাদ করিত, তাহার একটি চিত্র রামেশ্বরের নিম্নলিখিত কবিতায় পাওয়া যায়। যথা,—

"ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষান বলে ভাল।
চারি দণ্ডে চৌদিক চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে চেকুড়ার মড়া উড়ি।
ওলামুখি পাতি মারে পুতে যায় মুড়ি॥
দল দূর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর॥

১। খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরুণীদাঁতী। বিবাহ দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥ (ক্ষেমানন্দ)
২। ঐ।
৩। বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে। বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥ (কেতকাদাস)
৪। খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী॥
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি। সিন্দুর বদলে দিব কাউগের গুড়ি॥ (বিজয় গুপ্ত)
৫। পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। (বিজয় গুপ্ত)
৬। একখান কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বাঁধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়॥ (বিজয় গুপ্ত)
৭। তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট।
যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট॥ (বিজয় গুপ্ত)

ঘর ঘর খুজিয়া খড়ের ভাঙ্গে বাড়।
কুলি করি ধাইল ধান্যের ধার ঝাড় ॥
কিতা যুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয় ॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট পট।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট ॥—(রামেশ্বরের 'শিবের ছড়া')

৬। শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গ। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার জীবনকাহিনী ও ধর্ম্মভাব লইয়া বহু কাব্য ও পদাবলী বিরচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকে আমরা 'শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য' নামে অভিহিত করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বৃন্দাবনদাস ১৪২৯ শকে (১৫০৭খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব হয়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা শেষ করেন। কৃষ্ণদাস ১৬১৫খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা শেষ করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও প্রায় ঐরূপ সময়ে বিরচিত হয়। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের মধ্যে কাশীরাম দাস 'মহাভারত'[১] ও অদ্ভুতাচার্য্য অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত মহাভারত ও অদ্ভুত রামায়ণে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সামাজিক প্রসঙ্গ বিশেষ কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য পাঠে জানিতে পারি, এই সময় মুসলমানগণ বহু হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিল। নবদ্বীপের সন্নিহিত পিরালী গ্রামের অনেক হিন্দুকে বাধ্য হইয়া মুসলমান হইতে হইয়াছিল[২]। এইরূপে যখন বহু লোককে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইতেছিল, তখন হিন্দুরা বাধ্য হইয়া অল্প প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, তাহাদিগকে সমাজে লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন[৩]। জয়ানন্দের গ্রন্থে 'ধনুর্দ্ধর' প্রজার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, এই সময় প্রজারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ধনুক ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময় লোক অত্যন্ত বিসয়াশক্ত

১। ১৫২৬ শক বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরামদাস মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

২। পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে। (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)
যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ (চৈঃ চরিতামৃত, আদি)

৩। বল করি জাতি যদি লএত যবনে। ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে।
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন। ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে।
ব্রহ্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে। (অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ)

ও কৃষ্ণভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল[১]; রাত্রি জাগরণ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর গীত শুনিত; বিষহরির পূজা করিত; বহু ধন ব্যয় করিয়া পুত্তল পূজা করিত; পুত্র-কন্যার বিবাহে বহু ধন নষ্ট করিত[২] কেহ কেহ বাশুলীর পূজা করিত ও মদ্য মাংস দিয়া যক্ষ পূজা করিত এবং সর্ব্বদা নৃত্য-গীত-বাদ্যে মত্ত থাকিত[৩]; যোগীপাল, মহীপাল ও গোপীপালের গীত শুনিয়া লোকেরা আহ্লাদিত হইত[৪]। মহাপ্রভুর প্রচারের ফলে এই সময় জাতিভেদের কঠোরতা কমিয়া গিয়াছিল[৫]। এই সময় সন্তানের জন্মে 'জাতকর্ম্ম' করিত এবং তদুপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবেরা নানা প্রকার যৌতুক দিত ও দূর্ব্বাধান্য শিরে নিক্ষেপ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিত[৬]; ব্রাহ্মণ-রমণীগণকে সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, দধি, কলা, নারিকেল দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত[৭]; নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সংকীর্ত্তন হইত[৮]; নর্ত্তক, গায়ক, ভাট ও বাদকেরা পুরস্কার পাইত[৯]; সুবর্ণের কৌড়ি, বৌলি, রজতমুদ্রা, পাশুলী, অঙ্গদ, কঙ্কণ, শঙ্খ, রজতমল, বাঁক, নানা প্রকার হার, হেমজড়িত ব্যাঘ্রনখ, কটিদেশের ডোরি, পট্টশাড়ী, পট্ট পাড়িদার ভুনীফোতা, দূর্ব্বাধান্য, গোরোচনা, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন উপহার দিয়া জাত বালককে আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথা ছিল। সম্ভ্রান্ত রমণীগণ বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলিতে চড়িয়া নিজ বাটী হইতে অন্য বাড়ীতে যাতায়াত করিত; পেটারীতে বস্ত্রালঙ্কার রাখিত[১০]।

১। যথা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার। (চৈতন্যভাগবত)

২। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলী করয় কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে কন্যা পুত্রের বিভায়ে। (চৈতন্য ভাগবত)

৩। বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে। (ঐ)

৪। যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥ (ঐ)

৫। প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়। (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড)
মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে। (গোবিন্দদাসের কড়চা)

৬। করাইল জাতকর্ম্ম যে আছিল বিধিকর্ম্ম তবে মিশ্র করে নানা দান।
যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত সব ধন বিপ্রে দিল দান।
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে চিরজীবী হও দুই ভাই। (চৈঃ চরিতামৃত, আদিলীলা)

৭। সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, দধি কলা নারিকেল দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে। (ঐ)

৮। নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে যার নাট সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত। (ঐ)

৯। যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন ধন দিয়া কৈল সবার মান। (ঐ)

১০। অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা জগৎ-পূজিতা আর্য্যা নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেলা উপহার লৈঞা দেখিতে বালকশিরোমণি।

জল ও গোময় দিয়া গৃহের মেজে লেপিত[১]; জ্যোতিষিক গণনাদ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা হইত[২]; শুভ দিন দেখিয়া বালকের 'নামকরণ' করা হইত[৩]; লোকে গঙ্গাস্নান করিয়া নৈবেদ্য, চাউল, কলা, সন্দেশ, চন্দন ও পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিত[৪]; পিতা মাতার সেবা গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় ছিল[৫]; বংশে কেহ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, সে পিতৃমাতৃ উভয় কুলের পাবন বলিয়া পরিগণিত হইত[৬]; বোধ হয়, সকল ব্রাহ্মণ-বিধবা একাদশী করিত না[৭]; টোলে ও পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা হইত[৮]; বৌদ্ধেরা বোধ হয়, এই সময় 'পাষণ্ডী' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত[৯]; ভবানীপূজকেরা ওড়ফুল, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল ও মদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করিত[১০]; এই সময় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিল

সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজত মুদ্রা পাশুলি সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম-জড়ি কটি পট্টসূত্রডোরী হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্ট শাড়ী ভুনীপোতা পট্ট পাড়ি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন ॥
দুর্ব্বাধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন, মঙ্গল দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লয়া দাস চেড়ী বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লৈল বহু ভার শচীগৃহে হৈলা উপনীত। (চৈঃ চরিতামৃত, আদিলীলা)

১। জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল। (ঐ)
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়। (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)

২। লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেখি এই তারিবে সংসারে। (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা)

৩। মহোৎসব কর সবে বোলাহ ব্রাহ্মণ। আজি দিন ভাল করিব নামকরণ ॥ (চৈঃ চরিতামৃত)

৪। "গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিল।
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা। নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা ॥ (ঐ)

৫। "গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা মাতার সেবন। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥" (ঐ)

৬। "ভাল হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥" (ঐ)

৭। "প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥"
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা। সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥" (ঐ)

৮। "শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে" (চৈ চরিতামৃত, আদিলীলা)।

৯। একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল। পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল ॥" (ঐ)
"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥" (ঐ)

১০। "ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল। হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে" (ঐ)

এবং 'কায়স্থ-বুদ্ধি'কে সকলে ভয় করিয়া চলিত[১]; রুটির প্রচলন ছিল[২]; পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শুদ্ধি হইত[৩]; "ভোটকম্বল' নামক একপ্রকার মহার্ঘ কম্বলের ব্যবহার ছিল[৪]; নিরামিষ রন্ধনের বিশেষ পারিপাট্য ছিল এবং সদাচারী ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণু ও শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া আহার করিতেন; ধাতুপাত্রে অথবা আঁটিয়া কলার পাতে আহার করিবার প্রথা ছিল; ঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন, মুদ্গসূপ, বিবিধ প্রকার বাস্তুক-শাক, পটোল ভাজা, কুষ্মাণ্ডবড়ি, মানকচু, চৈ মরিচ ও সুক্তা দিয়া পঞ্চবিধ তিক্ত ও ঝাল, কোমল নিম্বপত্র সহ বার্ত্তকীভাজা, ফুলবড়ি ভাজা, কুষ্মাণ্ড ও মানচাকি ভাজা, মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, মধুরাম্ল, বড়া অম্ল প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার অম্ল, মুগবড়া, মাষবড়া, কলার বড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি প্রভৃতি পিষ্টক, সঘৃত পায়স, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, দুগ্ধচিড়া, কলা, দুগ্ধ লক্লকী (অর্থাৎ অলাবু সহ দুগ্ধের পাকবিশেষ), চাঁপাকলা, দধি, সন্দেশ, দুড়ুম্ব, ক্ষীর, কাশন্দি, আচার, সুকুতার ঝোল, মরিচের ঝোল, ছেনাবড়া, বড়ীঝোল, দুগ্ধ-তুম্বি, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, মোচাভাজা, বেসারি, লাফরা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়[৫]। এই সময়

১। "কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল। প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥" (চৈ, চঃ)
এখানে কেশব বসুকে কেশব 'ছত্রী' বলা হইয়াছে।
বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ডর। (চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা)

২। "জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।" (ঐ)

৩। "পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে করাইল স্নান।" (ঐ)

৪। "ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারবার।" (ঐ)

৫। "প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী। বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি। কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি॥
বত্রিশা আটিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে। দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ। চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ॥
বাস্তুক শাক পাক বিবিধ প্রকার। পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে। অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্ব পত্রসহ ভাজা বার্ত্তিকী। ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর। মোচা ঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল, বড়া অম্ল অম্ল পাঁচ হয়। সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া কলার বড়া মিষ্ট। ক্ষীর পুলি, নারিকেল পুলি, যত পিঠা ইষ্ট॥
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া। তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া॥
দুগ্ধ, চিড়া কলা আর দুগ্ধলক্লকী। ... ...
চাঁপা কলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি। অন্ন ব্যঞ্জন উপর তুলসীমঞ্জরী॥" (চৈঃ চঃ, মধ্য, ৩য়)
"এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত। শাক মোচা ঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ড সার। শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার॥ (ঐ, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত কদাচারী হইয়া পড়িয়াছিল[১]; পীঁড়ির উপর বসিয়া ভোজন করিত[২]; রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বিবাহ হইত[৩]।

৭। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়। ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীকাব্য-রচনা শেষ করেন। এই কাব্যে তাৎকালিক বাঙ্গালী জাতির গৃহস্থালীর কথা, সমাজ-বিন্যাসের কথা, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের কথা এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে —পারিপার্শ্বিক জগতের চিত্র এরূপ নিখুঁত ভাবে এই কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে করিতে সত্য সত্যই আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী জাতির দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের একখানি অপূর্ব্ব আলেখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, তখনকার বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। বড় লোকদের বাড়ীতে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, অনাথশালা ও অতিথিশালা স্থাপিত থাকিত[৪]; প্রবাসীদিগের ব্যবহারের জন্য 'দীঘল মন্দির' থাকিত[৫]; নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থগণ ইষ্টদেবের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না[৬]; এ কালের ন্যায় সে কালেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের চূড়ামণি ছিল[৭]; তৎকালেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মুখুটি,

---

"এই মত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল। এই মত পিঠা পানা সভীর ওল।
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার॥" (ঐ)
"দশপ্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল। মরিচের ঝোল, ছেনা বড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধতুলি, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা। মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডের বড়ীর ব্যঞ্জন অপার। ফুলবড়ি ফলফুলে বিবিধ প্রকার॥
নবনিম্ব পত্রসহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী। ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥ ইত্যাদি (ঐ)

১। "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ। ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥ (চৈ ভা, মধ্য, ১৩ অঃ)
[ইহার সহিত চণ্ডীদাসের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য—
"তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥"]

২। "অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ?" (চৈ চঃ, মধ্যলীলা, ১৫ পরি)

৩। "রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে অনেক। দেশভেদে নামভেদ এই পরত্তেক॥"
(নিত্যানন্দদাসের "প্রেমবিলাস", ১৯ বিলাস)

৪। "আওয়াসের পূর্ব্বদিশে, বিচিত্র কলস বৈসে, সারি সারি বিষ্ণুর দেউল।"
নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথমণ্ডপ অতিথিশালা॥ (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

৫। "বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা॥" (ঐ)

৬। "আশ্রয় পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া, পূজা কৈলু কুমুদ প্রসূনে।" (ঐ)

৭। "কুলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের বাস।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্যধৃত ক, ক, চ)

চাটুতি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল, গাঙ্গুলী, পুতিতুণ্ড, গুড় প্রভৃতি উপাধির প্রচলন ছিল; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে 'গাঁই নাই গোত্র আছে' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; মূর্খ ব্রাহ্মণেরা নগরে যাজন করিত এবং চন্দন-তিলক পরিয়া ঘরে-ঘরে দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিয়া বেড়াইত; ঘটক ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিলে তাহারা 'কুলপঞ্জী' বিচার করিয়া যদৃচ্ছা গালাগালি করিত; নগরের এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বাস করিত ও 'দীপিকা ভাস্বতি' ধরিয়া জাত বালকের ঠিকুজি কুষ্ঠী রচনা করিত; বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি ছিল; সন্ন্যাসী ও কপালী গায়ে নানা তীর্থের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত; বৈষ্ণবেরা কাঁথা, কম্বল, লাঠী লইয়া, গলায় তুলসী-মালা পরিয়া, 'গীতনাটে' কালযাপন করিত[১]। গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধি-ধারী বৈদ্যগণ প্রভাতে উঠিয়া, কপালে 'উর্দ্ধফোটা' কাটিয়া, শিরে বসন বাঁধিয়া, অর্জ্জয় ধুতি

১। কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখটি চাটুতি বন্দ্য, কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলি।
পুতিতুণ্ড বৈসে গুড়, রাই গাঁই কেশরী হড়, ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলকুলী॥
পারিহাই পীতভুণ্ডী, ঝিকরাড়ী মালখণ্ডী, ঘোষলী বড়াল কুলমাল।
ছোট চণ্ডী পলসাই দীর্ঘাড়ী কুসুম গাই সাঁই গাঁই কুলভি পড়াল॥
কুশরি কড়িয়াল পূষলী সিমলাল পিপলাই বৈসে পূর্ব্বগাঁই।
ধনে মানে অতি চণ্ড বাপুলি বিশাল মুণ্ড করাল নিবসে সিমলাই॥
পালধি হিজল গাঁই মাসচটক ভিঙ্গসাই কাঞ্জারী সাহরি ভুরিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দী গাঁই ভাটাতি সিজ্জল দায়ী, নায়েরী কোয়ারী মতিলাল॥
গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বীরের কাছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে বেদ যজু বেদবিদ্যা পড়ে অবিরত॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
... মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পুজে ঘরে ঘরে চাউলের বোচকা বাঁধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড তেলীঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥
... ... নাগরিয়া করে শ্রাদ্ধ গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় কাহণ দক্ষিণা হয় হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে যাবৎ না পায় পুরস্কার॥
... ... এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্র বিচার করে বালকের লেখে জাঁওয়াতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কপালী ঘটা ঝুপড়ি বাঁধিয়া একপাশে।
গায়ে নানা তীর্থচীন্ ভিক্ষা করি অনুদিন একপাশে তারা সব বৈসে॥
সদা লয় হরিনাম তুমি পাইয়া ইনাম বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি গলায় তুলসী কাঁঠি সদাই গোঙায় গীত নাটে॥ (ক০ক০ চণ্ডী)

পরিয়া, কাঁধে পুথি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহাদের পাশে 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ রোগীর সন্ধান লইত[১]; কায়স্থগণ সকলেই লেখাপড়া জানিত; ইহারা মহাজন, ভব্য ও নগরের শোভাস্বরূপ ছিল, ভাল বাড়িতে বাস করিত এবং ভূসম্পত্তিশালী ছিল; মাহেশের ঘোষ কুলে শীলে দোষহীন ছিল; বসু মিত্র কুলের প্রধান ছিল; পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধি কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল[২]। বণিক্ ও গোপগণ শান্ত শিষ্ট ছিল ও কৃষি-কার্য্য করিত[৩]। তেলিরা কেহ চাষ করিত, কেহ তেল বেচিত, কেহ ঘানি পাড়িত[৪]। কামারেরা কোদালি প্রভৃতি লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করিত[৫]। তাম্বুলী পানের বীড়া বিক্রয় করিত[৬]। কুম্ভকারেরা মৃত্তিকা দ্বারা হাঁড়ি, কুঁড়ি, মৃদঙ্গ, দগড়, কাড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিত[৭]। তন্তুবায় ভুনীধুতি ও থাদি বুনিত[৮]। মালীরা ফুলের মালা ও সাজি লইয়া ফিরিত[৯]। বারুই বরজ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত[১০]। নাপিত 'কক্ষতলে কাতি করিয়া', 'রসাল দর্পণ' করে লইয়া বেড়াইত[১১]। মোদকেরা চিনির কারখানা করিত ও খণ্ড নাড়ু প্রস্তুত

১। বৈদ্য জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, উর্দ্ধফোটা করে ভালে বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া অর্জ্জর ধুতি কাঁধে করি নানা পুথি গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানী জন বৈসে নিত্য করে রোগীর সন্ধান।"—(ক ক চ)

২।...কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রসন্ন সবার বাণী, লেখা পড়া সবে জানি, ভব্য জন নগরের শোভা।
... কুলে শীলে হীনদোষ কেহ মাহেশের ঘোষ বসুমিত্র কুলের প্রধান।
ভব গুণে হয়্যা বন্দী পাল পালিত নন্দি সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ এক স্থানে করিব নিবাস॥
... বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ীভূমি শুনি বীর হৃদয় উল্লাস॥ (ক ক চ)

৩। " নিবসে বণিক্ গোপ না জানে কপট কোপ ক্ষেতে উপাজয় নানা ধন। (ক ক চ)

৪। " তেলি বৈসে শতজনা কেহ চাষী কেহ ঘনা কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল। (ঐ)

৫। " কামার পাতিয়া শাল কোদালী কুঠারি ফাল, গড়ে টাঙ্গী আঙ্গারথী শেল। (ঐ)

৬। " লইয়া গুবাক পান বসিল তাম্বুলীগণ মহাবীরে নিত্য দেই বীড়া। (ঐ)

৭। " কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুড়ি গড়ে পেটে মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া। (ঐ)

৮। " শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায় ভুনী ধুতি খাদি বুনে গড়া। (ঐ)

৯। " মালী বৈসে গুজরাটে সদাই মালকে খাটে মালা মোড় গড়ে ফুলঘর। (ঐ)

১০। " বারুই নিবসে পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে মহাবীরে নিত্য দেই পান। (ঐ)

১১। " নাপিত নিবসে তথি কক্ষতলে করি কাতি করে ধরি রসাল দর্পণ। (ঐ)

করিত এবং শিরে পসরা লইয়া নগরে নগরে শিশুদিগের নিকট বিক্রয় করিত১। 'সরাকে'রা নিরামিষভোজী ছিল ও নেতবস্ত্র ও পাটশাড়ী বুনিত২। গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, মণিবণিক্, কংসবণিক্ বহু ছিল; কাংস্য-বণিকেরা ঝারি, খুরি, থাল, বাটী, খোরা, হাঁড়ি, সীপ, সাঁপুড়ি, চুনাতি, বাটা, ঝাঝর, ঘণ্টা, সিংহাসন, পঞ্চ প্রদীপ প্রস্তুত করিত৩। গন্ধবণিক্-দের মধ্যে 'দুর্ব্বাসা ঋষি' প্রভৃতি গোত্র ছিল এবং বর্দ্ধমান, উজানী, মহাস্থান প্রভৃতি গ্রামে তাহাদের সমাজস্থান ছিল৪। সুবর্ণ-বণিক্গণ রজত, কাঞ্চন বিক্রয় করিত এবং কৌশলে সকলের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিত৫। পল্লব গোপেরা 'বাথান' রাখিত ও কান্ধে ভার লইয়া দধি বিক্রয় করিত৬। মৎস্যজীবী ও চাষী, এই দুই শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ছিল৭। কলু, বাইক, বাগদি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা ও দরজী, এই সকল ইতর জাতি নিজ নিজ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত৮। সিউলীরা খেজুরের রসের গুড় করিত৯। ছুতারেরা চিড়া কুটিত, খই ভাজিত এবং শকট ইত্যাদি কাষ্ঠদ্রব্য তৈয়ার করিত১০। পাটনী পারাপার করিত১১।

১। "মোদক প্রধান নানা করে চিনি কারখানা খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে শিশুগণ করয়ে যোগান ॥ (ক, ক, চ,)

২। "সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ি দেখি বড় বীরের হরিষ। (ক ক চ)

৩। "পুরে বৈসে গন্ধবাব্যা গন্ধ বেচে ধুপ ধুনা পসার সাজায়া চলে হাটে। (ঐ)
"শঙ্খবেনে কাটে শঙ্খ কেহ তারে নহে বঙ্ক মণি বেচে বৈসে গুজরাটে।: (ঐ)
"কাঁসারী পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে মাল থাটা খোরা বড় হাণ্ডী সীপ।
সাঁপুড়ি চুনাতি বাটা নির্ম্মায় ঝাঝর ঘণ্টা সিংহাসন পঞ্চপ্রদীপ ॥ (ঐ)

৪। "গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেন্যা।" (ক ক চ)। "ফতেপুর, ঘোড়শুল গ্রাম মহাস্থান" ইত্যাদি—(ক ক চ)

৫। "সুবর্ণবণিক্ বৈসে রজত কাঞ্চন কসে পোড়ে কোড়ে হইলে সংশয়।
দেখিতে দেখিতে ধন হরয়ে সভার ধন হাত বদলিতে ভাল জানে।।" (ঐ)

৬। "পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে বৃষভাগে বসায় বাথানে।" (ঐ)

৭। "মৎস্য বেচে চষে চাষ বৈসে দুই জাতি দাস।" (ঐ)

৮। "...কলুরা নগরে পাতে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে নানা জাতি বাদ্য করে পুরে ক্রমে মাগুরী বিকিনি ॥
বাগদী নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে মৎস্য মারে কোচগণ বৈসে নানা রঙ্গে ॥
নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোবা দড়ায় শুকায় নানা বাসে।
দরজী কাপড় সিয়ে বেতন করিয়া জীয়ে গুজরাটে বৈসে একপাশে।। (ঐ)

৯। সিউলি নগরে বৈসে খাজুরের কাটি রসে. গুড় করে বিবিধ বিধানে।" (ঐ)

১০। ছুতার নগর মাঝে চিড়া কোটে খৈ ভাজে কেহ গড়ে শকট বিমানে ॥ (ঐ)

১১। পাটনি নগরে বৈসে রাত্রিদিন জলে ভাসে পার করে লয়ে রাজকর।" (ঐ)

ভাটেরা ভিক্ষা করিত[১]। চৌহুলি, চুণারী, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী ও মালেরা নগরের বাহিরে বাস করিত[২]। চণ্ডালেরা লবণ, পানিফল ও কেশুর বিক্রয় করিত[৩]। গোহাল্যা গীত গাইয়া বেড়াইত; কোয়ালি ও মারাঠারা নগরের এক দিকে বাস করিত; শোলঙ্গেরা প্লীহা ভাল করিত ও চক্ষের ছানি কাটিত; কোলেরা হাটে ঢোল বাজাইত; জায়জীবী ও কোয়ালা পুরান্তে বাস করিত; হাড়িরা ঘাস কাটিয়া বেচিত ও শুঁড়ীর আঙ্গিনায় মদ্য পান করিত; চামারেরা মোজা, পানই, জিন প্রস্তুত করিত; বয়নীরা চালুনী, ঝাঁটা প্রস্তুত করিত; ডোমেরা টোকা ছাতা তৈয়ার করিত; নগরের এক পার্শ্বে বেশ্যারা বাস করিত[৪]। ব্রাহ্মণেরা 'বল্লাল-সেন্যা' অর্থাৎ বল্লালী কৌলিন্য-বিশিষ্ট ছিলেন[৫]। মুসলমানদের মধ্যে গোলা, জোলা, মুকেরি, পীঠারি, কাবারি, গয়সাল, কাণ, সানাকর, তীরকর, পটিয়া, কাগতি, কলন্দর, রঙ্গবেজ, হাজাম, কসাই, দরজি, বেনটা, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতিভেদ ছিল[৬]। তাহারা প্রাতঃকালে লাল পাটি বিছাইয়া নমাজ পড়িত, পীর পয়গম্বরের আরাধনা করিত, কোরাণ পড়িত, পীরের শীরণি দিত, মাথায় কেশ রাখিত না,

---

১।...বৈসে যতেক ভাটে ভিক্ষা মাগি বুলে ঘর ঘর ॥ (ক. ক, চ)

২। চৌহুলি চুনারী মাঝি, কোরাঙ্গা ভরদ্বাজী মাল বৈসে পুরের বাহিরে। (ঐ)

৩। চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে পানীফল কেশুর পশারে। (ঐ)

৪। গোহাল্যা গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত এক ভিতে বসিল মারাঠা।
... ... শোলঙ্গে পিলীহা কাটে ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা ॥
পুরান্তে নিবসে কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জায়জীবী বসিলা কোয়ালা।
কোথা বা বসিল হাড়ি ঘাস কাটি লয় কড়ি শুঁড়ীর অঙ্গনে যায় মেলা ॥
মোজা পানই জীন নিরময়ে প্রতিদিন চামার বসিল এক ভিতে।
বয়নী চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা জীবিকার হেতু একচিতে।
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূ জন বৈসে * * * " (ক, ক, চ)

৫। "ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লাল-সেন্যা।" (ক, ক, চ)

৬। রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা। তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ॥
বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি। পীঠা বেচিয়া নাম ধরাল্য পীঠারি।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারী। নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ী ॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল। কাণ হয়ে মাঙ্গ কেহ পায়া নিশাকাল।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর। জীবন উপায় তার পায়া তাঁতি ঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে। তীরকর হয়ে কেহ নির্ম্মায়েন শরে ॥
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগতি। কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি।
বসন রঙ্গায়া কেহ ধরে রঙ্গবেজ। * * * সুন্নত করিয়া নাম বোলাল্য হাজাম।
* * গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই। ... কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।
বেরলে বুনিয়া নাম বোলায়ে বেনটা।" (ক, ক, চ)

কাবারি জাতি ব্যতীত আর সকলে দাড়ি রাখিত ; মাথায় টুপি দিত, ইজার পরিত, আহার করিয়া কাপড়ে হাত মুছিত, নিকা করিত, কুকুড়া ও বকরি জবাই করিয়া তাহার মাংস খাইত, মক্তবে পড়াশুনা করিত১ । এই সময় হিন্দুগণের মধ্যে শুভ দিন দেখিয়া গর্ভাধান, সাধ ভক্ষণ নামকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারগুলি যথাযোগ্য শাস্ত্রানুসারে এবং আড়ম্বর ও পান ভোজনের সহিত অনুষ্ঠিত হইত২ । সন্তান প্রসবের পর চালের খড় দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইত, সূতিকা-ঘরের দ্বারে গোমুণ্ডে ষষ্ঠীমূর্ত্তি স্থাপন করা হইত ও হুলুধ্বনি দ্বারা নাড়ি ছেদন করা হইত৩ । সূতিকাগারের দুয়ারে জাল, বেত্র ও উপানদ্ ঝুলাইয়া দেওয়া হইত৪ । প্রসবের তৃতীয় দিবসে প্রসূতিকে পাঁচন খাওয়ান হইত৫ ;

১। "আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজি খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
* * ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটি পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পয়গম্বরে পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে পীরের শীরিণি বাঁটে সাঁজে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না করে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপি মাথে ইজার পরয়ে দড় করি।
* * আপন টোপর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিঞা ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।
সুবলি মেহালি পাথি কুড়ানী বটুনী হবি পাঠান বসিল নানা জাত॥
* * মোল্লা পড়ায়া নিকা, দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি'
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা * *
যত শিশু মুসলমান মক্তবে তুলিল খান মখদম পড়ায় পঠনা। (ক, ক, চ)

২। "সকল দোষহীন বিচার করিল দিন প্রথম গর্ভের সঞ্চার।
* * সোঙরি পুরহর দম্পতি জুড়ি কর মিহিরে দিল অর্ঘ্য দান।" (ক, ক, চণ্ডী, খুল্লনার গর্ভসঞ্চার)
"নিদয়া সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু চাহিয়া আনিল আয়োজন।" (ক, ক, চ, নিদয়ার মনের কথা, সাধভক্ষণ)
চারি পাঁচ মাস গেল হয়ে পরবেশ। * * * গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
* * পঞ্চম বয়সে কৈল শ্রবণ বেধন।" (ক, ক, চ, ব্যাধনন্দনের নামকরণ ও কর্ণবেধ)
শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে। (ক, ক, চ) .
ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী। বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি।" (ক, ক, চ)
ক, ক, চ, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন, কুটুম্বসমাগম, শ্রাদ্ধ সমাপন, দ্রষ্টব্য)

৩। "কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি। দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠী স্থাপিল গোমুড়ী।" "হুলাহুলি দিয়া কৈল নাড়ির ছেদন" (ক, ক, চ)

৪। "দুয়ারে বাঁধিল জাল বেত্র উপানৎ।" (ক, ক, চ)

৫। তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাচন। (ক, ক, চ)

ছয় দিনে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক ষষ্ঠীপূজা, সপ্তম দিনে সপ্তঋষির অর্চ্চনা, অষ্টম দিনে অষ্টকলাই, নবম দিনে নত্তা, একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করা হইত[১]। শিশুকে ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত এখনকার ন্যায় তখনও ছড়াগান প্রচলিত ছিল[২]; স্ত্রীলোকেরা দোছটী করিয়া বায় হাত শাড়ী পরিত[৩], মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া ধনশালী গৃহস্থেরা সুপাঠকের মুখে পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেন[৪]; ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা খড়্গ-নির্ম্মিত কোষায় তর্পণ করিতেন[৫]; মেয়েরা 'গুয়ামুটী' নামক একপ্রকার খোঁপা বাঁধিত ও দর্পণে মুখ দেখিত[৬]; পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী ও গায়ে পাছড়া ব্যবহার করিত[৭]; মেঘডুম্বুর নামক শাড়ী ও কাঁচুলী ধনী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক ছিল[৮]; তাহারা 'কজ্জল' পরিত, পিঠালী ও হলুদ মাখিয়া গায়ের ময়লা পরিস্কার করিত, কুলুপিয়া ও 'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' নামক শঙ্খ পরিধান করিত[৯]; গরীবেরা 'আমানি' ভক্ষণ করিত[১০]; বিবাহের সময় স্ত্রীআচার হইত এবং বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ মধ্যে দ্বন্দ চলিত,[১১] স্ত্রীআচারকালে কাপাসের ক্ষেত হইতে গোমুণ্ড আনিয়া তদুপরি বরকে দাঁড় করাইয়া রাখার নিয়ম ছিল[১২]; যুবতীরা 'স্বামীর সম্ভোগচাঁদ' এর

১। ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠী পূজা জাগরণ। সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা। অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা। নয় দিনে নত্তা করিল মনের হরিষে। ষষ্ঠী পূজা কৈল তার মনের হরিষে। (ক ক চ)

২। 'শ্রীমন্তের ঘুমপাড়ানী গান' দ্রষ্টব্য।

৩। দোছুটি করিয়া পরে বায় হাত সাড়ী। (ক ক চ)

৪। মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নানদান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ। (ক, ক, চ)

৫। ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গা দরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে কিনে করিতে তর্পণ। (ঐ)

৬। কবরী বাঁধিল রামা নাম গুয়ামুটি। দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি। (ঐ)

৭। মস্তকে পাগ দিল গায়েতে পাছড়া। (ক ক চ)

৮। বাছিয়া পরয়ে মেঘডুম্বুর কাপড়।" কাঁচুলী পরিয়া মাতা বসিলা দুয়ারে। (ক, ক, চ)

৯। কজ্জল গরল বিশিখ প্রবল ধরসি কিবা কারণে ॥
পিঠালী হরিদ্রা লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা, করিতে অঙ্গের মলা দূর।"
"দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।" "কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।" (ঐ)

১০। "আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥ (ঐ) পাথরে আমানী ভরি দিল সপ্তয়ের মামী (ঐ)

১১। রম্ভাবতী করিল আচার যথাবিধি। পায়ে পাস্ত দিয়ে অর্ঘ্য ঢালি দিল দধি॥
বরসূতা দিয়া মাপে বরের অধর। তেন মত মাপে আর দুইখানি কর॥
* * আনিল আইয়োর সুতা মাটাই সহিত। সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত॥ (ঐ)
জুড়িয়া ক্রোশেক বাট চলে বরযাত্র ঠাট সচকিত ইছানি নগর।
* * দুই দলে মিলামিলি গালাগালি চুল চুলি বরযাত্রী বেউড়ি না ছাড়ে॥" (ঐ)
কেহ আগাইয়া বীরে ওড় চাটলি মারে" (ঐ, কালকেতুর বিবাহ)।

১২। কাপাসের বাড়ী হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড।
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান। (ক, ক, চ)

সহিত 'বাঘতেল' মিশাইয়া, তাহা মুখে মাখিয়া 'স্বামি-বশীকরণের' চেষ্টা করিত[১]; স্ত্রীলোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল এলাইয়া, মঙ্গলবারে, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিত এবং চণ্ডীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিয়া বেড়াইত[২]; চণ্ডীর নিকট শূকর, (এমন কি, চুপে চুপে) নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত; মহিষ, ছাগ, মেষ, রোহিত ও রাজহংস বলি হইত এবং সময়ে সময়ে পূজক নিজের অঙ্গ কাটিয়া রুধির উৎসর্গ করিতেন[৩]; দৈবাচার্য্যেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাঁজি শুনাইয়া ও কুশাই ওঝারা কাঁধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদমন্ত্র পড়িয়া লোকের নিকট কড়ি আদায় করিত[৪]; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে নিরামিষ ভক্ষণ ও উপবাস করিবার প্রথা ছিল এবং ঐ সকল মাস পুণ্যমাস বলিয়া বিবেচিত হইত; বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণকে দান করা এবং মাঘমাসে প্রাতঃস্নান ও দান করা, সুপাঠক আনিয়া পুরাণপাঠ শ্রবণ করা, পিষ্টক ও পায়স ভোজন করার রীতি ছিল[৫]; মাঙ্গলিক কার্য্যে 'কৃষ্ণচরিত্র' গান করিবার এবং ভাগবত ও ভারত পুরাণ পাঠ করিবার প্রথা ছিল[৬]; আশ্বিন মাসে অম্বিকাপূজা ও ফাল্গুনে দোলযাত্রা উৎসব হইত[৭];

১। স্বামীর সম্ভোগচাদ রাখবে যতনে। বাঘতেল সনে বামা মাখিবে বদনে॥ (ক, ক, চ,)

২। পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তলপাশ, বোড় ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখিছি আপন চক্ষে কাওরী কামাখ্যা মুখে দেয় ওড় ফুলের অঞ্জলি॥
যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি যদিবা নবমী চতুর্দ্দশী।
পাইয়া এমন তিথি পূজা করে নিতি নিতি উপবাসী থাকে দিবা নিশি॥ (ঐ)

৩। মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস লক্ষেক দিল বলিদান। (ঐ)
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা। মোরে কিবা বলি দিয়া পূজিবে চণ্ডিকা॥ (ঐ)

৪। প্রবেশিতে হাট মাঝে আসি হরি মহারাজে ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আশীষ তোমারে গর্জ্জি আসিয়া শুনাল্য পঞ্জী, তারে দিলুঁ কাহনেক দান।
কান্ধে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ … …। (ঐ)

৫। পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস। দান দিয়ে দ্বিজের পুরিবে অভিলাষ॥
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস। দান দিয়া তুষিবে দ্বিজের অভিলাষ॥
মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥
পিষ্টক পায়স যোগাইব প্রতিদিন। আনন্দে করিবে নাথ মাঘ নিরামিষ॥
… … নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে॥
বৈশাখ হল্য বিষ গো বৈশাখ হল্য বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥ (ঐ)
পাঠকে পুরাণ পড়ে জ্যৈষ্ঠের মহিমা। জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা॥ (ঐ)

৬। এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে॥
দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। … কেহ পড়ে ভারত পুরাণ। (ঐ)

৭। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে। (ঐ)
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোল উপচারে দিয়া ছাগল মহিষে॥
ফাগুনে ফুটিবে ফুল মোর উপবনে। তথি দোলমঞ্চ নাথ করিবে নির্ম্মাণে॥ (ঐ)

দোলযাত্রা উৎসবে হরিদ্রা ও কুঙ্কুমের পিচকারী দেওয়া হইত[১]; বণিকেরা গন্ধেশ্বরীর পূজা করিত[২]; শীতকালে তুলিপাড়ি, তসর বসন, পাছুড়ী ও নেহালী নামক শীতবস্ত্র ব্যবহার করিত[৩]; গরীবেরা 'আগুন ও রৌদ্র' পোহাইত এবং 'খোসলা' নামক শীতবস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ করিত[৪]; 'শাঙলী গামছা' নামক এক প্রকার গামছার প্রচলন ছিল[৫]; বিলাসীরা কাণে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিত, গায়ে চন্দন মাখিত এবং মুখে গুয়া ও হাতে পান লইয়া, তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত[৬]; 'উপানৎ' বা জুতা প্রচলন ছিল; লোকে শয়নের পূর্ব্বে পা ধুইয়া পাদুকা ব্যবহার করিত[৭]; মাঙ্গলিক কার্য্যে কদলীবৃক্ষ রোপণ, নাট্যগীত ও বিয়াল্লিশ বাজনা হইত[৮]; লোকেরা মস্তকে পাগড়ী, পরিধানে ধুতি, গায়ে 'পাছড়া', 'খাসাজোড়া', 'খোকড়ি', 'খুঞা', 'খোসলা' প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার করিত[৯]; বাঙ্গালী পাইক খাঁড়া, কলা, বিজুলী, রেঙ্গা, রায়বাঁশ, লেজা প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিল[১০]; বাউরীরা দোলা বহন করিত[১১]; তাম্বু, আতপত্র, ভোটকম্বল, ময়ূরপাখা, গঙ্গাজলি পাটি প্রভৃতির প্রচলন ছিল[১২]; লোকে হাঁচি জেঠির

১। হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারী। (ক, ক, চ)

২। টলে সাধু লক্ষপতি, দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই।" (ঐ)

৩। তুলিপাড়ি পাছুড়ী শীতের নিবারণ।" (ঐ) পৌষ তুলিপাড়ি তৈল তাম্বুল তপনে। শীতনিবারণ দিব তসর বসনে।" (ঐ) "নেয়াল বুনিয়া নাম বোলায় বেনটা।" (ঐ)

৪। হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা। (ঐ)
ভানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। (ঐ)

৫। সাঙলী গামছা দিব ভুষিত কস্তুরী। (ঐ)

৬। নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোনা বদনে গুবাক হাতে পান।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু তসর বসন পরিধান॥ (ঐ)

৭। দুয়ারে বাঁধিল জাল, যেত্র, উপানৎ। (ঐ)
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন। (ঐ)

৮। প্রতিদ্বারে রম্ভাতরু কৈল আরোপণ।।•ঘরে ঘরে গীত নাট বিয়াল্লিশ বাজনা। (ঐ)

৯। কাহনেক কড়ি দিল ধুতি একখান॥ মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া। ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসাজোড়া॥" (ঐ) সওদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে খোকড়ি। (ঐ)
কাকালে তুলিয়া বাঁধি খুঞা ধুতিখানি।... অঙ্গে দিতে নাহি আটে খোসলা বসন। (ঐ)

১০। খেলে পাইক বাঙ্গালী খাণ্ডা কলা বিজুলী কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেঙ্গা।
মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া কেহ ধায় ফিরায়ে লেজা। (ঐ)

১১। গমনের শুভবেলা, বাউরী যোগায় দোলা। (ঐ)

১২। টাঙ্গায়া তাম্বুঘর বসিলা সদাগর। (ঐ)
শিখিপুচ্ছবিরচিত মণিযুক্তা উপনীত আতপত্রে শোভে রাজা ডাটি।
একশত পঞ্চাশ ভোটকম্বল পড়াবাস, ময়ূর পাখার গঙ্গাজলী পাটি। (ঐ)

বাধা মানিত[১]; 'মসীপত্রে' চুক্তি লেখা হইত[২]; বিদেশ যাত্রাকালে যাত্রীরা রাস্তায় কখন 'রন্ধন করিয়া' আহার করিত, কখন 'চিড়া কলা' ভোজন করিত[৩]; পুরুষের একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা ছিল[৪]; মাথায় ও শরীরে তেল মাখিবার প্রথা ছিল[৫]; পাঠশালায় সাধারণতঃ ক খ গ, আঠার ফলা, রক্ষিত পঞ্জিকা, টীকা, 'ন্যায়,' কোষ, গণবৃত্তি, দণ্ডী, পিঙ্গল, ভারবি, মাঘ, জয়দেব প্রভৃতির গ্রন্থ, ব্যাসের জৈমিনি ভারত, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভব, নৈষধচরিত, 'রাঘব পাণ্ডবীয়', 'সপ্তশতী', 'মুদ্রারাক্ষস', 'মালতীমাধব', হিতোপদেশ, 'বাসবদত্তা', 'কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র', দীপিকা, ভাস্বতী, 'কাব্যপ্রকাশ' রত্নাবলী, সাহিত্যদর্পণ, 'বৈদ্যকশাস্ত্র', 'জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রভৃতি পড়ান হইত[৬]; সভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরণে জল, কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিয়া সম্মান করা হইত[৭]; 'গুবাক ও সন্দেশ' পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইত[৮]; খট্টায় 'তুলী' পাড়িয়া মশারি টাঙ্গান হইত[৯]; চিকাকড়ি, বিপক্ষিকা, সট্কা, কোড় ভেটা, বাঘচালি, জুয়া, মালি, অক্ষ, ভেড়ার যুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রচলিত ছিল[১০]; হীরা, নীলা, মতি, প্রবাল প্রভৃতি সংযুক্ত অলঙ্কার, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল,

---

১। সদাগর পাছে নড়ে হাঁচি জেঠি বাধা পড়ে। (ক ক চ)

২। মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন। (ঐ)

৩। কোথায় রন্ধন কোথা চিড়াখণ্ড কলা॥ (ক, ক, চ)

৪। সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল। (ঐ)
কপূর তাম্বূল খায়্যা দুই সতীনে থাকে শুয়্যা (ঐ)

৫। "তৈল বিহনে তার গায়ে উঠে খড়ি। (ঐ)

৬। পড়য়ে সাধুর বালা ক খ গ আঠার ফলা সুবিহানে করিয়া যতনে।
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায়কোষ নাটিকা গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।"
পড়িল কথম দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগে পড়িল ভারবি মাঘে বন্ধুজনে বাড়ে কুতুহল॥
জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু যেত মুনি রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব॥
অব্যাহত বুদ্ধিপতি পড়ে দুই সপ্তসতী পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী॥
কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি, রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
...বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত একে একে পড়িল শ্রীপতি।" (ঐ)

৭। "আগে জল দিল [চাঁদ বেনের] চরণে। কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে।" (ঐ)

৮। "ব্যবহার গুবাক সন্দেশ নিমন্ত্রণ।" (ঐ)

৯। "খট্টায় পাড়িয়া তুলী টাঙ্গায় মশারি জালি।" (ঐ)

১০। "খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা'। (ঐ)
"পাশকে হইয়া বশ ডাকে বিন্তু দশ দশ বিপক্ষিকা খেলেন সটকা।
পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে পাতি বালি সামরল শুনাইতে কথা।" (ঐ)

স্বর্ণচুড়ি, মুকুতার বেড়ী, সুবর্ণ কাঁঠি, কনক শিকলি, নূপুর, কিঙ্কিণী, মল ও বাঁকি, অঙ্গুরী, পাশলি, বালা, শাঁখা, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন ছিল[১] ; ভদ্রলোকেরা 'লম্বা কোঁচা' করিয়া কাপড় পড়িত[২] ; স্ত্রীলোকেরা শিরে তৈল দিয়া কবরী বান্ধিত ও সরস সিন্দুর কপালে পরিত[৩] ; তাহারা পরস্পর দেখা হইলে মাথার 'উকুনী' তুলাইয়া লইত[৪] ; কড়ি দিয়া লোকে বেসাতি করিত[৫] ; দরিদ্রেরা 'খুদের জাউ', লবণ, কলমি ও পুতি শাক খাইয়া জীবনধারণ করিত ও 'চিড়া খই মুড়ি' জলযোগ করিত[৬] ; এ কালের ন্যায় সে কালেও 'বাঙ্গালেরাই মাঝির কার্য্যে পটু ছিল[৭] ; শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, বিষাণ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছিল[৮] ; ঝাঁট ও জল দিয়া ভোজনের ঠাঁই করিত[৯] ; পা ধুইয়া ও জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিত[১০] ; জনার্দ্দন স্মরণ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে

"লয়ে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত লড়াইতে নগরিয়া সাথে।" (ক ক চ)
"জোড়া জোড়া থাসি নিল যুঝারিয়া ভেড়া।" (ঐ)

১। হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।
পুরাতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ মণিময় মুকুতার বেড়ি।" (ঐ)
"বিচিত্র কপাল তটি গলায় সুবর্ণ-কাঁঠি কটিতটে শোভে আর কনকশিকলি। * * *
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি।" (ঐ)
"সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে।" "রজত পাশলি ছটি" (ঐ) "সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ।"
মাণিকের অঙ্গুরী। মণিময় কাঞ্চন নূপুর। (ঐ)

২। "মাণের বসন পরে ভূমে নাবে কোঁচা। পাগথানি বাঁধে ভাঁড় নাহি ঢাকে কেশ।" (ঐ)

৩। "শিরে তৈল দিয়া তার বাঁধিল কবরী। সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।" (ঐ)

৪। মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী।" (ঐ)

৫। "কাহণ পঞ্চাশ কড়ি লয়্যা চলহ বাজার।" (ঐ)

৬। "কাঁচড়া খুদের জাউ রান্ধিহ যতনে।" (ঐ)
"রাঁধিবে পুতির শাক হাঁড়ি দুই তিন। লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ।" (ঐ)
"খুড়ি দুই তিন রান্ধি কলমী কাঁচড়া।" (ঐ)
"আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি।" "ছুতার নগর মাঝে চিড়া কোটে খই ভাজে।" (ঐ)

৭। কাঁদে রে বাঙ্গাল ভাই বাকোই বাকোই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত। হলদী গুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত। ইত্যাদি (ঐ)

৮। শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ মৃদঙ্গ জগঝম্প বাজয়ে ডম্বরু বিষাণ।" (ঐ)
"ছায়ামণ্ডপ মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে" (ঐ)। "মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় (ঐ)

৯। ঝাঁটিজল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।" (ঐ)

১০। "পা পাখালিয়া বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বীর বসিলা কৌতুকে।" (ঐ)

বসিত[১]। মুকুন্দরাম তৎকালের বড়লোকদের শয্যারচনা ও রন্ধন-প্রণালীর জীবন্ত চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

দুর্ব্বলার শয্যারচনা

"সাধুর আদেশ ধ'রে প্রবেশি শয়ন-ঘরে খট্টা করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি পুষ্পের দামে আমোদিত কৈল ধামে লহনার উচাটন চিত॥

দুর্ব্বলা আয়াস-ঘরে বিছায় শয়ন।

দড়ি করিয়া আঁট প্রথমে বিছায় খাট তুলিকা মসারি সাজে ঝাঁপা।
কিতা করিয়া বাঁধা উপরে টানাল্য চাঁদা বিছায় মালতা যূথা চাঁপা॥
ধবল চামর বাঁধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড় মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা॥
দুই দিগে থাল বাটী জলে পুরা গাড়ু ঘটি দুই দিকে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি বীড়া গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরা চুয়া সুগন্ধি প্রসূন মদলেখা॥
শয্যা বিছায়া দাসী ধরিতে না পারে হাসি বার চারি গড়াগড়ি যায়।"

খুল্লনার রন্ধন

"প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী সোঙরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘৃত লবণ ঝাল আদি নানা বস্তুজাল সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বাইগুন কুমড়াকড়া কাঁচকলা দিয়া শাড়া বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃতে সম্ভোলিল তথি হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি শুক্তা রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি নৈটা শাকে ফুলবড়ি চিঙ্গড়ি কাঁটাল-বিচী দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক তৈলে বাস্তুক পাক খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড সম্ভোলিল মহুরীর বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষুরস কৈ ভাজে পণ দশ মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥
মশুরী মিশ্রিত মাস সূপ রাঁধে রসবাস হিঙ্গু জিরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল রোহিতমৎস্যের ঝোল মানবড়ি মরিচে ভূষিত॥
বোদালি হেলঞ্চ শাক কাঠি দিয়া কৈল পাক ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে॥
কিছু ভাজে রাইখড়া চিঙ্গুড়ির তৈলে বড়া খরসোলা পুঙ্গী দশ তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন আম্রে শকুল মীন খর লোন দিয়া ঘন কাঠি॥
রাখিল পাঁকাল ঝষ দিয়া তেঁতুলের রস ক্ষীর রাঁধে জ্বাল করি ভাঁটি॥
কলাবড়া মুগ সাউলি ক্ষীরমোন্না ক্ষীরপুলি নানা পিঠা রাঁধে অবশেষ।
অম্ল রাঁধে অবশেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে॥

১। "সোঙরিল জনার্দ্দন প্রধান পুরুষ।
হরগৌরীজলে সাধু করিল গণ্ডুষ॥" (ক ক চ)

এই সময় যাত্রাকালে উচোট লাগা, আঁচলে কাঁটা ফোটা, ডোমচিল মাথার উপরে উড়া, কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লইয়া আসা, শুকান ডালে কাউয়া ডাকা, যোগিনীর ভিক্ষা মাগা, খণ্ডিত লাউ দেখা, কমঠ লইয়া ধীবর চলিয়া যাওয়া, তেলির 'তৈল লবে, তৈল লবে' বলিয়া চীৎকার করা, বামে ভুজঙ্গ ও দক্ষিণে শৃগাল দর্শন অশুভ চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত[১]।

৮। কৃষ্ণচন্দ্র-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী ও ধর্ম্মভাব লইয়া যে সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে আমরা 'শ্রীচৈতন্যসাহিত্য' আখ্যা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু 'কৃষ্ণচন্দ্র-সাহিত্য' শব্দ আমরা ঐরূপ অর্থে এখানে ব্যবহার করিতেছি না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে ও উৎসাহে যে সাহিত্য বিরচিত হইয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহাকেই কৃষ্ণচন্দ্র-সাহিত্য নামে আখ্যাত করিয়াছি। এই যুগের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এবং এই যুগকেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তিম যুগবলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই যুগের অপর প্রধান কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। এই কবিদ্বয়ের রচনা হইতে বাঙ্গালীর তাৎকালিক আচার ব্যবহারের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময় ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ বেদ, ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত[২] ঘরে ঘরে দেবালয় ছিল। তথায় শিবপূজা, চণ্ডীপাঠ, যজ্ঞ, মহোৎসব ও শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইত[৩]। বৈদ্যেরা সাধারণতঃ চিকিৎসাবৃত্তিক ছিল[৪] এবং কায়স্থেরা নানাপ্রকার রাজ-কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিত[৫]। বণিকেরা মণি, গন্ধ, সোনা, কাঁসারী ও শাঁখারী, এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল[৬]। এতদ্ব্যতীত গোয়ালা, তাম্বুলী, তিলি, তাঁতি, মালাকর, নাপিত, বারুই, কুরী, কামার, কুমার, আগরি, যুগি, চাষাধোপা, চাষাকৈবর্ত্ত, সেকরা, ছুতার, শুঁড়ী, ধোবা, জেলে, চাঁড়াল, বাগদী, হাড়ী, ডোম, মুচী, কুরমী, কোচলা, পোদ,

---

১। "ঘর হৈতে বাহির হৈলে লাগিল উচোট। নেতের আচলে লাগে শিয়াকুল কাটা॥
যাত্রার সময় ডোম চিল উড়ে মাথে। কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লয়ে আইসে পথে॥
শুকনা ডালেতে বস্যা কু বোলয় কাউ। যোগিনী মাঙ্গয়ে ভিক্ষা অর্দ্ধখান লাউ॥
কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়। তৈল লবে তৈল লবে বলি তেলিয়া বোলয়॥
চলিলেন সদাগর মনে কুতূহলী। বামদিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥ (ক, ক, চ)

২। 'ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন। ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥" (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর)

৩। "ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব। শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥" (ঐ)

৪। "বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ। চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥" (ঐ)

৫। "কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।" (ঐ)

৬। "বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারী শাঁখারী॥" (ঐ)

কপালী, তিয়র, কোল, কলু, ব্যাধ, বেদে, মালি, বাজীকর, বাইতি, পটুয়া, কান, কসবী প্রভৃতি জাতির উল্লেখ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে প্রাপ্ত হওয়া যায়[১]। পুকুরের বাঁধা ঘাটে শিবালয় প্রতিষ্ঠা করার রীতি ছিল[২]। স্ত্রীলোকেরা 'গালভরা গুয়াপান' রাখিত[৩]। কড়ি দিয়া হাটবাজার করার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল[৪]। তখনও কড়ি হইলে বুড়ার বিবাহ হইত[৫]। হাটে সাধারণতঃ সন্দেশ, চিনি, ভুয়া, ঘৃত, পান, গুয়া, দুগ্ধ, চুন, কাষ্ঠ পাওয়া যাইত এবং চন্দন, চুয়া, লঙ্গ, জায়ফল দুর্লভ ছিল[৬]। সধবারা আয়তির লক্ষণস্বরূপ একগাছি লোহা ধারণ করিত[৭] ও চুলে তৈল দিত[৮]। সন্তানের নাড়ীচ্ছেদের সময় হুলুধ্বনি দেওয়া হইত[৯]। সন্তান জন্মিবার পর ষষ্ঠীপূজা হইত ও ছয় মাসে অন্নপ্রাশন হইত[১০]। এই সময় গৃহস্থেরা অতিথি সেবা করা পুণ্যজনক বিবেচনা করিত[১১]। সতীদাহ-প্রথা তখন প্রচলিত ছিল[১২]। সুবচনী পূজা প্রচলিত ছিল[১৩]। তাকিয়া, গিরদা, চিকণ মশারি প্রভৃতি শয্যা; মণ্ডা, মনোহরা, সরভাজা, নিখতি, বাতাসা, রসকরা, এলাইচদানা, সন্দেশ, ফুলচিনি, লুচি, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের প্রচলন ছিল[১৪]।

১। গোয়ালা তাম্বুলী তিলী তাঁতি মালাকর। নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক। যুগি চাষাধোপা চাষী কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার সুরী ধোবা জেলে শুড়ী। চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তিয়র। কোল কলু ব্যাধবেদে মালি বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবী যতেক। ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥ (ভারতচন্দ্র)

২। সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর। সানে বান্ধা চারি ঘাটে শিবালয় চারি। (ভা, বিদ্যাসুন্দর)

৩। গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।" (ঐ)

৪। আমি হাট বাজার করিব। কড়ি কর বিতরণ ইত্যাদি (ঐ)

৫। কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে। (ঐ)

৬। সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আট পনে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥ ইত্যাদি (ঐ, মালিনীর বেসাতির হিসাব দ্রষ্টব্য)

৭। আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি। (ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল)

৮। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়। (ঐ)

৯। আপনি দিলেন হুলু নাড়িচ্ছেদ করি।" (ঐ)

১০। ষষ্ঠীপূজা হইল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়। (ঐ)

১১। অতিথি আপনি হবে উপোসি কেমনে রবে অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি যদি অতিথি সেবন করি এই বেলা দেখ আর ঠাঁই।" (

১২। সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।" (ঐ)

১৩। সুবচনী পুজে কত ছিড়িয়াছি চুল। (রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর)

১৪। রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর—বিদ্যার বাসরসজ্জা দ্রষ্টব্য।

হুঁকায় তামাক সেবন করার রীতি ছিল[১] ; স্ত্রীলোকেরা চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়াইত ললাটে সিন্দুর পরিত[২] ; মৃণ্ময়ী দশভুজার পূজা হইত[৩] ; মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিবার প্রথা ছিল[৪] ; ফাল্গুন মাসে 'গোবিন্দ দোল' হইত[৫] ; চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায় অন্নপূর্ণা পূজা হইত[৬] । এই সময়ের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় ভারতচন্দ্র রায় অতি উজ্জ্বল ভাষায় প্রদান করিয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি,—

"স্নান করি করে রামা অন্নদার ধ্যান। অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক। শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রাঁধে ঘনতর ছোলা অরহরে। মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা। দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্টভাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বড়া। তিলপিটা সিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রাঁধিলা অনায়াসে। আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝালভাগ কোল। সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই। কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার। চিঙড়ীর ঝাল বাঘা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রাঁধি রাঁধে কই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচা মাছ রাঁধিলেক গুড়া॥
আম্র দিয়া সোল মাছ ঝোল চড়চড়ী। আর রাঁধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রাঁধে তিলশাক। মাছের ডিম্বের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা। অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের মাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া দোলমা বাঘা সেকচী সমসা॥

১। এক সরা ভরা টীকা হুঁকা চলে চুটা। পোড়া দেয় গুড়াকু তামাকু টেঁকী কুটা॥ "(ঐ)
২। আঁচড়ে চিরুনে চারু চাঁচর চিকুর। ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর॥ "(ঐ)
৩। মৃণ্ময়ী দশভুজা করিব তাহার পূজা দাসীর বচন রাখ প্রভু। (ঐ)
৪। হেদে প্রাণনাথ কবি মকরে প্রখর রবি এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য করে যেবা সেই ধন্য পারে লোক জিনিতে শমনে॥ (ঐ)
৫। আর এক গুন বোল কুম্ভেতে গোবিন্দ দোল॥ (ঐ)
৬। ওরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়। আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়।
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়॥ (ঐ)

বস্তু মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া। রাঁধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রাঁধিলা। মৎস্য মুলা বড়াবড়ী চিনি আদি দিলা॥
আর আমসত্ব আর আমসী আচার। চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার॥
অম্বল রাঁধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা। সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পাযুষী পুরী পুলি। চুষী রুটী রামরোট মুগের শামুলী॥
কলাবড়া ঝিয়ড় পাপড়ভাজা পুলী। সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা। চালু বিনা ভুরা আর যার চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রাঁধে আর। বিষ্ণুভোগ রাঁধিলা রাধুনী লক্ষ্মী যার॥"

৯। উপসংহার

আমরা যত দূর সম্ভব, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ইতিহাস বলি, কাব্যের মধ্যে সচরাচর তাহার সন্ধান পাইবার আশা করা যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রাচীন যুগের সামাজিক রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও গৃহস্থালীর ইতিহাস সঙ্কলন করা যদি কখনও আবশ্যক হয়, তবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার উপকরণের অভাব হইবে না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার; কিন্তু ইহারই অভ্যন্তরে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের পুরাতন চিহ্নগুলি নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে কোন প্রতিভাশালী লেখকের নিপুণ হস্তের সহায়তায় সেই সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন যুগের সামাজিক ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায় বিরচিত হইতে পারিবে—আশা করা যায়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

[তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

৩। উৎকল খণ্ড

গ্রন্থকার—চন্দ্রচূড়াদিত্য। পুথিপ্রদাতা—শ্রীযুক্ত মলুরাম গগই, কাকতি গাঁও, গোলাঘাট, শিবসাগর। পুথির—আকার ১৮ $\frac{1}{2}''$ × ৪ $\frac{1}{4}''$। পত্রসংখ্যা—১০৩। পদসংখ্যা—৯৭৮।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। শ্লোক।

শ্রীমজ্জগন্নাথপদারবিন্দং প্রণম্য পূর্ব্বং শতশঃ সুভক্ত্যা।
বাণীঞ্চ নত্বোৎকলখণ্ডনাম শ্রীচন্দ্রচূড়াস্বয়কেন গীতং ॥

পদ।

প্রথমে প্রণামো জগন্নাথের চরণ।
সরস্বতী বন্দিমু বাল্মিকী তপোধন ॥
পিতৃমাতৃপাদপদ্মে করিয়া প্রণতি।
শঙ্কর বান্ধব বন্দো আদি মহামতি ॥১
সরস্বতী যত গুরু আছয়ে আমার।
করিবো প্রণতি আমি চরণে তাহার ॥
ভক্তি করে গুরুপায়ে করিয়া প্রণাম।
অল্পবুদ্ধি হৈয়া কিছু বন্দিবারে চাম ॥২
চারি বেদে নাহি জানে তাহার মহিমা।
স্তুতি করি ব্রহ্মা যেন পায়ে গুণসীমা ॥
তবে জয় গাইতে মোর করে অভিলাষ।
সেবকবৎসল নাথ দিয়ো পদে বাষ ॥৩
পুণ্যকথা পুরাণের শুনে জেই জন।
ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় তার পাপ বিমোচন ॥
কলিকালে সার এক শ্রবণ কীর্ত্তন।
সুন সুন সর্ব্বলোকে হৈয়া একমন ॥৪

মধ্যে,—

হেন শুনি নরপতি সানন্দিত হৈল।
রাজ্যের সম্ভার জন্ত আনি মিলাইল ॥
কুল বস্ত্র অসম্ভার রাজচক্রবর্ত্তি।
মেদনি পঞ্চাশ কোটি সেই অধিপতি ॥৩০১
বিধির অধিক রাজা করিল সম্ভার।
আনিল সতেক ঘোড়া লক্ষণ সুসার ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা সুভকর্ম্মে রত।
করিল সম্ভার যত কহিবোহোঁ কত॥৩০২
বিষ্ণের নিকটে কৈল থান নির্ম্মাণ।
তর দিস্ত [তথি দিব্য ?] পর্ণশালা করিল বিধান ॥
নারদেক কহিলা রাজা সুনহ বেবস্থা।
জজ্ঞ যে কহিতে চাহি দেব অধিষ্ঠাতা ॥৩০৩
পাঠান প্রতিমা কর এক মহাসয়।
লক্ষী নৃসিংহর তেজ আনিয়া হাসয় ॥
এই প্রতিমাতে তেজ করামু সঞ্চার।
জজ্ঞ অধিষ্ঠাতা সেই হইবা তুমার ॥৩০৪
হেন সুনি নরপতি হরিষ অপার।
প্রতিমা নির্ম্মাণ কৈল আনি মৃত্তিকার ॥
লক্ষী নৃসিংহর তেজ নারদে হরিলা।
সেই প্রতিমাত তাক আনিয়া থাপিলা ॥৩০৫

শেষ,—

সেই জগন্নাথে দেব মস্তকে বন্দিয়া।
চন্দ্রচূড়াদিত্যে গায় পঞ্চালি রচিয়া ॥
পঞ্চাদশ উত্তর শক অষ্ট নববতি।
তখনে হৈল এই পুস্তক সমাপতি ॥৯৭৪
পুত্রবতে পৃথিখান করিবা পালন।
সুনিলে পাতক হরে দুখ বিমোচন ॥
কোটি প্রণাম করি প্রভুর চরণ।
জন্মে জন্মে হোক সাধু সঙ্গত মরণ ॥৯৭৫
কৃষ্ণচরণে মোর না ছাড়োক রতি।
সদায়ে থাকোক মোর সাধুত পিরীতি ॥

বেদে পুরাণে ভারতে কহয়ে সদায়।
শ্রীভাগবত বিনে উত্তম বস্তু নায় ॥৯৭৬
ভকতত বিনে ভব না পারে তরাইবাক।
শ্রবণ কীর্ত্তন করি তরা দুস্তর মায়াক ॥
কলিত কৃষ্ণত পরে নাহি আন গতি।
সদায়ে করিয়ো শ্রবণ কীর্ত্তন ভকতি ॥৯৭৭
ভকতে সে বন্ধু নামে বড় ধন।
সদায়ে করিয়ো নৃত্য শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
তবে সে তরিবা ঘোর সংসারক সুখে।
পলাউক পাতক রাম বোলা মুখে ॥৯৭৮

পুস্তক সমাপ্ত—শ ।১৬৪৯ । পত্র ১০৩।

গ্রন্থের আরম্ভ-শ্লোকে গ্রন্থকারের নাম চন্দ্রচূড়াকয় প্রদত্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা লিপিকর-প্রমাদ। উপরে উদ্ধৃত ৯৭৪ সংখ্যক পদে নাম চন্দ্রচূড়াদিত্যাই রহিয়াছে। গ্রন্থের অন্য যে যে স্থলে কবির নাম দেওয়া -আবশ্যক হইয়াছে, সর্ব্বত্রই উহা চন্দ্রচূড়াদিত্য বা চন্দ্রচূড় বলিয়া লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

দ্বাদশ জাত্রাবিধি কহিলা নারায়ণে।
চন্দ্রচূড়াদিত্যে বোলে বন্দিয়া চরণে ॥৯১৭
হেন ব্রহ্ম অবতার কপট লীলায়।
চরণকমলে পড়ি চন্দ্রচূড়ে গায় ॥

গ্রন্থমধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় কিছু পাই নাই। ৯৭৪ সংখ্যক শ্লোকে গ্রন্থরচনাকাল ১৫৯৮ বলা হইয়াছে। প্রতিলিপির সময় ১৬৪৯। সুতরাং গ্রন্থ রচনার অতি অল্প কাল পরেই বর্ত্তমান পুথি লিখিত হয়। পুথিখানি এখন অতি সুন্দর অবস্থায় আছে; ইহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর। গ্রন্থমধ্যে ৪, ৫, ৬ ও ৮ অঙ্কের আকার প্রাচীন। ৪এর বর্ত্তমান আকারও গ্রন্থে রহিয়াছে।

৪। সন্তুনির্ণয়

গ্রন্থকার—কৃষ্ণভারতী। গ্রন্থপ্রদাতা—শ্রীযুক্ত মহাদেব গোস্বামী, বাটিসত্র, গৌহাটি, আসাম। গ্রন্থের আকার—১৫$\frac{1}{2}''$ × ৪''। পত্রসংখ্যা—২০।

আরম্ভ,—

ওঁ নমো গণেশায়।
বন্দে দামোদরদেবং পরমাত্মস্বরূপিণং।
যৎকৃপাপাঙ্গলেশেন করোমি সন্তুনির্ণয়ং ॥

বৌদ্ধা সমাকীর্ণং দৃষ্টা বেদভূমিং প্রভুঃ।
কাশ্যাং শঙ্কররূপেণ খড়্গেন বিনিপাটয়ন্॥
অথ ভগবদংশযোগে সুরাংশপার্ষদাংশভূতানাং কলৌ সতাং নির্ণয়ং বক্ষ্যে॥
কথারূপবালবোধং সাধূনাং নির্ণয়ং শৃণু।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সন্তদুর্গং বিলঙ্ঘতে॥

অথ কথা

কাশীদেশত বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভত শঙ্করাচার্য্যের জন্ম। সাক্ষাতে দত্তাত্রেয় গোসাঞিক পায়্যা গুরু করিল। শ্রীকৃষ্ণভারতী উবাচ। শঙ্করাচার্য্য জন্মকর্ম্ম কহা। ব্রহ্মচর্য্যুবাচ। তেহে বৌদ্ধ সকলক দূর করি কলিত ধর্ম্ম প্রচারিলা। জেমতে তাহাক পাছত কহিব। আগে সাধু সম্প্রদায় কহি। শঙ্করাচার্য্যের চারি শিষ্য অগুনাচার্য্য সদানন্দাচার্য্য পদ্মাচার্য্য উদ্ধবাচার্য্য ব্রহ্মচারি চারিনন্দ। চৈতন্যরূপাচার্য্য প্রকাশাচার্য্য। মঠ চারি পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ। চারি মঠের নাম। সন্ন্যাসীর দশ নাম পূর্ব্বা তথাশ্রম পশ্চিমে বন অরণ্য দক্ষিণে সরস্বতী পূর্ব্বে ভারতী উত্তর পূর্ব্বত সাগর এই দশ নাম সন্যাসির। এথন বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায় কহি। বারাণসী হন্তে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিছে। নিমাদত্ত, রামানন্দ, মাধবাচার্য্য, বিষ্ণুশ্যাম। বারাণসীর পূর্ব্বে নিমাদত্ত পশ্চিমে রামানন্দ উত্তরে মাধবাচার্য্য দক্ষিণে বিষ্ণুশ্যাম।

গ্রন্থের বিষয়,—

১। বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদের জন্য শঙ্করাচার্য্যের জন্ম ও ধর্ম্মপ্রচার।

২। পরবর্ত্তী ধর্ম্মসম্প্রদায় সমস্ত শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ হইতেই উদ্ভূত, ইহার বিবরণ।

৩। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত, ইহার বিবরণ।

৪। চৈতন্যের জন্ম, সন্ন্যাস ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।

৫। চৈতন্যের কামরূপে আগমন ও রত্নেশ্বর ঠাকুরকে দীক্ষাপ্রদান।

৬। শঙ্করদেব ও রামরাম গুরুর চৈতন্য দর্শনে উড়িষ্যা যাত্রা ও তথায় চৈতন্যের নিকট মন্ত্র ও ধর্ম্ম-প্রচারের উপদেশ গ্রহণ।

৭। শঙ্করদেব ও রামরামের কামরূপে প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রচার-কার্য্য আরম্ভ।

৮। দামোদর সম্প্রদায়ের বিবরণ।

৯। মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের বিবরণ।

১০। উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধ।

গ্রন্থমধ্যে শঙ্করাচার্য্য হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত একটি শিষ্য-তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

গ্রন্থ আটটি পটলে বিভক্ত, তন্মধ্যে চারিটি পটলই চৈতন্যের বিষয়ে লিখিত। যে সমস্ত পটলে চৈতন্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে চৈতন্যনির্ণয় বলা হইয়াছে ; যথা,—

"ইতি চৈতন্যনির্ণয়ে ষষ্ঠ পটল"—পত্র ১১। "ইতি চৈতন্যনির্ণয় দ্বিতীয় পটল"—পত্র ৭। সন্তনির্ণয় নামও ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা,—"ইতি সন্তনির্ণয় সপ্তম পটল"—পত্র ১৭। গ্রন্থের প্রথমেও সন্তনির্ণয় নাম রহিয়াছে।

চৈতন্য-প্রসঙ্গে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও অনুষ্ঠান-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। চৈতন্য যে ভগবানের পূর্ণাবতার বা তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

চৈতন্যের জন্ম সংশ্রবে গ্রন্থকার বলেন যে, চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেন নাই। তাঁহার পিতা ও মাতা এ জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে চৈতন্যের মাতা শচী দেবী স্বপ্নে দেখিলেন, যেন চৈতন্য তাঁহাকে, বলিতেছেন, তোমরা শীঘ্র অদ্বৈতাচার্য্যকে ডাকিয়া আন, তিনি আসিলে দুগ্ধ পান করিব। অদ্বৈতাচার্য্যকে অনুরোধ করায় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে শিশু স্তন্যপান করিল। অদ্বৈতাচার্য্যই তাঁহার নাম চৈতন্য রাখেন।

বৃন্দাবনে যাইবার পথে দিল্লীতে চৈতন্যদেব জনৈক তদ্দেশীয় পাণ্ডাকে দীক্ষিত করেন। পাণ্ডা পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গীত রচনা করিয়া নিজে তাহা গাহিত।

জি জি জি মেরে লালন গৌরা।
আপহি নাচে আপহি রস ভোরা॥
খোল করতার বাজত বিধি।
ভাবে ভনত সব নাচত নিধি॥
কহে এক ভগবত ভিখারি।
চৈতন্য গোসামিকে জায়া বলিহারী॥

গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে কামরূপে মাধব দর্শনে আগমন করেন। তথায় তিনি বরাহকুণ্ডের উপর রত্নেশ্বরকে 'শরণ' দেন, কণ্ঠভূষণকে শিক্ষা দান ও ভাগবত পাঠের আদেশ দেন; কণ্ঠহার কন্দলিকে কৃপা এবং কবিশেখর ব্রাহ্মণকে নামধর্ম্ম দান করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যা গমন করেন।

চৈতন্য সম্বন্ধে অপর যে যে কথা গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে, তাহা গ্রন্থকারের ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে পাঠকগণ প্রাচীন গদ্যের আদর্শও কিঞ্চিৎ পাইবেন।

"ইতি কামরূপ দেশত যেমতে চৈতন্য গোসাই প্রবর্ত্তনি সম্প্রদায় ঈশ্বর ভক্তিপণ্ড, সরণ, ভজন, হরিনাম, ভাগবত গীতা জাত্রা মহোৎসব প্রবর্ত্তিল তাহাক সুনা। এহি কামরূপ দেশ প্রায় জঙ্গল আছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জন ন ছিল। পাছে নরনারায়ণ চিলা রায়* দুভাই কামরূপর রাজা হইল। মাধবর থানর মঠ বান্ধিল। পাছে কামরূপ উত্ত দেখিবৈ তাতে মনি-নারানপুর কৈল্যানপুর বনিয়া ব্রহ্মপুর বেদর বরদয়া এই সকল দেশর ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুলীন ভাতি মগি সকলক বসাইলেক। সেই বেলা রামদামোদর, শঙ্কর মাধব হরিদেব কামরূপক আসিলা। দেব দামোদরের মাত্র তাতি মারাংনায় চুরি। সর্ব্বস্ব নষ্ট হৈল। চারি প্রাণী পাত্র ঝা জিত ধরি রহিল। পাছে শঙ্কর রামরামগুরু মাধব দরশন করিবাক আসিল। তাতে রত্নপাঠকর মুখে ভাগবত সুনি রত্নপাঠকত সুধিলা। হে গুরু কোন সাস্ত্র পড়া। পাছে রত্নপাঠকে কহিলেক বোলে এইতো শ্রীভাগবত আমারই দেশত শ্রীচৈতন্য গোসাঞি প্রচারিল। আমাক কৃপা করি মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক আজ্ঞা করিল। এতেকো আমি পড়ো। এহি কথা সুনি পুনু সঙ্করে গোমস্তায়ে সোধে বোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞি কোন ঠায় থাকে আমি তঞ্চক দেখা পাঞে। এহি সুনি রত্নপাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞি এই মাধবর মনিকুটর গোফাতে আছিল। এখন জগন্নাথক গৈল। এহি কথা সুনি সঙ্কর

* নরনারায়ণ ১৫২৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কামরূপ ও কুচবিহারের রাজা ছিলেন। শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কামাখ্যা মন্দির ভগ্ন হইলে নরনারায়ণ ঐ মন্দির পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করান। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহারই অনুরোধে ইঁহার সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। গুণাভিরাম বরুয়ার আসামবুরঞ্জী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, এই নরনারায়ণ শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলপ্রিয়াকে বিবাহ করেন।

গোমস্তা রামরাম গুরু দুই জনে আনচি বোলে গুরু চলা গঙ্গাস্নান করি জগন্নাথ দরশন করি চৈতন্য গোসাঞিকো সেহি থানতে লাগে পাইব। এহি আনচি দুই জনে দুজাক ভারি করি জগন্নাথে দেখিবাক গৈলা। গঙ্গাস্নান করি জগন্নাথ দরশন করি পাছে চৈতন্য গোসাঞির মঠর দ্বারক লাগ পাইল। যায়া ব্রহ্ম হরিদাসক লাগ পাইল। পাছে ব্রহ্ম পুছিল তোরা কথাএ থাক কিবা নাম। তাত রামরাম কহিল আমি পূর্ব্বদেশী ব্রাহ্মণ এহে সঙ্কর গোমস্তা জগন্নাথ দেখিতে আসিছে। চৈতন্য গোসাঞিকো দেখিতে চায়। পাছে ব্রহ্ম হরিদাসে শ্রীচৈতন্য গোসাঞিত কহিল। চৈতন্যে বুলিল আমি জানি রামরাম ব্রাহ্মণ সঙ্কর কায়স্থ দুই জন আহিচে। এখন আমাক দেখা পাইবার নয়। আমি সুদ্রের মুখ না দেখি। এহি কথা রামরাম,সঙ্কর গোমস্তাত কহিলেক। সঙ্করে সুনি বিস্তার মন দুখ করি ব্রহ্ম হরিদাসক বুলিল আমি কেন মতে চৈতন্য প্রভুক দেখা পাঁয়। তেবে ব্রহ্ম হরিদাসে বোলে যদি তোমরাত কিছো বিত্ত থাকে তবে তাক ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভ করা। হরিধ্বনি সুনিলে কীর্ত্তনলম্পট চৈতন্য আপুনি মঠের বাহির হয়া নৃত্য করিবাক যাইবেক তাতে দেখা পাইবা। এহি কথা সুনি ধন কড়ি ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিল। ভব দুই পরেত কীর্ত্তনধ্বনি শুনি চৈতন্য মঠ হন্তে বাহিরায়া দুই দণ্ডমান নৃত্য করি দেখনে দেখ বেশে অলক্ষিতে পুনরায় জায়া ছিল। চৈতন্য প্রভুক তো দেখ ন পাইলো। পাছে হরিদাস বুলিল মহাপ্রভু তোমার কীর্ত্তনেত নৃত্য করি পুনর্ব্বার মঠের ভিতরে আসিল তুমি কেনে দেখা ন পাইলা তাত সঙ্করে বুলিল পূর্ব্বে কোন দিন নঞি দেখি এতেকে চিনিবাক ন পারিলো যদি আগে দেখি চিনো হেন্তে তেবে চিনিবাক পারি কহা প্রভুর কি বর্ণ কি রূপ। এহি কথা সুনি হরিদাসে বোলে আমি প্রভুর রূপ কহো গৌরাঙ্গ তনু অজানুলম্বিত ভুজ মুণ্ডিত মুণ্ড হস্তে জপমালা, দণ্ডানেত্রে সদা প্রেমধারা বহে গলায়ে নামমালা ভোল মুখে সদা কীর্ত্তনরোল কটিত কপিন সদা পুলকাবলিত তনু এহি লক্ষণে চৈতন্য মহাপ্রভু। ভাল প্রভুক ন চিনিলা আমি চিনায়া দিবো। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আসিবা। জে সম জগন্নাথর জলসন্ধ্যর বাদ্য হয় সেই সময়ে প্রভু চৈতন্য সমুদ্র-স্নানক জায় সেই বেলা মঠের দ্বার মেলে। তোরা দুই জনে সেই বেলা দেখা পাইবা। এহি কথা সুনি দুয়ো জনে চারি দণ্ড থাকিতে মঠের দ্বারেক গৈল ব্রহ্ম হরিদাসে বুলিল মহাপ্রভুক দণ্ডবত ন করিবা এহি কথা সুনি সঙ্কর একদিসে রহিল। রামরাম গুরু মঠের দ্বারত মঠের দ্বারত দণ্ডবত করিয়াছিল। সেই বেলা জগন্নাথের জলসন্ধ্য বাদ্য হৈল তাক সুনি চৈতন্য মহাপ্রভু মঠর বাহির হয়া সমুদ্রস্নানেক চলিল। অহি যাইতে রামরাম গুরুর মস্তকত চরণ উবাটি লাগিল। ইশ্বরের চারি অক্ষরে নাম উচ্চারণ করিয়া সমুদ্র স্নানেক নড়িল। সেহি চারি নামক রামরামে মন্ত্র বুলিল। সঙ্করে প্রভুক দেখি মনে দণ্ডবত করি খোজতে দণ্ডবত করিলা। পাছে হরিদাসক বুলিলা তোমার প্রসাদে মহাপ্রভুর দরশন হৈলো। আমি তোমাক কি দিম। আমিয়ো তোমার। আর প্রভুত পুছিবা কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক। আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক। আমাকে প্রসাদ দিবে কে। এহি কথা সঙ্কর

কহিবা। হরিদাসে বুলিল এ সকল কথার মহাপ্রভুত আজ্ঞা লয়া দিবো। তোরা স্নান করি আসিবা। এহি সুনি রামরাম সঙ্কর দুই যনে সমুদ্রস্নান পঞ্চতীর্থ স্নান করিবেক। চৈতন্য প্রভুয়ো স্নান করি মঠের ভিতর যাইতে ব্রহ্ম হরিদাসে দণ্ডবতে পড়ি কথা কহে হে মহাপ্রভু দুইটি যিবেয়ে পোছে কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক আমার কি গতি হৈবেক আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক আমার প্রসাদ পাইবাক লাগে। এহি কথা সুনি প্রভু মনি করঙ্গর জল ঢালিল দ্বারত মঠের ভিতর দ্বারত মঠের ভিতর হয়ি ব্রহ্মহরিদাসে বুলিল. উচেত্ত ভক্তি না রহে হিনেত্ত ভক্তি রহিবেক। আর রামদেবশর্ম্মাক শঙ্কর দাসক দুইখানি দেবলার মালা দিব দুই জনেক আর জগতপতি জে নাম নামমালিকা পুস্তক সাত সত শ্লোকের করাইবে তাক সঙ্কর দাসেক দিবা সে দেশত প্রচারোক অর সঙ্কর দাসে ভাগবত সুনিবেক আর রামদেব শর্ম্মাকে সরণ ভজন হরিনামের শ্লোক সকল দিবা যেহি চারি নাম পাইলো সেহি ব্রহ্মপুত্রেক তিনি নাম দিবেক। ব্রাহ্মণেক চারি নাম দিবেক। আরো দামোদর ব্রাহ্মণ পুষ্পদন্ত পারিষদ আছিছে তাঞোকে সব ভজনের শ্লোক দিবা হরিনাম প্রচারিবেক আর শঙ্কর দাসে আমার শিষ্য কণ্ঠভূষণৈ মুখে ভাগবত সুনি ভাগবতের কথা কহিবেক এহি আজ্ঞা করিয়া বিদায় দিবা। আর হিন হৈলে কলিত ভক্তি রহে ভক্তি প্রেমর উচেত না রহে এহি সকল কথা হরিদাসেত কহি মহাপ্রভু যোগাসনে বসি মোনে রহিল। পাছে রামরাম শঙ্কর পঞ্চতীর্থ স্নান করি শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুক দরশন করি মঠের ঘরক গৈল। হরিদাসে মহাপ্রভু চৈতন্যক আজ্ঞা কহি দুইখান দেয়লার মালা দিলা আর সরণ ভজন পুস্তক রামরামক দিলা নামমালিকার সাত সত শ্লোকর পুথি শঙ্করেক দিয়া বুলিল বোলে মহাপ্রভু চৈতন্য আজ্ঞা করিছে শঙ্কর দাসে ভাগবত সুনিবেক। কামরুপর হয়গ্রীবর সমীপাখিলসিদ্ধিদং। দামোদরমিতি খ্যাত স্বমেব হরিকির্ত্তনং। নারদো ভিক্ষুরুপেন স্থিতো মনিময়ে গিরৌ॥ দামোদর-ব্রাহ্মণে হরিনাম প্রচার করিবেক ব্রাহ্মণেক চারি নাম দিবেক সুদ্রেক তিনিত নাম দিবেক। তিনি নাম সুন প্রতাপরুদ্রের বিশ্বাস কারণে তিনি নামে ষোল নাম করিবো। আর সরণ ভজনের পুঁথিতে সকল ভক্তির লক্ষণ আছে। লক্ষণ না রহিলে ভক্তি না রহে। এহি কহি বিদায় দিল। পাছে রামরাম সঙ্কর দুই জনে চৈতন্যর মঠক প্রদক্ষিণ করি আনন্দে মাহাপ্রসাদ ভোজন করি পাছে জগন্নাথ দেবনাকভার পদ্মচিনি অমৃত গুটিকা সিদ্ধবটের পত্র কনকচুর বালা এ সকল লয়া কতো দিনে আসি গৃহ পাইলা। পাছে দুই জনে আনিচিন করি ইশ্বরের মন্দির বা প্রতিমা স্থাপন করি মাগুরি গ্রামের পরা কণ্ঠভুসনক নিয়া ভাগবত শ্রবণ করিবাক লাগিল। কণ্ঠভূষণাক ভাগবত ব্যাখ্যাকা অর্থ কহে সঙ্করা তাক পদ গিত করিতে জায়। পাছে লোক হরিকথা সুনি নামের মহিমা সুনি পাছে দুই চারি জন করি ইশ্বরত সনাপন্ন হৈবাক লাগিল।"

পরে রামরাম, দামোদরকে চৈতন্তের শরণ ভজনের উপদেশ-পুস্তক দেন। দামোদর

চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনেকেই কামরূপে শঙ্কর ও দামোদরের নিকটে বৈষ্ণব-ধর্ম্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করে। শঙ্করের ভ্রাতা রামরায়ও উহা গ্রহণ করিল। হরিচরণ, রামানন্দ, কেশবদাস, ইহারাও ঐ মত গ্রহণ করিল। ইহার কিছু কাল পরে মাধবদেব দেবীপূজায় ছাগ বলি দিতে উদ্যত হওয়ায় শঙ্কর তাহা নিষেধ করেন এবং ঐ সূত্রে তাঁহাকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। ইহার পরে মাধব শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ইহার পর দামোদরী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের সহিত উহার বিরোধের বিবরণ রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে এইরূপ,—

"বেহারে কামরূপে প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ মহাজনকে নে জানে শ্রীদামোদরের চাই নাম ন লই তিনি পিড়ি অগতি অপঘাত মৃত্যু হইতে সে পথক রাজায়ো ভাল নো বোলে পণ্ডিত সকলেও ভাল নো বোলে একে অজ্ঞানি লোক ত বিলায়। অন্যেরো সদের নাহি ব্রাহ্মণে পুজিবেক ঈশ্বরক গৃহস্থে পুজিবেক ব্রাহ্ম চারি জাতিক শূদ্রে পুজিবেক ব্রাহ্মণেক এহি গোট সাস্ত্রর সম্মত শ্রেষ্ঠ পথ তাত যদি শূদ্রে ব্রাহ্মণ মহন্ত কথা অনাদর করিলেক এহি তবে মাধব দাসেত করি অধিক কেহো নয় তেহো দেবর দামোদরেক গুরু না মানি এত অযন্ত্রা আ[illegible]ত করি মরিল। বেহারোত ই কথা প্রসিদ্ধ আর তার সেবকে ব্রাহ্মণক না মানি তার কেমত গতি হৈবেক। যদি কলিত ব্রাহ্মণের তেজ নাথ্রি তভো কালস্তে অবস্তে নাশ।

শ্লোক

হরির্নাম ধ্বজ কৃত্বা বেদমার্গ বিদূসকাঃ।
ত্রিশ কোটি সহস্রানি কলৌ নরকভাজিনঃ॥
কালং সংঘট্টিনঃ কেচিৎ নিস্কসংঘট্টিনো পরে।
পুরুষসংঘট্টিনঃ কেচিৎ কলৌ নরকভাজিনঃ॥
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
ব্রাহ্মণানাং নিন্দকস্য নিষ্কৃতির্নচ বিদ্যতে॥
ইতি সন্তনির্ণয়ে অষ্টম পটলঃ সমাপ্ত।
দ্বিজানামপমানেন মন্ত্রস্য গ্রহণেনচ।
বিবাদেন বিসং ভুক্তা মাধবো ভুক্ততাং গতঃ॥
অন্যেচ অভিধ্যানাতে পথস্য নিসেবয়া।
উত্তমদ্বিজনামানো ভবন্তোবাত্মঘাতকং॥
ওঁ গুরুপাদেভ্যো নমঃ!

শেষ পৃষ্ঠা,—

একা ক্ষপনক শাকাহর্ত্তা ক্ষপনক দশ শাকাশ্চা।
যত্র ক্ষপনক দশাশাকা সা তত্র ক্ষপনক কায়াকাসা॥

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে।
সূর্য্যোগ্নিতাপেন দিগিন্ধনেন॥
মাসর্ত্তু দর্ব্বীপরিঘট্টনেন।
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।
শঙ্করঃ শঙ্করঃ প্রোক্তঃ ব্যাসো নারায়ণস্তথা।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিঙ্করঃ কিঙ্করিষ্যতি॥

গ্রন্থখানি দামোদর-সম্প্রদায়ের কাহারও রচিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ১৩১৮ সালের ১ম সংখ্যক রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তন্মতাবলম্বিগণের মধ্যে দুইটি প্রধান দল হইয়া পড়ে; মাধবদেবের দলের নাম মহাপুরুষিয়া এবং দেব দামোদরের দলের নাম দামোদরীয়া বা বামুনিয়া হইল।" এই দুই দলের বিরোধই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। দামোদর-সম্প্রদয় চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন এবং দামোদরদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচারের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায় ইহার বিপরীত। চৈতন্যের সঙ্গে যে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। দৈত্যারি-প্রণীত শঙ্কর ও মাধবদেবের জীবন-চরিতে ও দ্বিজভূষণ-প্রণীত শঙ্কর-চরিতে শঙ্করের সহিত চৈতন্যের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। দৈত্যারি ও দ্বিজভূষণ, উভয়েই মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত। গ্রন্থশেষে লিপিকারের নাম-ধাম বা লিপিকাল কিছুই প্রদত্ত হয় নাই।

২২শ বর্ষের ১ম সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অসমীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "আসামে শ্রীচৈতন্য" শীর্ষক প্রবন্ধে ভট্টদেব-রচিত সংসম্প্রদায়কথা নামক একখানি গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে রহিয়াছে,—

'চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্টা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্॥'

এতৎপ্রসঙ্গে হেম বাবু লিখিয়াছেন,—"তিনি (ভট্টদেব) এখানে কোন্ চৈতন্য-সংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণভারতীর সংগ্রহ ও নৃসিংহকৃত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই দুইখানি অসমীয়া ভাষায় লিখিত পুথি। প্রথমখানা অসমীয়া গদ্য ভাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়খানার রচনা পদ্যময়। ভট্টদেব এই দুইখানা পুথির উল্লেখ করাতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইখানা পুথি ভট্টদেবের পূর্ব্বকালের।"

সংসম্প্রদায়-কথার বিষয়ের সহিত সন্তনির্ণয়ের বিষয়ের কোন পার্থক্য নাই। ইহাই 'সংসম্প্রদায়-কথা'য় উক্ত কৃষ্ণভারতীর সংগ্রহ। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, কৃষ্ণভারতী ভট্টদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু এ কোন্ ভট্টদেব? হেমবাবু বলিয়াছেন, ইনি দামোদর দেবের

শিষ্য এবং তাঁহার সমসাময়িক। দামোদর-শিষ্য ভট্টদেবের জীবনকাল ১৪৮০ হইতে ১৫৬০ শক বা ১৫৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৩৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। সৎসম্প্রদায়-কথার রচয়িতা যদি এই ভট্টদেব হন, তবে ইহা হইতে আমাদের সন্তনির্ণয়ের সময় কতকটা ধরা যাইতে পারে।

সন্তনির্ণয়ের প্রথমে দামোদরদেবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ইহাঁর সম্প্রদায় 'বামুনিয়া' নামে উক্ত হইয়া থাকে। ইহাঁর জীবনকাল ১৪১০ শক হইতে ১৫০২ শক পর্য্যন্ত। কেহ কেহ বলেন, ইনি ১৫২০ শকে পরলোক গমন করেন। সুতরাং সন্তনির্ণয় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল, বলিয়া আমরা ধরিতে পারি।

৫। দিপিকাচন্দ

গ্রন্থকার—পুরুষোত্তম গজপতি (?)। পুথির অধিকারী—শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র দাস, বরপেটা, আসাম। পুথির আকার ১১"×৩"। পত্রসংখ্যা—২৮।

আরম্ভ,—

ওঁ নমঃ শিবায়।

জয় নমো হরি হর শিব নিরঞ্জন।
স্রজন পালন আদি দেব সংহারন॥
ব্রহ্মাময় মূর্ত্তি পুনু ক্ষয় নাহি জার।
হেন সদাশিব পাবে করু নমস্কার॥ ১
রুদ্ররূপে স্রজা পালা বিষ্ণুরূপ ধরি।
ব্রহ্মারূপে নিয়া প্রভু জগত সংহরি।
হেন মহেশ্বর চরণ হৃদি ধরি।
গুরুর কৃপা কমলে শিরোগত করি॥ ২
রচিলে দিপিকাচন্দ নামে এই পদ।
দিনপতি সবর চরিত্র বিদগদ॥
শিবের রহস্য হরে কহন্ত জায়াত।
গৌরিয়ে পুছন্ত জেন কহিয়া আছন্ত॥ ৩
আরু হংস ককিত কহিছা নারায়ণ।
মহাপুরাণত কৈলা সুক মহাজন॥
জামল সংহিতা হরে গৌরির আগত।
কহিয়া আছন্ত রাজনীতি যেন মত॥ ৪
সিতো নিতি বর্ণাইবে মোহোর কৈল মতি
পুরুষোত্তম মোর নাম গজগতি॥

অগাধ সাগর হৈতে কথা শ্রেষ্ঠতর।
তথাপি আমার আশা ভৈলঁ কড়াক্ষর ॥ ৫

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, গ্রন্থকার পুরুষোত্তম গজপতি। ইনি জামলসংহিতা, হংসকাকী প্রভৃতি অবলম্বনে ইহা রচনা করেন এবং গ্রন্থের বিষয় রাজনীতি।

গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা রহিয়াছে,—সৃষ্টিবিবরণ, যমপুরী বর্ণন, চন্দ্রবিপ্র ও সূর্য্যবিপ্রের ভেদ, দৈবজ্ঞের বিবরণ ও শ্রেষ্ঠত্ব, বৈষ্ণবনীতি ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, দেশ ও নগর বর্ণনা, এবং প্রাচীন পৌরাণিক রাজগণের বিবরণ। কবি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—তিনি সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব জনৈক বিশিষ্ট নরপতি।

বোলয় পুরুষোত্তম আমি অল্প জন।
অগাধ সাগর হর গৌরির বিবরণ॥
তাক কাঢ়ি লৈয়া মঞি তুহিবাক কৈলো।
জাতো গুরুদেব তার আজ্ঞাক লভিলো॥
তেহেন্তে ইশ্বর রাম দেব কৃপা ময়।
তান বংশে জন্ম হেন মোর দুয়াচয়॥
আরো রাজ্য সম্পদত গর্ব্ব হবে জত।
ক্ষেমা পর্ণ করিবন্ত বৈষ্ণব সমস্ত॥—পত্র ৮

অন্যত্র,—

মুঞি মহা অধম পরম দুরাচার।
শ্রীরামর বংশে ভৈলো মহারাজা সার॥
এক খণ্ড ধরণীর ভৈলোঁ অধিপতি।
মোহর সমান কোন আছয় নৃপতি॥
গজ বাজী পদাতির রথর সিমা নাই।
এহি মদ গর্ব্বে মোর দিন বহি জাই॥

কবি চৈতন্যের অবতারত্ব স্বীকার করেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি (চৈতন্য) বঙ্গলোক তারণ করিয়াছেন।

"দেখি কৃপাময় হরি। নররূপে অবতরি॥
চৈতন্য নামক ধরি। প্রভু কৃপাময় হরি॥
লোক সব অপ্রজন্ত। নাম দানে তারিবন্ত॥
একান্ত ভকতি কাম। শ্রবণ কীর্ত্তন নাম॥
তারিবন্ত বঙ্গলোক। খণ্ডিব দারুণ শোক॥
তাতে দুষ্ট বিপ্রসব। তর্কবাদে বিনাশিব॥"

বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন যে, প্রকৃত বৈষ্ণব এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা স্বীকার করেন না।

সুনিয়ো পার্ব্বতি বৈষ্ণবর জেন নিতি।
চারিয়ো জাতির বৈষ্ণবর হন্তে গতি॥
সুনা হংস নারায়ণে ব্রহ্মাত কহিলা।
বৈষ্ণবর লক্ষণ জিমতে প্রপঞ্চিলা॥
ভকত বৈষ্ণব জেন সুনা তান ঠান।
প্রথমতে গুরুমুখে লভিবেক জ্ঞান॥
ইন্দ্রিয়ক দমি সাস্ত্র করিবে ব্যাক্ষণ।
সগুণ নির্গুণ তান করিব বিধান॥
বুঝিয়া কহিবা জেবে জ্ঞানর প্রমাণ।
ইশ্বর পরে দেব নে দেখিব আন॥
হরি গুরু নামক নে ড়িব অনুপাম।
ধর্ম্ম অর্থ মুক্ষ পাইব এড়ি আন কাম॥

কবি শাক্ত-দ্বেষী,—

"মহাগুরু কথা চয়। তোমাতে কহিলো মঞি॥
ভারত বরিষ মাঝে। নষ্ট জাইবে সামরাজে॥
বিপ্রসবে মোহ হুই। কারো একো গতি নাই॥
হংস ছাগ বলি করি। তোমার নামক ধরি॥
তুমি গতি দিবা বুলি। লোকত কহন্ত সুনি।
পরম ইশ্বর দেব। তাহাক ন করে সেব॥—২০ পত্র

উপরে উদ্ধৃত অংশটি গৌরীর প্রতি শিবের উক্তি। গ্রন্থের শেষাংশ,—

সুনা মহাজন সবে সাস্ত্রর সম্মত।
কহয় পুরুষোত্তম শ্রীরামভকত॥
মোত পরে মূঢ় জন আন নাহি ফের।
নিজ দাস করি মোকা লয়ো রামদেব॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। সাকে চন্দ্রে দীপে মুনৈক মাসে শ্রাবণস্য বেদাংসকেচ তস্মিন্ শেষ দিপিকাচন্দ কৃতে চাপি ময়া লিখিতশ্চ। সক ১৭৭১॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রন্থ কবির স্বকীয় হস্তলিপি এবং রচনা ও হস্তলিপির সময় ১৭৭১ শকের ৪ঠা শ্রাবণ। এই গ্রন্থখানি স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বড়দলই রায় বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই মুদ্রিত পুস্তকে হস্তলিখিত পুথির চৈতন্য-প্রসঙ্গটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে। শেষ অংশের গ্রন্থ রচনা ও লিপিকালও উহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

১৩১৯ সালের ১ম সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয় উক্ত মুদ্রিত পুস্তকের একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। মুদ্রিত পুস্তক হইতে আলোচনা করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি গ্রন্থ রচনার সময় সম্বন্ধে কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। আমরা তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য পুথিখানি সম্বন্ধে এখানে আরও কিছু আলোচনা করিব।

গ্রন্থ-শেষে লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থখানি ১৭৭১ শকে রচিত ও উহা গ্রন্থকারেরই হস্তলিপি। পুথির নবীন অবস্থা ও অক্ষরের গঠন, উভয়ই এ বিষয়ে অনুকূল সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করিতে চান না। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবু দেখাইয়াছেন যে, অনেকের মতে ইহা একাদশ শতাব্দীর বা তাহারও পূর্ব্বে রচিত; কিন্তু তাঁহার নিজের মতে ইহা আধুনিক। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এই কয়টি যুক্তি দিয়াছেন,—১ম, ইহার ভাষা আধুনিক। ২য়, ইহাতে 'তেরজ' শব্দের প্রয়োগ আছে; এই শব্দটি আরব্য শব্দের রূপান্তর। ৩য়, ইহাতে শঙ্করদেব বা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। ৪র্থ, "ম্লেচ্ছ রাজা" শব্দে আহোম বা মুসলমান রাজগণের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

আমরা গ্রন্থখানিকে ১৭৭১ শকের রচিত বলিয়াই ধরিতে চাই; কারণ, শেষাংশে প্রদত্ত সময় অস্বীকার করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। অসমীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, ইহা হস্তলিপির সময়, রচনার সময় নয়। কিন্তু "কৃতে" শব্দ হইতে হস্তলিপির কোন অর্থ আসে না।

গ্রন্থখানি যে একাদশ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব, তাহা গ্রন্থমধ্যে চৈতন্যের উল্লেখ ও তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও নাম দ্বারা বঙ্গলোক তারণ করিবার বর্ণনাই সপ্রমাণ করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে চান, বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা পুরুষোত্তম গজপতি, উড়িষ্যার জনৈক রাজা। উড়িষ্যায় উক্ত নামধেয় একজন রাজা ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাঁহার পক্ষে চৈতন্যের নামোল্লেখ অসম্ভব। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সহিত উড়িষ্যার পুরুষোত্তম গজপতির কোন সম্বন্ধ নাই। আর উড়িষ্যার পুরুষোত্তম আসামে আসিয়াই পুস্তক লিখিতে যাইবেন কেন? চৈতন্য বঙ্গলোক তারণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশের অতি সামান্য একটুকু অংশকে লোকে বঙ্গ বলিত। চৈতন্য যে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহা তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বে গৌড় নামে অভিহিত হইত। চৈতন্যের অনেক পরে ঐ দেশের নাম বঙ্গ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি চৈতন্যের গৌড় দেশকে 'বঙ্গ' বলেন, তিনি যে চৈতন্যের বহু পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর ছাড়া যে আর কিছু নাই, এটা হিন্দুসমাজে সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। বিদেশীয় মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ অনুযোগ করিয়া আসিতেছেন যে, হিন্দুগণ অনেক ঈশ্বর স্বীকার করেন। এ দেশীয়গণের মধ্যে প্রথমে ব্রাহ্মেরাই এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে আরম্ভ করেন। 'ঈশ্বর পরে দেব ন দেখিব আন' চরণ হইতে অনুমান হয়, কবি এই ব্রাহ্মপ্রভাব কিছু অনুভব

করিয়াছিলেন। শাক্ত ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ হইতে অনুমান হয়, কবি অসমীয় মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অসমীয় মহাপুরুষীয় সম্প্রদায় ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মসম্প্রদায়, কোনটিই অতি প্রাচীন নয়।

'ভারত বরিষ মাঝে। নষ্ট পাইবে সামরাজে॥" পুরাণাদিতে বর্ষ-গণনা স্থলে ভারত-বর্ষের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যত্র আমাদের এই সমস্ত দেশটি বুঝাইতে ভারতবর্ষ শব্দ প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে কোথায়ও দেখি নাই। আমাদের দেশে বিদ্যালয়-সমূহে বর্ত্তমান ভূগোল-বিদ্যার অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আমরা সমস্ত দেশকে ভারতবর্ষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং 'ভারত বরিষ' শব্দটির প্রয়োগ থাকায় দিপিকা-চন্দ গ্রন্থ নিতান্তই আধুনিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

পুরুষোত্তম গজপতি নামে কোন পরাক্রান্ত রাজা বাঙ্গলা বা আসামে চৈতন্যের পরে রাজত্ব, করেন নাই। কাজেই অনুমান হয়, পুরুষোত্তম গজপতি কবির প্রকৃত নাম নহে। বোধ হয়, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যবশতঃ আত্মগোপন করিয়া, কবি উক্ত নামে স্বকীয় গ্রন্থ প্রচার করেন।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বৌদ্ধগান ও দোহা

আলোচনা

আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষা-তত্ত্বের আলোচনার জন্য "বৌদ্ধগান" একরূপ অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "বৌদ্ধগানে"র ভাষায় সম্বন্ধের এর, র, অধিকরণের ত, রেঁ, অতীত কালের ইল, এল, ভবিষ্যতের ইব, ভাবে ইলে বিভক্তিগুলি ইহাকে দোহাদ্বয় ও ডাকার্ণবের ভাষা হইতে বিশিষ্ট করিয়াছে এবং আধুনিক ভাষাসমূহের পর্য্যায়ে আনয়ন করিয়াছে। আমার মনে হয়, চর্য্যাপদগুলি পদকর্ত্তৃগণের সময়ের (খৃষ্টীয় ১০ম শতক হইতে ১২শ শতক পর্য্যন্ত) চলিত ভাষায় লেখা হইয়াছিল এবং দোহা সেই সময়ের লেখ্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ লেখ্য ভাষা, কথ্য ভাষা হইতে প্রাচীন হইয়া থাকে। এই কারণে একই জনের রচনা হইলেও কাহ্নুপাদের দোহা ও চর্য্যাপদে এবং সরহপাদের দোহা ও চর্য্যাপদে ভাষাগত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে "বৌদ্ধগানে"র সময় বা ভাষা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে "বৌদ্ধগান" পড়িতে পড়িতে কয়েক স্থলে আমার যে খট্‌কা লাগিয়াছিল, পরে আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহা ভাষাতত্ত্বামোদী সজ্জনগণের নিকট নিবেদন করাই আমার এই প্রগল্‌ভতার কারণ। আশা করি, পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য শাব্দিকগণ এই বিষয়ে তাঁহাদের মূল্যবান্ অভিমত প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

মূল বক্তব্যের উপক্রমণিকাস্বরূপে প্রথমে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। "বৌদ্ধগান" বা চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মূলে কয়েক স্থলে আমি পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছি। তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ মূলে লিপিকর-প্রমাদ আছে। শুণ্ডিনি (৭ পৃঃ) স্থানে মূল পুথিতে ছিল শুণ্ডিনিণী; এই দৃশ্যতঃ ভুল সংশোধন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় শুণ্ডিনি করিয়াছেন। এইরূপ মূল পুথিতে বাট রুন্ধেলা (১৪ পৃঃ) স্থানে বাটএ রুন্ধেলা, কঁহি গই (১৪ পৃঃ) স্থানে কঁহিব গই, মহাসুহসঙ্গা (১৬ পৃঃ) স্থানে মহাসুহসুঙ্গা, সুইণা হ অবিদার অরে (৬০ পৃঃ) স্থানে সুইণাহথ অবিদারমরে, সাঅর (৬৫ পৃঃ) স্থানে সারঅর, জাণই (৬৯ পৃঃ) স্থানে জাইণ, বঙ্গালে ক্লেশ (৭১ পৃঃ) স্থানে দঙ্গালে দ্রেশ ইত্যাদি ভ্রমপূর্ণ পাঠ ছিল। এ সমস্ত শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নে পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে। শাথি (৫১ পৃঃ) শাখি স্থানে, পাত্র (৫৫ পৃঃ) পাএ স্থানে, চাদে (৫৫ পৃঃ) চাএ স্থানে, খাল্ট (৫৯) খাণ্ট স্থানে, চ্ছন্দ্রেঁ (৬০ পৃঃ) চ্ছন্দেঁ স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে। অর্থসূচিতে বিশুদ্ধ পাঠ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ মূলের অক্ষরসাদৃশ্য বশতঃ পাঠে ভ্রম হইয়াছে। বইণ (১ পৃঃ) বইঠা

(মুখবন্ধের ১৫ পৃঃ) স্থানে পাঠ করা হইয়াছে। এইরূপ আরও থাকা সম্ভব। মূল পুথি থাকিলে এগুলি ধরা যাইতে পারিত। আমাকে কেবল অনুমানের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

আমি কয়েক স্থলে টীকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। অনেক স্থলে টীকায় মূলের সন্ধ্যা ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ (esoteric meaning) প্রকাশ করা হইয়াছে। শব্দগত অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ এই শব্দগত অর্থই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥—(৫ পৃঃ)

টীকানুযায়ী ইহার অর্থ হইবে—মহাসুখকমল (দুলি) দোহন করিয়া বজ্রমণিতে (পিটা) ধরা যায় না। যোগিগণ শরীর-বৃক্ষের তেঁতুলের ন্যায় বজ্রফল অর্থাৎ বোধিচিত্তকে কুম্ভক সমাধি দ্বারা (কুম্ভীরে) নিঃস্বভাবীকরণ করেন (খাঅ)। সহজিয়া পদকর্ত্তা স্বয়ং এইরূপ অর্থ প্রকাশের জন্য হিঁয়ালী ছন্দে লিখিলেও, অসহজিয়া আমাদের তাহা জানিয়া কোন লাভ নাই। শব্দগত ভাবে পদের সাদা অর্থ (plain meaning) কি হইবে, তাহা জানিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হই। অনেক স্থলে কেবল শব্দ বিচার দ্বারা আমা-দিগকে এই সাদা অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। টীকাদ্বারা আমরা হয় ত কোন সাহায্য পাইব না। বরং টীকা গূঢ়ার্থের জন্য বাহ্যার্থকে অনেক স্থলে বিকৃত করিয়াছে, এইরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয় নিবেদন করি।

১। ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা।—(১ম পৃঃ)।

'সাণে'র অর্থ শব্দসূচিতে দেওয়া হইয়াছে, 'সঙ্গঃ, সাঙ্গা'। মুখবন্ধের ১৫ পৃষ্ঠায় এই চরণের অর্থ করা হইয়াছে,—"লুই বলিতেছেন, আমি পণ্ডিতের বচনানুসারে দেখিয়াছি।" প্রকৃত পাঠ ঝাণে (ধ্যানে) হইবে। টীকায় আছে,—"ময়া লূয়ীপাদেন সিদ্ধাচার্য্যেণ ধ্যান-বসেনেতি।...দৃষ্টং।" তাহা হইলে চরণটির অর্থ হইবে—লুই বলেন, আমি ধ্যানে দেখিয়াছি।

২। কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।—(৫ পৃঃ)।

'গই' শব্দসূচিতে 'গতি'। জোই (যোগী) প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে হয়। গই (গতি) থাকিলে, মাগঅ (মাগে) ইহার কর্ত্তা কে হইবে? টীকায় আছে—"কানেট্টু প্রভাস্বরচোরেণ ... ... যদা নীতস্তদা গ্রাহ্যাভাবে যোগীন্দ্রো দশদিশি কাপি কিঞ্চিন্ন প্রার্থয়তি।" প্রার্থয়তি (মাগঅ) ইহার কর্ত্তা যোগীন্দ্র। কানেটের অর্থ কানি, নেকড়া; "কর্ণভূষণ" নহে। বিদ্যাপতিতে কানট।

৩। দিবসই বহুড়ী কাড়ই ভরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥

কামরু, শব্দসূচিতে কামরু, অর্থ—কোথায়। বোধ হয়, অর্থ—কামরূপ (দেশ) হইবে।

এই কামরু, কামরু শব্দ হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় কাঙুর, কাঁউর (ঘনরাম ইত্যাদি) শব্দ আসিতে পারে। তাহা হইলে অর্থ এইরূপ হইবে,—দিবসে বধূটী কালের (কাল বর্ণের) ভয়ে ভীত থাকে, অথচ রাত্রি হইলে কামরূপ যায়। টীকায় 'কামরু'র গূঢ়ার্থ দেওয়া হইয়াছে, 'মহাসুখচক্রস্বস্থান'।

৪। কোড়ি মঝেঁ একুড়ি অহিঁ সনাইড়।—(৫ পৃঃ)॥

অহিঁ শব্দের অর্থ শব্দসূচিতে দেওয়া হইয়াছে—এই। সনাইড় শব্দের অর্থ শব্দসূচিতে সানাইল। 'একুড়ি অহিঁ' স্থানে বোধ হয়, 'একু হিঅহিঁ' (এক হৃদয়ে) হইবে। এই চরণের অর্থ হইবে—কোটি মধ্যে এক হৃদয়ে সামাইল (প্রবেশ করিল)। টীকায় আছে—'অস্যার্থো যোগিকোটিনাং মধ্যে যস্থেকযোগিহৃদয়েঽন্তর্ভবতীতি।'

৫। আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।—(৫ পৃঃ)।

টীকা অনুযায়ী ইহার অর্থ—হে অবধূতিকে (ভো বিআতী), শুন, (উভয়কে) অবধূতী গৃহে আন। মূলের টীকা দেখুন। এই অর্থে এই 'আঙ্গন' এবং 'ঘরপণের' অর্থ ধরা হয় নাই এবং 'আন' শব্দকে অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। মূলের পাঠ এইরূপ হইলে কেমন হয়?

আপণ ঘরাঙ্গন সুন ভো বিআতী।

হে বাইতি (ডুমনী), আপন ঘর আঙ্গিনা শূন্য। বিআতী—সংস্কৃত বিজাতীয় শব্দজাত বলিয়া বোধ হয়। বিআতী হইতে বাইতি (তুলনায় ধর্ম্মমঙ্গলের হরিহর বাইতি) শব্দ আসিয়া থাকিবে।

৬। চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।—(৭ পৃঃ)।

বারুণীর অর্থ শব্দসূচিতে দেওয়া হইয়াছে—মদ। টীকায় ইহার গূঢ়ার্থ 'বোধিচিত্ত' করা হইয়াছে। চিক্কণ বাকল দ্বারা মদ বান্ধে, অর্থ যেন ভাল হইল না। পরের দুই পদ হইতেছে,—

সহজে থির করী বারুণী সান্ধে
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধ।

'কান্ধ' নিশ্চয় 'কান্ধে' হইবে। এই পদের অর্থ হইতেছে—সহজে স্থির করিয়া মদকে ছাঁদে (বাঁধে), যেন অজরামর দৃঢ়স্কন্ধ হয়। এখানেও বারুণী অর্থে মদ সুন্দর হইতেছে না। বোধ হয়, উভয় স্থলে প্রকৃত পাঠ বারণী (হস্তিনী) হইবে। প্রথমেই আছে—এক সে শুণ্ডিনী (শুণ্ডিনি বোধ হয় ভুল) দুই ঘরে সান্ধঅ। তার পর আছে,—চীঅণ ইত্যাদি। বোধিচিত্তকে অন্য অন্য স্থলে হাতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে,—জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ (টীকা দেখুন)।—(১৮ পৃঃ)। গঅবরেঁ তোলিআ, বড়িআ মরাড়িইউ।—(২২ পৃঃ)। মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।—(২৯ পৃঃ) ইত্যাদি।

৭। এক স ডুলী সরুই নাল।—(৭ পৃঃ)।

টীকার পাঠ 'এক ষড়ুলী'। টীকার ব্যাখ্যান ষষ্ঠী। ডুলী পাঠে কোন সঙ্গত

অর্থ হয় না। বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ ঘড়লী, অর্থ—ক্ষুদ্র ঘটী। এক ক্ষুদ্র ঘটী, অথচ সরু নাল।

৮। মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাঅ।—(৯ পৃঃ)।

বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এইরূপ হইবে,—

মণিকুলে বহিআ উজিআনে সনাঅ।

মণিকুলে বাহিয়া উজানে সামায় (প্রবেশ করে)। টীকা—মণিমূলাদূর্দ্ধং গত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতীতি। সনাঅ—তুলনা করুন, সনাইড় (৫৭ পৃঃ)। টীকা—অন্তর্ভবতি। উজিআন—তুং উজাঅ। টীকা—উর্দ্ধং গচ্ছতি। শব্দসূচিতে—ওড়িআন=টীকা মহাসুখচক্রের নাম। ইহা বাস্তার্থ হইতে পারে না।

৯। সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল॥—(৯ পৃঃ)

অর্থাৎ শাশুড়ীর ঘরে তালাচাবি দিয়া চন্দ্রসূর্য্য দুই পক্ষ খণ্ডন কর। কোঞ্চা বাঙ্গালা, হিন্দী কুঞ্চি, চাবি, সং কুঞ্চিকা। তাল=তালা। শব্দসূচিতে আছে—তালা=চাবি। ইহা হইতে পারে না। শব্দসূচিতে কোঞ্চা=টী কুঞ্চিকা (হঠযোগের পারিভাষিক শব্দ; তাল=টী তালসম্পুটীকরণ (হঠযোগের পারিভাষিক শব্দ)। শব্দসূচির অর্থ দ্বারা সাধারণ অর্থ সূচিত হয় নাই। তুলনা করুন—জহি মণ পবণ গঅণ দুআরে দিট তাল বিদিজ্জই (পাঠান্তর বিভিজ্জই)।—(১০ ও ১৩০ পৃঃ)।

১০। খনহ ন ছাড়অ ভুকুঅ হেরি।—(১২ পৃঃ)

ভুকুঅ শব্দের অর্থ শব্দসূচিতে দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত পাঠ বোধ হয় এইরূপ,—খণহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেড়ি (বা অহেরি)। টীকায় আছে—ক্ষণমপি চিত্তং চিত্তহরিণং বিহায় ভুসুকুপাদাহখেটিকঃ। অহেরি, অহেড়ি—অখেটিক।

১১। সোনে ভরিতী করুণা নাবী
রূপা থোই মহিকে ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহু উই কইসেঁ॥—(১৬পৃঃ)

উবেসেঁ—প্রকৃত পাঠ উএসেঁ (উদ্দেশ্যে)। তুলনা করুন—উএসেঁ।—৮৮পৃঃ। টীকা—মহাসুখচক্রগমনসমুদ্রোদ্দেশেন। উই—প্রকৃত পাঠ 'উহ' (জানি)। তুলনা করুন,—উহ ণ বাণ (৩৬ পৃঃ)। উহ ণ দিস (৪৬ পৃঃ)। সোনে, রূপা, জাম, এই শব্দগুলির প্রত্যেকের দুই অর্থ আছে। সোনে=স্বর্ণে, শূন্যে। রূপা=রৌপ্য, রূপ। জাম=যাম, জন্ম। এখন পদ দুইটির অর্থ এইরূপ হইতেছে,—

করুণানৌকা স্বর্ণে (বা শূন্যে) ভরিয়া, রৌপ্য (বা রূপ) মহীর স্থানে থুইয়া, হে কামলি, গমন উদ্দেশ্যে নৌকা বাহ। গত অনেক যাম (বা জন্ম) কেমনে জানিবে ?

১২। তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় এট্টা ॥—(১৯ পৃঃ)।

না চঙ্গতা—কোনরূপ অর্থবোধ হয় না। বোধ হয়, 'মো চঙ্গতা' হইবে। নড় এট্টা—টীকায় নটবৎ। 'চঙ্গতা'র সহিত 'নড় এট্টা'র মিল হইতেছে না। 'নড়এত্তা' বা 'নড়এন্তা' বোধ হয় হইবে। চঙ্গতা শব্দের অর্থ শব্দসূচিতে দেওয়া হইয়াছে,—চাঙ্গিতং বিষয়াভাসং। ইহা টীকার গূঢ়ার্থ মাত্র। বাহ্যার্থ বোধ হয়, চাঙ্গারি ('পেটক' টীকায়)। শব্দসূচিতে এট্টার অর্থ পেটক্ করা হইয়াছে। ইহা টীকা-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পদটির এইরূপ অর্থ হইবে—হে ডুমনী, তুমি তাঁত বেচ, আমি তোমার তরে নটবৎ সংসাররূপ চাঙ্গারি ছাড়িয়াছি।

১৩। ছড় গই সঅল সহাবে সূধ।—(১৮ পৃঃ)।

টীকার পাঠ—ছড়ি গই। শব্দসূচিতে অর্থ দেওয়া হইয়াছে—ছাড়িয়া গেল। 'ছড় গই' ঠিক পাঠ—সংস্কৃত ষড় গতি শব্দজ। ষড়্‌গতি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের জীব বুঝায়। টীকা,—অণ্ডজা জরায়ুজা উপপাদুকা [ঃ] (?) সংস্বেদজা দেবাসুরাদিপ্রকৃতিকাঃ। সর্ব্বে ভাবাঃ স্বভাবেন পরিশুদ্ধা যোগীন্দ্রস্য।

১৪। মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥—(২১ পৃঃ)

এখানে শাসু ও মাঅ শব্দদ্বয় দ্ব্যর্থ। শাসু=শ্বাস, শাশুড়ী। মাঅ=মায়া, মাতা।

১৫। তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।—(২৫ পৃঃ)।

শব্দসূচিতে বুড়িলী=বুড়িলি, ডুবিলি। পোইআ শব্দের কোন অর্থ দেওয়া হয় নাই। বুড়িলী=বৃদ্ধা বলিয়া মনে হয়। তুলনা করুন—বেটিল (বেষ্টিত ১২ পৃঃ), মাতেল (মত্ত ২৯ পৃঃ), মুকল (মুক্ত, ৪৯ পৃঃ), বর্দ্ধিল (বর্দ্ধিত, ৫১ পৃঃ)। পোইআ অপপাঠ; প্রকৃত পাঠ 'জোইআ' হইবে। পদের অর্থ হইবে—সে স্থানে বৃদ্ধা মাতঙ্গী যোগীকে লীলায় পার করে। টীকা—"তত্র স্থিত্বা সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী ডোম্বী নৈরাত্মা সংসারার্ণবে যোগীন্দ্র [ং] পারং করোতীতি।" টীকায় 'যোগীন্দ্রঃ' পাঠ কল্পনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

১৬। জবে করহা করহকলে পিচিউ।—(৩০ পৃঃ)।

শব্দসূচিতে করহা ও করহকলের টীকানুযায়ী গূঢ়ার্থ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। লেপি, চিউ, ইহাদের কোন অর্থ দেওয়া হয় নাই। এই পদের পাঠে গোলযোগ আছে। টীকানুযায়ী 'করহকলে' একটি শব্দ। 'পিচিউ' স্থানে টীকানুযায়ী 'চিপিউ' বা 'চাপিউ' হইবে। শব্দসূচিতেও এইরূপ। টীকানুযায়ী পাঠ এইরূপ হইতেছে,—

জবে করহা করহকলে চাপিউ।

করহা—সংস্কৃত করভ, অর্থ হস্তী, গূঢ়ার্থ—চিত্ত। তুলনা করুন—হরিণা, করিনা, ইত্যাদি আকারান্ত শব্দ। করহকলে=হস্তী ধরিবার কলে। চাপিউ=চাপা পড়ে।

নিম্নলিখিত পাঠও কল্পনা করা যাইতে পারে,—

জবে করহা করহীক লে চাঁপিউ।

অর্থাৎ যখন হস্তী হস্তিনীকে চাপিয়া লয়। তুলনা করুন—জিম জিম করিণা করিণিয়েঁ রিসঅ।—(১৮পৃঃ)। দ্বিতীয়ার ক বিভক্তি, যথা,—অঠক মারী।—(২৪পৃঃ)। 'করহী' শব্দ প্রাকৃত পিঙ্গলে পাওয়া যায়।

১৭। ডোম্বি তআগলি নাহি চ্ছিণালী।—৩২পৃঃ।

শব্দসূচিতে তআগলি—তেয়াগিলি, ত্যাগ করিলি। টীকায়—"ডোম্বীব্যতিরেকাৎ নান্যা চ্ছিন্ননাসিকা নাগরিকা বা বিদ্যতে।" টীকানুযায়ী—ত আগলি—তোর অধিক। প্রাকৃত পিঙ্গলে অধিক অর্থে অগ্গল শব্দের বহুলপ্রয়োগ আছে। 'তেয়াগিলি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

১৮। বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥—(৪২ পৃঃ)।

উহ্লসিউ—প্রকৃত পাঠ উহ্ললসিউ হইবে। তুলনা করুন—"পঅউ ণ ঘল্লসি খুল্লণা কীলসি উণ উহ্ললসন্ত।"—প্রাকৃত পিঙ্গল।

১৯। সহজানন্দ মহাসুহ লোলেঁ॥—(৪২ পৃঃ)।

লোলেঁ—প্রকৃত পাঠ লীলেঁ। টীকা—লীলয়া। তুলনা করুন,—লীলে পার করেই। —২৫পৃঃ। মহাসুহ লীড়েঁ।—৩২পৃঃ।

২০। উমত সবরো গরুআ রোষে।—(৪৪ পৃঃ)

শব্দসূচিতে গরুআ=গর্জ্জন করিয়া (গরুআ রোষে রাগে গরগর করা ?)। প্রকৃত পক্ষে গরুআ=গুরু। গুরৌ কে বা।—হেমচন্দ্র, ১।১০৯, এই সূত্রদ্বারা গরুঅ শব্দ সিদ্ধ হয়। গরুআ রোষে অর্থাৎ গুরু রোষে। বিদ্যাপতিতে গরুঅ। গরুঅ ন হো অমড়াকাঁ কাঠ। (৬৫পৃঃ)।

২১। কাহেরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস। বেটিল হাক পড়অ চৌদীস॥—(১২ পৃঃ)

শব্দসূচিতে 'ঘিনি' শব্দের কোন অর্থ দেওয়া হয় নাই। 'মেলি' শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—মিলিয়া। এই অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমতঃ 'ঘিনি' শব্দের অর্থ বোধ হয়—লইয়া। তুং ওড়িয়া ঘিনি, লইয়া। টীকায়,—"কাপি গৃহীত্বা মুক্তা স্থিতোঽহম্।" কাহেরি ঘিনি, ইহার অর্থ টীকায় "কাপি গৃহীত্বা" করা হইয়াছে। ইহা সঙ্গত বটে। 'মেলি' শব্দের অর্থ মিলিয়া নহে, মুক্ত হইয়া। টীকায় মুক্তা। ২৪ পরগণা অঞ্চলে 'কাপড় রৌদ্রে বিস্তৃত করিয়া দেও' এই অর্থে 'কাপড় রৌদ্রে মেলিয়া দেও' বলা হইয়া থাকে। তুলনা করুন,—খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি। বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি॥—১৬ পৃঃ। টীকা—মেলিলি মুক্তীকৃত্য। এহু মণ মেল্লহ।—৯৯পৃঃ। টীকা—ত্যাজ্যং কুরু। হেমচন্দ্র, কুমারপালচরিতে মেল্লই (৮।১৫) মুক্তি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অচ্ছহু 'স্থিতোঽহম্' অর্থ হইলে 'অচ্ছহুঁ' এইরূপ পাঠ হইবে। বেটিল শব্দের অর্থ অর্থসূচিতে 'বেড়িল, বেষ্টন করিল' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বেটিল এখানে হাকের বিশেষণ। টীকা—বেষ্টিতঃ। ত স্থানে এল, ইল, অল হইবার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। এক্ষণে পদের অর্থ

এইরূপ দাঁড়াইতেছে,— কি লইয়া মুক্ত হইয়া কেন আছ (অচ্ছহুঁ হইলে আছি)। চৌদিকে বেড়া হাঁক পড়িতেছে।

২২। জালই অচ্ছমতা হের উহ ন দিস্।—৪৬পৃঃ।

এই পংক্তিটি একেবারে হরে করকম্বা গোছের হইয়া গিয়াছে। পদচ্ছেদ এইরূপ হইবে,—জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস। অর্থাৎ যাহা লইয়া আমি আছি, তাহার উদ্দেশ জানি না। ইহা টীকানুযায়ী অর্থ।

২৩। বেঙ্গ সংসার বড্হিল জাঅ।— ৫১ পৃঃ।

শব্দসূচিতে বেঙ্গ=ব্যঙ্গ, অঙ্গশূন্য, নিরাকার। টীকায়—বিগতাঙ্গ যস্য স ব্যঙ্গঃ। অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাস্বর বোদ্ধব্যং। টীকায় গূঢ়ার্থ দেওয়া হইয়াছে। বাহার্থ বেঙ্, ভেক বলিয়া মনে হইতেছে। পদের অর্থ এইরূপ হইবে,—সংসাররূপ ভেক বাড়িয়া যাইতেছে। সমস্ত গানটি যেমন অদ্ভুতরসে রচিত, তাহাতে এই অর্থ খুবই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়।

২৪। ডহি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা। ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা॥—৭৩ পৃঃ।

এই পদের প্রথম চরণের পাঠ বিকৃত। টীকায় আছে, দহিঅ ইত্যাদি। তেন মহাসুখা[ন]লেন। পঞ্চপাটনমিতি। পঞ্চস্কন্ধাশ্রিতাহংকারমমকারাদিকং দগ্ধং। ইন্দ্রিয়-বিষয়ঞ্চ। ......টীকানুযায়ী পাঠ এইরূপ হইবে,—

ডহিঅ পঞ্চ পাটণ ইন্দি বিসঅ ণঠা।

সমস্ত পদের অর্থ এইরূপ হইবে—পঞ্চ পাটন দগ্ধ ইন্দ্রিয় বিষয় নষ্ট। জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে।

২৫। চারি বাসে ভাইলারেঁ দিঅাঁ চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরো হকএলা কন্দেশ সগুণ শিআলী।—৭৫পৃঃ।

শব্দসূচিতে এইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে,—ভাইলা=ভাগিল, পলাইয়া গেল। হকএলা (সকএলা)=শক্ত হইল, সমর্থ হইল। সগুণ=সগুণ। দিঅাঁ, কন্দেশ, তোলি, ইহাদের কোন অর্থ দেওয়া হয় নাই। শব্দসূচির সাহায্যে কোন অর্থ বোধ হয় না। টীকাও অসম্পূর্ণ। তাহা হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। আমি এইরূপ অর্থ করিয়াছি,—চারি পাসে চঞ্চল দীপ ভাতিল রে। তাহা তুলিয়া শবর কন্দেশ (কেঁদো বাঘ?), শকুন, শিয়ালী হাঁকাইল।

২৬। করুণা পিহাড়ি ইত্যাদি—২২ পৃঃ।

এই ১২ নম্বরের চর্য্যাপদটি শতরঞ্চ খেলার রূপকে রচিত। ইহার মধ্যে আমি খেলার কয়েকটি বিশেষ অঙ্গের নাম পাইতেছি। রাজা (ঠাকুর), মন্ত্রী (মতি, বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ মন্তি হইবে), গজ (গঅ), বড়িয়া, (বড়িআ, সং বটিকা), ঘর (কোঠা, সং কোষ্ঠ), দাঁও (দাহ)। আমি 'নঅ বল' স্থানে 'নাঅ.বল' পাঠ কল্পনা করিতে চাই। তাহা হইলে আমরা চতুরঙ্গের একটি বল নৌকার উল্লেখ পাইলাম।

পহিলে তোড়িআ বড়িয়া মরাড়িইউ
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘোলিউ।

এই পদের প্রথম চরণে 'তোড়িআ' স্থানে 'ঘোড়এঁ' পাঠ কল্পনা করিলে সুন্দর অর্থ হয়। বোধ হয়, দ্বিতীয় চরণে 'তোলিয়া' থাকায় লিপিকর প্রথম চরণেও ভ্রমক্রমে 'ঘোড়এঁ' স্থানে 'তোড়িআ' লিখিয়া ফেলিয়াছে। শব্দসূচিতে বড়িআ শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে,—বাটিকা, বাটী। 'তোলিআ'র অর্থ করা হইয়াছে,—তুড়ে দিয়ে। 'তোড়িআ'রও এই অর্থ। মরাড়িই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, মটকাইয়া দেও। এই অর্থগুলি তত সঙ্গত বিবেচনা হইতেছে না। আমার পাঠ অনুসারে অর্থ হইবে,—

প্রথমে ঘোড়া দ্বারা বড়ে মার। (পরে) গজ তুলিয়া পাঁচ জনাকে ঘাএল কর। পাঞ্চজনা এখানে পাঁচ বলের কথা বলা হইয়াছে। ফীটউ দুআ—এখানে দুই বলের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট একটি বল, সেটি ঠাকুর (রাজা)। তাহা মন্ত্রীদ্বারা (মতিএঁ) পরিনিবৃত্ত হইয়াছে।

যাহা বুঝিয়াছি, এখানে বলিলাম। বৌদ্ধগানের আরও কয়েকটি স্থান আছে, যাহা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়া নিবেদন করিব। অলং পল্লবিতেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

"বৌদ্ধ গান ও দোহা" প্রবন্ধের আলোচনা

মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বৌদ্ধ গান ও দোঁহা সম্বন্ধে একটি আলোচনা পাঠ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, উক্ত বইখানিতে তিন রকমের ভুল আছে।—প্রথম মূল পুথিতে লিপিকর-প্রমাদ; দ্বিতীয় ছাপার ভুল, তৃতীয় সম্পাদকের পাঠ এবং অর্থ নির্ণয়ে ভ্রম। তাঁহার আলোচনা এবং বৌদ্ধ গান ও দোঁহা পাঠ করিয়া আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা এখানে বলিতেছি।

১। ভণই লুই আম্হে সাণে দিঠা।—১ম পৃঃ। এই চরণের 'সাণে' স্থলে তিনি 'ঝাণে' (ধ্যানে) পাঠ প্রকৃত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। চর্য্যাপদের প্রথম পাতার ছবি উক্ত গ্রন্থের সহিত ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল যে, মূল পুথিতে প্রকৃত পাঠ 'সাণে' রহিয়াছে এবং ইহার অর্থ এইরূপ করিলে বোধ হয়, সঙ্গত হইতে পারে।—লুই বলিতেছেন, আমি "সাণে ফেলে" অর্থাৎ খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

২। ক্রাণেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।—৫পৃঃ। টীকার অর্থ অনুসরণ করিয়া তিনি 'গই' স্থলে 'জোই' (যোগী) পাঠ হওয়া উচিত বলিয়াছেন। টীকায় সহজিয়া মতের গূঢ় অর্থ মাত্র দেওয়া হইয়াছে—শব্দের প্রতিশব্দ বা শব্দের ঠিকঠাক অর্থ দেওয়া হয় নাই। তাহাই যদি দেওয়া হইত, তবে টীকার 'যোগীন্দ্র' শব্দের অনুরূপ 'জোইন্দ' পাঠ মূলে কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ 'কা গই'র অর্থ এখানে স্পষ্টই রহিয়াছে—'ক গত্বা' (দ্রষ্টব্য—"কহিঁ গই," ৭ পদ) বা 'কা গতিঃ' ইহার যে কোন অর্থ এখানে সঙ্গত হইতে পারে। 'মাগঅ' (মাগে) ইহার কর্ত্তা পূর্ব্ববর্ত্তী চরণের 'বিআতী' হইলে ক্ষতি কি ?

৩। দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ। রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥—৫পৃঃ। 'কামরু' শব্দের তিনি 'কামরূপ (দেশ)' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। 'কামরু' অর্থ 'কামের'—ষষ্ঠী বিভক্তির উত্তর 'রু' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন;—প্রাচীন বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ভাষায় ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে; যথা,—পেখলুঁ শামরু ধাম।—পদাবলী। নাকরু নথ যে কাড়িলে খর। গলারু কাড়িলে মুকুতা হার। নাসারু ওলগা কাড়ি ঠাকুর॥ অঙ্গরু কাড়িলে আঠ রতন। হস্তরু কাড়িলে সোনা কঙ্কণ॥ কররু কাড়িলে স্বর্ণ চুড়ী। পাদরু কাড়িলে রত্ন পাহুড়ী॥—চোরকেলি। আর উদাহরণ তোলা অনাবশ্যক। 'কামস্য হেতোর্গচ্ছতি'—এই কথারই অপভ্রংশ প্রাকৃতরূপ "কামরু জাঅ।" আমি উক্ত দুইটি চরণের সম্পূর্ণ অন্য রকম অর্থ করিতে চাই—তাহা আমাদের দেশের খুব পরিচিত অর্থ। যথা,—"বধূ দিবসে ভয়ে ভাব কাড়ে (ভাবকালি করে), আর রাত্রি হইলে [নায়কের সহিত] কাম সেবার্থ (কামরু) যায়।"

৪। অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়। কোড়ি মঝেঁ একুড়ি অহিঁ সনাইড়॥ 'একুড়ি অহিঁ' স্থলে 'একু হিঅহিঁ পাঠ কল্পিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এখানেও তিনি টীকায় 'হৃদয়' শব্দ আছে দেখিয়া 'হিঅহিঁ' পাঠ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টীকার শব্দবিশেষ অবলম্বন করিয়া মূলের পাঠ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা ঠিক সঙ্গত হইবে না। টীকাকার মাত্র পদের গূঢ় ভাবার্থ দিয়াছেন; মূলের প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ টীকায় নাই—অধিকাংশেরও নাই; কদাচিৎ দুই একটা মিলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং আগে দেখিতে হইবে, মূলের পাঠই সংলগ্ন করা যায় কি না। একান্ত অনুপায় স্থলে অন্য উপায় দেখিতে হইবে। আমার বোধ হয়, এইরূপ অর্থ করিলে পুথির পাঠই ঠিক বলিয়া মনে হইবে। যথা,—"কুক্কুরীপাদ এইরূপ চর্য্যা গান করিলেন। কোটির মধ্যে (কোড়ি মঝেঁ) একটি (একুড়ি) [লোক] ইহাতে (অহিঁ—অত্র) (তুং—তহিঁ=তত্র, ২৫ পৃঃ) প্রবেশ করিল (সনাইড়)।"

৫। আঙ্গন ঘর পণ সুন ভো বিআতী।—৫ পৃঃ। এই পংক্তির 'আঙ্গন ঘর পণ' স্থলে 'আপণ ঘরাঙ্গন' পাঠ অনুমিত হইয়াছে। আমার মতে ইহার কোনই প্রয়োজন নাই। মূলের পাঠই সুসঙ্গত রহিয়াছে। যথা—"ভো বিআতী! অঙ্গন ও ঘরের পানে (ঘর পণ) [চেয়ে দেখ] শূন্য।" টীকায় 'সুন' অর্থ 'শৃণু'; কিন্তু আমাদের বাহ্যার্থ 'শূন্য' না করিলে কোন মানে হয় না। টীকার গূঢ়ার্থ যে আমাদের শব্দার্থের দিক্ দিয়া তেমন কাজে লাগিবে না, ইহাই তাহার প্রমাণ।

৬। এক স ডুলী সরুই নাল।—৭ পৃঃ। টীকায় ঘড়ুলী এবং ব্যাখ্যায় ঘটী শব্দ আছে দেখিয়া তিনি বলেন যে, মূলের 'ডুলী' পাঠে কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ 'ঘড়ুলী' হইবে। ইহা ঠিক নহে। 'ডুলী' পাঠেই সুন্দর অর্থ হইবে। আমাদের দেশে (কোটালিপাড়া) বংশনির্ম্মিত একজাতীয় পাত্রকে 'ডোল' বলে।—ইহার ভিতরের খোল প্রকাণ্ড, গলা সরু। তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ 'ডুলী'। অথবা পাল্কীকে পূর্ব্বে 'ডুলী' বলিত, এখনও স্থানবিশেষে বলে। পাল্কীর দুই দিকে বিলম্বিত দণ্ডকে 'নাল' বলে। এই দুই রকমেই 'ডুলী' পাঠের সুন্দর অর্থ হয়। টীকায় ভুল ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয় যে, মূল গান রচিত হইবার অনেক পরে এই টীকা রচিত হইয়াছে। টীকাকার ভিন্ন দেশের লোক; তাই 'ডুলী'র অর্থ না জানিয়া 'ঘটী' করিয়াছেন। তবে এই চরণে একটি ভুল আছে—'স'; এখানে 'সে' হইবে; এই 'সে' কথার মাত্রা। যেমন এই পদেরই প্রথম পংক্তিতে আছে,—'এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।' পংক্তিটি এইরূপ হইবে,—'এক সে ডুলী সরুই নাল।' অর্থ—'একটি ক্ষুদ্র ডোল বা একখানি পাল্কী, তার আবার সরু নাল।'

৭। মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সগাঅ।—৯ পৃঃ। এই পংক্তির 'ওড়িআণে' স্থলে তিনি 'উজিআণে' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখানেও তিনি টীকা আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু টীকা আশ্রয় করিয়াও তাহার অর্থ ঠিক অনুসরণ করা হয় নাই। টীকার

আছে—'মণিমূলাদূর্দ্ধং গত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতীতি।' 'ঊর্দ্ধং গত্বা গত্বা' এই কথা কয়টি 'বহিআ' শব্দের ব্যাখ্যা—'ওড়িআণে' শব্দের ব্যাখ্যা নহে। তিনি কিন্তু ইহাকে 'ওড়িআণ' শব্দের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিয়া 'উজিআণে' পাঠ অনুমান করিয়াছেন। কেন না, 'উজান' শব্দের অর্থ ঊর্দ্ধগমন। বস্তুতঃ 'ওড়িআণে' পাঠই ঠিক রহিয়াছে। ইহা হঠযোগে বর্ণিত 'উড্ডীয়ান' শব্দের প্রাকৃত রূপ। সহজিয়ারা কোনও পারিভাষিক অর্থে (মহাসুখচক্র) ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। অর্থ এইরূপ দাঁড়াইতেছে,—"মণিকুল হইতে [ঊর্দ্ধদিকে] প্রবাহিত হইয়া (ঊর্দ্ধং ঊর্দ্ধং গত্বা) ওড়িয়াণে (উড্ডীয়ান অর্থাৎ মহাসুখচক্রে) প্রবেশ করে।"

৮। অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। খনহ ন ছাড়অ ভুকুঅ হেরি॥—আমার মতে এই পাঠই ঠিক আছে। 'ভুকুঅ হেরি' স্থলে 'ভুসুকু অহেড়ি' এই পাঠ অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। 'ছাড়অ' ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ, গানের মধ্যে উক্ত হয় নাই; সেই জন্ম টীকাকার ব্যাখ্যামুখে কর্ত্তৃপদের উল্লেখ করিয়াছেন—'অখেটিকঃ।' অর্থ এইরূপ হইবে,—"হরিণ, আপনার মাংসে [নিজেই নিজের] বৈরী। তাহাকে বুভুক্ষিত দেখিয়া (ভুকুঅ হেরি) ক্ষণকালের জন্য ও [ব্যাধ] (কর্ত্তৃপদ মূলে অনুক্ত, টীকায় উক্ত) ছাড়িয়া দেয় না (ন ছাড়অ)।" আমার বোধ হয়, টীকায় "ভুসুকুপাদাঃ" এই যে কথাটি রহিয়াছে, ইহা লিপিকরের ভ্রমে লিখিত।

৯। গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ। তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই॥—২৫ পৃঃ। এই চরণের অন্তর্গত 'পোইআ' পাঠকে তিনি অপপাঠ সিদ্ধান্ত করিয়া, তৎস্থলে 'জোইআ' পাঠ হইবে বলিয়াছেন এবং 'বুড়িলী' শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। 'পোইআ' সংস্কৃত 'পোতিকা'-শব্দজ; অর্থ পুত্রিকা। 'বুড়িলী' অর্থ নিমজ্জিতা। প্রাং বুড্ড ধাতু নিমজ্জনে। 'বৃদ্ধা' অর্থ হইলে 'বুড়ী' বা 'বুঢ়ী' হওয়া উচিত ছিল; ক্ত-প্রত্যয়জাত 'ল'-কারের কোন সার্থকতা 'বৃদ্ধা' অর্থে থাকে না। পংক্তি দুইটির অর্থ এইরূপ হইবে,—"গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যে [একখানি] নৌকা বাহিত হইতেছে। নিমজ্জিতা মাতঙ্গী সেই নৌকায় (তহিঁ) অবলীলাক্রমে পুত্রীসকলকে (পোইআ) পার করে।"

১০। ডোম্বি তআগলি নাহি ছিণালী॥—৩২ পৃঃ। ইহার অর্থ মৌলবী সাহেব করিয়াছেন,—হে ডোম্বি, তোর অধিক ছিণালী নাই। আমার বোধ হয়, এইরূপ পাঠ হইবে,—ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী। অর্থাৎ ডোম্বী হইতে (ডোম্বিত) বড় (আগলি) ছিনালী নাই। টীকাও—"ডোম্বীব্যতিরেকাৎ নাস্তা" ইত্যাদি। মূল বা টীকা, কোথাও মধ্যম পুরুষের উল্লেখ নাই।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বৌদ্ধ গান ও দোঁহার যে কয়টি ভুল দেখাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিলাম। আমার বোধ হয়, চর্য্যাচর্য্যের মূল গানগুলি যখন রচিত হয়, তাহার অনেক পরে উহার সংস্কৃত টীকা লিখিত হইয়াছিল। কেন না, টীকার প্রয়োজন

তখনই হয়, লোকে যখন মূল সহজে বুঝিতে পারে না। যিনি টীকা লিখিয়াছেন, তিনি যে সহজিয়া মতাবলম্বী, ইহা বোধ হয় ঠিক। তিনি প্রাকৃত গানের টীকা সংস্কৃতে লিখিয়াছেন। ইহাতেও বোধ হয়, টীকাকারের সময় লোকে চর্য্যাপদের গানের ভাষা সহজে বুঝিত না। টীকাকারও যে সব জায়গায় বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। এই কারণে টীকার উপর নির্ভর করিয়া মূলের পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে আমি সম্মত নহি। আর এক কথা। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি ছয় শ বছরের পুরাণ; তাহা যথাযথ ছাপা হইয়াছে এবং প্রাচীন পুথি এইরূপ যথাযথ ছাপা হওয়াই উচিত। বৌদ্ধগান কৃষ্ণকীর্ত্তনেরও চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। দীর্ঘ কাল যাবৎ পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। অবশ্য এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, পুথি মাত্রেই লিপিকরের ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধগানে এরূপ ভ্রম আবিষ্কার করিতে হইলে তাহার অন্য একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করা আবশ্যক এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণ খুব বলবৎ হওয়া দরকার। টীকা এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। শুনিয়াছি, তিব্বতীয় গ্রন্থ তেঙ্গুরে বৌদ্ধগানের তরজমা করা আছে। সেই তরজমাটি একবার মিলাইয়া লইলে অনেক সন্দেহ দূর হইতে পারে।

এই আলোচায় আমি যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, ইহার অধিকাংশই শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের পর তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছিল। সঙ্গত বিবেচনা হওয়ায় আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র

চাঁদ সদাগরের আদিবাস কোথায়? তাঁহার আদি বাসস্থান—অযোধ্যা, আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত বীরদেশস্থিত অযোধ্যা। চাঁদ বাণিজ্য করিতে লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে বিভীষণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—

চন্দ্রধর বলে মোর অযোধ্যা নিবাস।—দ্বিজ বংশীদাস১।

পুস্তকান্তরে,—

অযোধ্যা নগরে ঘর চাঁদ নামে সদাগর—দ্বিজ বংশীদাস২।

নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত৩, বংশীদাস ও অন্যান্য মনসার পুস্তকে চাঁদ সদাগরকে অনেক স্থানে চন্দ্রধর বলা হইয়াছে। পশ্চাৎ দেখাইব, চাঁদ বেণে, হরিচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র নামেও খ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ণ নাম ছিল—হরিশ্চন্দ্রধর। চাঁদের চন্দ্রবংশে জন্ম হইয়াছিল,—

পূর্ব্বজন্মে চাঁদ ছিল পশুসখা নাম।
চন্দ্রবংশে জানি রাজা করে রাজকাম॥

বিপ্রদাস পিপলাইকৃত মনসামঙ্গলেও চাঁদকে চাঁদরাজা, মহারাজ ও নৃপতি বলা হইয়াছে। নারায়ণ দেব আদি কবিগণও তাঁহাকে রাজা চন্দ্রধর ও চাঁদ রাজা বলিয়াছেন। চাঁদের রাজবংশে জন্ম হইয়াছিল, তাহাতেই রাজা চন্দ্রকেতু৪ তাঁহাকে বলেন,—

এমত না জানি আমি রাজবংশী হও তুমি।—নারায়ণ দেব।

১। কলিকাতার শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোং প্রকাশিত বংশীদাস ও নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ। বংশীদাস কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১৫৫৩ শাকে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুইর গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। নারায়ণদেব, কিছু কম বেশী ১৪০৩ শাকে ঐ জেলার বোর গ্রামে "গুহ্র কায়েস্ত"-বংশে জন্মিয়াছিলেন। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৩।২৯ পৃঃ)।

২। কলিকাতার শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত বাইশকবি মনসা।

৩। কলিকাতার শ্রীমতিলাল বসু প্রকাশিত। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

৪। রাজা চন্দ্রকেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জনবাদ অনুসারে রাজা চন্দ্রকেতু সত্যযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান চন্দ্ররেখা গড় ও সহস্রলিঙ্গ শিবের মন্দির তাঁহার কৃত বলিয়া প্রবাদ আছে (Journal A. S. B. 1866)। জেলা চব্বিশপরগণা বসিরহাটে চন্দ্রকেতু রাজা ও তদীয় গড় থাকার কথাও শুনা যায়। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষেরা কনৌজ হইতে কাশীদেশ ও তথা হইতে মগধে আসিয়া বহুকাল বাসের পর দক্ষিণ বাঙ্গালায় আসেন, তদনন্তর রাজা চন্দ্রকেতু ও রাজা বীরসিংহের রাজ্য হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন। বীরসিংহও দক্ষিণাঞ্চলবাসী ছিলেন,—

বীরসিংহ আসিল দক্ষিণ দিগ হ'তে।—বাইশকবি মনসায় নারায়ণ দেব।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলপুস্তকোক্ত—'কোলাঞ্চ' সম্ভবতঃ কোলাঞ্চলের (কোলা + অঞ্চল) সংক্ষেপ। মেদিনীপুর জেলায় কোলা নামক গ্রাম প্রসিদ্ধ আছে।

এই রাজবংশী বলিতে পূর্ব্ববঙ্গে যে রাজবংশী জাতি আছে, সেই রাজবংশী বিশ্বেশ্বর বাবুর মত খণ্ডন নয়। বিশ্বেশ্বর বাবু যে পূর্ব্বোক্ত রাজা মাণিকচাঁদ ও তৎপুত্র রাজা গোপীচাঁদকে "রাজবংশীকুলসম্ভূত"৫ অনুমান করেন, তাহা ভুল। ঐ রাজবংশী "জাতির মধ্যে বাণিয়া শাখা সম্মানিত" হইলেও ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, প্রাচীন কালে এক বা একাধিক বণিক্, কোনও কারণে ঐ জাতির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। হইতে পারে যে, ঐ জাতি "ব্রাত্য বা ভগ্নক্ষত্রিয়" ও ঐ "জাতির নাম ও ইতিহাসশূন্য অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি, তাহার রাজপদ ঘোষণা করিতেছে।" তথাপি মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র যে ঐ জাতীয়, তাহা প্রমাণ হয় না। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাণপুরে যে দশম বৈশ্য কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে দেখিতে পাই, অগ্রবাল আদি যে সকল বৈশ্যশাখার নাম আছে, তন্মধ্যে রাজবংশীরও নাম রহিয়াছে। অতএব বিবেচনা হয়, মহাবণিক্ জাতির শাখাবিশেষ রাজবংশী ও পূর্ব্বভারতের রাজবংশী জাতি এক নহে।

পূর্ব্ববঙ্গের ঐ রাজবংশী জাতি কৈবর্ত্ত জাতির অন্তর্গত। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে (২০৩পৃঃ) লিখিত হইয়াছে,—"রামপাল বহু আয়াসে, বহু অর্থব্যয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। তাঁহার ভয়ে কৈবর্ত্তরাজের আত্মীয় স্বজন ও সামন্তরাজবংশীয়গণ কামরূপ ও কুচবিহারের জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আজও তথায় রাজবংশীগণের মধ্যে রামভীতি প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিংবদন্তীর কুজ্ঝটিকায় রামপালের প্রসঙ্গ পরশুরামের নামে এখনও চলিয়া যাইতেছে। বগুড়া, রঙ্গপুর ও কুচবিহারে এখনও রাজা পরশুরামের প্রতাপের কথা ঘরে ঘরে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই উপকথা বা প্রবাদের নায়ক পরশুরামই গৌড়াধিপ রামপাল।"

আমাদের এখানে চুঁচুড়ায় কয়েক ঘর রাজবংশী তিওর আছেন। ইহাঁদের কোনও এক পূর্ব্বপুরুষের জালে এখানকার প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। নারায়ণদেব, রাজবংশ বা রাজবংশীয়* অর্থে ছন্দের অনুরোধে রাজবংশী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের অন্যত্র,—

বলিলেক লখিন্দর বেহুলার গোচর
রাজকুলে জন্মি আমি তুমি।

চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র—লখিন্দর ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা বা বিপুলা। চাঁদের স্ত্রী—সনকা, সোনকা বা সোনাই। সোনাই হইতে শুনাই। বেহুলার উক্তি,—

চান্দ শ্বশুর মোর শাশুড়ি শুনাই।
তাঁর ঘরে অনিরুদ্ধ জন্মিল লখাই॥—নারায়ণ দেব।

৫। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "মহনামতীর গান" প্রবন্ধ (সা, প, পত্রিকা, সন ১৩১৫)।

* হিন্দি—বড়া ভরথরীচরিত্রে (১৩পৃ) রাজবংশীয় অর্থে "রাজা বংশী" শব্দ দৃষ্ট হইল।

লথাই অর্থাৎ লখিন্দর, অনিরুদ্ধের অবতার। শুনাই বা সনকা বেহার দেশের এক রাজার কন্যা ছিলেন। বেহুলার উক্তি,—*

বেহারিয়া রাজকন্যা শাশুড়ি শুনাই।
আমি বিয়া কৈনু তার কুমার লখাই॥—নারায়ণ দেব।

নদীয়া জেলায় "বিহারিয়া" নামক একটি প্রাচীন গ্রাম বর্ত্তমান আছে। নারায়ণ দেবের "বেহারিয়া" ও ঐ "বিহারিয়া" এক হইতে পারে। "মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়ার নিকটে বিহারিয়া গ্রামে একটি ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে বহু পূর্ব্বে কোন্ রাজা ছিল। পুষ্করিণী প্রভৃতি এখনও আছে। রাজার বিষয়ে প্রবাদও শুনা যায়।" (শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-চন্দ্র সরকার বি-এ লিখিত "নদীয়ার স্থানীয় ইতিহাস"—ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৫।) চাঁদ, বিস্মৃতনাম ঐ রাজার কন্যাকে বা বেহার দেশের কোন রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন।

চাঁদের শ্যালক বঙ্কাই'র উক্তি,—

বঙ্কাই আমার নাম বাপ শঙ্খপতি।
জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সনকা জননী কলাবতী॥
—বাইশ কবি মনসায় নারায়ণ দেব।

বংশীদাস বলেন,—চাঁদ, মাণিক্য পাটনি দেশে বিবাহ করিতে যান। জানি না, মাণিক্য পাটনি কোথায়? উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদমুখে এক মাণিকপট্টন আছে।

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, রাজা মাণিকচন্দ্র, চাঁদ সদাগরের বেহাই ও মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র তাঁহার জামাই ছিলেন। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, তাঁহার ব্রাহ্মণরাজবংশ পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র প্রাচীন কাল হইতে গোপীচাঁদ নামক এক রাজার বিবরণটি লিখিত ও কথিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রদেশ, রাজপুতানা, অযোধ্যা, পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বহু স্থানে রাজা গোপীচাঁদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের লোকেরা রাজা গোপীচাঁদকে গৌড় (বাঙ্গালা) দেশীয় ব্রাহ্মণরাজ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষরাও গোপীচাঁদকে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন" ৬। শুনিতে পাই, স্বর্গীয় মহাভারতী মহাশয়, পূর্ব্বাশ্রমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-রাজবংশ লিখিতে বসিয়া ব্রাহ্মণ রাজা খুঁজিতেছিলেন, তাহাতেই ভ্রান্তিক্রমে বণিক্ রাজাকে—ক্ষেত্রিকুলের বণিক্ রাজাকে ধরিয়া টান দিয়াছেন। তাঁহার ভ্রান্তির কারণ দেখাইতেছি,—

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর মত খণ্ডন

শুনাইর মাতা আসি লাগে লড়িবারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমার গোচরে॥

৬। ময়নামতীর গান প্রবন্ধ—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন১৩১৫।

শুনাইর বাপ মিশ্রী ধাইয়া আসি লড়ে।
আসিয়া ধরিল বৃদ্ধ চন্দ্রক (ধর)র করে ॥
চান্দের হাত দিয়া বলে আপনার মাথে।
মোর বাক্যে পদ্মা পূজ চম্পকের নাথে ॥
আমার বচন যদি না ধর এখন।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান ॥

সর্ব্বনাশ হবে তোর ব্রহ্মবধ পাপে।
দশরথ মরে যেন অন্ধমুনি শাপে ॥
ব্রহ্মশাপে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র নাশ।
ব্রহ্মশাপে দশানন সবংশে বিনাশ ॥
যদি পদ্মা নাহি পূজ করি নমস্কার।
শাপ দিয়া সর্ব্বনাশ করিব তোমার ॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণে যে আর মাতা পিতা।
বাণিয়া জাতিতে নাহি ইহার মান্যতা ॥
সদায় পরের ধন হরে সর্ব্বকাল।
বাণিয়া হতে শিয়ান যেই তারে দেয় শাল ॥
সোনা রূপা চুরি করি এই তব আশ।
ইহা শুনি চন্দ্রধর মনে মনে হাস ॥

— পদ্মাপুরাণে নারায়ণ দেব।

দেখা গেল, চাঁদ যে কেবল বাণিয়া ছিলেন, তাহা নয়; তিনি সুবর্ণ-বাণিয়া ছিলেন। তাহা যেন হইল, কিন্তু শুনাই কে? অগ্রে দেখা গিয়াছে, চাঁদের স্ত্রী শুনাই। তবে শুনাইর মাতা ব্রাহ্মণী, চাঁদের শাশুড়ী? শুনাইর পিতা মিশ্র, চাঁদের শ্বশুর? ব্রাহ্মণের জামাতা চাঁদ, ব্রাহ্মণ ত বটেনই। আর তাঁহার জামাতা গোপীচন্দ্র সুতরাং ব্রাহ্মণ—মহাভারতী মহাশয়ের ভ্রম, বোধ হয়, এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। শুনাই যদি চাঁদের স্ত্রী নহেন, তবে এ শুনাই কে? এ শুনাই আর এক ব্যক্তি—ইনি চাঁদের পুরোহিত—বাসুদেব মিশ্রের পুত্র—শুনাই পণ্ডিত। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখিতে পাই, চাঁদ যখন লখিন্দরের বিবাহের নিমিত্ত কন্যা দেখিতে যান, তখন শুনাই পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইঁহার নামান্তর—সমাই ও তাঁহার পিতা বাসুদেব। যথা,—

সমাইর পিতা বাসুদেব এল লড়ে।
হস্তে পৈতা জড়ি ধরে চন্দ্রধর-করে ॥
বলে আপনার মাথে দিয়া চাঁদহাত।
এক দিন পদ্মা পূজ চম্পকের নাথ ॥

আমার বচন যদি না শুন শ্রবণে।
ব্রহ্মবধ দিব আমি তব বিদ্যমানে॥
মম ব্রহ্মশাপে তব হবে সর্ব্বনাশ।
ব্রহ্মশাপে রাবণের সবংশে বিনাশ॥
দশরথ রাজা মরে অন্ধমুনি শাপে।
সগরের বংশনাশ কপিলের শাপে॥
ব্রহ্মশাপে অসুর পড়িল বড় বড়।
ধর্ম্মকথা না বুঝ বাণিয়া বেটা মূঢ়॥
পদ্মাকে না পূজ যদি করি অহঙ্কার।
শাপ দিয়া সর্ব্বনাশ করিব তোমার॥
দেব-গুরু দ্বিজগণ আর মাতা পিতা।
বাণিয়ার ঠাঁই নাই এঁদের মান্যতা॥
সোনা রূপা চুরি করি এ আশা তোমার।
তুমি ছার জন্মিলে কুলের কুলাঙ্গার॥
ব্রাহ্মণে ধরেন হাতে শূদ্রে ধরে পায়।
জ্ঞাতি গোত্রগণ মিলি চাঁদেরে বোঝায়॥

পদ্মাপুরাণে চাঁদের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য বলিয়া অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্যের অগ্রেই লেখা আছে,—হীরা কাঞ্চন নিল কি দিব তার লেখা।

চাঁদকে ডুলাই কাণ্ডারী বলিতেছে,—

ডুলাই বলে সদাগর   তব বাপ কোটীশ্বর
জানিত বাণিজ্য ব্যবহার।
ভাল দ্রব্য যত্ন করি লয়ে যেতো ডিঙ্গা ভরি
সোনা রূপা আনিত অপার॥
—বাইশ কবি মনসায় নারায়ণ দেব।

চাঁদের উক্তি.—   সাধু বলে চন্দ্রধর নাম ক্ষত্রজাতি।
—বাইশ কবি মনসায় দ্বিজ বংশীদাস।

বংশীদাস ক্ষেত্রিকুলকে ক্ষত্র জাতি করিয়াছেন। বর্ণভেদ হইবার সময়, প্রারম্ভে ও উত্তরকালে অনেক ক্ষেত্রী, আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রি ও ক্ষত্র বলিয়াছেন। চাঁদ যে ক্ষেত্রিকুলের বাণিয়া—সোনার বাণিয়া ছিলেন, ইহা স্থির রহিল। মহাভারতী মহাশয়ের উক্তির খণ্ডন এখনও বাকী আছে। তাঁহার উক্ত "প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড" পুস্তকে গোপীচন্দ্র, ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়া উক্ত হয়েন নাই—"বাণিয়া" বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। গোপীচন্দ্রের মামা

ভর্তৃহরি—পরে ইঁহার প্রসঙ্গ করিব। বারাণসীতে মুদ্রিত "(বড়া) ভরথরীচরিত্রে" দেখিতে পাই, গোপীচন্দ্র, মামা ভর্তৃহরিকে বলিতেছেন,—

বোলে বচন গোপীচন্দানে মামা শুনো মেরী বাত।
বিনা পৈসে মৈং তো না জাউ। যা হৈ বনিয়াকা জাত।
জিস ঘড়ী সোদা তোলাবেংগে। পৈসা নহিং দেংগে আজতো।
ছুটতে গালী মুঝে দেবেগা। মামু সুনো মেরী বাত।
বিনা পৈসা হম না জাবেংগে॥—১০৫ পৃঃ।

অর্থাৎ গোপীচন্দ্র বলিলেন, মামা! আমার কথা শুন। পয়সা সঙ্গে না লইয়া আমি যাইব না—এই আমি বণিক্ জাতি হই। আজ যখন দ্রব্য তৌল করাইব, পয়সা দিব না, তৎক্ষণাৎ আমায় গালি দিবে, মামা আমার কথা শুন, বিনা পয়সায় আমি যাইব না। দেখা গেল, বাঙ্গলার মত, কাশী কোশল দেশেও গোপীচন্দ্র, বণিক্ জাতি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, চাঁদ, অযোধ্যা হইতে গৌড় নগরে বাণিজ্য করিতে যান এবং তৎপরে গৌড়েশ্বরের সামন্ত-রাজা হইয়া সাভার নামক প্রদেশে (ঢাকা জেলা) গমন করেন ও তথায় রাজত্ব করেন। তখন তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল না—সদাগর উপাধি হয় নাই—তখন তিনি হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রধর নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি বারো ভূঞার এক ভূঞা হইয়াছিলেন বলিয়া মনসার গীতকর্ত্তা বিপ্রদাস ও মনসার ভাসানকর্ত্তা কেতকাদাস তাঁহাকে "চাঁদ অধিকারী" বলিয়াছেন এবং মাণিক গাঙ্গুলী, তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে তাঁহাকে —'বীরচাঁদ বারভূঞা' বলিয়াছেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ক্ষমতা পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষুণ্ণ হইলে, ইনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া "মহারায়" হইয়া থাকিবেন।

চাঁদ শিবমার্গী হিন্দু ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের সামন্ত-রাজা হইলেও শ্রীচন্দ্রের মত বোধমার্গী হিন্দু৬ হয়েন নাই। তিনি শিবকে মানিতেন, চণ্ডীকে মানিতেন, আর আর দেবতাকেও মানিতেন; কিন্তু মানিতেন না মনসাকে। মনসা বাসুকির ভগিনী, জরৎকারু মুনির পত্নী ও আস্তিক মুনির মাতা, কিন্তু পদ্মাপুরাণ প্রভৃতি মনসার পুস্তকে, তিনি বাসুকির ভগিনী নহেন—শিবের নন্দিনী; শিবের বীর্য্য পদ্মপত্রে পড়িয়া পাতালে চলিয়া যায় এবং সেখানে বাসুকির আদেশে নির্ম্মাণকারীর হস্তে ইনি গঠিত হইয়া, পদ্মা, পদ্মাবতী ও বিষহরি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাঁদ এই নূতন দেবতাকে মানিতেন না, কিন্তু পদ্মা, চাঁদের নিকট পূজা পাইবার নিমিত্ত লালায়িত, যে হেতু তিনি পূজা না করিলে বাঙ্গালা দেশে তাঁহার পূজা যে প্রচলিত হয় না। পদ্মা, চাঁদের উপর অনেক অত্যাচার ও তাঁহার ছয় পুত্রকে বিনাশ করিলেও চাঁদ, তাঁহার পূজা করিলেন না, তাঁহাকে চেঙমুড়ি কাণি বলিয়া গালি দিলেন—হেঁতালের বাড়ি মারিয়া তাঁহার কোমরে ব্যথা করিয়া দিলেন, ইত্যাদি কথা মনসাপূজা-

৬। নেপালে শৈবদিগকে শিবমার্গী হিন্দু ও বৌদ্ধদিগক বোধমার্গী হিন্দু বলে।

প্রচারক কবিদের কল্পনা মাত্র; ঐতিহাসিকের ঐ সকল আজগুবি কথা আদরণীয় নহে। তথাপি ঐ সকল কবিদিগকে ধন্যবাদ। যে হেতু তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকদিগের গল্পের ও জনবাদের অনুসরণ করিয়া চাঁদের কাহিনী লিপিবদ্ধ না করিলে, ঐতিহাসিকের পক্ষে চাঁদের ইতিহাস সঙ্কলন করা অসম্ভব হইত। চাঁদ, প্রথমে মনসাকে না মানিলেও অবশেষে নানা কারণে মনসার পূজা করায়, বাঙ্গালায় মনসার পূজার প্রচলন হয়, এ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গোবিন্দচন্দ্র গীতে লেখা আছে—জ্ঞানগুরু শিব। অনৈতিহাসিক হইলেও একটা কথা বলি। শিব, চাঁদকে মহাজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং ঐ মহাজ্ঞান দ্বারা চাঁদ, কাটা বৃক্ষসকল জোড়া দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। ঐ মহাজ্ঞান কি? বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে ঐ মহাজ্ঞান হইতেছে,—প্রজ্ঞাপারমিতা (নির্ব্বিকল্প জ্ঞান—"Transcendental wisdom")। কিন্তু ময়নামতী যে জ্ঞান মাণিকচন্দ্রকে দিতে চাহিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান আড়াই অক্ষর (ময়নামতীর গান, ১৪ পৃঃ)। রাজা মাণিকচন্দ্র, স্ত্রীর নিকট জ্ঞান গ্রহণ উচিত নয় বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রহণ না করায় মৃত্যুমুখে পড়েন। আর পদ্মা, ছলনা করিয়া চাঁদের মুখ হইতে যে মহাজ্ঞান বাহির করিয়া লন, তাহাও আড়াই অক্ষর। ঐ আড়াই অক্ষর ওঁ অথবা হুং বলিয়া বোধ হয়।

গোপীচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিশ্চন্দ্র ও চাঁদ সদাগর যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নির্ণয় করিবার পক্ষে প্রমাণ এই যে,—

প্রথমতঃ মাণিকচন্দ্র রাজার গানে দেখা যায়, মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, চন্দ্র সদাগর, তাঁহার চিতার উপর চুয়া-চন্দন ছিটাইতেছেন। আবার মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী সহগমন করিয়া যোগবলে যখন পুড়িলেন না, তখন তাঁহার জ্ঞাতিগণ, চাঁদ সদাগরকে খবর দিতেছেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যিনি ময়নামতীর বেহাই হরিশ্চন্দ্র রাজা, তিনিই চাঁদ সদাগর।

দ্বিতীয়তঃ চাঁদ সদাগরের চৌদ্দখানা জাহাজের মধ্যে প্রধান জাহাজের নাম ছিল—মধুকর। বিজয় গুপ্ত, তাঁহার চৌদ্দখানা জাহাজকেই মধুকর বলিয়াছেন,—চৌদ্দখানা মধুকর করহ সাজন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে, কোনও সময়ে গোপীচন্দ্রের চক্ষের সামনে 'চৌদ্দখানা মধুকর ভাসিয়া উঠিল' আছে।

তৃতীয়তঃ পদ্মাপুরাণ প্রভৃতি মনসার পাঁচালীতে দেখা যায়, চাঁদ সদাগরের চণ্ডীদত্ত একটি হেমতালের বাড়ি ছিল। উহার আঘাতে তিনি তাঁহার পত্নী সনকার স্থাপিত মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় মনসার কাঁকাল বাঁকিয়া যায় ও তিনি ভাঙ্গা ঘট ছাড়িয়া পলায়ন করেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে দেখিতে পাই, ময়নামতী, মাণিকচন্দ্রের আসন্ন মৃত্যুকালে একবার এবং গোপীচন্দ্রের আসন্ন মৃত্যুকালে আর একবার হেমতালের লাঠি লইয়া যমকে তাড়াইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেহাই, মনসার পূজা করিতে বাধ্য হইয়া হেমতালের লাঠিগাছটা বেহাইনকে দেন নাই কি? নতুবা ময়নামতী হেঁতালের লাঠি-

কোথায় পাইলেন? উত্তরকালে বুড়া বয়সে চাঁদ, পদ্মাকে পূজা করিতে রাজি হইলেও পদ্মা, চাঁদের হাতে হেমতালের বাড়ি দেখিয়া যখন ভয়ে নৌকা হইতে তটে উঠিতে পারিতে-ছিলেন না, তখন চাঁদ উহা জলে ফেলিয়া দেন। সেই সময়ে বিষহরির ইঙ্গিতে নেতা, চিল হইয়া হেমতালের বাড়ি হরণ করেন। পদ্মা-পূজার উৎসবে ময়নামতী নিশ্চয়ই চম্পায় আসিয়াছিলেন এবং তিনি নিশ্চয়ই আর একটা চিল—একটা বলবত্তর ডাগর চিল হইয়া নেতার থাবা হইতে উহা ছিনাইয়া লইয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ গোবিন্দচন্দ্রের (গোপীচন্দ্রের) পত্নী উদুনার সাত ভাই ছিল এবং চাঁদ সদাগরের সাত ব্যাটা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। উদুনার উক্তি,—

মোর পিতৃদিসে চল আছে সাত ভাই।
সেই দেযে জোমরাজা না জায় সদাই॥
কাঞ্চনা নামেতে নগর আছে সর্পের বেড়া।
রজনি প্রভাতে পড়ে চন্দনের ছড়া॥
গড় দেখি দেব দানবের লাগে সঙ্কা।
সমুদ্রের মাঝে জেন কাঞ্চনের লঙ্কা॥
সোনার নিস্কান ঘর হিরার চৌচাল।
তাহে বসি থাক রাজা এড়াইয়া জঞ্জাল॥
এ দেসে তোমারে বড় নাগেছে তরাস।
সস্থর ঘরে থাক বসী বৎসর পঞ্চাস॥—দুর্ল্লভ মল্লিক।

উদুনা কাঞ্চনা নগরকে আপনার পিতৃদেশ বলিলেন। গৌড়ের নিকট কাঞ্চন নগর নামে একটি প্রাচীন স্থান ছিল। উহা উদুনার পিতৃদেশ বলিয়া বোধ হয় না। পশ্চাৎ কাঞ্চনা নগরের পরিচয় দিব। পদ্মাপুরাণে লেখা আছে,—

নবমে চলিল ডিঙ্গা নাম উদয়তারা।
যার ধনে কোটীশ্বর চান্দন বেহারা॥—নারায়ণ দেব।

চান্দন অর্থাৎ চাঁদকে এখানে বেহারা বলা হইয়াছে,—উহার অর্থ কি? বেহারা কি না—বেহারিয়া অর্থাৎ বেহার দেশে জন্ম যাঁর। বীরদেশ বা বীরভূমস্থিত অযোধ্যা সে কালে বেহারের অন্তর্গত ছিল বলিয়া চাঁদ, বেহারিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বেহারিয়া শব্দ ছন্দের বশে বেহারা হইয়াছে। প্রাচীন কালে চম্পা (ভাগলপুর) অঙ্গদেশের রাজধানী ছিল এবং প্রাচীন কাল হইতে এই নগরী সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্র হইতে জানি, ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই চম্পা হইতে বণিক্‌গণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে এই চম্পার বণিক্‌গণের সমুদ্রযাত্রার কথা আছে। মগধরাজ বিম্বিসার অঙ্গদেশকে মগধের (বেহারের) অন্তর্গত করিয়াছিলেন। চাঁদ যৌবনাবস্থায় বাণিজ্যের অনুরোধে কিছু কাল চম্পায় কাটাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বেহারিয়া খ্যাতি কায়েমি হইয়া গিয়াছিল।

চাঁদ—অঙ্গে, বঙ্গে, রাঢ়ে, সর্ব্বত্র চাঁদ সদাগর নামে খ্যাত রহিয়াছেন। চাঁদ, রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। সদাগর বা সওদাগর শব্দ—ফারসি। চাঁদের সময়ে বেহারে ও বাঙ্গালায় মুসলমানদের আগমন হয় নাই—অতএব তাঁহার সদাগর উপাধি কোথা হইতে হইল? অনুমান হয়, চাটিগ্রামে তাঁহার জামাতা গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) রাজপাট অপসারিত হইলে বা তৎপূর্ব্বেই চাঁদ, এই অঞ্চলে বাণিজ্যার্থ গমন করেন। যবদ্বীপে হিন্দু-রাজত্ব ছিল, তৎপরে বৌদ্ধরাজত্ব হয়। পূর্ব্ব উপদ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপে ও মলয়দ্বীপে আরবীয়েরা আসিয়া বাস করেন। আরবীয়গণ, যবদ্বীপের বৌদ্ধ রাজাকে পরাজিত করিয়া তথায় আপনাদের রাজ্য স্থাপন করেন এবং খৃষ্টীয় নবম শতকে চাটিগাঁয়ে বাণিজ্য করিতে আইসেন। চাটিগ্রাম অদ্যাপি একটি বন্দর। চাটিগাঁয়ের আরবীয়গণ, চাঁদের বিস্তৃত বাণিজ্য দেখিয়া তাঁহাকে চাঁদ সদাগর, চাঁদ সদাগর বলিতেন, তাহাতেই তাঁহার চাঁদ সদাগর নাম হইয়াছিল।

অতঃপর বাঙ্গালার যে যে স্থানে চাঁদ ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির কীর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বর্দ্ধমান জেলার মানকর রেলওয়ে ষ্টেসনের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে গাঙ্গুর নদী—এই নদী বৃহৎ ছিল, এ কালে মজিয়া গিয়াছে। ইহার সন্নিকট উত্তরে চম্পাই নগর। এখানে দুইটি শিব আছেন—এক শিব মন্দিরে থাকেন—অন্য শিব ঝোড়ে থাকেন, ঘরে থাকেন না। লোকে বলে, এই দুই শিব চাঁদ বেণের প্রতিষ্ঠিত। এই দুই শিব খুব মোটা। মস্তক নত হইবে না বলিয়া এই দুই শিবকে বগলে করিয়া চাঁদ বেণে ডুব দিত, মাথা নোয়াইলে পাছে মনসা মনে করে, আমায় দণ্ডবৎ করিতেছে। দামোদরের ভাঙ্গনে প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে, অনেক লোক মাটির ভিতরকার টাকা পাইয়াছে। এক হিজল গাছ আছে, তাহাতে চাঁদ বেণের নৌকা বাঁধা হইত। মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পর মাকরী সপ্তমীতে জাত (মেলা) হয়। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকে লেখা আছে,—"বৈদ্যপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্ন দিয়া যে সামান্য নদীটি আছে, তাহাকে লোকে "বেহুলা নদী" বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ষোল ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাই নগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাই নগর নামক একটি গ্রামও আছে। ঐ গ্রামে চাঁদ সদাগরের বাটী ছিল—এ কথা অত্রত্য লোকে বলিয়া থাকে। ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটি উচ্চ ভূমি আছে। ঐ ভূমি লখিন্দরের লোহার বাসর বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম—ত্রিবেণীর বান্ধাঘাটের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরে "চন্দ্রহাটী" নামক একটি স্থান আছে। চন্দ্রবণিক্ এখানে হাট বসাইয়াছিলেন কি না, শুনি নাই। কিন্তু—"সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বান্ধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'নেতা ধোবানীর পুকুর' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে" (বাঙ্গালা ভাষা)। "জয়নারায়ণের চণ্ডীতে ত্রিবেণীর পারে

চাঁদের বাটীর একটা জমকালো বর্ণনা আছে" (মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদ রাজার "ত্রিবিনিগঙ্গা" দেখার কথা আছে।

ঢাকা জেলার সাভার থানার অদূরে হরিশ্চন্দ্র নামক একজন অধিপতি রাজত্ব করিতেন৭। এই জেলার রামপালের নিকট "রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘি" নামক এক বিস্ময়কর দীঘি আছে। এই দীঘিতে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় এক সপ্তাহস্থায়ী জলোচ্ছ্বাস হয়। ঐ সময়ের পূর্ব্বে ও পরে দীঘি শুষ্কাবস্থায় থাকে৮।

ভাগলপুর সহরের পশ্চিমাংশ, প্রাচীন চম্পা নগরীর অন্তর্গত ছিল। এখানে এখনও মনসার ভাসানের দিন, শ্রাবণ মাসে চম্পা নগরে গঙ্গাতীরে বেহুলাঘাটে সতী বেহুলার যশঃ ঘোষিত করিয়া এক বৃহৎ উৎসব হয়। যেখানে চান্দন নদী৯ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই বেহুলার আবাসস্থল বলিয়া লোকের বিশ্বাস১০।

বোগরা জেলায় মহাস্থান নামক এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। হণ্টার সাহেব বলেন,—মহাস্থানের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে চাঁদনিয়া নামে একটি বড় গ্রাম আছে। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা বাঙ্গালার একটি বৃহত্তম বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ইহার প্রাচীন নাম চাম্পানগর বলে এবং অধুনা ইহাকে কখন কখন চাঁদমায় বলে। এখানে গোরি ও সৌরি নামে দুইটি জলা, গ্রামের দুই পার্শ্বে যাহা আছে, তাহা দুইটি বৃহৎ নদীর অবশেষ বলিয়া কথিত হয়। শেষোক্ত জলার মাঝখানে একটি মাটির ঢিবি আছে ও এখানে যাইবার নিমিত্ত ইষ্টকাচ্ছন্ন একটি রাস্তা আছে, কিন্তু রাস্তাটি প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে। এই ঢিবি, সাপিনীদেবতা পদ্মাবতীর ঘর বলিয়া কথিত হয়। এই দেবতার পূজা, করতোয়ার নদী-দেবতার পূজা বলিয়া ভুল করা হইয়া থাকে। চাঁদনিয়া, এই নাম, চাঁদ সদাগরের বসতি হেতু হইয়াছে কথিত হয়১১।

বেভারিজ সাহেব, বোগরার প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—চাঁদ সদাগরের জাহাজ যে করতোয়া নদীতে গমনাগমন করিত, সেই নদী-তল প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। লম্বা চওড়া চরভূমি, হলকৃষ্ট ও বিদাবালিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মহাস্থান-গড়ের আকৃতি চতুর্ভুজ, লোকে বলে, এটা লম্বা ও চওড়ায় এক এক ক্রোশ। ইহার চারি দিকে চারিটি স্থান খোলা। এই রন্ধ্রপথগুলিকে গোপুর বলে। একটি দ্বারকে তমার দরওজা (তাম্রদ্বার) বলে। প্রাকারের বহির্ভাগে এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে, ইহাকে কালীদহ সাগর বলে। এখানে কয়েকটি দ্বীপ আছে এবং তীরের একটি অন্তরীপকে বিষমথন বলে। কারণ, এখানে নেতা ও পদ্মা দেবীদ্বয়, বিষ মিশ্রিত করিয়া চাঁদ সদাগরের

৭। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারের—বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (ভারতবর্ষ, সন ১৩২২)।

৮। See jour. A. S. B. 1889, p, 22.

৯। অগ্রে দৃষ্ট হইবে, নারায়ণদেব ইহাকে এক স্থানে "চান্দন" বলিয়াছেন।

১০। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহের—চম্পা (সা. প. পত্রিকা, সন ১৩১৪)।

১১। Hunter's Statistical Accounts of Bengal, Vol. V. p. p, 196—197.

পরিবারের বিনাশ করেন। তিনি মহাস্থানের নিকটস্থ চাঁদমোক্ত, প্রকৃত পক্ষে চাঁদমুখ নামক স্থানে বাস করিতেন বলে। তিনি স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত যে বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার ভিটা অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে১২। মন্তব্য—বেভারিজ সাহেবের উক্ত কালীদহ সাগরে, চাঁদ, মনসার ঘট ফেলিয়া দিয়াছিলেন,—

ক্রোধ করে চান্দ ঘট ধরে বাম করে।
দূর করে ফেলে দিল কালীদহ সাগরে॥—বিজয়গুপ্ত।

দিনাজপুর জেলার কাঞ্চনগরের নিকটবর্ত্তী সনকাগ্রামে, চাঁদ সদাগরের বাড়ীর স্তূপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন১৩। মন্তব্য—সনকা, এই গ্রামের নামটি, চাঁদের পত্নী সনকার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বলেন,—গৌহাটী ও ধুবড়ী অঞ্চলে চাঁদ সদাগরের ও বেহুলার সজীব নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে১৪। আসামভ্রমণ-প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবা নির্দ্দেশ করেন, ধুবড়িই চাঁদ সদাগরের নিবাসভূমি১৫। মন্তব্য—ধুবড়িতে নেতা ধোবানীর পাট আছে, তাম্রলিপ্তিতেও আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—ধুবড়ী রাখিলা নেতা ধুবিনীর পাট। কেহ কেহ দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী রণিৎ (রঙ্গিহৎ ?) নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের বাড়ী নির্দ্দেশ করেন১৬।

ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পকনগর আছে। পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থানেই লখিন্দরের কাণ্ড-কারখানাটা হইয়াছিল। লখিন্দরের বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে১৭। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর হইতে শ্রীযুক্ত বনমালী গাঙ্গুলী মোক্তার মহাশয়, আমার প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন,—ত্রিপুরা জেলায় চম্পকনগর, ডিঙ্গাভাঙ্গা, ধনাগোদা, উজানী গ্রাম আছে। ঐ উজানী গ্রামে বেহুলার পাটাপুত্তা এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া শুনা যায়। বেহুলার বাড়ী, চাঁদ সদাগরের বাড়ী ও সাহবেণের বাড়ীও আছে। ঘোড়াধারী গ্রামে এক স্থানে চাঁদ সদাগরের নৌকাডুবির চিহ্ন আছে। এই সকল স্থান পূর্ব্বে নদীগর্ভে ছিল বলিয়া জানা যায়।

শ্রীহট্ট বা "শীলহট" * জেলায় সুনামগঞ্জ মহকুমার নিকটে পণতীর্থ নামে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নাম-জড়িত একটি স্থান ও ঠাকুরবাড়ী আছে। ইহার নিকটে একটি টিলা আছে। এই টিলা হইতে একটি নদী বাহির হইয়া মেঘনা ও পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে। এই নদীটির প্রস্তরময় গর্ভের একটি স্থান চাঁদ সদাগরের নৌকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রাবণ মাসে মনসা পূজার খুব ধুম হয়।

১২। See Jour. A. S. B. 1878. p. 89.
১৩-১৫-১৬। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।
১৪। সা, প, পত্রিকা. ১৫শ ভাগ, কার্য্যবিবরণী, ৮৩ পৃঃ।
১৭। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।
* ছিলি বড় ভরথরীচরিত্রে শ্রীহট্টের বানান ঐরূপ।

চট্টগ্রাম বা চাটিগাঁ জেলার চাঁপাতলা গ্রামে চাঁদ সদাগরের এক দীঘি, বালুকাময় ভিটা, হাটের স্থান, ডিঙ্গাভাঙ্গা, তাঁহার পত্নী সনকার দীঘি, পুত্র লখিন্দরের বাসর-ভিটা, নেতার ঘাট, "কালু কামারের" পুকুর ও ভিটা আছে। সমুদ্রের উপকূলে 'বন্দর' গ্রামে চাঁদ সওদাগরের দীঘি আছে—সমুদ্রযাত্রী নাবিকদিগের ইহার জলই একমাত্র পানীয় ১৮। চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুই প্রকার মনসার পুঁথি প্রচলিত আছে,—বাইশ কবির মনসা ও ষট্‌কবির মনসা। তদ্ব্যতীত আরও অনেক কবির মনসার পুঁথি আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায়, বহরমপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঙ্গামাটি নামক এক প্রাচীন স্থান আছে। এই স্থানই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, তাঁহার রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ প্রবন্ধে১৯ লিখিয়াছেন,—"একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, চাঁদ সদাগর, চম্পা হইতে আসিয়া রাঙ্গামাটিতে বাস করায়, তাহার নিকটস্থ গ্রামের নাম চাঁদপাড়া হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের বিবরণ মনসার ভাসানে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চম্পা বা চম্পক নগরে বাস করিতেন ; উক্ত চম্পক নগর সম্ভবতঃ ভাগলপুরের নিকটস্থ ও প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী।" নিখিল বাবু আরও লিখিয়াছেন,—"রাঙ্গামাটির প্রবাদ অঙ্গরাজ্যের চম্পক নগরের সহিত জড়িত।" খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে যুয়নচুয়াং যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন এ স্থানের নাম কর্ণসুবর্ণই ছিল। উত্তরকালে ইহার নাম হয়,—কানসোনা। গোবিন্দচন্দ্র-গীতকর্ত্তা কবি দুর্ল্লভ মল্লিক, কানসোনাকে শোধিত করিয়া, নিজ গ্রন্থে 'কাঞ্চনা' করিয়াছেন ও কাঞ্চনা নগরের গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। রাঙ্গামাটিতে বা কানসোনায় এখনও গড়ের প্রাকার বর্ত্তমান আছে। এখানে কর্ণসেন নামে এক বণিক্‌রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি বোধ হয়, চাঁদের সমসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। পশ্চাৎ ইঁহার প্রসঙ্গ করিব। চাঁদপাড়া ব্যতীত নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সহিত চাঁদ সদাগরের প্রবাদ জড়িত আছে। দ্বারকা নদীর তীরবর্ত্তী পাটনের বিল বাহিয়া ময়ূরাক্ষীপার্শ্বস্থ নবদুর্গা, গোলাহাট গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চাঁদ সদাগরের নৌকা গিয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কান্দির অন্তর্গত বাঘডাঙ্গা গ্রামের নীচে যেখানে চাঁদ সদাগরের নৌকা বাঁধা হইয়াছিল, এখনও লোকে সে স্থান দেখায়। (স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সা, প, পত্রিকা, সন ১৩০৭, ২১১ পৃঃ)।

রংপুর জেলায় হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট আছে। গ্রিয়ার্সন্ সাহেব উহার চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন ও উহাকে সমাধিস্তূপ বলিয়াছেন২০।

বাণিজ্য-সূত্রে চাঁদ সদাগরের বাঙ্গালার চৌদ্দটি নগরের সহিত সম্পর্ক ছিল। যে যে স্থানে তাঁহার বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, সেই সেই স্থানে তৎসম্বন্ধীয় নানারূপ জনশ্রুতি শুনিতে

১৮। সা, প, পত্রিকা, সন ১৩০৭। ১৯৪ পৃ ও সন ১৩১০। ১১২ পৃঃ।
১৯। ঐ ঐ।
২০। Jour. A. S. B. 1878. Pt. XXIII.

পাওয়া যায়। অনেক স্থানের লোকে মনে করে, চাঁদ সদাগরের বাস তাঁহাদের নিকটস্থ স্থানে ছিল। নানা স্থানের লোকে তাঁহার উপর পদ্মার বা মনসার উৎপীড়নের কথা, তাঁহার পুত্র লখিন্দর, পুত্রবধূ বেহুলা সম্বন্ধীয় কথা বর্ণনা করে। কবিদিগের কাব্য ও জনবাদ হইতে চাঁদ সদাগরের যে চৌদ্দটি লীলাস্থানের ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র। এখানে সেই লীলাস্থলগুলির একত্র উল্লেখ করিতেছি,—অযোধ্যা (বীরভূম জেলা), গৌড়নগর বা কাঞ্চননগর (গৌড়ের নিকটস্থ), সাভার (ঢাকা জেলা), চম্পা (ভাগলপুর), কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা (মুর্শিদাবাদ জেলা), সপ্তগ্রাম (হুগলি জেলা), চম্পাই (বর্দ্ধমান জেলা), চাঁদনিয়া (বোগরা জেলা), সনকা গ্রাম (দিনাজপুর জেলা), ধুবড়ী, রঞ্জিৎ নদীতীর (দার্জ্জিলিংএর নিকটস্থ), হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট (রঙ্গপুর জেলা), চম্পক নগর (ত্রিপুরা জেলা) ও চাটিগাঁ।

চাঁদ, আপনাকে চৌদ্দ রাজ্যের ঠাকুর বলিয়াছেন,—

চান্দ বলে আমি চৌদ্দ রাজ্যের ঠাকুর।—দ্বিজ বংশীদাস।

চাঁদের চৌদ্দ রাজ্য হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত অযোধ্যাদি চৌদ্দটি স্থান; এই সকল স্থানে তাঁহার বাণিজ্যের কুঠী প্রভৃতি ছিল। কোন কোন স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। চাঁদ, ঐ সকল স্থানের বাটীতে গিয়া সময়ে সময়ে বাস করিতেন। লোহার বাসর-ঘরের ভিটা যাহা নানা স্থানে প্রদর্শিত হয়, তাহা কি? আমার মনে হয়, ঐ তথাকথিত বাসর-ঘরগুলি, চাঁদ সদাগরের লোহার কোষঘর বা কোষাগার ছিল। অগ্রে বলিয়াছি, চাঁদ, বার ভূঞার এক ভূঞা অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের সামন্ত-রাজা ছিলেন, তাহাতেই বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে তাঁহাকে 'অধিকারী', 'নৃপতি' ও 'মহারাজ' বলা হইয়াছে এবং অন্যান্য মনসার পুস্তকেও তাঁহার ঐরূপ বিশেষণ পাওয়া যায়। তিনি সদাগরি ব্যতীত রাজকার্য্য করিতেন, তাহাতেই চট্টগ্রামের একখানি মনসার পুথিতে লিখিত আছে,—

চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর। রাজকার্য্য করে চাঁদ নগর চম্পকেতে।
ধনেতে কুবের জিনি রূপে বিদ্যাধর॥ সোনকা সুন্দরী হয়েন তাহান বনিতে॥

নারায়ণদেবের চট্টগ্রামস্থ মনসার পুথিতে আছে,—

হুপাটিতে পাট করি পটে যোড়ে সারি সারি
বাদ্যে কম্পে চম্পক নগরী।
গাব দিয়া কষা নায় নামাইতে সাধু যায়
আসিয়া মিলিল প্রজাগণ।
নৃত্য গীত কৌতূহলে ডিঙ্গা নামাইল জলে
নারায়ণদেব সুবচন॥

আরও— ষোল শত সূত্রধর ডিঙ্গা গড়ে মনোহর
দিবা রাত্রি নাহি অবসর।

ষোল শত সূত্রধরে যে ডিঙ্গা গড়িতে রাত দিন পরিশ্রম করিত, তাহা সমুদ্রগামী পোত বটে। চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রা-কালে,—

দশমে চলিল ডিঙ্গা মাণিক্য মেড়ুয়া।
উবু হৈয়া দাঁড় বায় ষোলশ চা (? দাঁ) ড়ুয়া॥—নারায়ণদেব।

গ্রন্থান্তরে,—অষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা মাণিক্য কেরুয়া।
উভ হ'য়ে বাহে দাঁড় ষোড় (ল) শ দারুয়া॥
—বাইশ কবি মনসায় নারায়ণদেব।

এই মাণিক্য মেড়ুয়া বা মাণিক্য কেরুয়া জাহাজে ষোল শত দাঁড়ি দাঁড় বাহিত। অগ্রে বলিয়াছি, চাঁদের প্রধান জাহাজ, যাহাতে তিনি নিজে চড়িতেন, সেই ভাল জাহাজখানির নাম—মধুকর। কোন কোন পুথিতে লেখে, মধুকরের ১২০০ দাঁড় ছিল।

চাঁদ, পঞ্চ বণিকের এক বণিক্ ছিলেন এবং কুলীন ছিলেন। চাঁদের উক্তি,—

পঞ্চ বণিকের মধ্যে আমি যে কুলীন।—নারায়ণ দেব।

পুস্তকান্তরে,—পঞ্চ বণিকের মধ্যে আমি সে কুলীন।

—বাইশকবি মনসায়, নারায়ণ দেব।

পঞ্চ বণিক্ ও গৌড় নগর

বীরদেশের পূর্ব্বোক্ত অযোধ্যা হইতে পঞ্চ বণিক্ বাণিজ্য করিতে গৌড় নগরে গমন করেন। গোবর্দ্ধন মিশ্রের কুলজীতে,—

ইদানীং বণিকাগ্রণী বৈশ্যবংশ
অযোধ্যানিবাসী ধনী ধৈর্য্য ধীর।
গত পঞ্চগৌড় মহাখ্যাতিবন্ত
ধর চন্দ্র নাথ বড়াল সুশান্ত।
মহদ্বংশ দাস কুতং পঞ্চবাস
পুরা গৌড়রাজ্যে বণিকপ্রকাশ॥

রোহিতাগিরি শ্রীমৎকৃষ্ণদাসচন্দ্রের আদেশে, গোবর্দ্ধন মিশ্র ১৪১৪ শাকে এক কুলপুস্তক লিখেন। আমার মনে হয়, গোবর্দ্ধনের উক্ত 'ধর'—চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর। চাঁদ পঞ্চ বণিকের মধ্যে কুলীন ছিলেন। অতএব গোবর্দ্ধন মিশ্র, তাঁহার শ্লোকে অগ্রেই তাঁহার নাম করিয়াছেন। একটি প্রাচীন কারিকা এই,—

পূর্ব্ব পুরাতন কথা কহিতে বিস্তার।
এ দেশে যেরূপে শুন বণিক্‌সঞ্চার॥
গৌড় নগরে রাজা নাম গৌড়পতি।
প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ধর্ম্মে মহামতি॥
অযোধ্যা নগরে বণিক্ শুনিয়া শ্রবণে।
গৌড়ে বণিক্ আইল বাণিজ্য কারণে॥
ভেট দিয়া ভূপতি ভেটাল কুতূহলে।
পরিচয় পাইয়া রাজা তুষ্ট হইয়া বলে॥
বিরাজে[২১] বাণিজ্য কর বণিক্ সকল।
কোন কালে কখন না পাইবে অমঙ্গল॥

২১। এই 'বিরাজে'র অর্থ কি? বিরাজ নামক গৌড়ের কোন পল্লী? ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকায় 'বিরাজ' শব্দযুক্ত পদ যথা, কৃষ্ণের প্রতি যশোদার উক্তি,—

দধি দুগ্ধ খির্সা ননী সমস্ত খাইলা।
বিরাজে বসিয়া আছ ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া॥—১১৮পৃঃ

যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি,—ভাণ্ড ভাঙ্গি ননি খাই গিয়াছে বিরাজে।
কিছুমাত্র ননি মোরে না দিল অগ্রজে॥

গ্রন্থকর্ত্তার উক্তি,—ভবানীশঙ্করে কহে দেবীপদ-সরোরুহে মন মোর রহোক বিরাজে। অতএব 'বিরাজে' অর্থ বিরাজিতভাবে, নির্ভয়ে।

এই কারিকাকর্ত্তা গৌড়েশ্বরের নাম জানিতেন না; তাহাতেই তাঁহার নাম "গৌড়পতি" বলিয়াছেন এবং জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া গৌড়-নগরে বণিক্‌দের বাণিজ্যযাত্রার কথা লিখিয়াছেন। এই গৌড়পতিকে দ্বিতীয় গোপালদেব মনে করি। কিন্তু 'গৌড়নগরে' ইত্যাদি পয়ারটির 'প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা' হইতে এক প্রচণ্ড রাজাকে মনে পড়ে। বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণে লেখা আছে,—গৌড়রাজ্যে২২ প্রচণ্ড, রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শক্তিদেব। প্রচণ্ডদেব, শক্তিদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, ধর্ম্মপত্নীর সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মপত্নীর সহিত পীঠস্থিতা মহেশ্বরী বীরমতীকে প্রতিরাত্রে পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মপত্নী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যজাতীয় শিষ্য ও গৌড়দেশস্থ পুরুষ ও স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া নেপালে গমন করেন এবং সেখানে বজ্রাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন (৭১৮অ)। বাইশ কবির মনসায়, হৃদয় ব্রাহ্মণ ও নারায়ণ দেবের বর্ণনা হইতে বোধ হয়, বর্দ্ধমান জেলার উজানী ও চম্পক নগরের মধ্যে কোন স্থানে সত্যপুরে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সহিত চাঁদ সদাগরের যুদ্ধ হয়। চাঁদ রণে ভঙ্গ দিলে, লখিন্দর, প্রচণ্ডকে পরাজিত করিয়া বশে আনয়ন করেন।

বৌদ্ধযুগে গৌড়নগর যেরূপ ছিল, বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণে তাহার বর্ণনা আছে। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্ত্তিত২৩ করিতেছি,—গৌড়রাষ্ট্রের পট্টন—সুভিক্ষ, জনসমাকুল, নানা মঙ্গলসম্পন্ন, ঋদ্ধ, স্ফীত ও মনোহর ছিল। নগরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তিন যোজন, চারি দিকে উচ্চ প্রাকার, গাঢ় পরিখা এবং মূল নগরের চারি দিকে এক এক দ্বার ছিল। নগরের বণিক্‌সংজ্ঞ, বৈশ্য ও মহাজনেরা মিথ্যা অর্থ সাধনে রত এবং সত্যধর্ম্মকে (বৌদ্ধ ধর্ম্মকে) হনন করিয়া ভোগ-সুখে কাল যাপন করেন। নগর নিগম (বণিক্)গণের দ্বারা পূর্ণ এবং সেখানে অমাত্য, সচিব ও সার্থবাহ মহাজনসকল আছেন।

এখানকার পূজনীয় দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি যথা,—মাতৃকা, গণদেব, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী, গণেশ, ষড়্‌মুখ, সিংহ, ব্যাঘ্রানন, চৈত্য, শিব, ভৈরব, বৃক্ষ, নাগ, দেবতীর্থ, যোগিনী ও যোগীদের দ্বারা পরিবৃত সিদ্ধ ও দেবী বীরমতী। বীরমতী চতুর্ব্বিংশতি পীঠের একা নায়কী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্য জাতি—যাহারা এ দেশে জন্মিয়াছে ও অন্য দেশে জন্মিয়াছে, ইহারা সকলে বীরমতীর পূজা করে।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে (১৭২, ১৭৯, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২২৪, ২২৫ পৃঃ) বারমতি পূজার প্রসঙ্গ আছে। লাউসেন, বারমতি পূজা প্রকাশ করেন। ধর্ম্মপূজার নামান্তর—বারমতি পূজা। বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের নারীমূর্ত্তি। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনের মূর্ত্তি—জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। ধর্ম্মরূপিণী সুভদ্রার নারীমূর্ত্তি। জগন্নাথ, এ নামটি বুদ্ধদেবের উপনাম

২২। এই গৌড়রাজ্য সম্ভবতঃ পৌণ্ড্র দেশ। 'পুণ্ড্রাঃ স্যুর্ব্বরেন্দ্রা গৌড়নীবৃতিঃ' ত্রিকাণ্ডশেষের এই বাক্য অনুসারে পুণ্ড্র দেশ হইতেছে—বরেন্দ্রী ও গৌড়দেশ।

২৩। পরিবর্ত্তিত Translated,'অনুবাদিত' ও 'অনূদিত' শব্দদ্বয় উহার প্রতিশব্দ নয়। আর 'তর্জ্জমিত' বা 'তর্জ্জমাকৃত' বলিলে ভাল লাগে না, অতএব নূতন শব্দ না গড়িয়া, পুরাতন পরিবর্ত্তিত শব্দের প্রয়োগ, করিলাম। ঐ অর্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ মহাবংশে পাইয়াছি। যথা,—

পরিবত্তেসি সব্বাপি সীহলট্‌ঠকথা তদা।
সব্বেসং মূলভাসায় মাগধায় নিরুত্তিয়া ॥

বটে—"শাক্যসিংহং জগন্নাথং" (বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ)। সুভদ্রা ও বলরাম, এ ইদুটি নাম ব্রাহ্মণদের কল্পিত। আমার মনে হয়, বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণোক্ত বীরমতী ও ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত বারমতি এক। ধর্ম্মপূজার নামান্তর বারমতিপূজা। বণিক্‌রাজ লাউসেন. বারমতি পূজা প্রকাশ করেন। পশ্চাৎ লাউসেনের প্রসঙ্গ করিব। আবার বারমতি নামক পুথিও ছিল। অনাদ্যবন্দনা-কর্ত্তা সীতারাম দাস ১০০৪ সালে লিখিয়াছেন,—

> আদ্য ঠাকুর হরিশ্চন্দ্র লিখিলাম ছুদিনে।
> বারমতি করিলাম সঙ্গে চল্লিশ দিবসে ২২॥

ধর্ম্মমঙ্গলের নামও বারমতি,—এইখানে সমাপ্ত হইল বারমতি।

> যে গায় গাওয়ায় তার গোলোকে বসতি॥—মাণিকরাম।

পরিশিষ্ট

কবি কমলনয়ন বলেন,—ধনঞ্জয় রাজার পুত্র কোটীশ্বর, তৎপুত্র—চন্দ্রধর। ধনঞ্জয় রাজার নাম আর কোনও কবির রচনায় পাই নাই, বোধ হয়, এ নামটি কল্পিত, আর কোটীশ্বর নামটিও নাম বলিয়া বোধ হয় না। চন্দ্রধরের পত্নী সনকা প্রসিদ্ধা আছেন। নারায়ণদেব বলেন,—শঙ্খপতির স্ত্রী কলাবতী। তাঁহাদের কন্যা সনকা ও পুত্র—বঙ্কাই, বংশধর বা বংশীধর। কবি রামনিধি বলেন,—

> শঙ্খপতি নৃপতির তনয়া সনকা।
> তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী নামেতে কনকা॥

আমাদের এখানে লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায় 'কিলিবৌ' নাম শ্রুত হওয়া যায়। বোধ হয়, 'কলাবতী' নাম হইতেই 'কিলিবৌ' নামের উৎপত্তি; অতএব কলাবতী নামটি কল্পিত নহে। বঙ্কাই, বংশধর ও বংশীধর কাল্পনিক ব্যক্তি। চাঁদ, সনকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া, অস্ত্র শিক্ষা করেন ও সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়াছিলেন,—

> বিবাহ করিয়া তবে রাজা চন্দ্রধর।
> বিদায় হইয়া গেলা আপনার ঘর॥
> কত কাল অস্ত্রশিক্ষা করিল বিস্তর।
> কত ধন দান করে চাঁদ সদাগর॥
> রাজা হয়ে চন্দ্রধর বসে সিংহাসন।
> ধর্ম্মতঃ বিচারে রাজা করেন পালন॥ —কবি যদুনাথ।

চাঁদের খুড়া বংশীধর, ষষ্ঠীধর, ভ্রাতা চন্দ্রকেতু ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, জানি না। "চাঁদ সদাগরের সাত ব্যাটা" প্রসিদ্ধি আছে। ইহাদের মধ্যে লখিন্দর কনিষ্ঠ। কবি বলরাম, লখিন্দরের ছয় অগ্রজের নাম করিয়াছেন; যথা,—জয়ধর, শ্রীধর, জটাধর, যাত্রাধর, গদাধর ও দুর্গাধর, এই ছয়টি নাম কল্পিত মনে হয়।

২২। সা, প, পত্রিকা, সন ১৩০৬, ৪৮ পৃঃ।

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমি কয়েক দিন উড়িষ্যার একটি গণ্ডগ্রামে অতিথিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম। এক দিন রাত্রে সেই পল্লীতে কীর্ত্তনের কোলাহল শুনিতে পাইলাম।—কোলাহল বলিলাম—কেন না, তাহাতে সঙ্গীত অপেক্ষা চীৎকারই ছিল বেশী। উড়িষ্যার প্রত্যেক পল্লীতে একটি করিয়া যাতঘর-অ' অর্থাৎ সাধারণ বৈঠকখানা গোছের থাকে। সেইরূপ একটি যাতঘরে উড়িয়ারা মিলিয়া কীর্ত্তনানন্দ করিতেছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা পদাবলী গীত হইতেছে স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। উচ্চারণের দোষে স্থানে স্থানে অবোধ্য হইলেও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি-মিশ্রিত পদগুলি কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনেক দিন উড়িষ্যায় অবস্থান করিয়া, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত বহাইয়াছিলেন, তাহা জানিলেও ঐ ঘটনার পাঁচ শত বর্ষ পরেও উড়িয়ারা অবিকল বাঙ্গালা পদকর্ত্তাদিগের গীত গাহিতেছে, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। আর এক দিন সমুদ্র-তীরে বসিয়া এক মান্দ্রাজী বৈষ্ণবের মুখে সুন্দর সুরতান-লয়ে গীতগোবিন্দের কয়েক পদ শুনিয়াও আমি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম।

বাস্তবিকই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ। বাঙ্গালার কবি বাঙ্গালীর প্রাণের সহিত সুর মিলাইয়া, প্রায় সাত আট শতাব্দী ধরিয়া এই পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাই আমাদের নিকট বৈষ্ণব পদ এত প্রিয়। বাঙ্গালী বৈষ্ণবই হউক, আর ব্রাহ্মই হউক, শাক্তই হউক, আর শৈবই হউক, এমন কি, বাঙ্গালী মুসলমান পর্য্যন্ত পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়। যে রঙ্গিল কাচ দিয়া বাঙ্গালী তাহার এই কাব্য-জগতের শোভা দেখিত, সে কাচ অনেক দিন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে; আমরা আর তেমন করিয়া "যমুনা-জলকূলে মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে" উপভোগ করিতে পারি না; কিন্তু তবুও পদাবলীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য যেন কেমন এক মোহময় প্রপাত আমাদের জীবনে আজিও ছুটাইয়া দেয়, যাহার অনির্ব্বচনীয় রস-নিঃসেকে আমাদের মন-প্রাণ পরিপ্লুত হইয়া উঠে। এরূপ একটি বিচিত্র বিপুল পদ্য-সাহিত্য কোনও জাতির কোনও ভাষায় আছে বলিয়া আমি জানি না।

পদাবলী-সাহিত্য যে কত বড়, তাহা কিছু দিন পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল না। কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে মুখে যে কতিপয় পদ চলিত, বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে সাধারণতঃ তাহাই বুঝাইত। কিন্তু কয়েক জন মনস্বী অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির চেষ্টায় আমাদের গৌরবের সম্পদ্ বাঙ্গালীর লুপ্ত রত্নরাজির উদ্ধার হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে জগবন্ধু ভদ্র, গ্রিয়াসন সাহেব, রমণীমোহন মল্লিক, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ-

যোগ্য। বটতলার প্রেস্ এ বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অশেষ উপকার করিয়াছে। আমরা কিন্তু তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার কোনও ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। বটতলার প্রেস বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য, আমার মনে হয়, কোনও স্মৃতিনিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বৈষ্ণব কবিতার সংগ্রহ বিষয়ে যাঁহারা যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সম্যক্ সমাদর এখনও হয় নাই অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কীর্ত্তন-গায়কদিগের পরম্পরানুশ্রুত পদাবলী এরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহার পাঠোদ্ধার এবং অর্থ-পরিগ্রহ বহু শ্রম ও পাণ্ডিত্য-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা অধ্যবসায় সহকারে বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালীর ঋণ অপরিশোধনীয়।

বৈষ্ণব কবিতার সংগ্রহের চেষ্টা নূতন নহে। বহু দিন হইতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এইরূপ সংকলন-পুথি অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে,—নিমানন্দ দাসের পদরসসার, কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু প্রভৃতি এই জাতীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় অনেকগুলি সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের জ্ঞানদাস ও বলরামদাসের পদাবলী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিদ্যাপতি, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাস, শ্রীপদকল্পতরু, গৌরপদতরঙ্গিণী, দেবকীনন্দন প্রেসের ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বাস, এইরূপ সংগ্রহ-পুথি আরও অনেক আছে এবং চেষ্টা করিলে এখনও অনেক মহাজন-পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহাতে শুধু যে আমাদের কাব্য-সম্পদ্ বাড়িবে, তাহা নহে, অনেক দুর্ব্বোধ ও বিকৃত পাঠের পঙ্কোদ্ধার হইবে। এই সম্বন্ধে আর একটি জটিল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। যাঁহারা পদাবলী-সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, প্রায় সকল পদেই পদকর্ত্তার ভণিতা থাকে। এই ভণিতা দিবার পদ্ধতি যে বাঙ্গালা প্রাচীন কবিগণের গানে ও কবিতায় কোথা হইতে আসিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। অন্য কোনও দেশের কবিতায় কিংবা আমাদের দেশের সংস্কৃত কবিতায় এরূপ প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাই না। হিন্দুস্থানী পদাবলিতে সুরদাস, তুলসীদাসের ভণিতা দিবার প্রথা আছে। আর আমাদের অঞ্চলের বৌদ্ধ দোহাবলীতে এইরূপ রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য ইতিহাসের অন্ধকারময় বর্ত্মে এই ভণিতা যে আলোক নিক্ষেপ করে, তাহা অমূল্য; কিন্তু এই ভণিতার প্রলোভনে পড়িয়া কত যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। রামের পদ শ্যামের স্কন্ধে চাপিয়াছে, এরূপ ঘটনা ত সাধারণ। উপরন্তু 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' ব্যক্তিও কোনও পূর্ব্বসূরির আশ্রয় লইয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে এমন গোলযোগ ঘটিয়াছে যে, বিদ্যাপতি একাধিক ছিলেন, চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, ইত্যাদি নানা অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনার সাহায্য লইয়া বৈষ্ণব কবিতার স্বরূপ বুঝিতে হয়! এইরূপ জটিল বিষয়ের

স্থির মীমাংসা কখনও সম্ভবপর কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পদাবলীর পুঁথি বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইলে হয় ত হইতেও পারে।

পদাবলী যত দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্ত বাহ্য প্রমাণাভাবে পদকর্ত্তৃগণের পারম্পর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে যত দূর জানা যায়, তাহাতে জয়দেবই পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে আদি কবি। জয়দেবের কবিতা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন ইঁহারও পূর্ব্বে একটি পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালী কবি জয়দেব তাঁহার সংস্কৃত কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কেবল আমার কল্পনা-মাত্র। গীতগোবিন্দের আরম্ভ ও বস্তু-নির্দ্দেশ দেখিলেই যেন মনে হয় যে, পুরাণের কাহিনী অপেক্ষাও নিকটতর, কোনও প্রচলিত, সাধারণের সুবোধ্য ও চিরপরিচিত আখ্যান লইয়া তিনি তাঁহার 'কোমলকান্ত পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়দেবের পূর্ব্বের কোনও পদাবলীর সন্ধান আমরা রাখি না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় দোহাগুলিকে 'পদাবলী' সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং সেগুলিকে তিনি 'সংকীর্ত্তন' বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বৌদ্ধেরা গান গাহিতেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা বাঙ্গালা পয়ার-ছন্দে গীত রচনা করিতেন, ইহা স্বীকার না করিবার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধগান, গাথা এবং দোহাগুলি বৈষ্ণব পদাবলী হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, উভয়কে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া প্রচলিত সংজ্ঞার বিপর্য্যয় ঘটানো সঙ্গত বোধ হয় না। উভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, তাহার সম্বন্ধে আমি পরে আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ছিলেন, সুতরাং কিঞ্চিদধিক সাত শত বৎসর পূর্ব্বে গীতগোবিন্দের কবিতাবলী রচিত হইয়াছিল। তার পরে বিদ্যাপতি, প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলী রচনা করিলেন। বিদ্যাপতির কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক এবং তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ চলিত আছে, তাহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ বলিয়াই মনে হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মৈথিলকোকিল তাঁহার পঞ্চম তানে বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জ ধ্বনিত করিয়াছিলেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার মাতৃদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য ভাবে গদগদচিত্তে বিদ্যা-পতির একটি পদের কিয়দংশ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন,—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সে সময়ে বিদ্যাপতির কবিতা সমধিক প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাও আমরা জানি যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীগৌরাঙ্গের বড় প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় ভক্তগণের সঙ্গে ইঁহাদের পদাবলী গান করিতে করিতে

বিভোর হইয়া যাইতেন। চণ্ডীদাসের যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক গীতিপুস্তক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অদ্ভুত নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত। সুতরাং চণ্ডীদাসের কবিতাও বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, সেও প্রায় ছয় শত বছরের কথা। চণ্ডীদাসের অনেকগুলি কবিতায় জয়দেবের অনুকরণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস কতকগুলি পদ সংস্কৃতেও রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, চণ্ডীদাস কবিত্ব হিসাবে জয়দেবকে অতিক্রম করিলেও, গীতগোবিন্দই তাঁহার কবিতার মূল প্রস্রবণস্বরূপ ছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতা যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা তৎকালের সাহিত্য হইতেই জানিতে পারি,—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥—ঐ, মধ্যলীলা।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরই গোবিন্দদাসের ও জ্ঞানদাসের পদাবলী আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রায় সমসাময়িক লোক বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ মনে করেন, * যে, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাসের পরবর্ত্তী লোক। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য। অতএব ইনি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কালের বহু পরবর্ত্তী নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস যেরূপ ভাবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের কবিতায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের পরেই বলরামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এ স্থলেও আমাদের সংশয়ের অন্ত নাই ; কারণ, অনেকগুলি পদকর্ত্তার পদ বলরামদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে।

এই সকল প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ব্যতীত আরও অনেকগুলি পদকর্ত্তা আছেন, যাঁহাদের অতুলনীয় কবিত্ব মাধুর্য্যরসে বঙ্গবাসীর মন অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সকলের নাম করা এ স্থলে সম্ভবপর নহে, তবে প্রচলিত কীর্ত্তন-সঙ্গীতে ঘনশ্যামদাস, নরোত্তমদাস, লোচনদাস, যদুনন্দন, জগদানন্দ, বংশীবদন, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, অনন্তদাস প্রভৃতির নামের সহিত আমরা সুপরিচিত। এই সকল কবি-মহাজন সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানিবার উপায় নাই। ইতিহাস ইঁহাদের জীবনী সযত্নে রক্ষা করে নাই। সমসাময়িক সাহিত্যও ইঁহাদের দুন্দুভি বাজাইয়া বড় একটা গৌরব করে নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। দুই একজন পদকর্ত্তার সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যথা—স্বয়ং শ্রীভগবান্ জয়দেবের হইয়া তাঁহার কবিতার পাদপূরণ করিয়াছিলেন ; জগন্মাতা বাশুলী 'চাপড় মারিয়া' চণ্ডী-

* রমণীমোহন মল্লিক—'জ্ঞানদাসের' ভূমিকা।

দাসের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে সহজ ধর্ম্ম প্রচারে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তীর সংখ্যাও বেশী নহে। সুতরাং অনেক স্থলেই বৈষ্ণব কবিদিগের পরিচয় একমাত্র তাঁহাদের পদাবলী। তাঁহারা তাঁহাদের রচিত পদাবলীতেই অমর হইয়া গিয়াছেন। এই বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সরল, সহজ, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কেমন করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। আমার মনে হয় যে, আমাদের পুরাণ, দর্শন ও কাব্যের মধ্যে কোনও বিষয় আমাদিগকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলে নাই, যেমন এই বৈষ্ণব পদাবলী করিয়াছে। সমাজের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই কবিতার প্রভাব অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে বোধ হয়, ইহার তুলনা জগতের কোনও সাহিত্যে কোনও ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরাতন পদগুলির মধ্যে যেন কোনও যাদুমন্ত্রে চির-নবীনতা স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। চির 'নওল কিশোর কিশোরী'র আখ্যায়িকা যেন পুরাতন হইতে চাহে না। একবার যাহার মন-মধুপ বৈষ্ণব কাব্যকুসুমের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে "তহিঁ রাহি গতি মতি থোই"—গতি মতি খোয়াইয়া সে তাহাতেই মজিয়া গিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান যুগের কবিদিগের মধ্যেও সেই পুরাতন বৈষ্ণব কবিতার গীতিচ্ছন্দ নানা ভাবে, নানা ভঙ্গে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠ রবিবাবুর কবিতাই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, নবীন সেনের রৈবতক কুরুক্ষেত্রে সেই পুরাতন সুরেরই মীড়মূর্চ্ছনা আমাদের কানে বাজে। গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথি রায়, মধু কান এই কীর্ত্তনের প্রসাদেই আসরে পসার জমাইয়াছিলেন। এখনও আমাদের পাঁচালী ও থিয়েটারে, যাত্রা ও কথকতায় কীর্ত্তনের পদ, কীর্ত্তনের ভঙ্গী, কীর্ত্তনের রস, কীর্ত্তনের সুর বহুল পরিমাণে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য পেশাদারী কীর্ত্তনের আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। সুরের জটিলতার জন্যই হউক বা গায়ক বাবাজিদিগের আড়ম্বর ও অভিমানের জন্যই হউক, প্রকৃত কীর্ত্তনের মর্য্যাদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন কীর্ত্তনের স্থলে ঢপ্ কীর্ত্তনের আমদানী হইয়াছে। আমরাও তাহার যোগ্য সমজদার,—কীর্ত্তনকে আদ্য শ্রাদ্ধে লাগাইয়াছি। ইহাতে অবশ্য আমাদের আদ্য শ্রাদ্ধ এবং কীর্ত্তনের আদ্য শ্রাদ্ধ, উভয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধবাসরের পূর্ব্বাহ্নে কীর্ত্তনের আসর হয়, তাহাতে হয় কোনও বাবাজি, না হয় কোনও নানাভরণ-ভূষিতা নর্ত্তকী কীর্ত্তন করেন। গৌরচন্দ্রিকার 'কচ্‌কচি' চুকিয়া গেলে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে সুরু করেন এবং কিছু ক্ষণ এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া গৃহস্বামীর সহিত চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র একটি রজতখণ্ড গায়ক বা গায়িকার হস্তে দিয়া প্রস্থান করেন। সে সময় হয় ত গায়ক পদ ধরিয়াছে,—

খেনে খেনে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেনে খেনে হরিমুখ চাহ।
খেনে খেনে মনহি করত জানি ঐছন
নাহ সঞে জীবন যাহ॥

অক্রূরের রথে চড়িয়া মাধব মধুপুরে গমন করিতেছেন, আর শ্রীমতী সেই রথের আগে আছাড়িয়া পড়িতেছেন, জীবন যেন জীবিতনাথের সঙ্গে বাহিরিয়া যাইতে চাহিতেছে। আবার উঠিয়া,—

খেনে মুখে তৃণ ধরি রামক আগুসারি
আছাড়ি পড়য়ে নিজ অঙ্গে।
খেনে পুন মুরছই খেনে পুন উঠই
ডুবল বিরহ তরঙ্গে॥

রাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; আর অক্রূর—'ক্রূর নাহি যার সম'—রথ লইয়া 'কঅল পয়ান'। ইহার পূর্ব্বেই কিন্তু আমাদের বাবুরাও 'কঅল পয়ান।' সুতরাং গায়ক যে কি পদ গাহেন, তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝিবার লোক-সংখ্যা বিরল। অথচ এই পদাবলী সম্বন্ধেই একজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"কোনও ইংরেজ পরিবারে বাইবেলের যেমন আদর, বৈষ্ণব পদাবলীর তেমনি আদর বাঙ্গালীর গৃহে।"

আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কবিতার সুপ্রচুর সমাদর হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালীর এমন নিজস্ব সম্পত্তি খুব কমই আছে, বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন আর কোথায়ও ফুটিয়া উঠে নাই; বাঙ্গালীর জীবন-যন্ত্রের সমস্ত কোমল পর্দ্দাগুলি এমন আর কোথাও পরিস্ফুট হইয়া বাজে নাই। বৈষ্ণব কবিতা আমাদের ভাষাকে গঠন করিয়াছে, ইহাকে বেদনা প্রকাশের অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছে—বৈষ্ণব কবিতা আমাদের হৃদয়-কাননে ভাবের কুসুম-সম্ভার ফুটাইয়াছে—এক কথায় বৈষ্ণব কবিতা আমাদের নিমাইকে আনিয়া, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের জন্ম ধন্য করিয়াছে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবিতার অনুশীলন ও বহুল পরিচয় বাঞ্ছনীয়।

বঙ্কিমবাবু বহু দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার "জল-বায়ুর গুণে আর্য্যদিগের স্বাভাবিক তেজ যখন লুপ্ত হইতে লাগিল, তখন এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহ-সুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত গৃহ-সুখ-পরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতা-পূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতি-প্রণয়ের শেষ পরিচয়। এই জাতিচরিত্রানুকারিণী (?) গীতি-কাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।"*

* বিবিধ প্রবন্ধ—'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'।

বৈষ্ণব কবিতার সমালোচনা বঙ্কিমবাবুর পরে আর বড় অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে বিলাসপরায়ণতা, যে কামপ্রবণতা দেখিয়াছেন, আমরাও এ পর্য্যন্ত তাহা বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। যিনি ভক্ত, যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ইন্দ্রিয়বিলাসশূন্য মধুর লীলা বলিয়া গণনা করেন, তিনি এই প্রকার সমালোচনায় কর্ণপাত করেন না।

না জানিয়া মূঢ় লোকে   কি জানি কি বলে মোকে
না করি এ শ্রবণগোচরে।

তিনি মনে করেন, আমার ভগবানের প্রেমলীলা, যাহা আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুক্ষণ ধ্যান করিয়া কৃতকৃতার্থ হই, তাহার সম্বন্ধে অন্যে কে কি বলিল, তাহা আমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সাধারণ লোকে যাহাকে 'মদন-মহোৎসব' বলিয়া মনে করেন, বৈষ্ণব তাহাকে পরম আদরের সহিত মধুর হইতেও মধুরতম মনে করিয়া ধ্যান করেন। এই জন্য যে বিপ্লব, বাদানুবাদ বা রক্তপাত হয় না, তাহার কারণ, বৈষ্ণব ভক্ত-সম্প্রদায় চিরদিনই নিরীহ, শান্ত, চিন্তাশীল ও সহিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত। এক সময়ে বৈষ্ণবদিগের উপর অনেক অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। অদ্যাপিও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে অনেক স্থলে হিংসার চোখে দেখেন। কিন্তু তথাপি এই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নির্ব্বাক্ ক্ষমাশীলতার সহিত সর্ব্বপ্রকার মত-বৈষম্য ও সামাজিক নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া ধীরভাবে তাঁহাদের সাধন-ভজনা প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য বৈষ্ণব-দিগের মধ্যেও কপটাচার, ভণ্ডামী, তিলকমালার প্রাচুর্য্যময় ভক্তিহীনতা যথেষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠাপিত ভক্তি-প্রাণ সমাজকে অবনতির নিম্নতম স্তরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে অবনতি ও দুর্গতির অপ্রীতিকর অধ্যায় ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ বৈষ্ণব-তত্ত্ব সম্বন্ধেও হিন্দু সমাজের অনুদারতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

এক্ষণে আর একটি ধুয়া উঠিয়াছে, সেটি আরও ভয়াবহ। আমরা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৌদ্ধ মহাযানের সহজপন্থা হইতে ভিন্ন নহে। রাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা আমরা বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রেমের ভিতর দিয়া, স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগের ভিতর দিয়া যে ভগবানের উপাসনা, ইহা হিন্দু ধর্ম্মের নিজস্ব নহে। ইহাতে অন্ততঃ বৌদ্ধদিগের গোপন সাধন-প্রণালীর পরিস্ফুট মুদ্রাঙ্ক রহিয়াছে। সহজযানের মতে যে মহাসুখবাদ, তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে কোনও না কোনও প্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সহজিয়াদিগের মতে যোষিৎসুখই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ, এই সুখের অনুশীলন সর্ব্বথা স্পৃহনীয়। এইরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতেই ক্রমে নির্ব্বাণ-লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখের আকর—পরকীয়াতত্ত্ব অর্থাৎ পরস্ত্রী-সঙ্গ হইতেই এই সুখ বহুল পরিমাণে জন্মে, অতএব পরকীয়াতত্ত্ব দূষণীয় নহে।

বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে যে পরকীয়া রতি রহিয়াছে, তাহা নাকি সহজিয়ারাই

প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বৈষ্ণবেরা সেই পরকীয়া-তত্ত্ব অবাধে গ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ একটি মতবাদ পরিস্ফুট বা অর্দ্ধপরিস্ফুটভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ স্থান লাভ করিতেছে। আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে এইরূপ একটি অদ্ভুত মতবাদ গ্রহণ করিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, যদি ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কামুকতার চরম অভিব্যক্তি, সহজ-যানের ভজন-প্রণালীর সহিত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ আছে, তবে ইহাকে বিষাক্ত ব্রণ-স্বরূপ মনে করিয়া, ইহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিতে যদি আমাদের সমাজের অঙ্গচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়, তাহাও করা কর্ত্তব্য।

আমার কিন্তু মনে হয় যে, যে দেশে সীতা সাবিত্রীর নির্ম্মল আদর্শ রমণী-সমাজে জনপ্রবাদে বাহিত হইয়া বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, যে একমাত্র দেশে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ইহকালের সমস্ত সুখশান্তি-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন, সে দেশে সাত আট শত বৎসর ধরিয়া কামাতুর নায়ক-নায়িকার সম্ভোগোপভোগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের উদ্ভব হইল, ইহা উদ্ভট কল্পনা। প্রেম-সারসর্ব্বস্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, ইহা সত্য। বঙ্গে বৌদ্ধ-প্রভাব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইহা হইতেই সহজ-যান, তান্ত্রিক পঞ্চ-ম-কার প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নানা আকারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত রাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনা যে সহজ-যানের কামপরতন্ত্রতার দ্বারা প্রভাবিত, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। অন্ততঃ ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে এমন একটা দুরপনেয় কলঙ্ক থাকিলে, তাহা কখনই সাধারণের মনের উপর এরূপ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইত না।

আমরা সাহিত্য হিসাবে পদাবলীর সমালোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু পদাবলী কেবল সাহিত্য নহে। ভাষাতত্ত্বের অথবা ইতিহাসের উপাদান জোগাইবার জন্যও ইহা লিখিত হয় নাই। নৈষধচরিত বা শিশুপালবধের মত কাব্য হিসাবে ইহা সমাজে কোনও দিন আদৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; লক্ষ্মণসেনের রাজকীয় দরবারে গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এ জন্য কাব্য-রসামোদী পণ্ডিতগণ ইহার খোঁজ রাখিতেন বটে। কিন্তু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস বা লোচনদাস কোন দিন এ সম্মান পাইয়াছেন কি না, সন্দেহ। ইঁহাদের কবিতা গীতাত্মিকা, গায়কের মুখেই এগুলি বিচরণ করিত। তাহাও আবার যে সে গায়ক নহে; বৈষ্ণব ভক্ত গায়ক আহ্নিকের মত নিত্য ভজনের অঙ্গ হিসাবে পদাবলী গান করিতেন। ভক্তেরা মালা ফিরাইতে ফিরাইতে এ গান শুনিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের সাধন ভজন, তপ জপ, সন্ধ্যা আহ্নিক, সকলই এই পদাবলীর দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। মহাপ্রভু দিন রাত্রি যে এই পদাবলীর আলোচনায় মুগ্ধ থাকিতেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে লীলা-রস আস্বাদন ॥

অন্তরঙ্গ নহিলে, ভক্ত নহিলে, লীলারস কীর্ত্তন অনুচিত। নামসংকীর্ত্তন ও রস-কীর্ত্তনের মধ্যে প্রভেদ অনেক। নাম সংকীর্ত্তনে প্রার্থনা আছে, কামনা আছে, অন্তরের বেদনার নিবেদন আছে। ভগবান্, আমাকে দয়া কর, আমি অকৃতী অভাজন, তুমি অগতির গতি, জীবের একমাত্র শরণ, তুমি কৃপা কর। আমরা পাপে ডুবিয়া রহিয়াছি, হে হরি, জগতের ত্রাণকর্ত্তা তুমি, শরণ্য তুমি, তুমি আমাকে তুলিয়া লইয়া চরণে স্থান দান কর। আমার ভক্তি নাই, আমি ভজন-পূজন কিছুই জানি না, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিব, তুমি দয়ার অনন্ত সাগর, আমাকে উদ্ধার করিও; শেষের দিন, যখন আমার সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়িবে, সে দিন তুমি দেখা দিও। এইরূপ প্রার্থনা, নিবেদন এবং স্তুতির নাম—নাম-সংকীর্ত্তন। নাম সঙ্কীর্ত্তনে ভগবানের নাম ও স্তুতি এবং পদকর্ত্তা বা গায়কের দৈন্যসূচক বাক্য থাকে। রসকীর্ত্তনে প্রায়ই এ সকল কিছুই থাকে না। রস-প্রধান পদাবলীই রসকীর্ত্তনের বিষয়। রস অর্থে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। রসকীর্ত্তনের একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার এই যে, ভগবৎ-প্রেম রসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। 'অপূর্ব্ব ব্যাপার' কেন বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ভগবান্‌কে ঈশ্বর জ্ঞানে যে ভজন-প্রণালী, তাহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। আমরা জীব, সসীম জগতের ধূলিকণা মাত্র। ভগবান্ অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের পরমাশ্রয়। ন্যায়ের, ধর্ম্মের, সত্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। আমরা পাপে গঠিত, অধর্ম্মে পতিত, অধম জীব। ইহাই ত বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের মূল সূত্র। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোথা হইতে যে এক অভিনব ধর্ম্মতত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী ভগবানের মুখে এই ধর্ম্মতত্ত্বের সার কথাগুলি দিয়াছেন,—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাইয়া ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥

বেদান্তের নীরস পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের স্রোত এক নূতন পন্থায় প্রবাহিত হইল—তাহার নাম প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি ধর্ম্মের প্রধান সাধন-অনুভূতি। জ্ঞানের দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎকার হয়, ঈশ্বরের তত্ত্ব বা সত্তা বুঝিতে পারাও যায়। তার ফলে মুক্তি বা মোক্ষপদ লাভ হইতে পারে বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ কল্পবৃক্ষের নিকটে ভক্ত, সে ফল কামনা করেন না। মোক্ষের কথা দূরে থাক, "মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" চরিতামৃত বলেন,—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের চিন্তাপ্রণালী এই বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবেন না।

মোর পিতা মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই করে মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় ভাবে আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহারি অধীন॥—চৈতন্য-চরিতামৃত।

ভক্ত কখনও নন্দ বা যশোদার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার দুলাল পুত্রটিকে বক্ষে ধারণ করেন, শাসন করেন, পায়ে যাহাতে কুশাঙ্কুর না ফোটে, তাহার জন্য অনুক্ষণ সজল নয়নে তাহাকে অনুসরণ করেন, গোষ্ঠে যাইতে দিতে হইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়; যদি কোনও রূপে গোষ্ঠে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে সারাটি বেলা গোপালের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন। ভক্ত কখনও রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া, কৃষ্ণ সখার সঙ্গে খেলা করেন, তাঁহাকে কাঁধে চড়াইয়া চড়িয়া, উচ্ছিষ্ট মিষ্ট ফলের একটুকু খাইতে দিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। রাখালেরা যেমন খেলা সাঙ্গ করিয়া, স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া, কানাই কানাই করিয়া ব্যস্ত হইত, তাহারা যেমন মাতৃকোলে ঘুমাইয়াও কানাই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত, ভক্তও তেমনি সখ্যভাবে ভগবান্‌কে লইয়া সারা দিন বিবিধ খেলা খেলেন এবং যদি কখনও সংসারে লিপ্ত থাকিতে হয়, তার মাঝেও কানাই কানাই বলিয়া তাঁহার নয়নে শতধারা বহে।

সকল রসের সার মাধুর্য্যরস। মধুর রসের রসিক, ভগবান্‌কে পতি-ভাবে ভজনা করেন। নায়িকা যেমন নায়কের রূপ দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত হয়, যেমন ব্যাকুলতার সহিত নায়কের সঙ্গে মিলন কামনা করে, বিরহে যেমন কাতর হয়, ভক্তও তেমনি ভগবানে তনু-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া, ভগবানের রূপমাধুরী আস্বাদন করেন, সেই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে সকল আনন্দ, সকল সুখের আকর জানিয়া, তাঁহাতেই একান্ত নিষ্ঠার সহিত মগ্ন হইয়া থাকেন। মিলনে তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, বিরহে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ। যেহেতু মিলন অপেক্ষা বিরহের ভাবই ভক্তির অধিকতর উৎকর্ষবিধায়ক, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব পত্নীভাবে না ভজনা করিয়া পরতন্ত্রা রমণীভাবে ভজনা করেন। কবিরাজ গোস্বামী এই মধুর রসের কথা কহিতে গিয়া পরক্ষণেই বলিতেছেন,—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

বৃদ্ধ গোস্বামী প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই পরকীয়া-তত্ত্ব সকলে নির্ম্মলভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই জন্য তিনি স্পষ্টাক্ষরে পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও এই মহাভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন। যিনি রমণীর প্রেমলিপ্সা দূরে থাকুক, নারীর মুখ দর্শন করা অপরাধে নিজ প্রিয়-শিষ্যকে নির্ব্বাসন করিলেন, তিনি কি উচ্ছৃঙ্খল পরকীয়া-তত্ত্ব সমর্থন করিবেন? এমন ত মনে হয় না।

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে রাধাভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই। তিনি যে কৃষ্ণ বলিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, কৃষ্ণের উপর মান করিয়া বসিতেন, তাঁহার চিন্ময় রূপ দেখিয়া ভাবে গদগদ হইয়া, ধরিতে ছুটিতেন, ইহার মধ্যে ভক্তিভাবের পূর্ণ লক্ষণ-সকল ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহার সংসার ত্যাগ, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার আবেশ—সকল ভাবেতেই বিরহের সুর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-জীবনে আমার বোধ হয়, স্থায়ী ভাব বিরহ। সকল ধর্ম্মের মূল আকাঙ্ক্ষা, অসীমের সহিত সসীমের মিলন। সেই মূল আকাঙ্ক্ষাটি শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে এক বিশ্বজনীনতা আনিয়া দিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে বিরহের মর্ম্মস্পর্শী বেদনাই ধ্বনিত হইয়াছে। এই বিরহ বাদ দিলে বৈষ্ণবপদাবলীর মূল্য অনেক নামিয়া যায়। কৃষ্ণসখা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, যশোদা বালগোপালের জন্য কাঁদিয়া আকুল, শ্রীমতী প্রিয়তমের রূপ দেখিয়া অবধি পাগল, বাঁশী শুনিয়া অধীরা, 'উজোর হারে' উন্মত্তা,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

স্বকীয়া রতিতে এ প্রকার আকুলতা কিছু বাড়াবাড়ির মত শুনায়। প্রাগ্‌বৈবাহিক প্রেমে এমনটা কদাচিৎ হইলেও, মিলনের পর আর এরূপ অনুরাগের উৎকট অবস্থা থাকে না। সেই জন্যই পরকীয়া ভাবের কল্পনা। এ কল্পনায় ব্রহ্মচর্য্য আছে, কামুকতা নাই। প্রেম আছে, কাম নাই। গৃহত্যাগ আছে, সুখসম্ভোগ নাই। শুদ্ধাচার বৈষ্ণব রমণী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কৃষ্ণপ্রসঙ্গে কাল কাটাইবেন। ইহা কি ভোগের পন্থা? ইহা হইতে কি সহজিয়ার 'কুলিশারবিন্দ-সংযোগাক্ষরের' * কথা মনে পড়ে? যদি স্ত্রীপুরুষের অবাধ সম্মিলন তাঁহাদের কামনার বিষয় হইত? বৈষ্ণব কবি বিরহের মধ্য দিয়া এমন ভাবে ভগবান্‌কে পাইতে চেষ্টা করিবেন কেন? শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল

* বৌদ্ধ গান ও দোহা।

উপাসনায় যদি হেরুকের যুগনদ্ধ মূর্ত্তির আভাস থাকিত, তাহা হইলে বৈষ্ণব ভক্ত তাহার আরাধ্য যুগলের অনুকরণে যুগল-লব্ধ সুখের অনুসরণ করিত। বৈষ্ণব কবিগণ এক বারও ত জীবনে ঐরূপ আচরণের একটি কথাও তুলেন নাই। সত্য বটে, বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় সম্ভোগের বর্ণনা আছে, রাসলীলার কথা আছে, বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গ আছে। কোনও কোনও কবি এই সকল বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আগ্রহও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সমাজের হিসাবে ইহাকে সমর্থন করা যায় না; করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। ভগবান্ "যখন ইচ্ছাক্রমে মানব-শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্ম্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী এবং তদভিগমন পরদার-পাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, লোক-শিক্ষক পারদারিক হইলে পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন।" † বঙ্কিমবাবুর মত সমালোচকের অভিমত যখন এই প্রকার, তখন অন্যের পক্ষে ত খট্‌কা লাগিবারই কথা। আমরা জানি, নবাব জাফর খাঁর সময়ে এই পরকীয়া-তত্ত্ব লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় হইতে পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়া এই তর্কের বিচার করেন। জয়পুরের মহারাজ সওয়াজি জয়সিংহের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এই বিচারে পরাস্ত হইয়া, পরকীয়া-তত্ত্বের জয়পত্র লিখিয়া দিয়া যান। কি যুক্তির বলে তাঁহাকে পরাজিত করা হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা জানি যে, ইহার পূর্ব্বে রাধিকা সম্বন্ধে স্বকীয়া পরকীয়া দ্বিমতই প্রচলিত ছিল। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে পরকীয়াতত্ত্বেই জন্মলাভ করিয়াছিল, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। পরন্তু বৌদ্ধ-সংস্পর্শে আসিয়া স্বকীয়াতত্ত্ব যে পরকীয়াতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন বোধ হয় না। কারণ, সহজিয়াদিগের যে পন্থা, তাহা ভোগের পন্থা; তাহারা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাই ভোগের দ্বারা চরিতার্থ করিতে চাহে। বৈষ্ণবদিগের পন্থা ধ্যানের পন্থা; রাধাকৃষ্ণের লীলা অনুধ্যান করাই বৈষ্ণবের একমাত্র সাধনা। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বা কোনওরূপ বিলাস-ব্যসন বৈষ্ণবের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। 'এই জন্য বৈষ্ণবেরা সহজিয়াদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। সহজিয়ারাও তিলক কাটে, মালা গলায় দিয়া সাধন-ভজনের ভাণ করে, সেই জন্যই শ্রীমৎরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; সমস্ত বেদবিধি, ধর্ম্মনীতি অগ্রাহ্য করিয়া মুখে 'হরি হরি' বলিলেই হরি কৃপা করেন না; বরং তাহাতে উৎপাতের সৃষ্টি হয়। ইহা বৌদ্ধ-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।

পরকীয়া-তত্ত্বে যদি কাহারও মন সন্দেহাকুলিত হয়, তবে স্বকীয়াভাবে ভজন করিতে

† বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণ-চরিত্র।

বাধা কি আছে? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" সম্ভোগ বা বিহার সম্বন্ধে যে সকল পদ আছে, তাহা তোমার আমার ভাল না লাগিতে পারে। অশ্লীলতা মনে হয়, সেগুলিকে পরিহার করিয়া, অন্য ভাবসম্বলিত পদ গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব কবির প্রাপ্য মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে দিতে ত বাধা নাই। ভাগবতাদি পুরাণের দোহাই দিয়া, কাহারও ধারণা বদলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমন আমার বিশ্বাস হয় না। যে সকল ভক্ত পুরাণাদির অভ্রান্ততা মানেন, তাঁহাদের নিকট কোনও যুক্তির প্রয়োজন নাই। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের লীলাকে প্রত্যক্ষবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধ্যানযোগে এই লীলা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং তর্ক দূরে রহুক। আমি অনেক বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি, তথাকথিত অশ্লীলতাদোষদুষ্ট পদগুলি গাহিতে গাহিতে পুলকাশ্রুপরিপূর্ণলোচনে বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তগণ নিশীথে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গে এই সকল পদ গাহিয়া ও শুনিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু মোচন করেন। সকলে সকল বিষয়ের অধিকারী নহে; সুতরাং এক জনের নিকট যাহা আদরণীয়, অপরের পক্ষে তাহা বর্জ্জনীয়, এ নিয়ম ত সর্ব্বত্র খাটে।

সকল ধর্ম্মেই anthropomorphism বা মানবিকতা আছে। কিন্তু এই মানবিভাব বৈষ্ণব ধর্ম্মে যত, তত আর কোনও ধর্ম্মে আছে কি না, সন্দেহ। ভগবান্‌কে জগৎপিতা, ন্যায়ের অধিষ্ঠাতা, প্রেমের আধার, দয়ার সাগর বলিয়া যখন আমরা বর্ণনা করি, তখন তাহার মূলে এই মানবীয় দৃষ্টিই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা নিজেরা যাহা করি, যাহা করিতে ভালবাসি, ভগবানের প্রতি সেই সকল কর্ম্ম বা গুণের আরোপ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের মূলেই নিহিত আছে। বৈষ্ণবদিগের ধারণা—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

ভাগবতের এই শ্লোকটির শেষাংশ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ভগবদ্‌ভক্তির প্রেরণা যাহাতে সহজে অনুভব করা যায়, তাহারই জন্য লীলাপ্রাকট্য। "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।" ভগবান্ সেইরূপ লীলা করেন, যাহা শুনিলে জীব তাঁহার অভিমুখী হইতে পারে। তাহা নহিলে, আসলে ত কিছুই নহে। ব্রহ্মসূত্রেও আছে—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং।" ভক্ত জানেন, শ্রীরাধিকা ভগবানেরই আনন্দময়ী শক্তি। আমরা যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়া, নিজের রূপে নিজেই মোহিত হই, তিনিও তেমনি নিজের অনন্ত শক্তি নিজের মধ্যেই অনুভব করিয়া, অপরকেও তাহা উপভোগ করিতে শিখান। এই মূল তত্ত্বটি নানা রসের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

যীশু খৃষ্টের মধ্যেও আমরা এইরূপ ভক্তিপরিপ্লুত কল্পনার সুপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। সূত্রধরের পুত্রকে আমরা প্রথমে মেষপালকরূপে দেখি; তার পরে সেই করুণার ও ক্ষমার মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ভক্তির দর্পণে বর্দ্ধিত হইয়া—ঐশ্বর্য্যময়, মহিমময় হইয়া উঠে। একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন,—

It is but as the fragment which dropping into a saturated solution attracts molecule after molecule until it grows into a large and lovely crystal which all eyes admire.*

যীশুর মাতার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ইতিহাস আমাদিগকে মেরী মাতার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলে না। তিনি একজন সাধারণ ছুতোরের স্ত্রী, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র। খ্রীষ্টের জীবনের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না। কিন্তু এই খৃষ্টজননী কল্পনার শানযন্ত্রে পড়িয়া এমন এক মাতৃমূর্ত্তি বা ম্যাডোনায় পরিণত হইলেন, যাহাতে সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বাৎসল্য-রস মূর্ত্তিমান্ হইয়া দেখা দেয়। র্যাফেলের Madonna di San Sisto, Murillo's Immaculate Conception, Mozart's সঙ্গীত Ave Maria সূত্রধর-পত্নীকে যুগপৎ মানবত্ব ও অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। সেইরূপ বৈষ্ণব কবিদিগের রাগাত্মিকা ভক্তি রাধাকৃষ্ণের লীলাকে সখ্যের মধ্য দিয়া, দাম্পত্যের মধ্য দিয়া, মানবিরহের মধ্য দিয়া, সম্ভোগ-বিহারের মধ্য দিয়া যথেচ্ছ ভাবে লইয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী মাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে।

মানবিকতার আদর্শে ভগবানের লীলা অনুধ্যান করিবার এই বিপুল চেষ্টাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগতের সমস্ত ধর্ম্মমতের মূলেই মানবীয় ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। অজানাকে জানার মধ্য দিয়াই বুঝিতে হয়। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তবে কথা হইতে পারে যে, তাহারও ত একটা সীমা আছে। মানবের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ ভাব, তাহা ভগবানে আরোপ করিতে হয় কর, কিন্তু তাহাকে প্রেমের ব্যভিচারে লইয়া গিয়া দাঁড় করানো কোনও ক্রমেই অনুমত হইতে পারে না। বৈষ্ণব কবি এবং পুরাণকার এ কাজ করিলেন কেন? আমার নিজেরই এ বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয়, তখনকার রুচি বোধ হয়, এই প্রকার ছিল। অথবা কোনও গুপ্ত ভজন-পদ্ধতি ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া হয় ত ইহাকে এইরূপে রূপান্তরিত করিয়াছে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে এ দেশে নানা বীভৎস, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক আচার ধর্ম্মের নামে চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে অনেক অনাচার ও কুরুচি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়েও তাহার প্রভাব কমে নাই। পাষণ্ড, নাস্তিক, তর্কবাগীশের দল ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়াছিল। সুরা ও আসুর ভাবের তরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইতে চলিয়াছিল। তাহারই কি ছাপ বৈষ্ণবধর্ম্মে পড়িয়াছে? অনেকে এই মত পোষণ করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এই মতের কোনও ভিত্তি নাই। প্রেম ও করুণার দ্বারা যাঁহারা ভগবদারাধনাকে সরল ও স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিপক্ষবাদীদিগের—নাস্তিকদিগের মতের সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় যে অংশ, তাহাই অবিকল গ্রহণ করিয়া, স্বীয় ধর্ম্মমতকে ধ্বংসের পিচ্ছিল পন্থায় দাঁড় করাইবেন? এরূপ মনে করা সঙ্গত বোধ হয় না।

বৈষ্ণবের পদাবলীতে প্রেম-কবিতার ছড়াছড়ি। ইহা কি সহজিয়াদের পুনরাবৃত্তি?

---

* Laing's Problems of the Future

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁহার সুসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—

"সহজ সাধনে পরকীয়া রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী উত্তম আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, আপনাদিগকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অথবা তাঁহার অনুগত সখী জ্ঞানে বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ বিবিধ রসলীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন।"

ইহাতে ত মনে হয় যে, সহজিয়ারা বৈষ্ণবধর্ম্মের লীলারস আপনাদের প্রয়োজনোপযোগী করিয়া, তাহার ব্যভিচার ঘটাইয়াছে। বৈষ্ণবেরা যে উহাদের নিকট ঋণী, সে কথা ত বুঝা যায় না। তার পর সমস্ত পদাবলী-সাহিত্য হইতে এমন একটি কথাও বোধ হয় পাওয়া যায় না, যাহাতে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রাকৃত জনের অনুকরণীয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কাহ্নুপাদ বা লুইপাদাচার্য্যের দোঁহাবলী ত অনেক পুরাতন। সুতরাং বৌদ্ধ-চর্য্যাপদ হইতেই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে—বসন্তবাবু এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ধারণাও ইহারই অনুরূপ। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া এ কথা কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও ভাবের দিক্ দিয়া ইহা একান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যে চর্য্যাপদ ও দোঁহাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে, উভয়ের মধ্যে জাতিগত ও প্রকৃতিগত সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধাচার্য্যগণ সন্ধ্যাভাষায় পদাবলী রচনা করিতেন। সন্ধ্যাভাষা এক বিচিত্র আলো-আঁধারে ভাষা। ইহার কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। যেমন চণ্ডীদাসের,—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষ অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
* * * *
রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

ভুসুকুপাদের একটি পদের সহিত তুলনা করুন,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥
ডহি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ তরুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ
ণিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউকোড়ী ভণ্ডার মোর লইআ সেস
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

ইহার অর্থ যাহাই হউক, শাস্ত্রী মহাশয়কৃত অনুবাদ এই,—বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম, আর অদ্বয় যে বঙ্গাল দেশ, তাহাতে আসিয়া ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম। রে ভুসু, আজ তুই সত্যসত্যই বাঙ্গালী হইলি, যেহেতু নিজ ঘরণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলি। তুমি মহাসুখরূপ অনলের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত সমস্ত দগ্ধ করিয়াছ। তোমার ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সংজ্ঞাও নষ্ট হইয়াছে। এখন জানি না, আমার চিত্ত কোথায় গিয়া পঁহুছিল, আমার শূন্য তরুর কিছুই রহিল না। সে আপন পরিবারে মহাসুখে থাকিল, আমার চার কোটী ভাণ্ডার সব লইয়া গেল, এখন জীবনে ও মরণে কিছুই বিশেষ নাই।

এই ত চর্য্যাপদের কবিতার নমুনা। ইহার অর্থ কি, তাহা বুঝি না; যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা শ্রোতব্য নহে; এতই অশ্লীল। ইহার পার্শ্বে ঐ চণ্ডীদাসেরই একটি বৈষ্ণব কবিতা রক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রীরাধা বলিতেছেন,—

আমি ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
মোরে রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
আমি দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
আমার এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আর মোর কেহ নাই।
আমি শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও রাঙ্গা কমল পায় ॥

এই পদ কি সহজিয়া চণ্ডীদাসের রচনা? রজকিনীর সহিত যিনি সহজধর্ম্ম সাধনা করিয়াছিলেন, বাশুলী বা বৌদ্ধ বজ্রশুলী বা বিশালাক্ষী যাঁহাকে সহজ মত প্রচারে আদেশ করেন, যিনি বৌদ্ধদেবী নিত্যার আদেশে সহজ-ভজন যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি অবন্তীপুরে পড়ুয়ার অবস্থায় 'রসের নায়রি' দেখিয়া প্রেমে মজিয়া গেলেন, ইনি কি

সেই চণ্ডীদাস, যাঁহার কবিতারস-মাধুরী আস্বাদনে ভক্তের শরীর কদম্ব-কেশরের মত কণ্টকিত হইয়া উঠে ?

যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
পদ্য গদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর- চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত ॥

চণ্ডীদাসের সহজিয়া-অপবাদ প্রবাদের মতই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাতে সন্দেহ নিঃক্ষেপ করিতে যাওয়া অসীম সাহসিকতার কার্য্য। তবে ইহাও নিঃসন্দেহ যে, অনেকগুলি সহজিয়া পদ বাশুলীর কৃপায় "কলির ভূতের" মত* চণ্ডীদাসের স্কন্ধে চাপিয়াছে। কারণ, সে কবিতাগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, তাহাতে চণ্ডীদাসের কেন, তৃতীয় শ্রেণীর কবিত্বও নাই। চণ্ডীদাসের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনেক জাল চণ্ডীদাস বঙ্গদেশে গজাইয়া উঠিয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে এক চণ্ডীদাসই সহজিয়া প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধেই আবার অভিজ্ঞদিগের মত যে, ইঁহার কবিতায় কামলিপ্সার গন্ধ নাই। ইনিই কৃষ্ণপ্রেমকে অনাবিল স্বচ্ছ ভক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু, জয়দেব ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।' দীনেশ-বাবু বলেন, "Chandidas sang in a still higher strain, unmistakably pointing out that the song of Radha krishna had a symbolical significance for man's love for God."†

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ত সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চণ্ডীদাসের চরিত্র আরও জটিল হইয়া পড়িল। এমন হইতে পারে যে, চণ্ডীদাস প্রকাশ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং গোপনে সহজিয়াদিগের ভজন-প্রণালীর অনুসরণ করিতেন। কর্ত্তাভজা, ঘোষপাড়া, কৌপীনছাড়া প্রভৃতি নানা গুপ্ত ভজন তখন দেশে প্রচলিত ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস কি নিজ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের জন্য এইরূপ এক ভজন-রীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ? কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

তবে আমরা সমস্ত বৈষ্ণব কবির মধ্যেই এই দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তত্ত্ব দেখিতে পাই। রসের মধ্য দিয়া, বিশেষতঃ মাধুর্য্যের দ্বার দিয়া ভগবানের উপলব্ধি এবং মানবীয় ভাবে ভগবানের রতি-বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর, সকল মাধুর্য্যের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাঁহার প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান গুণ এই যে, তিনি সুন্দর, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কণা-মাত্র পাইয়া বিশ্ব-সংসার সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মধুরতার একটি ধারায় নিখিল জগতের যত আনন্দ, যত মধুরিমা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁর বিন্দু রসে জগৎ ভাসে। শ্রুতি তাঁহাকেই "রসো বৈ সঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনিই শ্রুতির মধু, মধু, মধু। মধুর রস মধুরতম হইয়া উঠে—প্রেমে। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যে ভক্তি, তাহাতে ভয়

---

* চণ্ডীদাসের একটি পদের ভণিতায় আছে,—

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুন হে দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত ॥

† বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ের ভূমিকা।

মিশ্রিত থাকে। সখার সঙ্গে সখার যে সৌহার্দ্দ, তাহাতে তন্ময়তা পূর্ণমাত্রায় হয় না। পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ নিম্নগামী। সমানে সমানে নহিলে রসের সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং মানব-হৃদয়ের মধুরতম বৃত্তি প্রেম। প্রেমের ন্যায় সুন্দর, প্রেমের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী, প্রেমের ন্যায় আত্মপর ভেদ-রহিত বৃত্তি ত্রিজগতে নাই। আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসার কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সে ভালবাসার স্বরূপ কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমরা মনে করি, জীবকে জীব যে প্রেম দিয়া ভালবাসে, তদতিরিক্ত কোনও প্রকার প্রেম বোধ হয় আছে, যাহা ভগবানে অর্পণ করা যায়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নহে। প্রেমের রীতি একই প্রকার। যে প্রেম আমাদের আছে, যে প্রেমের সহিত আমরা সকলেই জীবনের এক শুভ সন্ধিক্ষণে পরিচিত হই, সেই প্রেমই প্রেম। শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত, সেই প্রেম অর্পণ করিয়া ভজনা করেন। এখানে ভগবানের ভগবত্তা নাই। ভগবান্‌কে নিজের সমান জ্ঞান করিয়া, সেই সমতা-বুদ্ধি হইতে সখী বা গোপাঙ্গনা ভাবে ভালবাসিতে হয়। সখীগণ কৃষ্ণরাধিকার প্রেম দেখিয়া, তদ্‌গতচিত্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন; ইহাতে কামনা নাই, বাসনা নাই, লোকলজ্জা নাই, সংসার-বন্ধন নাই। এই অবিচল প্রেমের নাম ভক্তি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

গ্রীক দার্শনিক ও ঋষি প্লেটো প্রেমের এমনই একটা আভাস পাইয়াছিলেন। "Symposium" গ্রন্থে তিনি সক্রেটিসের মুখ দিয়া প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ আবার ডাইওটিমা নামে একজন অপরিচিতা রমণীর নিকটে প্রেমের এই নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন। সেই রমণী বলিতেছেন যে, প্রেম, রূপ ও সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়, সৌন্দর্য্যের উপাসক প্রেম। প্রেম অসুন্দরকে, কুৎসিতকে ঘৃণা করে। সুন্দরের অন্বেষণেই প্রেমের জন্ম। প্রেম, রূপের ভিতর দিয়া অনন্তের আস্বাদন পায়, সেই জন্য প্রেম মানব-হৃদয়ের একটি চির-অতৃপ্ত বৃত্তি। ইহা ক্রমাগতই রূপের সন্ধানে, গুণের সন্ধানে মাধুর্য্যের আস্বাদনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আনন্দ, মাধুর্য্য, রূপ, ইহা ত সীমাবদ্ধ জীবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় না। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

For he who has been instructed thus far in the things of love and who has learned to see the beautiful in due order and succession, when he comes toward the end will suddenly perceive a nature of wondrous beauty and this, Socrates, is that final cause of all our former toils, which in the first place is everlasting—not growing and decaying or waxing and waning but beauty only, absolute, separate, simple and ever lasting, which without diminution and without increase or any change, imparted to the ever-growing and perishing beauties of all other things. He who under the influence of true love rising upward from these begins to see that beauty is not far from the end *

---

*Plato's Symposium—Jowett's translation p 537.

ইহাই বৈষ্ণব কবিতারও নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। বৈষ্ণবদিগের মত সক্রেটিস এই প্রেমের ব্যাখ্যায় স্ত্রীপুরুষ-মিলন-ঘটিত প্রেমের কথাও আনিয়াছেন। যে প্রেম মৃত্যুময় জগতে অমরতার আস্বাদ আনিয়া দেয়, তাহা সখ্যে (friendship) এবং যৌন সম্মিলনে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। সন্তানলাভ-কামনা এই প্রেমেরই একটি অধ্যায়। সন্তানের দ্বারা দৈহিক অমরত্ব লাভ করা যায়। "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি।" সুতরাং যে প্রেম ভগবানে, absoluteএ গিয়া পৌঁছে, তাহা স্ত্রীপুরুষের প্রেমেরই চরম অভিব্যক্তিমাত্র। প্লেটোর চিন্তা-প্রণালীতে রূপ এবং শিব একই পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং তিনি যাহাকে absolute beauty বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিকটে Highest good এবং তাহাই ultimate truth. সুতরাং সত্য, শিব এবং রূপ অথবা সচ্চিদানন্দই প্রেমের আরাধ্য দেবতা। বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা রূপবান্, মাধুর্য্যময়, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈষ্ণব পদাবলীকে সাহিত্যের হিসাবে দেখিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া কঠিন হইবে। ইহা মেঘনাদবধ, বিদ্যাসুন্দর বা ফাল্গুনীর মত কাব্য নহে। ইহা তান লয় সংকারে গীত হইত বটে, কিন্তু ইহা যাত্রার পালা নহে, সাধারণের রুচি অনুসারে, জনসাধারণের করতালি লাভ করিবার জন্য রচিত হয় নাই। ইহা ন্যায়দর্শনও নহে। প্রকৃতি-পুরুষের লীলা বিবৃত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনপ্রশস্তিও ইহা নহে। ব্রহ্ম ও মায়ার বিবর্ত্ত দেখাইবার ভাণও ইহাতে নাই। ইহা সরল, ধর্ম্মপ্রাণ, ভক্তিপ্রণত হৃদয়ের সাধন মাত্র। অনুভূতির উপর ইহার ভিত্তি; প্রেম ইহার মন্ত্র; রূপ ইহার আধেয় এবং রসই ইহার সিদ্ধি। ইহা অন্য কোনও প্রকার সিদ্ধির কামনা করে না। "পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" জয়দেব কবি নমস্ক্রিয়া ব্যপদেশে যখন,—

শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল
জয় জয় দেব হরে

বলিয়া গান ধরিয়াছিলেন, তখন তিনি রসিকতা করিতেছিলেন না!

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দ-সুন্দর-গলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥

বলিয়া জয়দেব যখন ইন্দ্রপ্রভৃতির মুকুটমণি-চুম্বিত-চরণ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন তিনি, শৃঙ্গার-রসোদ্দীপক—তালফলাদপি গুরুমতি সরসম্
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্॥"

পদের দ্বারা তাঁহাকে পরিহাস করেন নাই। বিদ্যাপতি যখন গাহিলেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে ন মিলল এক ॥

তখন তিনি প্রেমের মধ্য দিয়া আরাধ্য দেবতার ধ্যান করিতেছিলেন নয় কি ?

বৈষ্ণব কবিরা পদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বা ব্যাখ্যাকে স্থান দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণকে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি ভাবে গোপীরা, প্রেমময় সখাভাবে রাখালেরা ভজনা করিতেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তারাও সেই ভাবে ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন। তবে পদের ভণিতায় তাঁহাদের ভক্তির ভাব কখনও কখনও ধরা পড়িয়া গিয়াছে,—

'চণ্ডীদাসে কয় বঁধুর পিরীতি জগৎ হইল সুখী।'
'চণ্ডীদাসে বলে লোকের বচনে কিবা সে করিতে পারে।
আপন সুখের মনের মানসে নিরবধি জপ তারে ॥'
'চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পীরিতি জগতে কি আর হয়।
এমন পীরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয় ॥'

জ্ঞানদাসেও এরূপ ভক্তিগদগদচিত্ত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়,—

'জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব ॥'
'জ্ঞানদাসের মন অনুখন ভাবই
রাধার পরাণ কানু।'
'কোটি ইন্দু জিনি বয়ন মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত ও রূপ অবিরত
ভাবিতে কত মোর কাল ॥'

গোবিন্দদাসের একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া আমি বিদায় লইব,—

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।
প্রেমে আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনীকান্ত
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দিরে সান্ত।
কঞ্জলোচন কলুষ মোচন শ্রবণ রোচন ভাষ
অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দদাস ॥

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণী

ষড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, ৩০শে মে ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আলোচ্য বিষয়—

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচন। ৫। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৬। প্রদর্শন—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণাস্থ বেলডি গ্রামে প্রাপ্ত ৬টি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা। ৭। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের তহবিল হইতে প্রস্তুত (ক) স্বর্গীয় মীর মশাররফ্ হোসেন সাহেবের ও (খ) পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এস্‌সি, ব্যারিষ্টার মহাশয়-প্রদত্ত (গ) স্বর্গীয় ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৮। পুরস্কার ও পদকের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপন। ৯। ষড়্‌বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ১০। সপ্তবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন ও অনুমোদন। ১১। সপ্তবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১২। সপ্তবিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন। ১৩। শোক-প্রকাশ—(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি, (খ) অনন্তনারায়ণ সেন, (গ) বামাপদ দত্ত বি এল্ ও (ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১৪। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নবমত্রিংশ [illegible] মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, সংবাদপত্রের শতবার্ষিক [illegible] কার্য্যবিবরণ এবং দ্বাদশ হইতে বিংশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ" নামক অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

৩। যথারীতি প্রস্তাব, সমর্থন ও অনুমোদনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, গত বর্ষে যে তিন জন সহায়ক সদস্যের পাঁচ বৎসর স্থিতিকাল শেষ হইয়াছে, তন্মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে পুনর্নির্ব্বাচনের এবং শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়দ্বয়কে বর্ত্তমান বর্ষ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য সহায়ক সদস্য-রূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত তিন জন সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম বিজ্ঞাপিত করিলে পর তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব চুনীলাল রায় বি এ, মহাশয়-প্রদত্ত মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণাস্থ বেলডি গ্রামে প্রাপ্ত ছয়টী প্রাচীন তাম্র-মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন। মুদ্রা-প্রদাতাকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে প্রতি বর্ষে পরিষদের হস্তে ৫০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকা হইতে প্রতি বর্ষে দুই জন পরলোকগত সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুত করা হইবে, এই সর্ত্তে তিনি উক্ত টাকা দান করিয়াছেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে যে ৫০৲ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সখারাম গণেশ দেউস্কর ও মীর মশাররফ হোসেনের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জন্যও হরিদাস বাবু ৫০৲ দিয়াছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তিনি হরিদাস বাবুকে পরিষদের ধন্যবাদ জানাইলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এস্‌সি, ব্যারিষ্টার মহাশয় স্বব্যয়ে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্রখানি প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৭। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—তাহার পরে সভাপতি মহাশয় পরলোকগত সাহিত্যিক, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর, মীর মশাররফ হোসেন ও ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সংক্ষেপে তাঁহাদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার পর, (ক) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু স্বর্গীয় দেউস্কর মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিলেন।

(খ) সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব মীর মশাররফ হোসেন সম্বন্ধে বলিলেন,—সর্ব্বজন-পরিচিত "বিষাদ-সিন্ধু"-রচয়িতা ও মুসলমান সাহিত্যিক-

সম্প্রদায়ের সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় মীর মশারফ হোসেন সাহেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া আমি দীর্ঘ কাল ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা উচিত ছিল।

মোস্‌লেম ইতিহাসের পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে, শেষ পয়গম্বর-দুহিতৃ, হজরৎ ইমাম হোসায়েন ইউফ্রেটিস্ নদীতীরে কারবালা-প্রান্তরে দামাস্কাধিপতি এজীদ-সেনানীদিগের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। মৃত মীর সাহেব তাঁহারই বংশধর। বংশ-পরিচয়ে তিনি সৈয়েদ ও রাজদত্ত উপাধি মীর। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের এই মীর উপাধি ছিল না। ভারতবর্ষে—বঙ্গদেশে আসিবার পর তাঁহারা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১২৫৪ বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন। বাল্যে গ্রামে ২ বৎসর আরবী ফার্সী শিক্ষা করার পর পণ্ডিত জগমোহন নন্দীর নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। তৎপরে কুষ্টিয়ায়, ফরিদপুরে সেকাড়া নবাবস্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময় সালঘর মধুওয়ার নীলকুঠীর কেনী সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়, তাহার ফলে তাঁহার বিলাত যাইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু তাঁহার পিতামহীর আপত্তি হওয়ায় তাঁহার বিলাতযাত্রা ঘটিল না। তৎপর তিনি কৃষ্ণনগর স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে ঘটনাচক্রে তিনি কলিকাতা আলিপুরে আসেন। তথায় নাদের হোসেন নামক এক ভদ্রলোকের বাটীতে বাস করেন। এই অবস্থায় উক্ত নাদের হোসেনের প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা আজিজুল নিসার সহিত তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহার বিবাহ হয়। তাহার আট বৎসর পর কুলসম বিবিকে তিনি বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জীবনের অধিক দিন তিনি দেল দুয়ার এষ্টেটে ও ফরিদপুর নওয়াব এষ্টেটে ম্যানেজারের পদে কাজ করিয়াছিলেন। দেলদুয়ারের এষ্টেটে চাকরি করার সময় তিনি গাজী মিঞার বস্তানী নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য তিনি টাঙ্গাইল আদালতে মানহানির মোকদ্দমায় আসামী হন ও দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ময়মনসিংহের জজ আদালতের বিচারে তিনি কারামুক্ত হন। "সংবাদ-প্রভাকরে"র ও কুমারখালির "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা"র, তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। একাধারে তিনি দার্শনিক, কবি, ধর্ম্মপুস্তক-লেখক এবং সংবাদপত্রলেখক ছিলেন। তিনি দুইখানি মাসিক ও একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়াছিলেন। মোট ১৬ খানি পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—(১) বিষাদসিন্ধু, (২) মৌলুদ শরীফ, (৩) থোড্‌বা, (৪) মদিনার গৌরব, (৫) মোস্‌লেম বীরত্ব, (৬) হজরৎ বেলাল, (৭) হজরৎ আমীর হামজাজীবনী, (৮) হজরৎ উমরের ধর্ম্মজীবন লাভ, (৯) মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা, (১০) গাজী মিঞার বস্তানী,

(১১) উদাসীন পথিকের মনের কথা, (১২) বাজীমাৎ, (১৩) সঙ্গীত-লহরী, (১৪) রত্নাবতী, (১৫) হজরৎ ইউসুফ, (১৬) বিবি কুলসম। 'রত্নাবতী'ই তাঁহার প্রথম রচনা।

তিনি বিনয়ী, দাতা, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও পরিশ্রমী ছিলেন। অর্থের প্রতি তাঁহার আদৌ মমতা ছিল না। তিনি পরোপকার করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে গোঁড়ামি আদৌ স্থান পায় নাই।

(গ) স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৈনপুরীর উকীল ছিলেন। ওকালতীতে তাঁহার বেশ পসার ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু তিনি অনেকগুলি নবেল লিখিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে তাঁহার নবেলের অনেক কাটতি ছিল এবং অনেকে সাদরে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় চিত্রগুলির আবরণ উন্মোচন করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিজ্ঞাপিত পদক ও পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা-ফল জানাইলেন। নয়টি পদক ও পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধের মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ও এক বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পদক বা পুরস্কার পাইবেন, স্থির হইয়াছে,—

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বর্ণ-পদক—প্রবন্ধের বিষয়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়। পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দুইটী মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরীক্ষা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল মহাশয় এই স্বর্ণপদক পাইবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানান হইল যে, অন্যতম প্রবন্ধলেখক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য জানাইয়াছেন, "বিদ্যাবিনোদের প্রবন্ধও উপেক্ষার যোগ্য নহে। উহাও যে ভাল হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

(২) শশিপদ রৌপ্য পদক—প্রবন্ধের বিষয়, জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব। পদকদাতা শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(৩) নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য পদক—প্রবন্ধের বিষয়, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র। পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁহার মতে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী গুপ্তা মহাশয়া এই পদক পাইবেন।

(৪) রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২৫৲)। প্রবন্ধের বিষয়—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। বৃত্তিদাতা—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের

পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় এই বৃত্তি পাইবেন।

(৫) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)। প্রবন্ধের বিষয়—সেণ্ট অগষ্টিনের জীবন-চরিত্র। পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ নাথ ঘোষ মহাশয় এই পুরস্কার পাইয়াছেন। তৎপরে পদক ও পুরস্কার-প্রবন্ধগুলির পরীক্ষকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৯। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ষড়্‌বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, উক্ত কার্য্যবিবরণ মধ্যে স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় Royal Societyর মেম্বর মনোনীত হওয়াতে পরিষদের আনন্দ প্রকাশের বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই এবং ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে পরিষদের কি কর্ত্তব্য আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার কার্য্য কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই।

সম্পাদক মহাশয় তদুত্তরে জানাইলেন যে, বর্ত্তমান ১৩২৭ বঙ্গাব্দে স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশ-চন্দ্র বসু মহাশয় রয়াল সোসাইটির সভ্য হইয়াছেন। এই জন্য উহা কার্য্যবিবরণ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অদ্যকার সভায় তৎসম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য করিতে পারা যাইবে। উপরোক্ত শাখা-সমিতি কিছু কাজ করিতে পারেন নাই। তাহার উল্লেখ কার্য্যবিবরণীতে আছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট বিচার জন্য যে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা বিশেষ কাজ হয় নাই। এই জন্য তিনি শ্রীযুক্ত হেম বাবুকে অনুরোধ করিলেন যে, যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে এই সমিতিকে বিশেষ বলশালী করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য তিনি পুনরায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট প্রস্তাব করুন এবং এই কার্য্য সম্পাদনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করুন। সম্পাদক মহাশয় সুরেশ বাবুর অনুরোধে যোগ দিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সম্মিলনের নিয়ম গঠন সম্বন্ধে গঠিত শাখা-সমিতি কত দূর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সভায় তিনি বিজ্ঞাপিত করুন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু তদুত্তরে জানাইলেন যে, এই শাখা-সমিতির কার্য্য সভাপতি মহাশয়ের অনবকাশবশতঃ গত বর্ষে কিছুই হয় নাই।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ষড়্‌বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

১০। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সপ্তবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে এই বজেট সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করিয়া, এ সম্বন্ধে বিচারের অবসর দেওয়া উচিত ছিল।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, হিসাবাদির সহিত বজেট পাঠাইতে হইবে, এইরূপ কোন বিধান না থাকায় উক্ত বজেট সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বে পাঠান হয় নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের দেনার পরিমাণ ও লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অবস্থার বিষয় জানিতে চাহিলে, সম্পাদক মহাশয় সমস্ত অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

১১। সপ্তবিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত নিম্নোক্ত নামগুলি প্রস্তাবিত হইল,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সহকারী সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এইরূপ সম্মানসূচক পদে নির্ব্বাচন-কালে বঙ্গ-বাণীর যে সকল দুঃস্থ সেবক আজীবন বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য প্রাণপাত করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য ধনিগণ যে যথেষ্ট করিয়া থাকেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তথাপি দরিদ্র সাহিত্যিকগণের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য পরিষৎ এ বিষয়ে অবহিত হন, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

কার্য্যবিবরণী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

,, হেমচন্দ্র ঘোষ

,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

,, হিরণকুমার রায় চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সমর্থক—প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

প্রস্তাবক—ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক—১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—কুমার শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্র মল্লিক, মার্ব্বল প্যালেস, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এস সি, মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড্ মাষ্টার, ১ নং নন্দলাল বসু লেন, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ ঘোষ, ৫ আলিপুর রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ৪৭ বেনেপুকুর রোড, ইটালি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ সেন বি এস সি, ২৩ ফরডাইস্ লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র নাগ। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ উকিল, মেদিনীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি এ, বি এস সি, সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ (৯৫ আপার সারকুলার রোড)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকিল, হাইকোর্ট, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, ২০৯ নন্দনবাগান, উল্টাডিঙ্গি রোড। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ সেন, ১২/১ সীতানাথ রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র, ৩০ বিডন ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই সি এস, এম এ, কমিশনার, বর্দ্ধমান। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, সেক্রেটারি—করপোরেশন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অশোক দত্ত, ব্যারিষ্টার, ৮ রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন, ৫ কুমারটুলি ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ২৪ ই রসা রোড সাউথ্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩ নিয়োগীপুকুর লেন, তালতলা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস, সমঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত

পরেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ১০ নবীন কুণ্ডু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত ভবনাথ রায় চৌধুরী, ২০/১ ঘোষের লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, ৬/এ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ, ৩১/২ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ বসু, ৭ চৌধুরী লেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র পালিত বি এ, ৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল কোং, গরাণহাটা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, মধু পালের লেন, উত্তর বাঁ্যাটরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত সত্যদাস, ৫ কালিদাস লেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, C/o S. C. Biswas & Co. 372 U. Chitpur Road। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, নোয়াডাঙ্গা, রংপুর।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-তালিকা

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(১) Religious Life of Brahmarshi Sasipada Banerji, (২) Do do, (৩) Eighty-first Birthday of Seva-brata Brahmarshi Sasipada, the Brotherhood, (৪) Spiritual Out-look of the Age and Keshab Chandra Sen. শ্রীযুক্ত বিনায়কচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৫) The Youngmen's Gita, Librairie Ancienne H. Champion—(৬) La Formation de l'a Langue Marathe,—(৭) Livres De Fonds, (৮) Ouvrages publies pendant la guerre, (৯) Catalogue des Occasions. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(১০) Report on the Public Instructions in Bengal for 1918—1919, (১১) Supplement to the Report on the Public Instructions in Bengal for 1918—19. Superintendent, Govt. Printing, India,—(১২) Patent Office Journal, 1919, (১৩) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 2, Varieties of Vishnu Image, (১৪) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, February 1920, (১৫) University Commission Report, Vol. VI, (Appendices and Index), (১৬) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 4, Archaeological Remains and

Excavations at Nagari. Secretary, 'Smithsonian Institution—(১৭) Smithsonian Meteorological Tables, (১৮) Hand-book of Aboriginal American Antiquities. শ্রীযুক্ত স্বরজমল লালুভাই—(১৯) Is India likely to be happy by the present rate of Exchange ?. শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র—(২০) Linguistic Survey of India, Vol. III, Tibeto-Burman Family, Part I, (২১) Do do Vol. IX, Part IV, Indo-Aryan Family, The Pahari Languages and Gujuri. Registrar, Cornell University, New-York—(২২) Cornell University Official Publication, Vol. XI, No. 2, Registrar, Calcutta University—(২৩) University Calender, 1919, Part III. American Anthropological Association—(২৪) American Anthropologist, Vol. 21, No. 2.

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী—(১) বীরভূমবিবরণ (২য় খণ্ড)। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দে—(২) নতুন রূপকথা, (৩) উদ্বোধন। শ্রীহরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়—(৪) গুরুদক্ষিণা, (৫) হারান গীতাবলী। শ্রীনীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়—(৬) গোপাল ও গোচিকিৎসা। শ্রীযুক্ত জে এন্ গুপ্ত—(৭) মনীষা। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী—(৮) উত্তরবেদ ও পরম বেদ। বেঙ্গল লাইব্রেরী—(৯) রামেশ্বরের অদৃষ্ট। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—(১০) নারীর উক্তি। শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—(১১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু—(১২) কাশীখণ্ড, (১৩) রাজাবলি, (১৪) পদকল্পতরু। শ্রীনলিনচন্দ্র বসু—(১৫) সধবার একাদশী। শ্রীআনন্দমোহন সাহা—(১৬) প্রদোষ-সংবাদ। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত—(১৭) বৃন্দাবনকথা। ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ—(১৮) কন্সাল্টিং ফিজিসিয়ান। শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—(১৯) আকাশ ও ঈথার।

সপ্তবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৩ই আষাঢ় ১৩২৭, ২৭শে জুন ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, (৩) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, (৪) প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ" নামক প্রবন্ধ, (৫) পদক ও পুরস্কার বিতরণ, (৬) শোক-প্রকাশ—(ক) চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার, (খ) ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র এল আর সি পি, (গ) সতীশচন্দ্র রায় এম এ, বি এল, (ঘ) ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়গণের পরলোকগমনে। (৭) বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক গত ষড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, গত বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল পদক ও পুরস্কারের বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পদকগুলি ও পুরস্কারের টাকা উপস্থাপিত করিলেন।

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বর্ণপদক।—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পদক দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল মহাশয় "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া এই পদক পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাস বাবুকে পদক দেওয়া হইল।

(২) শশিপদ রৌপ্যপদক—শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পদক দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া এই পদক পাইয়াছেন। তিনি উপস্থিত না থাকায় এই পদক ডাকে পাঠান হইবে স্থির হইল।

(৩) নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্যপদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পদক দিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী গুপ্তা মহাশয়া "নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া এই পদক পাইয়াছেন।

(৪) রামেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি—২১৲। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় এই বৃত্তি দিতেছেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় "মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব" প্রবন্ধ রচনার জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই জন্য উক্ত টাকা ডাকে তাঁহার নিকট পাঠান হইবে।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য।)

তৎপরে নিম্নোক্ত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি বিজ্ঞাপিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি.এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন,—"প্রবন্ধকার উপস্থিত নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা শোভন হইবে না। বাঙ্গালা দেশের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক আলোচনার জন্য পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা, তাহা অতি চমৎকার বিষয়। শৌরসেনী, মাগধী ও গৌড়ী প্রাকৃতের রূপ লেখক যাহা দিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করি না। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, এখন সেরূপ করিলে চলিবে না। বৈয়াকরণেরা শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতের যে রূপ দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই ঠিক নহে। যাহা হউক, প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিবে।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে, ইহা বলিবার পূর্ব্বে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। আমি প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত সদস্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল যে, মৃত সদস্যগণের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-তালিকা

শ্রীপ্রেমকৃষ্ণ সেন—(১) ৺মঙ্গলচণ্ডীর পুঁথি ও শনির পাঁচালী। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র—(২) গীতাতত্ত্ব (১ম ভাগ)। বঙ্গীয় বৈশ্যবারুজীবী সভা—(৩) বঙ্গীয় বৈশ্যবারুজীবী সভার ১৮শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(১) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for 1918—19, (২) Reports on the Working of Municipalities in Bengal

during the year 1918—19, (৩) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th September 1919, (৪) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, 1919—20, (৫) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies 1919. Superintendent, Government Printing, India—(৬) Patent Office Journal 1920, January to March, (৭) Satistics of British India Vol. III, (Public Health) (৮) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1920, শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র—(৯) The Religious Aspects of Hindu Philosophy, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার—(১০) Mughal Administration, Registrar, North-Western, University, Chicago—(১১) North-Western University, Bulletin, Vol. XX, No. 18 Nov. 19. Librarie Ancienne H. Champion—(১২) Catalogue d'es occasions, (Avrail. Mai) 1920.

নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীসুধানাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩ তারক চাটার্জ্জি লেন। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীকুঞ্জবিহারী আচার্য্য জ্যোতিষী, ৩৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শেঠ, বালী, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী, ১০০ গড়পার রোড। শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী বি এস্ সি, ১০০ গড়পার রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহ এম্ এস্ সি, ৪।১ শঙ্কর ঘোষ লেন। প্রঃ—কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব, সমঃ—শ্রীসুখেন্দুরঞ্জন ঘোষ, সঃ—ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গুহ, গুহ এণ্ড কোং, ৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহূত

২০এ আষাঢ় ১৩২৭, ৪ঠা জুলাই ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রথমে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয়-রচিত একটি গান শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হইল।

সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ সভার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যে সমস্ত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সেগুলি পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মাননীয় ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন যে, 'শঙ্খ' নীরব হইলেও হইতে পারে, তবে মঙ্গল-শঙ্খ কোন দিন নীরব হইলেও তাহার প্রতিধ্বনি চিরদিন এ দেশবাসীর কানে বাজিবে। কবির মনীষার ওজন করিবার সময় এখনও আসে নাই।

তৎপরে শ্রীমান্ রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবির রচিত "বঙ্গভূমি" নামক কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়ের মত বন্ধু লাভ আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। গত ৩৫ বৎসর কাল আমরা অক্ষয়ের সঙ্গে ছিলাম। আমি আজকালকার কবি দেখিলেই চিনিতে পারি; কিন্তু ঐরূপ কবিজনোচিত চেহারা অক্ষয়ের মধ্যে মোটেই ছিল না। তাহার চেহারা ছিল সাদাসিদা। তবে তারই মধ্যে কি করিয়া "প্রদীপ" হইল, 'শঙ্খ' হইল, তাহা বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—আমরা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মুক্তিমণ্ডপে অক্ষয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলাম। আমরা বন্ধুবর অক্ষয়ের জন্য শোকপ্রকাশ করিতে আজ সমবেত হই নাই। আসিয়াছি, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবির স্মৃতির তর্পণ করিতে।

অক্ষয় যদি কেবল ওমর খায়মের কবিতাগুলি লিখিয়া যাইতেন, তাহাতে তিনি অমরত্ব লাভ করিতেন। গীতিকবিতাতেই অক্ষয়ের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার শব্দ চয়নের বিশেষ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার একটা শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কথা বসান যায় না।

তৎপরে কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা মহাশয় তাঁহার "এষা" কাব্য হইতে একটি কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয় বাবুর জীবনই একটি চমৎকার কাব্য। যখনই তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে, তখনই আমার মনে হইত যে, আমি একটি সজীব কাব্যের নিকট আসিয়াছি।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবিনোদ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয় বাবুর কবিতা প্রাণস্পর্শী। তাঁহার বক্তব্য বিষয় ফুটাইয়া বলিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার 'প্রদীপ' নিভিবে না, সময়ে তাহা দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, কুটীরে কুটীরে আলো বিকীর্ণ করিবে।

তাঁহার শঙ্খ কখনও নীরব হইবে না। এরূপ সরল, অকপট বন্ধুর প্রীতির মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয় আমার সোদর-প্রতিম কেন, সহোদরের অধিক ছিল। আমার উপকারক বন্ধু ছিল। বঙ্কিম বাবুর সময়ে একটা সাহিত্যের মজলিস ছিল—আজিকার সভাপতি মহাশয় সেই মজলিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিজাত। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুর সাহিত্যের মুক্তি-মণ্ডপ ছিল। সেই মজলিস ছিল বলিয়াই তাহার মধ্যে অক্ষয় ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি ভাবের গব্য ঘৃত দিয়া তার মঙ্গল-প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন। অক্ষয় নকলনবিশী করিতে আসে নাই—নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে জানিত না। আমরাই জোর করিয়া তার কবিতার সমালোচনা করিয়াছি। তার শঙ্খ, প্রদীপ ও এষার ভূমিকা লিখিয়া এক একটা সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। সত্যবাদিতা, সারল্য, অকপটতা ছিল তাহার বিশেষত্ব। তিনি কখনও রাগ্‌তেন না—বন্ধুবর রাজচন্দ্র চন্দ বল্‌ত—অক্ষয়ের শরীরে রক্ত নাই, শুধুই গঙ্গাজল। বড় বড় কবিদের যে সকল গুণ থাকা দরকার, তার সমস্তই অক্ষয়ের ছিল। মাইকেলের সময় থেকে রবীন্দ্রের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত কবিত্বে যে একটা দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়, অক্ষয় সেই কবিত্বের একটা ঢেউয়ের মাথায় একটা কনক-কমল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়, অক্ষয়কুমারের কবিতার মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্দেশে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ, যোগবিশারদ মহাশয় অক্ষয়চন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় বলিলেন,—কবি স্বর্গগত হইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে কবির স্মৃতিরক্ষা হয়, তাহাই বঙ্গবাসীর করা কর্ত্তব্য। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিলে আমাদেরই গৌরব। তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেই কবির স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট হইবে না। তাঁহার অপ্রকাশিত কাব্য প্রকাশ করাই তাঁহার স্মৃতি রক্ষার অন্যতম উপায়। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে কবির বাসভূমি ভাঙ্গা হইয়াছে। পরিষৎ হইতে কবির বাসভূমিস্থানে কোন নিদর্শন রক্ষা করিবার জন্য উক্ত ট্রাষ্টকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে তিনি সুবর্ণবণিক্‌সমাজ হইতে সংগৃহীত ৫৲ টাকা সুদের ২০০৲ টাকার পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা আলোচনার জন্য প্রতি বর্ষে পদক বা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয়, ওয়েলিংটন ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে যে একটি রৌপ্যপদক দিবার প্রতিশ্রুতি কবির স্মৃতি-সভায় বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেই পদক তিনি সভায় দান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা কবির তৈলচিত্র উন্মোচনের জন্য এখানে আসিয়াছি। আজকার বক্তাদের মধ্যে অনেকেই কবির বন্ধু। আমি কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু তাঁর "এষা" কাব্য ও অন্যান্য কাব্য যখন দেখিয়াছি, তখনই বুঝিয়াছি যে, অক্ষয়কুমার কবিত্বময়। 'এষা' ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। ইহা মহাকাব্যের লক্ষণযুক্ত না হইলেও ইহাকে মহাকাব্য বলিতে আমার আপত্তি নাই। 'এষা' শব্দের অর্থ—এতৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচন—যাহাকে ভাবা যায়, ইহা তাহার ছবি, ইহাই এষার অর্থ। বাঙ্গালার কবিগণ যে বিষয়ের বর্ণনার প্রয়াস ত্যাগ করিয়াছেন, অক্ষয় সেই সকল বিষয় অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির দ্বারা মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এষা কাব্যের মধ্যে চারিটি জিনিষ আছে—প্রণয়, মৃত্যু, শোক, সান্ত্বনা। সমস্তই বাঙ্গালার বাহিরের জিনিষ নয়—অন্তরের জিনিষ।" এই সময় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে "কনকাঞ্জলি" হইতে "প্রেম" নামক কবিতাটি পাঠ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, পতিব্রতা রমণী যেমন জগতে পূজনীয়া, পত্নীব্রত পুরুষও তেমন প্রশংসনীয়। অক্ষয়কুমারের জীবন ও কবিতা ইহারই নিদর্শন।

তৎপরে তিনি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি চিত্রের উপহার-দাতা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ভবানী বাবু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া চিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার না দিলে এত শীঘ্র কবিবরের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হইত না। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে পরিষদের পক্ষ হইতে তিনি এই অধিবেশনের সমস্ত আয়োজন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয়কে গান গাহিবার জন্য এবং সুবর্ণবণিক্‌সমাজকে, ২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ পরিষদের হস্তে কবির স্মৃতি-রক্ষার্থ দানের জন্য ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয়কে ফ্রেণ্ড্‌স ইউনিয়নের পক্ষে রৌপ্যপদক দানের জন্য, বক্তাগণ ও উপস্থিত সদস্যগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-সভা

১১ই আষাঢ় ১৩২৭, ২৯এ জুন ১৯২০, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

সভারম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—"আজ স্বর্গীয় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবাসর। ১৮৭৩ খৃঃ মাইকেলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অনেক দিন পরে ৺উমেশচন্দ্র দত্ত, ৺মনোমোহন বসু প্রভৃতি মনস্বিগণ কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি বর্ষে বর্ষে সমাধিস্তম্ভে ও অন্যান্য স্থানে কবিবরের মৃত্যু-দিনে এইরূপ সভা করিয়া, কবির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আসিতেছি।

কবির বিষয়ে বলার শেষ এখনও হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে যতই আলোচনা হইবে, ততই সব দিক্ দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হইবে। স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতে এক সাধারণ সভায় মেঘনাদবধের রচয়িতাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সে অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি বহু অনুসন্ধানেও পাই নাই; মেটকাফ্ হল প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোথাও পাই নাই। আমি পাই নাই বলিয়া যে তাহা পাওয়া যাইবে না, এমন কথা নাই। রিজিয়ার পাণ্ডুলিপি ক্রয় করা হউক। পাশ্চাত্য কবির জীবনীলেখকদের বই কত বিশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। কবির গ্রন্থাবলীর সটীক শোভন-সংস্করণ হওয়া উচিত। কোন কোন বইএর ভাল সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক বাকী। পাশ্চাত্য দেশে মিল্টন্ ও বহু কবির গ্রন্থাবলীর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'মধুসূদন মিল্টনের ন্যায় কবি ছিলেন কি না, জানি না— কেন না, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, ইংরেজ ছিলেন না।"

তৎপরে বক্তা বলিলেন যে, তিনি নিজে ও কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে বহু দিন ধরিয়া [illegible]বিবরের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার শরীর [illegible] ভগ্ন হইয়াছে; গত বর্ষে এই জন্য এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর এরূপ [illegible] সাহায্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যের দায়িত্ব না রাখিয়া, এই সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-[illegible]ই কার্য্যভার অর্পণ করায় মানসে তিনি সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ [illegible] পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া এই [illegible]াছেন। এই জন্য তিনি পরিষৎকে ধন্যবাদ দিলেন।

[illegible]র শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়কে অদ্যকার সভায় সভাপতি-পদে [illegible] সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়, মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীযুক্তা মানকুমারী মহোদয়ার রচিত একটী কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় স্বর্গীয় কবিবর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আজ হইতে ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে মাইকেলের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালার গৌরব-রবি গেল অস্তাচলে।' মাইকেলের নাম কোন কালেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। যত দিন না জাতীয় কবিদের গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা পরিষৎ করিবেন, তত দিন আমরা আমাদের জাতীয়তার গৌরব করিতে পারিব না। ভারতচন্দ্রের পর হইতেই ভাষার শৃঙ্খলা, গতি প্রভৃতি অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়া আসে। মাইকেলের হাতে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষার শৃঙ্খলা-পারিপাট্য প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় বাঙ্গলা ভাষা ইংরাজির আওতায় পড়িয়া 'টলমলায়মান' হইয়া পড়ে। মধুসূদন মাতৃভাষার সেবা, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা-জ্ঞান প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি দ্বারা দেশের সাহিত্য-চর্চ্চার গতি ফিরাইয়া দেন; মাতৃভাষার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করেন। এইরূপে তিনি দেশের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করেন। এ যে কত বড় প্রতিভার ফল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাঁহার স্মৃতি-পূজা করি, আর নাই করি, যত দিন বাঙ্গালী থাকিবে, বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে, তত দিন তাঁর নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার আশীষ আমাদের উপর বর্ষিত হউক।"

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন,—"আমার পিতৃদেবের সহিত মাইকেলের সৌহার্দ্দ ছিল। আমার পিতার একটি প্রেস ছিল; তারই সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। স্বদেশেই হউক, বিদেশেই হউক, তিনি সকল অবস্থাতেই মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। যদি তাঁর প্রতি আমাদের একটু কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে তাঁর কাব্যের নিখুঁত সমালোচনা হওয়া উচিত।"

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যসাহিত্য যে আদর্শে চলিতেছিল, মধুসূদন তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করেন। তিনি নানা দেশের সাহিত্য হইতে যে মধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের মধুচক্রেই সঞ্চিত করিয়া, গৌড় জনকে নিরবধি আনন্দে মধুপানের অবসর দিয়া গিয়াছেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; এমন কি, "বাঙ্গাল" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কবিতায় তাঁহার যশোহরের ছাপ আছে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"কি করে বুঝাব তারে, হায় রে কি করে।" তাঁহার চরিতকার যোগেন্দ্রবাবুও সেই ছত্রটি উদ্ধার করিবার সময় করিয়াছিলেন,—"কি করে বুঝাব তারে হায় রে কি করে।" আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বক্তা বলিয়াছেন, আজকাল আমাদের শিক্ষিত-সমাজে মধুসূদনের আদর কমিয়াছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কথা ঠিক বলিতে পারি না—[illegible]

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও নাই। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর করেন, সেই সমাজে যে মধুসূদনের আদর কমে নাই, তাহা বলিতে পারি। 'বসুমতী' সাহিত্য-মন্দির হইতে মধুসূদনের কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও বৎসরে তিন চারি হাজার পুস্তক বিক্রয় হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, বাঙ্গালী মধুসূদনকে চিরদিন আদর করিয়া "মনের মন্দিরে" রাখিবে—"রাখে যথা সুধামৃত চন্দ্রের মণ্ডলে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন, ৪০।৫০ বৎসর আগে, বাঙ্গলা দেশের এক অসাধারণ যুগ গিয়াছে। যে যুগের কয়েক জন মহাত্মা—বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য উপন্যাসে, দীনবন্ধু নাটকে, মাইকেল কাব্যে বাঙ্গলা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—সাহিত্যের আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্য সম্বন্ধে লোকে বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য রহিয়াছে বলেন। কিন্তু ঋণ করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। মাইকেল যাহা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব। বৈষ্ণব কবিতার যুগ—গীতি-কবিতার যুগের গতিকে ফিরাইয়া দিয়া মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতির দ্বারা বাঙ্গলা-সাহিত্যকে সুধার ধারায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে তাঁহার প্রতিভার মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট হইয়াছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রতিভা কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নয়। তার সাক্ষী মাইকেল—রবীন্দ্রনাথ। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে শিক্ষিত ছাত্র-সমাজে মাইকেলের আদর অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এত দিন পরে আমরা আমাদের মহাপুরুষগণকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। ইহা বড়ই সুখের কথা। ভিক্টর হিউগোর মৃত্যুর কিছু দিন পর, আমি তখন প্যারিসে—দেখিলাম যে, সমগ্র প্যারিস ফুলমালায় সজ্জিত, ফ্রান্সের বহু স্থান হইতে, প্যারিসের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে লোকেরা ফুল সংগ্রহ করিয়া, হিউগোর সম্মান জন্য প্যারিসে উপস্থিত—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দেশের কোন বরেণ্য লোকের সম্মান কি ভাবে হয়, তা ও সব দেশে বেশ দেখা যায়। তাঁহার স্মৃতি-সভায় দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকেরাই উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজিকার এই স্মৃতি-সভায় বাঙ্গালার—বাঙ্গালার কেন, কলিকাতার অধিকাংশ সাহিত্যিকেরই অনুপস্থিতি দেখিতেছি। বিলাতে বড় বড় কবিদের বুঝিবার জন্য, কবিদের কাব্যাদির আলোচনার জন্য মাসে মাসে দুই একবার সভা হয়। পৃথক্ পৃথক্ সভা আছে; যথা—সেক্সপিয়র সোসাইটি। আমাদের দেশের অনেকেই মাইকেলের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা বড় একটা করেন না। আমাদের অনেকের বাটীতে কবির গ্রন্থাবলী আছে, কিন্তু কবির গ্রন্থ পাঠের বা পরিবারবর্গের মধ্যে তাহার আলোচনার আনন্দ বৎসরের মধ্যে কয় দিন আমরা কয় জন উপভোগ করিয়া থাকি? সভায় আসিয়া বক্তৃতা দিয়াই আমাদের কর্ত্তব্যের অবসান হয়। আমার মনে হয়, সাহিত্যিকের স্মৃতিসভায় তাঁহার লেখা হইতে পাঠ, আবৃত্তি ও সৌন্দর্য্যবিশ্লেষক আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি,

ভবিষ্যতে আগামী বর্ষে এই স্মৃতি-সভায় কবির বিষয়ে, কবির কাব্যাদির বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা শুনিতে পাইব এবং আশা করি, সেইরূপ আলোচনা সাহিত্যের একটা সম্পত্তি হইয়া থাকিবে।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে, তাঁহাদের সংগৃহীত স্মৃতিসমিতির উদ্বৃত্ত অর্থ পরিষদের হস্তে দান করার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৩এ শ্রাবণ ১৩২৭, ৮ই আগষ্ট ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

যাঁহারা এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঐ পত্রগুলি পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, সভাপতি মহাশয় অসুস্থতা-বশতঃ আজ এই শোক-সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার অভাবে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত এই বিশেষ অধি-বেশনের দায়িত্ব গ্রহণের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমি বহু দিন হইতে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া আমি গৌরবা-ন্বিত ও লাভবান্বিত। তিনি যেমন এক দিকে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে জগতের বিদ্বজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে নিরভিমান, স্বাভাবিক নম্রতা, সরলতা, সৌজন্য ও চরিত্রের পবিত্রতায় তাঁহার পরিচিত জনের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত অকপট নিরভিমানের এরূপ মধুর সংযোগ প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায় ও দর্শনে, শাস্ত্রজ্ঞানে, বৌদ্ধ-সাহিত্য ও ইতি-

হ্যাদের নানা তত্ত্ব আলোচনায়,সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, পালী, জর্ম্মান, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষা চর্চ্চায় তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গে তিব্বতীয় ভাষা এবং ডাঃ থিবর নিকট জর্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন ও দুই বৎসর ছুটী লইয়া কাশীতে হিন্দুদর্শন এবং সিংহলে পালি ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গলায় যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি সুদীর্ঘ তালিকা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এই সকল প্রবন্ধ রচনা ব্যতীত তিনি স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় অভিধান সংকলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ও অন্যের সাহচর্য্যে বহু সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতীয় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিব্বতীয়, পালি ও সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় ফলস্বরূপ তিনি যে সকল বহুমূল্য প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশ-বিদেশে এই জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতমাতার একজন কৃতী ও কীর্ত্তিমান্ সন্তান ছিলেন। মধ্যযুগের নব্য ন্যায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পি এচ ডি উপাধি লাভ করিয়াচিলেন। তাঁহার Mahajan School of Buddhism প্রবন্ধটি এত উচ্চ দরের যে, উহা ইংরাজি Encyclopedia of Ethics and Religion নামক বিখ্যাত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে নানা স্থানে তাঁহার সহযোগী ছিলাম। সাহিত্য-পরিষদে,সাহিত্য-সভায়,সংস্কৃত কলেজে, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য নানা স্থানে তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। যে কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, একাগ্রচিত্তে তাহা তিনি সম্পন্ন করিতেন। এসিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য-পরিষৎ, সংস্কৃত কলেজ ও ইউনিভারসিটির জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন হইলেও কাজ করিতে করিতে তিনি জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য একজন একনিষ্ঠ সেবক এবং সাহিত্য-পরিষৎ একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-ব্যবস্থা করা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের লিখিত একটি শোক-গাথা পাঠ করিলেন।

কাল্‌না শাখা-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন, আমি কাল্‌না শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতি-পূজায় উপস্থিত হইয়াছি। তিনি কালনার সহিত বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। শাখার উন্নতি লাভে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি ছিল। বৈকবতার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাবে শাখা-পরিষৎ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলেন। নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

ফরিদপুর জেলার খানকুল গ্রামে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য স্কুল হইতে ১৮৮৫ খৃঃ অঃ মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিন বৎসর পর ঐ স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ বৃত্তি পান। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এফ এ, বি এ পাশ করিয়া, এম্ এ পড়িবার জন্য কলিকাতা আসেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এম্ এ পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারেন নাই। ১৯০১ খৃঃ পালি ভাষায় এম্ এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৯০৮ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বোচ্চ উপাধি Doctor of Philosophy লাভ করেন। নবদ্বীপ পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট হইতে বিদ্যাভূষণ ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর Philological Secretary ছিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অধ্যক্ষ ছিলেন। যশোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। পুনা নগরীর নিখিল-ভারতবর্ষীয় প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনীতে সহকারী সভাপতি ও শাখা-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; পরে স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। তিনি সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতীয় ভাষা, ন্যায়শাস্ত্র এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম-সাহিত্যে সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতের ন্যায়শাস্ত্রই তাঁহার বিশেষ চর্চ্চার বিষয় ছিল। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে Medical School of Indian Logic নামক তাঁহার গ্রন্থ জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও বিলুপ্তপ্রায় বহু গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া, পুস্তকগুলির উদ্ধার ও দেশের মহদুপকার করিয়াছেন; এই সমস্ত বিষয়ে বহু প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। ন্যায়-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ তিনি উক্তরূপে তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ডেনিসন রসের সহযোগিতায় Sanskrit Tebetan Vocabulary নামক Alexander C-soma de Koros প্রণীত মহাব্যুৎপত্তির অনুবাদ করেন। আচার্য্য সতীশচন্দ্রের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল—তিব্বতীয় তেঙ্গুর ও কেঙ্গুর নামক অতিকায় গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তিনি এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এমন একজনও বোধ হয় এক্ষণে আর নাই। মহাযান ও হীনযান নামক প্রবন্ধে তিনি যে সকল নূতন তত্ত্বের অভ্যাহার করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। জৈন অলঙ্কারবাদের অলঙ্কারবেত্তৃ টীকা আলোচনা করিয়া তিনি

বনবী বুলারের প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা সম্বন্ধে মতবাদ কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে রোম নগরীর যে বিবরণ আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া এক উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সিংহল দ্বীপ ভ্রমণকালে কালিদাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি চিরাগত সংস্কারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন জাতির উদ্ভবের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে তাহা নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অভিমানবর্জ্জিত ছিল, তাঁহার ন্যায় উদার চরিত্রের লোক বর্ত্তমান সময়ে বিরল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, তাঁহার সহিত আমার আবাল্য পরিচয় ছিল। তৎপরে তাঁহার সহিত পরিষদে ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পরিষদের প্রথম জীবনে তাঁহার সহিত পরিষদের নানা কার্য্যে— অর্থ সংগ্রহে, সভা সমিতিতে এক সঙ্গে কাজ করিয়া তাঁহার মহৎ চরিত্রের, সৌজন্যের, অপরিসীম পাণ্ডিত্যের বহু নিদর্শন পাই। টেঙ্গুর ও কেঙ্গুর গ্রন্থ পরিষদের পুঁথিশালায় আছে, তিনি অবসর-মত ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। নব্য ন্যায়, দিঙ্‌নাগের আলোচনা প্রভৃতি বহু বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশকে সম্পৎশালী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি শেষ করিতে পারিলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হইবে। কিন্তু যেমনটি যায়, তেমনটি আর জন্মায় না। এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ণধারস্বরূপ, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাবান্ কৃতী সন্তান, নানা ভাষাবিৎ ও বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী, দেশ বিদেশে বরেণ্য, পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বহু বর্ষ ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র দেশের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া, স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত পরিজনের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত বহু দিনের পরিচয়ে আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় বন্ধুবৎসল লোক খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের জন্য দেশ-বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে বিদ্যা ও বিনয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন ছিল। সাধারণের সহিত তাঁহার ব্যবহার বড়ই মধুর ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহযোগিতায় তিনি ইংরাজি Tebetan Dictionary সঙ্কলন

করেন। বলিতে গেলে তিনিই বৌদ্ধ-সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি সর্ব্বপ্রথম কাত্যায়নকৃত পালি ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন ও ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব্বপ্রথম পালি ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা প্রদান করেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধ-সাহিত্য ও বৌদ্ধ ইতিহাসকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন,— তাঁহার গুণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। তিনি একজন প্রকৃত গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন। নবদ্বীপ হইতে তিনি লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি নদীয়ার একজন কৃতী সন্তান ছিলেন। তাঁহার অভাব পূরণ হইবে কি না, কে বলিতে পারে? তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। কাহারও তিনি অপকার করেন নাই। তাঁহার রাগ ছিল না। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি;" সতীশচন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি লোকের অন্তরে অন্তরে চিরদিন জাজ্বল্যভাবে বর্ত্তমান থাকিবে।

মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—আচার্য্য সতীশচন্দ্র আমার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সৌজন্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এত বড় পণ্ডিত অথচ এত উদার ও সরল প্রকৃতির লোক কখনও দেখি নাই। তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অসাধারণ ছিল। আরব্য তর্কশাস্ত্র (Logic) সম্বন্ধে তিনি আমাকে আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে আমি আরব্য তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সংস্কৃত ভাষায় এম্ এ পড়াইতে চান নাই, তখন তিনি আমাকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আমার বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় পুনরায় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত-কালে বলিলেন যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক্ষণে জীবনের পর পারে। তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া আমরা ধন্য। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"উক্ত প্রথম মন্তব্যের প্রতিলিপি স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকালে বলিলেন, আমি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম বলিয়া গৌরবান্বিত। একাধারে তাঁহার বিজ্ঞতা ও সৌজন্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দুসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

তিনি মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ অনেক স্থলে দেখাইয়া গিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ও ভারতবর্ষের নানা তথ্যের যে সকল রত্ন উদ্ধার করিতে তিনি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, আর কে সে বিপুল কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া দেশবাসীর মহদুপকার সাধন করিবেন? সতীশচন্দ্রকে হারাইয়া আমরা বৎপরোনাস্তি ক্ষতি অনুভব করিতেছি।

রায় শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, সতীশচন্দ্র আমার স্বদেশবাসী—ফরিদপুরের খানকুলা গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ও ভ্রাতাগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বম্ভর জ্যোতিষী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি তাঁহার বংশের গৌরব। তিনি নানা ভাষাবিৎ ছিলেন। তিনি কালে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অপেক্ষাও একজন বড় পণ্ডিত হইতে পারিতেন। অকালে পরলোকগমন করায় দেশের আশা-ভরসা নিষ্ফল হইল। তিনি সকলেরই প্রিয় পাত্র ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। কত লোক কত কাজে তাঁহার নিকট আসিতেন। তিনি সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন—অসবর্ণ-বিবাহ সমর্থন করিতেন। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে কত ভাবে ভারতবর্ষে অসবর্ণ-বিবাহ চলিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। তিনি আমাদের খানকুলা গ্রামের রত্ন ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও উক্ত গ্রামের অন্যতম রত্ন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল বিষয় তিনি আলোচনা করিতে করিতে রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের যুবকগণ তাঁহার পথাবলম্বী হইয়া, তাঁহার সেই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হইবে। আমরা দেখিতে চাই, কাহার ভিতর সতীশচন্দ্রের প্রতিভা—কার্য্যকরী শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলিলেন, স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সকলেই নানা ভাবে তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও স্নেহবশতঃ দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সহিত আমার আযৌবন সখ্যতা ছিল। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী। বিনয়, নিরভিমান, সারল্য প্রভৃতি গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। সকলের উপর সমভাবেই তিনি ব্যবহার করিতেন। কাহারও উপর কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন না। তিনি সকল দলাদলির বাহিরে ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার চরিত্র আদর্শ চরিত্র ছিল।

তৃতীয় প্রস্তাব—"স্বর্গীয় মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন,—"স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আমি ছাত্র। ছাত্রগণের পক্ষ হইতে কিছু বলা দরকার। তিনি আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত পড়াইতেন। তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন।

তিনি বুদ্ধ, বৌদ্ধ সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা এমন ভাবে করিতেন, যাহার দ্বারা ছাত্রগণের অনেকেরই ধারণা ছিল যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। রঘুবংশ পড়াইতে পড়াইতে তিব্বতের কথা, বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা, বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্যের কথা আনিয়া ফেলিতেন। এই সকল আলোচনায় তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন।

অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বর্গীয় আচার্য্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উপস্থিত করিলে পর উহা লেখক মহাশয়ের প্রস্তাবমত পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। ১৮৭০ খৃঃ নবদ্বীপে সতীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। তাঁহারা সরযূপারী গ্রহবিপ্রবংশীয়। মাইনার হইতে এম্ এ পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইবার পর নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভায় পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিব্বতীয় অনুবাদক-পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহিত বৌদ্ধ-সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃঃ পালিতে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতে বা সিংহলে কেহ এই পরীক্ষা দেন নাই। রীস ডেভিস তাঁহার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি তিব্বতীয় ও জর্ম্মান ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০২ মার্চ্চ মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। ১৯১১ খৃঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তৎপূর্ব্ববৎসর সিংহলে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনার জন্য গমন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে "সংস্কৃত বোর্ড" প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্কৃত টোলসমূহের সংস্কার সাধন জন্য তাঁহার পরিশ্রম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 'সংস্কৃত কন্‌ভোকেশন' সতীশচন্দ্রের অন্যতম কীর্ত্তি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল। তিনি বাক্যে ও ব্যবহারে খাঁটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সরলতায় জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবীদিগের স্মৃতিমন্দিরে তিনি নিত্য পূজা ও অর্ঘ পাইবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, বক্তাগণকে, কবিতা-লেখকগণকে, প্রবন্ধ-পাঠকগণকে ও এই অধিবেশন সফল করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩০এ শ্রাবণ ১৩২৭, ১৫ই আগষ্ট ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—ছাত্রসম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শরচ্চন্দ্র দেব বি এ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা। ৫। প্রদর্শন—শিমলা জেলার পার্ব্বত্য লোকের নিত্যব্যবহার্য্য এক সরঞ্জাম—প্রদর্শক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস। ৬। নিয়ম পরিবর্ত্তন—মৌলবী সদস্য নির্ব্বাচনের প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নোক্ত নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব—"বঙ্গভাষার অনুরাগী, মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।" ৭। বিদেশস্থ পণ্ডিতসমাজের আলোচনার সৌকর্য্যার্থ পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যেক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী সারমর্ম্ম পত্রিকায় সহিত প্রকাশ করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য বিজ্ঞাপন। ৮। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা আলোচনা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত 'চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র' নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৯। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, (খ) খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, (গ) ভূতনাথ মিত্র, (ঘ) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (ঙ) হরিচরণ মিত্র, (চ) যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, (ছ) জগদীশ্বর সিংহ এবং (জ) ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম এস মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১০। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির তালিকা ও উপহারদাতৃগণের নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (পুস্তকতালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। বঙ্গীয় ছাত্রসম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দেব বি এ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় স্বরচিত এক কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় শরৎ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, বর্দ্ধমান আকুই-গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দেব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয়। গ্রাম্য স্কুলে মাইনার পড়িয়া বর্দ্ধমানে এণ্ট্রান্স ও এফ এ পাশ

করিয়া, কলিকাতায় থাকিয়া বি এ পাশ করেন। ফিলসফিতে এম্ এ এবং আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা হওয়ায় উক্ত উভয় পরীক্ষায় জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। নর্থ সুবার্ব্বণ স্কুলে ও পরে স্কটিস চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষে ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। বহু কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। "শোকোচ্ছ্বাস", "শ্রীমন্ত" প্রভৃতি কবিতা-পুস্তকে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় আছে। সর্ব্বদাই তিনি বন্ধুবর্গের, ছাত্রগণের ও আত্মীয়গণের প্রিয় ছিলেন। বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনীর জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ছাত্রগণের সুবিধার্থ তিনি কয়েকখানি দুরূহ পাঠ্য পুস্তকের সারার্থ-পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনীর প্রদত্ত স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দেব মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্রের আবরণ উন্মোচিত করিলেন এবং উক্ত ছাত্র সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্ মহাশয় শিমলা জেলার পার্ব্বত্য লোকের নিত্য-ব্যবহার্য্য তামাক খাইবার একটি সরঞ্জাম প্রদর্শন করিলেন। হুকা ও কলিকা ব্যবহার না করিয়া কিরূপে এই যন্ত্রদ্বারা তাহারা কৃত্রিম ও অভিনব উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিয়া তামাক খাইয়া থাকে, তিনি একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হেম বাবুকে এই যন্ত্র প্রদর্শন জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, পূর্ব্বে ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এম বি মহাশয়ের এক প্রবন্ধে এই পরিষদে, কৃত্রিম উপায়ে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের লোকেরা যে ভাবে অগ্নি উৎপাদন করে, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, হেমবাবুর বর্ণিত শিমলা পাহাড়ে মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তামাক খাইবার প্রথার বিষয় পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই।

৬। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক, মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত নূতন নিয়ম গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। তিনি এই নিয়মের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করিয়া দিলে পর নিয়মটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল,—

"বঙ্গভাষায় অনুরাগী, মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।"

৭। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ, বঙ্গের বাহিরে ও বিদেশের পণ্ডিত-সমাজের আলোচনার সৌকর্য্যার্থে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যেক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত ইংরাজি সার মর্ম্ম পত্রিকার সহিত (সংপ্রতি ২৫০খানি পত্রিকার) প্রকাশ করা সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এক মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ

করিলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রথা প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তিনিই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করেন। কি জন্য এই মন্তব্য গ্রহণ আবশ্যক, তাহা তিনি সম্যক্ বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ ও সভাপতি মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উক্ত মন্তব্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলে পর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এই কার্য্য অনুমোদিত হইল।

তৎপরে মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধগান ও দোঁহা আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, এইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা আমাদের সাহিত্যের অনেক লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মৌলবী সাহেবের নিকট আমরা এ বিষয়ে অনেক আশা করি। সহজিয়া ধর্ম্ম হইতে যে সকল সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার গুহ্য অর্থ ও ভাষার দিক্ দিয়া অন্য অর্থ আছে। অনেক স্থলে শব্দের গুহ্য অর্থ করিতে গিয়া ভাষার অর্থ হয় নাই। এই সকল বিষয়ের যত আলোচনা হইবে, ততই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকের অনেক অর্থ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"র আলোচনা শুনিলাম। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ গ্রন্থের যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, শহীদুল্লাহ সাহেব তাহার ভুল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই পাঠে ভুল নির্ণয় করিতে হইলে অন্ত একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করা আবশ্যক। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহার একটা ব্যাখ্যা আছে। তাহার আলোচনা না করিয়া এবং বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভিতরের ধর্ম্ম কি, তাহা না বুঝিয়া পাঠের ভুল ধরিতে যাওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমাদের মনে হয়, তাঁহার আলোচনার দুইটি জায়গা ছাড়া অন্ত কোনটিই বিচারসহ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার দুই চারিটি কথার আলোচনা এখানে করিব। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত এবং তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে, পুথির যে পাঠ ছাপা হইয়াছে, সেই পাঠেরই বেশ সুসঙ্গত অর্থ হয়। তাহার স্থলে অন্তবিধ আনুমানিক পাঠ পরিকল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহা সঙ্গতও নহে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, বিশেষতঃ

প্রাচীন পুথি অবলম্বন করিয়া—বিশেষ শক্ত কাজ। সম্পাদক মহাশয় যে সকল অর্থ পরিশ্রম সহকারে করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক যেরূপ পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অর্থ করিয়াছেন, তাহা চিন্তার বিষয়। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনকালে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন এবং অনেক আলোচনা এই বিষয়ে হইত। এখন পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর দেখিতেছি যে, গ্রন্থে বহু আলোচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই। একখানি মাত্র পুথি দেখিয়া এই বই সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাঠবিকৃতি আছে কি না, নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। ৩০ বৎসরের উর্দ্ধ কাল প্রাচীন পুথি ঘাঁটিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর পুথির পাঠ ভিন্ন ভিন্ন নকলনবীশের হাতে পড়িয়া পাঠান্তরিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের শব্দ ও অর্থ একত্র আলোচনা হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু ও শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু, এই দুই জন বিশেষজ্ঞ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে মত দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, মৌলবী সাহেব, অমূল্য বাবু ও বসন্ত বাবু, এই কয়জন মাত্র বৌদ্ধগান সম্বন্ধে একত্রে বিশেষরূপ আলোচনা করিলে বঙ্গভাষার অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। তখন এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ শব্দ ও তাহাদের অর্থ অনেক পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত "চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল না। আগামী মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করা হইবে।

৯। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন,—(ক) রায় অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, (খ) খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, (গ) ভূতনাথ মিত্র, (ঘ) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (ঙ) হরিচরণ মিত্র, (চ) যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, (ছ) জগদীশ্বর সিংহ এবং (জ) ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় অভিলাষ বাবু একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী asst. com. of Excise ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী কেহ এই পদ পায় নাই। তিনি Excise manual লিখিয়া গিয়াছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একজন সাহিত্যিক ছিলেন; সাহিত্য-সংবাদ ও অন্যান্য কাগজে তিনি নিয়মিত লিখিতেন। কালনা শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয় সম্বন্ধে শাখা-পরিষৎ যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা সভাপতি মহাশয় পাঠ করিলেন। উপেন্দ্রবাবুর কবিত্ব-প্রতিভা, সঙ্গীতপটুতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সুরসিকতা সম্বন্ধে উক্ত বিবরণে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কালাপাহাড়, লক্ষ্মীবৌমা, কমলা, রাজা শত্রুজিৎ সিংহ, দুই ভ্রাতা, পাঁচফুল, সমাজচিত্র প্রভৃতি বহু পুস্তক অনেকেরই পরিচিত। তৎপরে স্থির হইল যে,

এই সকল মৃত সদস্যগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র পাঠান হউক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

উপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের নাম

উপহারদাতা—Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(১) Triennial Report on the Administration of the Registration Department in Bengal for the three years, ending 1919, (২) Annual Returns of the Lunatic Asylums in Bengal with brief notes for the year 1919. (৩) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1919, The Secy. Museum of Fine Arts—(৪) Museum of Fine Arts Bulletin, vol. XVIII, No. 106, April, 1920, Director, Geological Survey of India—(৫) Records of the Geological Survey of India, Vol. LI, Part I, 1920. (৬) Memoirs, Geological Survey of India, Vol XLVII, Part I, Superintendent, Govt. Printing, India—(৭) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 5. Archaeology and Vaishnava Tradition, The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(৮) Towers of South-western Colorado, (৯) Two New East African Primates. (১০) New species of piper from Panama, (১১) Observations of the total Solar Eclipse of May 29, 1919. (১২) The Brightness of the Sky. (১৩) Variation in Solar Radiation and the Weather. (১৪) A Method of Reaching Extreme Altitudes. (১৫) Cambrian Geology and Paleontology—IV. (No. 5, Middle Cambrian Algae), শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য—(১৬) To the East of Samatata, Registrar, University of Oregon—(১৭) Bulletin. Catalog and Announcements. 1817—18., Cambridge University Press—(১৮) A Manual of Bengali Language by J. D. Anderson. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—(১৯) Hathigumpha Inscription and Ketu of Kalinga. (২০) Two Eternal Cities in the

Province of Behar and Orissa. (১১) Statue of Chastana, Surveyor General, India (২১) General Report of the Survey of India during 1918—19., Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle, Poona—(২৩) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, Poona, 1919., শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, হাপরা—(২৪) On the vestiges of Tiger-worship in the District of Mymensing in Eastern Bengal, (২৫) On Ancient Uriya ceremony for Rain-compelling, (২৬) On The three Folk-songs from the District of Pabna in Eastern Bengal, (২৭) On some curious Cults of Southern and Western Bengal, (২৮) Notes on Some Omens of Aborigines of Chota Nagpur and Santalia, (২৯) The Mango tree in the Marriage Ritual of the Aborigines of Chota Nagpur and Santalia, (৩০) Muhammad Folk-tale of the Hero and the Deity type. শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর—(৩১) Some Common Food Stuffs. (৩২) The Science Association and its Founder.

উপহারদাতা—কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত), উপহৃত পুস্তক—(১) হরিলীলা (বোপদেবকৃত সংস্কৃত,) শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন,—(২) কনকচাঁপা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু—(৩) বাদশা পীর, (৪) বৈষ্ণবী, (৫) প্রজাপতি, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দে—(৬) বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—(৭) ফস্ত, (৮) পাঁচফুল, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র—(৯) অবসরতোষিণী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১০) প্রবন্ধমালা, (১১) কাব্যমালা, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—(১২) ভ্রান্তিবিজয় (ব্রাহ্মণ কাণ্ড), শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ-গুপ্ত মহলানবীশ—(১৩) পূজা, (১৪) টীয়ানাকী, (১৫) বিজন-বিজয়া, (১৬) পতিপ্রাণা, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(১৭) সটীক মুক্তাফলম্ (সংস্কৃত) বোপদেবকৃত। শ্রীযুক্তরায় চুনীলাল বসু বাহাদুর—(১৮) পল্লীস্বাস্থ্য।

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম

[illegible]—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—[illegible]কুমুদশঙ্কর রায় এম্ এ, বি এস সি, ৪৪ ইউরোপীয়ান এশাইলাম লেন। শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবীশ এম্ এ, বি এস সি, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, এফ সি এস্, প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বল এম্ এস সি, ৯২ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীজগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীপ্রফুল্ল[illegible] রায়। শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায় বি এ (অক্সন্), সেন্সাস কমিশনার, বরোদা। প্রস্তাবক— শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ, সদস্য—মৌলবী [illegible]

হোসেন বি এল্, ৬।১ কলেজ স্কোয়ার। মৌলবী আশরফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বি এ, কুমিল্লা। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, ৮, নবকুমার রাহা লেন। প্রঃ—শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, সমঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পুততুণ্ড, ৩৭, হ্যারিসন রোড। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, ১৮, গোয়ালটুলি রোড, ভবানীপুর। শ্রীবসন্তকুমার রায়, ৩, মনোমোহন বসু লেন। প্রঃ—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দত্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, ধুবড়ী, আসাম। শ্রীআদিত্যচন্দ্র দত্ত, এম এ, বি এল্, মুন্সেফ, চট্টগ্রাম। শ্রীতুলসীদাস মজুমদার এম এ, বি এল্, উকীল, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ, ১৬ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ঠাকুরবাটী," হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, শিবপুর, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া ডি লিট, এম্ এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ৩৮, কাঁকালিয়া রোড, বালীগঞ্জ। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দাস বি এ, ১৬, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, ৬৯।১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীজ্যোতির্ভূষণ সেন বি এ, ৬২, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীহরিপদ গুপ্ত কবিচন্দ্র, ৩৪।১ গুলু ওস্তাগর লেন। প্রঃ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সমঃ—ঐ, সদঃ—রেভারেণ্ড মুকুন্দকিশোর চক্রবর্ত্তী, তমলুক। শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক, বোলপুর, বীরভূম। প্রঃ—শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী, ৫৫, জয় মিত্রের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীমন্মথনাথ পাল বি এল্, ২০ বি রামমোহন সাহার লেন। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৭৪, গ্রে ষ্ট্রীট। প্রঃ—সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল, সমঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী মহম্মদ জাহাঙ্গীর খান চৌধুরী, ২৯, গোলাম শোভান লেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহূত

৩রা আশ্বিন ১৩২৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আজ বিশেষ অনিবার্য্য কারণে আমাদের সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আজ আমরা সকলে এ স্থানে কি জন্য সমবেত হইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। স্বর্গীয় দেশপূজ্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিষৎ যথাসাধ্য অনেকানেক সাহিত্যরথীর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সুখের বিষয়, আজ বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের শিরোভূষণ, দেশের অন্যতম নেতা, ভক্তিভাজন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। আজ তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবে। এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমরা একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত মহাত্মার ঋণ পরিশোধ করিতেছি; দেশবাসী তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের যে আন্দোলন, যে চেষ্টা, যে আয়োজন হইতেছে, তাহার প্রবর্ত্তক তিনি। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে তিনি তাঁহার কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিবে, যে দিন কেবল মাতৃভাষার সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল রকম উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইবে। তিনি যে ভবিষ্যৎ আশার সূচনা করিয়াছিলেন, মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহা বহুল পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুই মহাত্মার নিকট বঙ্গবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সেই মহনীয়কীর্ত্তি, দেশনায়ক স্যর গুরুদাসের চিত্র এই বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমি আশা করি যে, তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও মহৎ দৃষ্টান্ত হৃদয়ে সদাসর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়া দেশবাসী নিজ নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার সহিত আমার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। তাঁহার চরণতলে থাকিয়া কত শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, চিরদিন তাঁহার গুণগরিমার কথা মনে রাখিব। আজ এই সভার সভাপতিরূপে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি ধন্য ও গৌরবান্বিত হইব।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পাঠ করিলেন।

অতঃপর কর্ণেল শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—"আমি শ্রোতারূপে এই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয়ের আদেশ, দু'চার কথা বলিতেই হইবে। স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের কথা মনে হইলে আনন্দে বক্ষ স্ফীত হয় ও ক্ষীণ দেহে বলবৃদ্ধি হয়। পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে অনেকেই আসেন নাই দেখিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন; আমার মত শত শত ছাত্র তাঁহার হাতে সনন্দ পাইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই আজ অনুপস্থিত। তাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মার কোন স্মৃতি-রক্ষা করিতেছেন বা কি করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। তাঁহার স্মৃতিসভার জন্য এত লোক সমাবেশের কেন এত চেষ্টা, তাহা আমি বুঝিতেছি না। যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সম্মান আমরা কি করিতে পারি?

চিত্র আঁকিয়া, গুণগান করিয়া কি সম্মান দেখান হয়? তাঁহার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের ও সভার কার্য্য পরিচালন করিলে কতক পরিমাণে সভার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাঁহার জীবনের সমালোচনা করিতে হইলে যুগপৎ অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। তাঁহার কোন কাজেরই সমালোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। সভাপতি মহাশয় তাঁহার যে সকল কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আমি মাত্র দু'চার কথা বলিব। শেষ ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করে, সেই শেষ কয় সপ্তাহ তাঁহার চিকিৎসার ভার আমার উপর পড়ে। তিনি দিন দিন রোগে ম্লান ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। আমি সেই সময় দেখিয়াছি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, তাঁহার শরীর অপেক্ষা মন কত বড় ছিল। তাঁহার তৎকালীন ক্লেশ ও যাতনা বর্ণনাতীত; কিন্তু তিনি সে সকল দিন দিন কিরূপে দমন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তারও অতীত। এত ক্লেশ ও যাতনা সত্ত্বেও তিনি সব সময়ে স্মিতমুখে বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেন। আমি বারংবার অনুরোধ ও চিকিৎসকোচিত আজ্ঞা করিয়াও তাঁহাকে সকলের সহিত আলাপে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই। তিনি বলিতেন, প্রাণ খুলিয়া আজ যদি কথা না কহিলাম, তবে কবে কহিব?' তাঁহার মুখে মৃত্যুর ছায়া, অথচ ভয়ের চিহ্ন এক মুহূর্ত্তও দেখি নাই। সর্ব্বদা নানা কথা, তত্ত্বকথা, ধর্ম্মকথা, পরলোকের কথা, সাংসারিক কথা, ঘরে বাহিরে কি বন্দোবস্ত হইবে, এই সকল উপদেশ সন্তানগণকে দিতেন। ছোট বড় সকল বিষয়েই তিনি মনোযোগী ছিলেন—এমন কি, কোন্ বিল্ববৃক্ষ হইতে তাঁহার নিজের যূপকাষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে, তাহারও উপদেশ তিনি দিয়া গিয়াছেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভাব। এই সকল দেখিয়া কি তাঁহার শেষ মহাযাত্রার সূচনা করিতে পারি? নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বলিতেন, 'প্রতিবন্ধক কেন করিবেন।' ইহা সাধারণ ঘটনা নয়। যত ক্লেশ অধিক হইতে লাগিল, মানসিক বল ততই বেশী হইতে লাগিল। প্রতি দিন গীতাপাঠ ও শ্রবণ, নিত্যক্রিয়া যেমন পূর্ব্বে হইয়া আসিতেছিল, এখনও তাহাই চলিতে লাগিল। মৃত্যুর দিন সিনেট ও সিণ্ডিকেটের পত্রবাহক হইয়া গেলাম ও তাঁহাদের পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। সিনেট ও সিণ্ডিকেট লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার পীড়ার জন্য দুঃখিত এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি নিরাময় হইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা ও পরামর্শ দিতে পারেন। পত্র শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'উত্তর লিখিয়া নাও।' মৃত্যুর ৮।১০ ঘণ্টা পূর্ব্বে যিনি এইরূপ পত্র লিখাইতে পারেন, তিনি অলৌকিক ব্যক্তি, বঙ্গের প্রতি গৃহে তাঁহার আদর্শ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উত্তর তিনি লিখাইলেন,—

I am very grateful to you for your very kind message. The abundant sympathy of my fellow-men has so far helped to support me in my recent trials and tribulations. May the Grace of my maker help me to face what still remains to be gone through.

পত্র লেখা হইল। কোন রকমে স্বাক্ষর করিলেন। পত্র পড়িয়া সিনেটের সকলে নিস্তব্ধ হইলেন। তৎপরে তাঁহার পেন্সনের শেষ চেক উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি চেক সহি করিতে আমি উপযুক্ত?' বহু কষ্টে চেক স্বাক্ষর করিলেন। সেই

চিরাভ্যস্ত লেখায় স্বাক্ষর করিলেন। তারপর বলিলেন,—'ব্যাঙ্ক কি চেক গ্রহণ করিবে?
এইবার আমার শেষ পেন্সন্ হইয়া গেল।' তার পর হইতে সাংসারিক কাজ, কি কথা আর
তিনি কহেন নাই। বলিলেন,—'গঙ্গার দিকে বাতায়ন খুলিয়া দাও।' গঙ্গার স্রোত
নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মুখচ্ছবি কি স্বর্গীয় শ্রীধারা স্বর্গীয় ভাবে উদ্ভাসিত হইল,
তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা এক মুহূর্ত্তও দেখি
নাই। শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সজ্ঞান ছিলেন - মনে মনে ইষ্ট-নাম জপে সদাই নিরত।
যে মৃত্যু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত, সেই মৃত্যুকে কিরূপে বন্ধুভাবে
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার ও শুনিবার বিষয়। আশা করি, এই পবিত্র
চিত্র কোন সাহিত্য-শিল্পী ভালরূপ ফলাইতে পারিবেন। আমরা স্বার্থপর—নিজ নিজ
স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সদাই প্রস্তুত। এই মহান্ চিত্র সম্মুখে রাখিলে আমাদের বিশেষ
উপকার হইবে। আমাদের আত্মা এই দেহরূপ পান্থনিবাসে ক্ষণেকের তরে—তাঁহার নিজ
গৃহ স্বর্গে—এই ভাব মধুরতর ও পরিস্ফুট হইবে। আমার এই আকাঙ্ক্ষা কোন সাহিত্যিক
পূরণ করিবেন, প্রার্থনা করি।"

সভাপতি মহাশয় কর্ণেল সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন
যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমরা স্বর্গীয় মহাত্মার শেষ মুহূর্ত্তের অনেক সংবাদ পাইলাম।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"আমি মনে
করি নাই যে, আমি বক্তৃতা করিব। আজকার সভায় জনতা নাই দেখিয়া আমার মনে
হইয়াছিল, আজ বোধ হয়, সভার অধিবেশনের দিন নয়, ভুল করিয়া আসিয়াছি। বড় বড়
বক্তাদের অনেকেই আজ সভায় উপস্থিত হন নাই। তার ফলে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে
বক্তৃতা করিতে হইতেছে। আমি একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিব। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি
ও আমার একজন ডাক্তার বন্ধু, স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়া উঠি।
বেলা ৩।৪টা। দেখিলাম, তিনি একটি ছেলেকে অঙ্কশাস্ত্র পড়াইতেছেন। ছেলেটি নারিকেল-
ডাঙ্গা স্কুলের ছেলে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবে। উক্ত স্কুলের একটি করিয়া ছাত্রকে নিজে
পড়াইবার ভার তিনি লইয়াছিলেন। নিজ পল্লীর স্কুলের উন্নতির জন্য যিনি এই বহুমূল্য
সময় উৎসর্গ করিয়া ছেলে পড়াইবার ভার লইতে পারেন, তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয়
ব্যক্তি। নারিকেলডাঙ্গার প্রতি ও তদঞ্চলের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উপর তাঁহার প্রীতি
অসাধারণ। স্থানটি মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। অনেকে অবস্থা ভাল হইলে অন্যত্র চলিয়া
যান। তিনি নারিকেলডাঙ্গাতেই উত্তম বাসোপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় চিরদিন
বাস করিয়া গিয়াছেন ও ছেলেদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার যতখানি
দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই আমার ধারণা।"

তৎপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, "যে মহাত্মার পূজা করিতে,
যাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতে আমরা আজ সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও গুণের
বিষয় আমরা ধারণাই করিতে পারি না। তাঁহার গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতে যাওয়া আমার
পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। স্বর্গীয় পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত লোক ভারতে—

ভারতে কেন—পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়া থাকেন। তিনি দেখিতে খর্ব্ব ও ক্ষীণকায় পুরুষ ছিলেন—কিন্তু সেই ক্ষীণ দেহ আশ্রয় করিয়া যে শক্তি ও মনুষ্যত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল, তাহাতে তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই মনে হয়। আমি তাঁহার তেজস্বিতার ও মনুষ্যত্বের একটি মাত্র উদাহরণ দিব। কিছু দিন পূর্ব্বে, আপনাদের বোধ হয়, অনেকেরই স্মরণ আছে যে, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পুত্রকে লইয়া সিনেট হাউসে একটি গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কিছু দিন পরে Faculty of Arts হইতে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য উক্ত Facultyর যে সভা আহুত হয়, তাহাতে বেশ একটুকু চঞ্চলতা দেখা গিয়াছিল। তখন স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় উক্ত Facultyর স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে উক্ত Facultyর নির্ব্বাচনে ইংরাজের সংখ্যা বেশী আসে। প্রোক্ত দিবসে শিক্ষাবিভাগের ইংরাজ কর্ম্মচারী যাঁহারা Faculty of Artsএর সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বহুসংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এমন কি, মনে হয়, তৎপূর্ব্বে Facultyর কোন সভায় যাঁহাদিগকে কখনও উপস্থিত হইতে দেখি নাই, তাঁহারাও সেই দিন দলে দলে—কি জানি কি কারণে এবং কাহার প্ররোচনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য বহু লোকের নাম প্রস্তাবিত হইলে, স্থির হইল, ব্যালট দ্বারা ভোট গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, ব্যালট্‌পেপার গণনা হইবার পূর্ব্বে উপস্থিত সভ্যসংখ্যা গণনা করা হউক। কারণ, কি জানি, ব্যালট্ পেপারের সংখ্যা উপস্থিত সদস্য-সংখ্যার অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়ে। উহার জন্য একটু বাঁধাবাঁধি ভাব না হইলে বিশুদ্ধভাবে ভোট গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কম। এই কথার ভিতর যে ফেলোদের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব লুক্কায়িত ছিল, প্রথমে অনেকেই তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট ঐ কথাগুলি শুনিবামাত্র স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিংহগর্জ্জনের সহিত তারস্বরে বলিলেন যে, সভ্যসংখ্যা হইতে যে ব্যালট্ পেপারের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না; ইহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে বেশী কিছুর দরকার নাই। আমরা সকলে Faculty of Artsএর সভ্য, আমাদের দ্বারা ঐ প্রকার ঘৃণিত কার্য্য হইতে পারে না। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড সন্দেহের কোন কথা উত্থাপন না করিলে—তাঁহার পক্ষে ভদ্ররীতির উপযুক্ত হইত। ইহার উত্তর দিতে যখন মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড উঠেন, আমার বেশ মনে পড়ে যে, তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পমান হইতেছিল। তিনি নানা বাগ্‌জালে, কোন অবিশ্বাসের কথা বলেন নাই, ইত্যাদি বুঝাইয়া প্রকারান্তরে তাঁহার সন্দেহ-জনিত অবিশ্বাসের কথা প্রত্যাহার করেন। সেই সময়ে গুরুদাস বাবুর তেজ দেখিয়াছি। মানুষের পক্ষে বিনয়, তেজ ও ক্ষমা যেমন দরকার, তাহার সমস্তই তাঁহাতে ছিল। তেমন ব্রাহ্মণ, তেমন ঋষিতুল্য ব্যক্তি আর কোথায় পাইব। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহার প্রগাঢ় ভাবেই ছিল। স্বধর্ম্ম পালনে তিনি কখনই বিচলিত হন নাই। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুসমাজে আমাদের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি গিয়াছেন, তাঁহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ জ্যোতিঃহীন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ কোথায়, তেজ কোথায়, বিনয় কোথায়? ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার তিনি

করিয়া গিয়াছেন। আর একটি ঘটনায় তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার উদাহরণ সম্বন্ধে বলি। তাঁহার এক পুত্র আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, মনে হইতেছে, সুবর্ণপদক প্রাপ্তির উপযোগী নম্বর পান নাই। এই অবস্থায় সেই বৎসর স্বর্ণপদক কাহাকেও দেওয়া হইবে কি না, ইহার জন্য এক বিচার-সভা হয়। মিঃ টনি সাহেব তখন রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্র স্বর্ণপদক পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হইলেও, তিনি তাঁহার পুত্রকে মেডেল দেওয়া ঠিক নিয়মানুযায়ী হইবে না বলিয়া প্রতিবাদ করেন।

এই দেশের সকল প্রকার শিক্ষা,—কি উচ্চ, কি নিম্ন—মাতৃভাষার সাহায্যে প্রদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য পরিষৎ হইতে একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় এ দেশের যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করা হউক এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবে, তাহাতে এমত ঘোষণা প্রচার করা হউক যে, নির্দ্দিষ্ট একটি কালমধ্যে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা এ দেশে প্রচলিত হইবে, ইত্যাদি নানাবিধ সুচিন্তিত মন্তব্য উক্ত শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমুদয় কার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি প্রোক্ত মন্তব্যের লেখক, এ কথা অনেকে জানেন না বলিয়া অদ্য প্রকাশ করিলাম। দেশের এই চঞ্চলতার সময়ে তাঁহার ন্যায় কর্ণধারকে হারাইয়া আমরা প্রকৃতই কাঙ্গাল হইয়াছি। দেশের সর্ব্বপ্রকার গুরুতর বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, তাঁহার সহিত আলোচনা ব্যতীত কখনও হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেন। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত না হইলেও বোধ হয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু অস্বীকার করিবেন না।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "চিত্রের আবরণ উন্মোচনের পূর্ব্বে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি ইউনিভার্সিটিতে বলিতেন যে, কেবল Art Sectionএ শিক্ষা দিলে চলিবে না ও কাজ হইবে না। যাহাতে ছেলেরা হাতে কলমে শিক্ষা পায় ও কৃষিতত্ত্ব, Ethnology, Industry শিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ জন্য একটি কমিশন বসে। তিনি তখন পীড়িত, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত এই কমিশনে কাজ করেন। সুখের বিষয়, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট উক্ত কমিশনের রিপোর্ট পাশ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে আজ Agriculture, Technology, Industry প্রভৃতি বিষয় বি এস্ সি ও এম্ এস্ সি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার বিষয়ে অন্যান্য অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন—তাঁহার সততা, সৌজন্য, দান, তেজ প্রভৃতির বিষয়ে পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। এই সমস্ত বিষয় ব্যতীত তিনি নিজ গৃহকার্য্যে—বিষয়-কার্য্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। আমি একবার তাঁহার দর্শন লাভের জন্য তাঁহার বাড়ী যাই। তিনি তাঁহার বাড়ীগুলি সব আমায় দেখাইলেন, ছেলেদের বাড়ীগুলিও দেখাইলেন। প্রত্যেক বাড়ী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। খুঁটি-নাটি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বাড়ীগুলির ড্রেণ লইয়া পাছে ছেলেদের

মধ্যে মনোমালিন্য হয়, এই জন্য তিনি তাহাও এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। অবশ্য আমাদের সে আশঙ্কা মোটেই নাই। তাঁহার ছেলেরা সব রত্নবিশেষ।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। সমবেত দর্শকমণ্ডলী স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি, চিত্রকর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি রায়কে ধন্যবাদ দানের পর আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির আহ্বানকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়, সভাপতি মহাশয় ও বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে, এই স্মৃতি-ভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত ২৩২৲ স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চিত্র প্রস্তুত ও তাহা বাঁধাইতে ১২৩৷৹ ব্যয় হইয়াছে। উদ্বৃত্ত টাকা তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্যের জন্য যাহাতে ব্যয়িত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। তৎপরে তিনি নিম্নোক্ত চাঁদা স্বাক্ষরকারিগণের নাম ও চাঁদার পরিমাণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—	২৫৲	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—	১০৲
মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—	২৫৲	,, রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী—	৫৲
কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ—	২৫৲	,, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—	৫৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী —	২০৲	,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—	৫৲
স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু—	১৬৲	,, সচ্চিদানন্দ দত্ত—	৫৲
কর্ণেল শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—	১৫৲	,, ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী—	৫৲
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—	১০৲	,, বিনয়কুমার সেন—	৫৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর—	১০৲	,, হিরণকুমার রায় চৌধুরী—	৫৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত—	১০৲	,, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—	৫৲
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র—	১০৲	,, বোধিসত্ত্ব সেন—	৫৲
		,, রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর—	২৲
		,, নরেশচন্দ্র মিত্র—	২৲
		,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—	২৲
			২২৭৲

তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

৯ই আশ্বিন ১৩২৭, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥ টা

আলোচ্য বিষয়—"গান্ধারের ভাস্কর্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোকচিত্র সহযোগে বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা। বক্তা—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় "গান্ধারের ভাস্কর্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তব্য বিষয় আলোকচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
২৬।১২।২০।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১০ই আশ্বিন ১৩২৭, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত "চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) হরিদেব শাস্ত্রী, (খ) বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্, (গ) কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী, (ঘ) শশিভূষণ সিংহ ও (ঙ) বিপিনবিহারী চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-সভার কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক-তালিকা (ক) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৩। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর (খ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার "চাঁদ সদাগর ও রাজা গোপীচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, চাঁদের নিবাস অযোধ্যা। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বংশী দাস প্রভৃতির মতে চাঁদের নাম চন্দ্রধর, তিনি জাতিতে বেণে।

হরিচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রধর তাঁহার অপর দুই নাম। তিনি চন্দ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিপ্রদাস পিপলাইকৃত মনসামঙ্গলে চাঁদকে রাজা, মহারাজা ও নৃপতি বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে রাজবংশী বলিয়াছেন। এই রাজবংশী—পূর্ব্ববঙ্গে যে রাজবংশী জাতি আছে, তাহা নহে। তাঁহার রাজবংশে জন্ম বলিয়া তিনি রাজবংশী। চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা বা বিপুলা। চাঁদের স্ত্রী সনকা, সোনকা বা সোনাই বা শুনাই। সনকা বেহার দেশের এক রাজার কন্যা। চাঁদের বেহাই মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী গোপীচাঁদকে ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। চাঁদ ক্ষেত্রিকুলের বাণিয়া—সোনার বাণিয়া ছিলেন। চাঁদ শিবমার্গী হিন্দু ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের সামন্ত-রাজা হইলেও শ্রীচন্দ্রের মত বোধমার্গী হিন্দু হয়েন নাই। তিনি শিবকে মানিতেন, চণ্ডীকে মানিতেন, আর আর দেবতাকে মানিতেন, কিন্তু মনসাকে মানিতেন না। কিন্তু শেষে মনসাকে পূজা করায়, বাঙ্গালায় মনসার পূজার প্রচলন হয়। গোপীচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিশ্চন্দ্র ও চাঁদ সদাগর অভিন্ন ব্যক্তি। চাঁদের চৌদ্দখানা জাহাজ ছিল, প্রধান জাহাজের নাম ছিল মধুকর, তিনি তাহাতেই চড়িতেন। চাঁদ অঙ্গে বঙ্গে রাঢ়ে সর্ব্বত্র চাঁদ সদাগর নামে খ্যাত ছিলেন। সদাগর বা সওদাগর শব্দ ফারসি। চাঁদের সময়ে বঙ্গে ও বিহারে মুসলমানদের আগমন হয় নাই। খৃঃ নবম শতকে আরবীয়গণ যবদ্বীপের বৌদ্ধ রাজাকে পরাজিত করিয়া চাটিগাঁয়ে আসেন। চাটিগাঁয়ের আরবীয়গণ চাঁদের বিস্তৃত বাণিজ্য দেখিয়া চাঁদ সদাগর বলিতেন। বাণিজ্যসূত্রে চাঁদ সদাগরের চৌদ্দটি স্থানের সহিত সম্পর্ক ছিল। এই সকল স্থানে তৎসম্বন্ধীয় নানারূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে;—সেই সেই স্থানের লোকে মনে করিত, চাঁদ তাঁহাদেরই অঞ্চলের লোক ছিলেন। কবিদিগের কাব্যে ও জনবাদে নিম্নলিখিত চৌদ্দটি স্থানে তাঁহার লীলার উল্লেখ আছে,—অযোধ্যা (বীরভূম), গৌড় নগর বা কাঞ্চন নগর (গৌড়ের নিকটস্থ), সাভার (ঢাকা), চম্পা (ভাগলপুর), কর্ণসুবর্ণ বা কাণসোণা (মুরশিদাবাদ), সপ্তগ্রাম (হুগলী), চম্পাই (বর্দ্ধমান), চাঁদনিয়া (বগুড়া), সনকাগ্রাম (দিনাজপুর), ধুবড়ী, রঞ্জিৎ নদীর তীর (দার্জ্জিলিংএর নিকট), হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট (রঙ্গপুর), চম্পক নগর (ত্রিপুরা) ও চাটিগাঁ। লোহার বাসরঘরের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার লোহার কোষঘর বা কোষাগার ছিল। তিনি বার ভূঞার এক ভূঞা ছিলেন। তিনি সদাগরি ব্যতীত রাজকার্য্যও করিতেন। তিনি পঞ্চ বণিকদের মধ্যে কুলীন ছিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—"প্রবন্ধলেখক মহাশয় চাঁদ সদাগরের আদি নিবাস অযোধ্যা বলেন কেমন করিয়া, তাহা বুঝিলাম না। চাঁদ লঙ্কাবাসী রাক্ষসদের বলিতেছেন,—

অযোধ্যা আমার ঘর, সফরিয়া সদাগর,
সর্ব্বকাল শ্রীরামের দাস॥

বংশীদাস,—পৃঃ ৬৩২।

বিতীয়বশের প্রশ্নের উত্তরেও ঐ এক বোল,—

চন্দ্রবংশ বর্ণে মোর অযোধ্যা নিবাস।

সর্ব্বকাল হই আমি শ্রীরামের দাস ॥—ঐ, পৃঃ ৩৩৪।

কথাগুলি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নয় কি? আমাদের মনে হয় তাই। অতঃপর পুত্র লখীন্দর সহ চাঁদ পাত্রীর সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। অতিথিরূপে উজানীরাজ সাহের মণ্ডপে গিয়া উপস্থিত। সাহ বিনয় করিয়া বলিতেছেন, বেশভূষা মলিন এবং সঙ্গে লোকজন না থাকিলেও আপনাদিগকে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? উত্তর,—

চাঁদ বলে আমরা দুজন তীর্থবাসী।

গন্ধ বণিক্য হই দ্বারকাতে বসি ॥—বংশীদাস, পৃঃ ৪৬১।

তবে কি বলিতে হইবে, ইঁহাদের বাস দ্বারকাতে? পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও প্রকৃত নিবাস গোপন রাখিবার প্রযত্ন দেখা যাইতেছে। পরে যখন সাহ রাজা চাপিয়া ধরিলেন, তখন চাঁদের উক্তি এইরূপ,—

চাঁদ বলে জান আমি চম্পকের পতি।

তোমা সনে কুটুম্বিতা করিতে আরতি ॥—বংশীদাস, পৃঃ ৪৬৬।

আদিপ্রসঙ্গে,—

বৈসে চম্পক দেশে, গন্ধ বণিক্য বংশে,

ধনঞ্জয় সুত কোটীশ্বর।—ঐ, পৃঃ ১৬১।

পুত্র হৈল কোটীশ্বর হরষিত মনে।

নানাবিধ মহোৎসব করে দিনে দিনে ॥

পুত্র পাইয়া মহানন্দে কোটীশ্বর।

শিবের আজ্ঞায় নাম রাখে চন্দ্রধর ॥—ঐ, পৃঃ ১৬২।

অভিশাপ প্রকরণে,—

চম্পক নগর ঘর, বসে রাজা চন্দ্রধর,

নিত্য মোরে করে অপমান।—ঐ, পৃঃ ৩০৫।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অনেক পুরুষে রাজ্য চম্পক নগর।—পৃঃ ১৩০।

সুতরাং চাঁদের অযোধ্যা নিবাস নিতান্ত কাল্পনিক। অদ্যকার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বা গোপীচাঁদকে রাজবংশী বলিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক তাঁহাকে চন্দ্রবংশীয় প্রতিপন্ন করিতে চান। চাঁদ সদাগর চন্দ্রবংশীয় ছিলেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে।

পূর্ব্বে সপ্ত সখী নাম ছিল সর্ব্বগুণধাম

ধর্ম্মকাম রাজা চন্দ্রবংশে ॥—বংশীদাস, পৃঃ ১৬০

প্রবন্ধলেখকের মতে চাঁদ সোণার হাঁড়িয়া।

"দশায় ধরের পুত্র হয় সর্ব্বকাল।
বাণিয়া হয়ে নিবাস দেই তাহার বেণু পুরা॥
বোঝা বাপা তুমি হরি এই তব আশ।"

ইত্যাদি স্থলে চাঁদ সোণার বাণিয়া ছিলেন, এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় কি? বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে চাঁদ ও তাঁহার শ্বশুর শুভাপতি গন্ধবণিক বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে (পৃঃ ১৬৪)। চাঁদের নাম হরিশ্চন্দ্র এবং উপাধি ধর প্রবন্ধলেখক কোথায় পাইলেন? চন্দ্রধরের সাত পুত্র— শ্রীধর, শ্রীকর, গুণাকর, মধুকর, বংশীধর, হর্ষাধর ও লক্ষ্মীধর (বংশীদাস, ২৩৯ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, এই 'ধর' বা 'কর' নামের অংশ, উপাধি নহে। চাঁদের সাত পুত্র, আর হরিশ্চন্দ্রও সাত বেটার বাপ, কাজেই চাঁদ ও হরিশ্চন্দ্র অভিন্ন। যুক্তিটা যেন একটু অদ্ভুত রকমের। চাঁদ ও ময়না উভয়ের হাতেই হেস্তালের লাঠি, সুতরাং চাঁদ ওরফে হরিশ্চন্দ্র ময়নামতীর বেহাই না হইয়া পারেন না। আবার পালি লংকিন্দ (সং লক্ষেন্দ্র) হইতে লখিন্দর শব্দ উৎপন্ন বলিলে চাঁদের ৭ম পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ধর হন না।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে সে সকল কথার অবতারণা করিতে সাহসী হইলাম না।"

তৎপরে প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বলিলেন যে, যদি অযোধ্যায় চাঁদের বাসস্থান না বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বেহারিয়া বলা যায় না।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশ করেন। তদ্দ্বারা বাঙ্গালাভাষার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার অদ্যকার প্রবন্ধ হইতে অনেক বিষয় জানা গেল। প্রবন্ধের সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে। আমিই তাহার মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী। ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের জাতিবিচার করিবার সময় আসিয়াছে। প্রবন্ধকার তেমন প্রমাণ দিয়া জাতি নির্ণয় করেন নাই। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে রাজবংশী বলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন তাহাতে সন্দেহ বোধ হইতেছে। আমার সংগৃহীত ময়নামতীর গান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইতেছে। তাহার ভূমিকায় এ কথার বিশেষভাবে উল্লেখ করিব।

৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করা হইল—(ক) বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, (খ) কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী, (গ) শশিভূষণ সিংহ, (ঘ) বিপিনবিহারী চন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। তিনি বহু পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
২৩।১২।২০ ।

পরিশিষ্ট—ক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—(১) ঘোটানা, (২) আলোক-লতা। শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৩) মন্দিলা, (৪) রাখীবন্ধন, (৫) রামানুজ, (৬) হুমুখো সাপ, (৭) আহুতি, (৮) শুভদৃষ্টি, (৯) উর্ব্বশী। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য—(১০) পুণ্যের আলো। ৺রামেন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে প্রাপ্ত—(১১) বিচিত্র-জগৎ (৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত), (১২) যজ্ঞকথা (ঐ)। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(১৩) প্রতিমা বিসর্জ্জন, (১৪) বঙ্গের সুখাবসান। শ্রীযুক্ত এ, লোহানী—(১৫) শপথ। শ্রীযুক্ত রামদাস গৌড়, "জ্ঞানমণ্ডল," কাশী,—(১৬) ইটলীকে বিধায়ক মহাত্মা (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দত্ত—(১৭) মিলন-মন্দির। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস—(১৮) শ্রীশ্রীনবদ্বীপদর্পণ (২য় খণ্ড)। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়—(১৯) মানব-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(২০) মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলকের তিরোভাব, (২১) রাজা সলোমনের রত্নাগার। The Secretary, Indian Association for the Cultivation of Science—(১) Proceedings of the Indian Association. Registrar, Calcutta University—(২) Calcutta University Calender for 1918-19, vol. I, Part II. (৩) Do. Do. vol. II, Part II, (৪) Do. Do. for 1919. Part III, Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৫) Resolution reviewing the Reports on the Working of the District Boards in Bengal during the year 1918-19 (Local Self Government), (৬) Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1919. শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—(৭) The Gupta Pillar at Bihar. (৮) Raja Indradyumna. (৯) A Note on an Inscribed Canon in the Patna Museum. (১০) Use of Charms in Ancient Indian Literatures. (১১) Notes on Economic History of Early India. Registrar, University of Washington, U.S.A.—(১২) Bulletin of the University of Washington (Entrance Information, April, 1920). Secretary, Museum of Fine Arts, Boston—(১৩) Museum of Fine Arts, Boston, Forty-fourth Annual Report during year 1919. Superintendent, Government Press, Madras—(১৪) South Indian Inscriptions, vol. III, Part III. শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দত্ত—(১৫) A Grammar of the Bengal Language By Nathanial Brassey Halhed (1778—দুষ্প্রাপ্য)।

পরিশিষ্ট—খ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪।২ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।	শ্রীযুক্ত নিমাইকিশোর গোস্বামী, খড়দহ।
"	"	" কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এস্‌সি (লণ্ডন), এ আর সি এস (লণ্ডন)। ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	" হিতেন্দ্রমোহন বসু, ৪৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	" মণীন্দ্রনাথ সাহা, ২৩, হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	" গোপেন্দ্রনাথ সরকার, লাইব্রেরীয়ান, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী। ৩৩৬, অপার চিৎপুর রোড।
" সতীশচন্দ্র মিত্র	"	" ক্ষেত্রনাথ মিত্র, সত্যনারায়ণ কুটীর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
" সত্যচরণ নন্দী	শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ	" পুলিনকৃষ্ণ মিত্র, ৭, রামরতন বসু লেন।
" রামকমল সিংহ	" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	" বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৩৮, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" বসন্তকুমার রায়	"	" কৃষ্ণধন বিশ্বাস, ৯২, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।
" মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	"	" কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র বৈদ্যশাস্ত্রী এম্ বি, ৬৪।২ বিডন ষ্ট্রীট।
" সুরেন্দ্রনাথ দে	"	" শ্রীনিবাস দাস, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির কলেক্টর অব ট্যাক্সেস্—৯, পাইকপাড়া রোড, কাশীপুর।
		জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, ৬ স্ক্যাকোরায় স্কোয়ার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, ১৩।১ ছিদাম মুদির লেন।
”	”	” রাধাকান্ত দত্ত বি এ, ১১, যদুনাথ মিত্রের লেন।
”	”	” হরিনারায়ণ দে, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ৫, রতনবাবুর রোড, কাশীপুর।
”	”	” প্রবোধচন্দ্র ভড়, ১৩, গোয়াবাগান লেন।
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	”	” শান্তিকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ১৬০, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
” সরোজকুমার চৌধুরী	”	” জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব বেদান্তরত্ন, ৭৭ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
” বসন্তরঞ্জন রায়	”	” হীরালাল ঘোষ, ১৬এ, হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, তালতলা।
”	”	” সুধীরকুমার দাস গুপ্ত বি এ, ১০, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট।
” হেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	” দেবেন্দ্রনাথ বসু, ১৮, গোপাল নিয়োগীর লেন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১১ই পৌষ ১৩২৭, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। অধ্যাপক সদস্য নির্ব্বাচন, ৫। কটকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের সাহায্য-ভাণ্ডারে ১২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দানের বিষয় বিজ্ঞাপন, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বিজ্ঞানের ভাষা" নামক প্রবন্ধ, ৮। শোক-প্রকাশ—(ক) অধ্যাপক অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্ এ, (খ) মুরলীমোহন গোস্বামী ও (গ) মাখনলাল মজুমদার মহাশয়গণের পরলোক-

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক গত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসিক ও চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত হইলে সেগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নোক্ত প্রাচীন পুঁথি এবং ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং ইহাদের উপহারদাতাগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা ক—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা খ—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। অধ্যাপক সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব এই অধিবেশনে স্থগিত রহিল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ প্রমুখ উদ্যোগী বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের উদ্যোগে কটকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই সংবাদে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের পরিবারের সাহায্যকল্পে পরিষদের হস্তে ১২০০৲ টাকার কোম্পানী কাগজ দান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ইতঃপূর্ব্বে এই ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য সাহিত্য-সম্মিলনে বহু বার চেষ্টা হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে কাজও হইয়াছে, কিন্তু এরূপভাবে দান কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শ্রীযুক্ত পুলিন বাবু পরিষদের, সাহিত্য-সম্মিলনের এবং বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তিনি আরও আশা করেন যে, তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্ত সত্বরই অনুসৃত হইবে এবং এই ভাণ্ডারে অচিরেই প্রচুর অর্থাগম হইবে। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত পুলিন বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত পুলিন বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত টাকার সুদ যাহা হইবে, তাহা পরিষদের বাল্য-জীবনে যিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন, সেই স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুঃস্থা কন্যাকে দেওয়া হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার "জিজ্ঞাসায় ভাষা" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটি ২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "এত দিন এইরূপ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় দেশের বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও বৈয়াকরণিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।" তৎপরে প্রবন্ধ আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"প্রবন্ধ-লেখক

বলিতে চাহেন যে, পৃথিবীতে অন্ততঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খণ্ডে যতগুলি ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে জিজ্ঞাসার কোন ভাষা নাই—কেবল জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসা-সূচক বাক্য (interrogative sentence) গঠিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অন্যান্য ভাষার বিষয় বলিতে পারি না, তবে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় কেবলমাত্র এই চিহ্ন দ্বারা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য গঠিত হয় না। ইংরাজিতে Has Ram gone? এই কথায় কর্ত্তার পূর্ব্বে ক্রিয়াপদের উল্লেখ থাকায় সকলেই বুঝিতে পারেন যে, ইহা জিজ্ঞাসাবাচক বাক্য। সংস্কৃত ভাষাতেও অপি, কিম্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগে জিজ্ঞাসাবাচক শব্দ গঠিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে অতি অল্প দিন হইল (?) এই চিহ্ন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বেদাদি গ্রন্থে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন নাই, বিভক্তির পরিবর্ত্তন ও অব্যয়ের যোগাযোগ দেখিয়া সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য স্থিরীকৃত হইত। বাঙ্গালা ভাষায় যখন এইরূপ চিহ্ন ব্যতীত জিজ্ঞাসাবাচক বাক্য গঠিত হইতে পারে না, তখন আমার প্রস্তাব এই যে, সংস্কৃত ভাষার অনুসরণ করিয়া বাক্যমধ্যে কি, কেন প্রভৃতি অব্যয়ের প্রচলন দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসাবাচক বাক্য গঠিত হউক।" তৎপরে তিনি এই দুইটি উদাহরণ দিলেন—"পৃথিবীটা কার বশ?" "পৃথিবী টাকার বশ।" "রামরাবণের যুদ্ধের কারণ জান কি?" "রামরাবণের যুদ্ধের কারণ জানকী।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—"বক্তৃতা করণে আমি অক্ষম। তথাপি সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়—তাই দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিব। আমি শ্রুতিধর নহি যে, এতাদৃশ সুদীর্ঘ সারগর্ভ প্রবন্ধ শ্রবণমাত্রেই ইহার সম্পূর্ণ তথ্য ধারণাপূর্ব্বক এতৎসম্বন্ধে মতামত দিতে পারিব। তবে অবান্তর ভাবের দু'চার কথা মাত্র বলিতে পারি। প্রবন্ধের প্রথমে যে পারসী বর্ণমালার কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা পারসী নয়, আরবী বর্ণমালা। মোসলমানগণ পারস্য জয়ের পর ইহা তথায় চালাইয়াছিলেন—ভারতবর্ষে আসিয়াও হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহার প্রচলন করিয়াছেন। তাই পারসীতে 'পে' 'গাফ' প্রভৃতি এবং উর্দ্দূতে 'টে' 'ডাল' প্রভৃতি নোক্তা মাত্রা ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ার করিয়া আরবী বর্ণমালার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীরা 'জের' 'জবর' 'তশদিদ্' 'ইজাফৎ' ইত্যাদির সাহায্যে পড়া অভ্যাস করে। পশ্চাৎ এ সকলের ব্যবহার আবশ্যক হয় না। এখনকার মৌলানাগণ নাকি 'বে' 'তে' 'ছে' ইত্যাদিতে নোক্তা ব্যবহার করেন না। সংস্কৃত প্রশ্নাদিবোধক স্বরের (বা সুরের) নাম 'কাকু'। স্বর শিক্ষা গুরুমুখেই হইত। ফলতঃ পূর্ব্বে লিখিয়া শিক্ষা কমই ছিল, লেখাতে সুতরাং প্রশ্নাদিবোধক চিহ্নাদি ছিল না—দরকারও হইত না। কেবল সংস্কৃতেই বা কেন—সমস্ত ভাষায়ই পাঠের প্রণালী শিক্ষকের কাছ হইতেই শিক্ষার বিষয়—কথা-বার্ত্তার রীতিও মুখে মুখে সম্যক্ শেখা হয়। পুস্তক দেখিয়া ভাষা অভ্যাস করিলে উচ্চারণগত দোষ থাকিয়া যাইবে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবু জানাইলেন যে, সম্প্রতি শ্রীহট্টনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ মহাশয় এই নবগঠিত শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রস্তুত না হইয়া এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। ইহা একটি দুরূহ ব্যাপার। রীতিমত আলোচনা না করিলে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র। প্রবন্ধলেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করিবেন জানাইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া সম্বন্ধে আমি সকলের সঙ্গে একমত। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধের জন্য লেখককে নানান্ ভাষার আলোচনা ও যথেষ্ট বিচার-শক্তির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যে সকল উদাহরণ তিনি দিয়াছেন, সেগুলিতে কোন দোষ আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না, তবে একবাক্যে আমরা স্বীকার করি যে, লেখক এই প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধানের চেষ্টা দেখাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষদের পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনা না করিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। অদ্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধলেখকের অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি পরে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। এই বলিয়া তিনি পুনরায় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন,—"জিজ্ঞাসার ভাষায় কোন বিশেষ শব্দ (যথা কিম্ প্রভৃতি) না থাকিলেও কেবল জিজ্ঞাসার ভঙ্গী দ্বারা জিজ্ঞাসাবাচক বাক্য গঠিত হইতে পারে। জিজ্ঞাসার ভঙ্গীই জিজ্ঞাসার প্রাণস্বরূপ। এই বিষয়ে সম্যক্ আলোচনার জন্য বিদেশীয় ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। 'তুমি যাবে না?'—এই কথায় কিম্ প্রভৃতি শব্দ নাই, কেবল জিজ্ঞাসার ভঙ্গীই আছে। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় যে দুইটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। শব্দবিন্যাসের পার্থক্য দ্বারা উহাদিগের অর্থবৈষম্য হইয়াছে, ইহাই কেবল বুঝা যায়; জিজ্ঞাসাবাচক ভঙ্গী বা ভাষার সহিত উহার বিশেষ সম্পর্ক নাই।

৮। সভাপতি মহাশয়, নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিলেন।

(১) অধ্যাপক অভয়কুমার মজুমদার এম্ এ—ইনি বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। (২) মনোমোহন গোস্বামী বি এ—ইনি পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন; ধর্ম্মবিপ্লব প্রভৃতি নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকাভিনয়েও তিনি দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (৩) মাখনলাল মজুমদার। ইনি জলপাইগুড়ি পাটগ্রামে নায়েবের কাজ করিতেন।

৯। বিবিধ—(ক) সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ৯০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত ২২এ ভাদ্র তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ অনুসারে পরিষদের দেনা মিটাইবার জন্য ডাকঘরে গচ্ছিত তহবিল হইতে ধার লওয়া হইয়াছে। নিয়মানুসারে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল মাত্র।

(খ) শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় জানাইলেন, আমাদের আজ একটি আনন্দের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। আজকার কার্য্য-তালিকায় এই বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় পরিষদের ক্রটি হইয়াছে মনে হইতেছে। যাহা হউক, সেই সংবাদটি এই,—আজ যিনি আমাদের সভাপতি—সেই রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সম্প্রতি কলিকাতার শেরীফ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সংবাদে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এই আনন্দ-প্রকাশে যোগদান করিবেন। বহু দিন পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের পর সরকার বাহাদুর যে শ্রীযুক্ত চুণী বাবুকে শেরীফ নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে দেশবাসী সকলেই আনন্দিত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের এই আনন্দ-প্রকাশের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু পরিষদের ক্রটির যে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকালে বলিলেন যে, পরিষদের ক্রটি হউক বা না হউক, আমরা সকলেই এই সংবাদে আনন্দিত। সরকার বাহাদুর যে শিক্ষিত-সমাজকে এই ভাবে সম্মানিত করিলেন, ইহাতে সকলেই সুখী।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আমার এই সম্মানপ্রাপ্তিতে আপনারা যে পরিষদের তরফ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি পরিষদের নিকট ও আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই আনন্দ প্রকাশের ব্যবস্থা না করায় পরিষদের কোনই ক্রটি হয় নাই। কোন ব্যক্তি academic distinction পাইলে পরিষৎ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে পরিষদের নিয়মভঙ্গও হয় নাই। যাহা হউক, আমি পরিষদের একজন নগণ্য সেবক মাত্র। সেবকের সম্মানে পরিষদের সভ্যগণ এই সাধারণ সভায় গৌরব প্রকাশ করিতেছেন—ইহাতে আমি পরিষদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু, শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বাবুকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সাধারণ সভায় আনন্দ প্রকাশ না হইলেও আমি জানি যে, পরিষৎ আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। আশা করি, আপনাদের মঙ্গল কামনায় ও আশীর্ব্বাদে আমি এই নূতন কাজ করিবার উপযুক্ত শক্তি পাইব। পুনরায় আপনাদিগকে ও পরিষৎকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৬।১।২১

পরিশিষ্ট—(ক)

উপহারদাতা—The Secretary—Museum of Fine Arts—Museum of Fine Arts, Boston, Bulletin for August 1920, Superintendent, Archæological Survey, Frontier circle, Peshawar—(২) & (৩) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier circle for

1919-20 (2 copies), Superintendent, Government Printing, Burma—(৪) Report of the Superintendent Archæological Survey, Burma, for the year ending 31st March, 1920, Superintendent, Government Press, Madras—(৫) Annual Report of the Archæological Department Southern Circle, Madras, for the year 1919 20, Superintendent, Government Printing, India—(৬) Statistics of British India. vol. V. (Education) 1918-19. (৭) Monthly Statistic of Cotton Spinning and weavning in Indian Mills, May and June, 1920, (৮) Statements shewing progress of the Co-operative movement in India during the year 1918-19, (৯) Patent office Journal April to June 1920, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—(১০) Rammohan Ray and Hinduism. Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(১১) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March 1920, (১২) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1919, (১৩). Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1919, (১৪) Fifty-eighth Annual Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal for the year 1919-20, Assistant Secretary to the Government of Punjab—(১৫) Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern circle for the year ending 31st March, 1919, Curator, Watson Museum—(১৬) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities Rajkot for the year ending 31st March, 1920, Registrar, the University of Nebraska, U. S. A.—(১৭) Fifty-eighth Annual Catalogue Containing the complete record for 1919-20, Announcement, 920-21, the Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A. (১৮) Annual Report of the Smithsonian Institution; 1917, (১৯) Native Villages and Village sites east of Mississippi, Chief Inspector of Explosives in India—(২০) Twenty-first Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1920, Director General of Observatories, Alipur—(২১) Report on the Administration of the Meteorological Department of the Government of India in 1919, the Secretary, Vivekananda Society—(২২) Report of the Vivekananda Society for the year 1919, The Librarian, Imperial Library—(২৩) Report on the working of the

Imperial Library for the period from 18th April, 1916 to 31st March, 1919, Director, Geological Survey of India—(২৪) Memoirs of the Geological Survey of India, vol. XIVI, Part I, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মন্—(২৫) A short note on the Atrophic Abortion of the inflorescence on the Onion (Allium cepa, L).

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উপহৃত পুস্তক—(১) ঘর ও পর। শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ—(২) মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব, (৩) মহাজন-সখা। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—(৪) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর। শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—(৫) পাশ্চাত্য-ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ—(৬) ঠাকুরদাদার গৌরচন্দ্রিকা। পণ্ডিত হরিমঙ্গল মিশ্র—(৭) প্রাচীন ভারত (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—(৮) বিজ্ঞানের গল্প। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মজুমদার—(৯)—বিক্রমাদিত্য। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দুলাল রায়—(১০) নন্দবিদায়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(১২) রিক্তা। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা—(১২) প্রবন্ধপ্রসূন। শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(১৩) চাণক্য-সূত্রাণি।

পরিশিষ্ট—খ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র বি এল্, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস, জমীদার ও অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, ২৪এ, সাউথ রোড, ইটালী, কলিকাতা। ২। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১০৬।৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সরকার এম এ, বি এল, এটর্ণী, ১৮, নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত রায় আশুতোষ ঘোষ বাহাদুর বি এল, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, ১৬এ, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১।৪, হরীতকিবাগান লেন, কলিকাতা। ৬। মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী এ, কে, ফজলল্ হক, এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল ও বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, ২২, টারনার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৪, গঙ্গাধর বাবুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। ৮। শ্রীযুক্ত ক্ষেমদাকিঙ্কর রায় স্মৃতিভূষণ এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৪৯।১-বি, হরিশ মুখার্জ্জির রোড, ভবানীপুর। ৯। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রভূষণ রায় এম এ, বি এল, নড়াইলের জমিদার ও হাইকোর্টের উকীল। ১০। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৪৮, বাবুরাম ঘোষের লেন, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার সি ই, এম এস এ, এম এস ই (লণ্ডন), ইঞ্জীনিয়ার, ১০, হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ বি এ, ব্যার-অ্যাট-ল, ৫৪, কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর। ১৩। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১৩১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সদস্য—১৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বি এ, এম বি, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট সার্জ্জন, ৯১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫। ডি, এল, সরকার, বি এল, হাইকোর্টের

উকীল, পাটনা। ১৬। শ্রীযুক্ত দাশরথি সান্যাল বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২১, চক্রবেড়ে লেন, বালীগঞ্জ। ১৭। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান ও হাইকোর্টের উকীল, ১৫, হরেকৃষ্ণ শেঠ রোড, কাশীপুর। ১৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, "ডাচ্ ভিলা," চুঁচুড়া, হুগলী। ১৯। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগির বি এল, উকীল, হাইকোর্ট, ৬৫।২, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১।১, গৌর লাহার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র কর বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৫, হেম করের লেন, কলিকাতা। ২২। শ্রীযুক্ত নিতাইলাল সেন বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৯৭, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৩। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার বি এ, কার তারক এণ্ড কোং'র অংশীদার ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ৭১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, কার তারক এণ্ড কোং, ২১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৫। শ্রীযুক্ত মৌলভী নুরুদ্দিন আহম্মদ বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১৯।১ ও ২০, ইস্মাইল ষ্ট্রীট, ইটালী, কলিকাতা। প্রস্তাবক—ঐ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ। সদস্য—২৬। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, উকীল লাইব্রেরী, হাইকোর্ট, কলিকাতা। ২৭। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১৩, বালক দত্তের লেন, কলিকাতা। ২৮। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও উকীল, ৪১, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৯। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১১৬ বি, হরিশ মুখার্জ্জির রোড, ভবানীপুর। ৩০। শ্রীযুক্ত পি, এন, ঘোষ, উকীল, মিয়ংমিয়া (Meyanmynga) বর্ম্মা। ৩১। শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ দে বি এল, ই, আই, রেল আফিস, ৯৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দে বি এ, বি ই, সুপারভাইজার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লাহেরিয়া সরাই, দারভাঙ্গা। ৩৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, জমিদার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ৩৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় এম এ, বি এল, পি, সি, রায় এণ্ড কোং; ২১, বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৫। শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৫, বেলতলা রোড, কালীঘাট। ৩৬। শ্রীযুক্ত প্রতাপ সেন এম এ, মিঃ এন, সি, বোস এটর্ণীর আফিস; ১০, হেষ্টিং ষ্ট্রীট। ৩৭। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৫০।১, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৮। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র বি এল, হাইকোর্টের উকীল, পাটনা। ৩৯। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, ১৫২, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর। ৪০। শ্রীযুক্ত বীরভূষণ দত্ত, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৩২, চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৪১। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৭, শিবু বিশ্বাসের লেন, সিমলা, কলিকাতা। ৪২। মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২, বলরাম বসুর প্রথম লেন, ভবানীপুর। ৪৩। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়, এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল,

ঐ ঠিকানা। ৪৪। শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, এটর্ণী, ৩২, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যারিষ্টার, ৩৬, পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। ৪৬। শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৮, চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। ৪৭। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৪৫, কাঁসারী-পাড়া রোড, ভবানীপুর। ৪৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী (১) বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১০, আণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা। ৪৯। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী (২) এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৩১, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫০। শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৫৮, মনোহরপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। ৫১। শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রকুমার মিত্র এম এস্ সি, এম এল, হাইকোর্টের উকীল, ৩৬, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক —ঐ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ। সদস্য—৫২। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৪১, হরীতকিবাগান লেন, কলিকাতা। ৫৩। স্যর শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র মিত্র কে টি, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল, ১০, ইলিসিয়াম রো, কলিকাতা। ৫৪। শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র রায় বি এল, হাইকোর্টের উকীল ও জমিদার, বালেশ্বর। ৫৫। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি এল, উকীল, ১৬ এ, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫৬। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার গাঙ্গুলী বি এ, এটর্ণী, "টেম্পল চেম্বার্স," ৬, ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫৭। শ্রীযুক্ত সুবোধকৃষ্ণ ঘোষ, মিউনিসিপাল কমিশনার ও জমীদার, "ঘোষ হল," সিভিল ষ্টেশন, জব্বলপুর, সি পি। ৫৮। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৯।২, ওল্ড বৈঠকখানা প্রথম লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা। ৫৯। শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরৎচন্দ্র বসাক এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২, কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর। ৬০। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জ্জীর লেন, কলিকাতা। ৬১। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার পাল বি এল, হাইকোর্টের উকীল, "অমৃতবাটী" শিবপুর, হাওড়া। ৬২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২৫, হরিশ মুখার্জ্জীর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৬৩। শ্রীযুক্ত সত্য-চরণ সিংহ বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৩৫।১, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৬৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সরকার, কার তারক এণ্ড কোং অংশীদার, ২১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৬৫।৪ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ৬৬। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১।৪ হরীতকিবাগান লেন, কলিকাতা। ৬৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৫৯।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ৬৮। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এল, হাইকোর্টের উকীল, বেহালা, ২৪ পরগণা। ৬৯। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৮৬ সাউথ রোড, ইটালী, কলিকাতা। ৭০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১১ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭১। শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২ গোবিন্দপ্রসাদ বসুর লেন, ভবানীপুর। ৭২। মাননীয় বিচারপতি নবাব স্যর সৈয়দ সমশুল হুদা কে সি এস আই, এম্ এ, বি এল,

২২।২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা। প্রস্তাবক—ঐ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সদস্য—৭৩। মাননীয় নবাবজাদা সৈয়দ আলতফ আলি চৌধুরী, বগুড়া। ৭৪। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত বি এ, এল এল্ বি, উকীল, সিভিল ষ্টেশন, জব্বলপুর, সি পি। ৭৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র বি এল, এটর্ণী, ওয়াটকিন্স এণ্ড কোং, ৮ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। ৭৬। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু বি এ এল্, এল বি, উকীল, জব্বলপুর, সি পি। ৭৭। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাস জমীদার, গোপ লেন, ইটালী, কলিকাতা। ৭৮। দেওয়ান বাহাদুর ডাক্তার হীরালাল বসু এল এফ পি এস্ ও জি (গ্লাসগো), এম্ আর এ এস, মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, ২৬ পার্ক ষ্ট্রীট। ৭৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, এল এল বি, ব্যারিষ্টার, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। ৮০। শ্রীযুক্ত কুমার হরিপ্রসাদ রায়, জমীদার, পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা, ২৫, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নির্ব্বাচিত সদস্য—৮১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—৮২। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়, ডিটেকটিভ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার, পুলিশ আফিস, লালবাজার। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—৮৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ আয়েকাত এম্ এ, বি এল্, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—৮৪। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ৮৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা, ২৫ রায়বাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৮৬। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার, ২৪ পরগণা। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—৮৭। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ২নং দীনবন্ধু লেন। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৮৮। শ্রীযুক্ত মনোমত রায়, ৩৭০ আপার চিৎপুর রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৮৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন রায়, ৪৪ গৌরীবেড়ে লেন। ৯০। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র নাগ, ২ গ্রে ষ্ট্রীট। ৯১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ দাস, কালিপদ-নিকেতন, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন। ৯২। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কারমাইকেল কলেজ, আলমনগর, রঙ্গপুর। ৯৩। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেল, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী। ৯৪। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মজুমদার, শিবালয়, ঢাকা। ৯৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, টি, এন্ জুবিলি কলেজের অধ্যাপক, ভাগলপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—৯৬। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, ৮৪।২ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমঃ—ঐ, সদঃ—৯৭। শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ১৭৭ যশোহর রোড, দমদম। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—৯৮। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু এম্ এস্ সি, সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক, ১১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন। ৯৯। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সরকার, ১৫৩ আপার সার্কুলার রোড। ১০০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, হবিগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হবিগঞ্জ, ফরিদপুর। ১০১। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক, ১০।২ অভিলাষ

মিত্রের লেন, বিডনস্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—১০২। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় জমিদার, নড়াইল, যশোহর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—১০৩। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। ১০৪। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সমঃ—ঐ, সদঃ—১০৫। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৯।১ হরিপালের লেন, সিমলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—১০৬। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, শিবসাগর, আসাম। ১০৭। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ বড় ঠাকুর বি এল্, উকীল, শিবসাগর, আসাম। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—১০৮। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চন্দ বি এল্, উকীল, শিবসাগর, আসাম। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—১০৯। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দোঁ বি এ, বি এল্, পুটশুরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পুটশুরী বর্দ্ধমান। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—১১০। শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, ৬ বারিক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—১১১। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সবডিভিসন্তাল অফিসার, রাণাঘাট, নদীয়া। ১১২। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পোষ্ট মাষ্টার, এগ্‌রা, মেদিনীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সমঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—১১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মৈত্র, ৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই পৌষ ১৩২৭, ২রা জানুয়ারী ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

(১) স্বর্গীয় ডাঃ জে, ডি, এণ্ডার্সন ডি লিট, এম্ এ, (২) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্, (৩) দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, (৪) অধ্যাপক বিপিনবিহারী সেন এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—পরলোকগত জে ডি এণ্ডার্সন ডি লিট্, এম্ এ মহাশয় যে আমাদের কত উপকারী ছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিলাতে তিনি বাঙ্গালা ভাষা প্রচারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু কিছু বলিবেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন,—এণ্ডার্সন সাহেবের সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না—চিঠির পরিচয়। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে আমাদের কেমন হিতৈষী ছিলেন, তাহা তাঁহার সেই পত্রগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমি ঠিক নিজের আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি। সংবাদপত্র-সেবকরূপে

আমাকে অনেক সময় অনেকের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইত। তিনি যে চাকরী করিতেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধেও সেইরূপ আলোচনা করিতে হইত। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইতেন না ; বা এ জন্য তাঁহার সহিত আমার কখন তিক্ত সম্বন্ধ হয় নাই। (এই বলিয়া বক্তা তাঁহার লিখিত একখানি বাঙ্গালা পত্র সভাস্থলে পাঠ করিলেন)।

পরে তিনি বলিলেন,—অনেকেই জানেন, আজকাল বিলাতের কলেজ সকলে ভারতীয় ছাত্রদের প্রবেশ করা বড় কঠিন। তিনি এই সম্বন্ধে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তিনি পরিচিত বাঙ্গালীদের সহিত অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় পত্র-ব্যবহার করিতেন এবং "ইন্দ্রসেন" বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন। বাঙ্গালা দেশেই তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি অনেকের কাছে নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে বাঙ্গালা সাহিত্যকে তিনি অতি উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকলেরই ক্লেশ হইয়াছে। (এই বলিয়া তিনি এণ্ডার্সন সাহেবের একখানি ফটো উপস্থিত সদস্যগণকে দেখাইলেন)।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়, এণ্ডার্সন সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লণ্ডন হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর কর্তৃক সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন যে, এই শোকপ্রকাশক প্রস্তাবের একখানি প্রতিলিপি তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

এই সময় সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এণ্ডার্সন সাহেবের একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষৎকে দান করিবেন। ধন্যবাদের সহিত এই দানের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের বিরচিত একটি কবিতা শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা যখন প্রথম মাসিকপত্র পাঠ আরম্ভ করি, তখন দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিতাম। তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ কবিতাতে যে ভাব-গভীরতা ছিল, তাহা অতি চমৎকার। মাত্র সেই কবিতাতেই তাঁহাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত ভাব-কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়। শিক্ষা বিষয়েও তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা তাঁহারই স্থাপিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সমবেত হইয়া শোক প্রকাশ করিতেছি।

রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ,

কেন না, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—দেবেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তিনি যখন সাহিত্য পত্রে প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার কবিতার প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়াছিলেন—কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় তাঁহার পছন্দ হয় নাই। এলাহাবাদে যখন "প্রবাসী" প্রথম বাহির হয়, তখন তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং "আদর্শ-কবি" নামক ধারাবাহিক একটি প্রবন্ধে "প্রয়াগে কমলাকান্ত" নাম দিয়া, বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের আদর্শে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হাসির গল্পও তিনি অনেক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার বিশ্লেষণ করা আমার অধিকার-বহির্ভূত।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—১৩১১ সালে আমি যখন "জাহ্নবী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা বাহির করি, তখন তাহাতে কবিতা লিখিবার জন্য দেবেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার সেই অনুরোধের উত্তর তিনি একটি কবিতায় দেন; তাহার প্রথম কয়েকটি পংক্তি এই;—"কোথা পুষ্প সম্ভার, কোথায় চন্দন! তুলসীর পত্র কই সেহ পাত্রাধারে? জাহ্নবীর পাদপদ্ম করিব পূজন। বল দেব বল সেব কোন্ উপচারে?" তাঁহার কিরূপ চমৎকার কবিত্ব-শক্তি ছিল, তাহা আপনারা না পড়িলে বুঝিতে পারিবেন না। (এই বলিয়া বক্তা, দেবেন্দ্র বাবুর রচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন।) তৎপরে বলেন,—কবিতার জন্য তাঁহার নিকট গেলে তিনি যেরূপ অনর্গল ভাবে কবিতা লিখিয়া দিতে পারিতেন, সে শক্তি বড় আর কাহারও ছিল না। তিনি "শ্রীকৃষ্ণ" নামে একখানি ইংরাজী কাগজ বাহির করেন; ৫।৬ সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই বলিয়া বক্তা, দেবেন্দ্র বাবুর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার একখানি চিত্র পরিষৎকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া দেবেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত একটি শোক-কবিতা শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পাঠ করেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—দেবীপ্রসন্ন বাবু একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেক উপন্যাস এবং ধর্ম্মপুস্তক আছে। উপন্যাসের মধ্যে নীতি ফুটাইয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একজন নির্ভীক লেখক এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের নেতাস্বরূপ ছিলেন। তিনি আজন্ম ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। অনাথ আশ্রমের পরিচালনে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এরূপ একজন সৎস্বভাবসম্পন্ন সাহিত্যিক ও কর্ম্মী পুরুষের অভাব আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। এই বলিয়া বক্তা, শোক-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

বলিলেন যে, এই শোকপ্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি দেবীপ্রসন্ন বাবুর শোকার্ত্ত-পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ওলপুর গ্রামে দেবীপ্রসন্ন বাবুর জন্ম। তিনি দরিদ্র অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং নিজ কর্ম্মশক্তির প্রভাবে কলিকাতা, পুরী ও বৈদ্যনাথে প্রায় ৮।১০ খানা বাড়ী এবং প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রমের প্রতি তাঁহার গৌরব-বোধ ছিল। আমি নিজে দেখিয়াছি, পুরীতে এবং কলিকাতায় ছুতার ও মিস্ত্রীর সহিত তিনি নিজে কাজ করিতেন। ইহা তাঁহার কৃপণতা নহে; কেন না, সৎকার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে দাতব্য ঔষধালয় আছে এবং দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অকাতরে দান ও সেবা করিতেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কিছু বলিলে পর—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটা বিশেষ গুণের কথা আমি বলিতে চাই। তিনি যেমন এক দিকে অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি আবার অকপটে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে কিছু মাত্রই ইতস্ততঃ করিতেন না। যে বার ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশন হয়, সেই বার তাঁহার সম্পাদিত নব্যভারতে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী, সাহিত্য-পরিষৎ এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেবী বাবু আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ-গুলির অনুসন্ধান না করিয়াই ঐ প্রবন্ধ পত্রস্থ করেন এবং পরিষদের সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণা তাঁহার মনে স্থান পায়। ইহার বহু পরে ব্যোমকেশ বাবুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা-সভার নিমন্ত্রণপত্র লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। দেবী বাবুর সহিত পরিষৎ ও ৺ব্যোমকেশ বাবুর সম্বন্ধে আমার নানা আলোচনা হয় এবং এই আলোচনার ফলে পরিষদের বিপক্ষে যে সমস্ত বিরুদ্ধ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হয়। এবং তিনি সাগ্রহে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।—ব্যোমকেশ বাবুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার দিন তিনি পরিষদে আগমন করেন—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে দেবী বাবুর ন্যায় এক জন প্রবীণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সেবকের ইহাই প্রথম আগমন, ইহার পূর্ব্বে তিনি কোন দিন কোন ঘটনা উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে আসেন নাই। সভার শেষে তিনি আমাকে বলেন—সাহিত্য-পরিষৎ ও ইহার একনিষ্ঠ সেবক ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সম্বন্ধে আমি যাহা নব্যভারতে বাহির করিয়াছিলাম, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ইহার পর নলিনী বাবু দেবীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলেন।

উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর অধ্যাপক বিপিনবিহারী সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহা সমর্থন করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিপিন বাবুর ইতিহাস পড়াইবার খুব সুখ্যাতি ছিল। তিনি যখন যে ইতিহাস পড়াইতেন, তখন তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই যেন সমস্ত খবর বুঝাইয়া দিতেন। তিনি খুব বেশী বেতন পাইতেন না; তাহার মধ্যেই আবার তিনি অনেক দান করিতেন।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—ইহার পর আজ একটি মাসিক অধিবেশন হইবার কথা আছে। কিন্তু পরিষদের বিশেষ বন্ধু এবং রমেশভবন-সমিতির সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরলোকগমনে আজ সে অধিবেশন বন্ধ থাকিবে এবং আগামী কল্য সোমবার পরিষদের কার্য্যালয় ও পাঠাগার বন্ধ রাখা হইবে।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।
	৩০।১।২১

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

৯ই মাঘ ১৩২৭, ২২শে জানুয়ারী ১৯২১, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আজ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি। তিনি আমাদের একজন প্রধান সহায় ও সাহিত্য-পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। আরও একটি বিষয়ে তিনি বাঙ্গালীর অতি প্রিয় ছিলেন; সেটি হইতেছে এই যে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সব সদ্‌গুণ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা অন্যতম।

যাঁহারা এই শোক-সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের পত্র পাঠ করিয়া জানাইলেন যে, বর্দ্ধমান-বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, সুরেশ বাবুর স্মৃতিরক্ষা উদ্দেশ্যে পরিষৎ যে অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার জন্য ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান হইল। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। কবিতা দুইটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লোকান্তরে সুরেশচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের চির স্নেহের পুত্তলি,
ব্রহ্মণ্য তেজের তাঁর প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ,

বাণীর মন্দিরে রচি' অর্ঘ্য অহরহঃ
লভিলা বিশ্রাম আজি। শ্রদ্ধার অঞ্জলি
লয়ে এস বঙ্গবাসী, করিতে অর্পণ
ভারতীর বরপুত্রে! সুধী, বাগ্মী, ধীর,
"নলিনী"র হৃদি-সূর্য্য, বৃদ্ধা জননীর
অঞ্চলের নিধি হায়, অনিন্দ্য শোভন
"সাহিত্যে"র উপাসক, দেশাত্মবোধের
নির্ভীক সাধকশ্রেষ্ঠ, করিলা বরণ
অনবদ্য লোকান্তরে। পড়িল ভাঙ্গিয়া
শেষ কীর্ত্তিস্তম্ভ বুঝি শুভ্র প্রাচীনের
স্মৃতি শুধু যুগে যুগে ফিরিবে কাঁদিয়া
"সাহিত্যে"র দিব্যালোকে, করি' অন্বেষণ
"সাজি" কোথা পুষ্পামৃতে উঠিছে ভরিয়া
বাগ্দেবীর পদাম্বুজ করিতে চুম্বন।—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

বঙ্গবাণী-নন্দনের ফুল্ল পারিজাত
দিগন্তে ছড়ায়ে গেলে আপন সৌরভ,
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা রচি দিবারাত
জীবনে পেলে না তবু যোগ্য সুগৌরব।
কিন্তু, আজি অকস্মাৎ তব অন্তর্দ্ধানে
জাগিল সারাটি বঙ্গ তোমার পূজায়,
মুখরিত দেশ আজি তব যশোগানে,
মরিলে অমর বলে এই দেশে হায়!
সুবিশাল উচ্চ বট বঙ্গবাণী-বনে,
তোমার আশ্রয়ে কত নবীন পাদপ
জন্মেছে, বেড়েছে বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে;
ছায়াদানে হরিয়াছ তাদের আতপ।
সাহিত্য-সমাজপতি তেজস্বী, মহান্!
সমকক্ষ মহারথী কেবা গরীয়ান্!!
আরাধিয়া মাতৃভাষা হইয়া প্রবীণ,
লেখনীর মিঠে-কড়া কশা সঞ্চালনে,
শাসিয়া সুদীর্ঘ কাল প্রাচীন নবীন
বঙ্গের লেখকশ্রেণী, চঞ্চল চরণে

কেন লুকাইলে ঋষি, বর-সম্পাদক ?
কে আর নির্ভয়ে কবে জীমূত আরাবে
তোমার আদর্শ ধরি' সাহিত্য-নায়ক ?
গিরির উচ্ছ্বাস তুল্য আগ্নেয় নিস্রাবে
প্রবুদ্ধ করিয়া দীন স্বজাতীয়গণ,
দেশ-মাতৃকার যজ্ঞে উচ্চ আবাহনে
ঈশান-বিষাণ কার ধ্বনিয়া শ্রবণ
জাগাবে বঙ্গীয় জনে নব জাগরণে ?
সার্থক তোমার পূজা হে বাণী-পূজারী,
ডুবি' রত্নাকর-তলে গীর্ব্বাণ-বাণীর,
আহরিয়া নানা রত্ন, গাঁথি সারি সারি,
পরায়েছ কণ্ঠে মালা মানসী-দেবীর !
বঙ্গবাণী গরীয়সী ভাবায়, কথায় ।
প্রতিমা উজ্জ্বল তাঁর তোমার পূজায় !!—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়ের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়, বঙ্গভাষা-সেবার সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। চন্দননগরের পুস্তকালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে আমরা যখনই আহ্বান করিয়াছি, তখনই তিনি সাদরে ইহাতে যোগ দিয়াছেন এবং ইহার একটি বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । যুদ্ধের সময় চন্দননগর হইতে যখন ২৬ জন যুবক যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তিনি এমন আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষে জল আসিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীরূপেই দেখিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার এই ভাব যুবকেরা গ্রহণ করিলেই তাঁহার যথার্থ স্মৃতি-রক্ষা হইবে।

তৎপরে উত্তরপাড়া সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত শাখার পক্ষ হইতে সমাজপতি মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন, অনেক দেশ বেড়াইয়া আসিয়া, আমি বাঙ্গালা দেশের এক নগণ্য পল্লীতে স্কুল-মাষ্টারী করিতাম। সুরেশচন্দ্রই আমাকে সেখান হইতে টানিয়া আনিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে সুরেশ যে একটি হৃদয় পাইয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ। তিনি কত দরিদ্র সাহিত্যিককে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ অসংখ্য কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করিতে পারি। তাহার মত পরোপকারী, সাহিত্যসেবীদের মধ্যে দেখা যায় না। এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ ও কর্ম্মিগণের অগ্রণী, পরিষৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার

অন্যতম উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠিত সুরেশসমাজের অন্যতম সম্পাদক, বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক এবং দেশবিশ্রুত "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অনেক গুণের কথা আপনারা জানেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্পর্ক ছিল, আপনারা তাহাও জানেন। আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, অন্য একটি বিষয় আপনাদিগকে নিবেদন করিব। বাঙ্গালা ভাষায় রচনাপ্রণালী আজকাল কিরূপ হইবে, ইহা একটা সমস্যার কথা। সংপ্রতি সুশিক্ষিত একটি দল, কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষাকে লেখা ভাষা বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি ইহাঁদের কোন সমালোচনা করিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, সুরেশ বাবু আরও কিছু কাল জীবিত থাকিলে এ বিষয়ে একটা পন্থা নির্ণয়ের অবকাশ হইত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সব রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে তাঁহার মৃত্যু বজ্রাঘাত তুল্য।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, সমাজপতি মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—কিশোর বয়স হইতে সুরেশ বাবু আমার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনিই সাহিত্যক্ষেত্রে আমার হাতে-খড়ি দেন। তাঁহার বিয়োগে আমি বিশেষ আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ আজ যে এখানে প্রতিষ্ঠিত ও সুস্থির হইয়াছেন, ইহার অন্যতম কারণ সুরেশবাবু। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান অনেকে দেন নাই। এখন আমরা তাঁহাকে হারাইয়া বুঝিতেছি যে, তিনি কিরূপ দরের লোক ছিলেন। অপ্রস্তুত অবস্থায় অতি সাধু ও সংযত ভাষায় তিনি যেরূপ বক্তৃতা করিতে পারিতেন, বাঙ্গালা ভাষার উপর অসীম অধিকার না থাকিলে তাহা কেহ পারেন না।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন,—অদ্য এই সভায় সুরেশ বাবুর সাহিত্য-সাধনার সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যাঁহারা পরিণত বয়সে ইহধামের লীলা সংবরণ করিয়া যান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা অপরিণত বয়সে চলিয়া যান, তাঁহাদের সমালোচনা হঠাৎ হওয়া উচিত নয়। তাঁহার সম্পাদিত "সাহিত্যে"র রক্ষা ও তাঁহার রচনাবলী একত্র করিয়া প্রকাশ করা উচিত। এই উপায়ে তাঁহার স্মৃতি যেরূপ ভাবে রক্ষিত হইবে, অন্য উপায়ে তাহা হইবে না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন,—২৫ বৎসর পূর্ব্বে সুরেশ বাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার সমালোচনারূপ কশাঘাতের ভয়ে অনেককে

সংযত হইয়া লেখনী চালনা করিতে হইত। আমি তাঁহার "সাহিত্য" পত্রে এই ভয়ে কখন কিছু লিখিতে পারি নাই।' সুরেশের হৃদয়ে এমন একটি আশাময়ী শক্তি ছিল যে, তাহাতে তিনি আমার চক্ষে মহাপুরুষগণের মধ্যে গণনীয় ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিলেন,—সুরেশবাবুর মত নির্ভীক সমালোচক, বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আর কেহ হইয়াছেন কি না, জানি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি অনেক সদ্গুণ পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার আতিথেয়তা এবং পরোপকার-প্রবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গুণ, মাতা এবং মাতামহ, উভয়ের নিকট হইতেই তিনি পাইয়াছিলেন।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়, নিম্নোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উক্ত দুইটি প্রস্তাব তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।" শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়ের আতিথেয়তা, সমালোচনা-শক্তি ও রচনাশক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া, এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—সুরেশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমাদের তিন পুরুষের ঘনিষ্ঠতা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমি অনেক উপদেশ পাইয়াছি ও গল্প শুনিয়াছি। সে সব গল্প আমি এখনও বলিয়া থাকি। সেই সময় সুরেশকে সেখানে শিশু অবস্থায় দেখিয়াছি। ইহার পর ১৫ বৎসর যাবৎ সাহিত্য-জগতে আমি একরূপ নিদ্রিত ছিলাম। পরিষৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন রামেন্দ্র বাবু সুরেশকে সাধারণের নিকট আপিল করিতে বলিলেন। সেইখানে তাহার ভাষা ও ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সেই সুরেশ এত বড় হইয়াছে, তাহার এমন বক্তৃতা-শক্তি ও পাণ্ডিত্য হইয়াছে। ক্রমে পরিষদের কার্য্যে তাহার হৃদয় ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়া বড়ই মুগ্ধ হই। সুরেশের যে সব লেখা আছে, তাহা একত্র করিয়া প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয় এবং এই ভার হেমেন্দ্র বাবুকে দেওয়া এবং তাঁর নেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, চিত্রকর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবেন। এই দানের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

স্থগিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৭ই মাঘ ১৩২৭, ৩০এ জানুয়ারী ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বি এ বাহাদুর-লিখিত "বরাহভূমে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-লিখিত ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য। ৫। প্রদর্শন—উক্ত প্রবন্ধোল্লিখিত ৬টি প্রাচীন মুদ্রা। প্রদাতা—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বি এ, বাহাদুর। ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের এবং বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ('ক'—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৩। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর (খ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বি এ বাহাদুর-লিখিত "মানভূম বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা তিনি পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধোল্লিখিত ৬টি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করাইলেন এবং প্রদাতা রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বি এ বাহাদুরকে এই প্রবন্ধের জন্য এবং মুদ্রা উপহার দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর মন্তব্য ঐ প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপনান্তে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—ক

উপহারদাতা—Superintendent, Government Printing, India. (১) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July, 1920, (২) Do. August, 1920, (৩) Do. September, 1920, (৪) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December, 1919, (৫) Archaeological Survey of India—Annual Report, 1914-15,

(৬) Annual Report of the Archæological Survey of India, Part I, 1917-18, Le' Editeur, Librairie Ancienne H. Champion (Paris)—(৭) Catalogue Des Occasions, November, 1920. Registrar, Harvard University, U. S. A.—(৮) Harvard University Descriptive Catalogue, 1620—21.

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, উপহৃত পুস্তক—(৯) হু-ইয়ারকি। (১০) আমাদের শিক্ষা। শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—(১১) পল্লীব্যথা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ—(১২) স্বভাবচিত্র।

পরিশিষ্ট—খ

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সাহা, ৪৪ গৌরীবাড়ী লেন। প্রঃ—শ্রীপঞ্চানন মিত্র, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীরাধিকাচরণ চন্দ্র, ১৪।১ই রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীপ্রমথনাথ বসাক, বসাক এণ্ড সন্স, ৮৩।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ, ব্যবসায়ী, ১৩৮ অপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীকালীপদ দাস, গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং আফিস, ১৮ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস, C/o রেলি ব্রাদার্স জুট ওয়ার্কস, কাশীপুর। শ্রীভোলানাথ বসু, ১০ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীকৃষ্ণচরণ মিত্র, ২৯ হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাতা।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

ঐ দিন পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের পর এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৩। অধ্যাপক সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৫। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে ৩০০৲ টাকা দানের বিষয় বিজ্ঞাপন। ৬। প্রদর্শন,—(ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়-প্রদত্ত ২টি প্রস্তরমূর্ত্তি এবং (খ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত মহারাজ প্রতাপাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেবের মন্দিরের ইষ্টক। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ মহাশয়-লিখিত "মানভূম ইচ্ছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি" এবং শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার। ৮। শোক-প্রকাশ,—(ক) রূড়মল গোয়েনকা ও (খ) রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লিখিত না হওয়ায় পঠিত হইল না।

২। 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কে পরিষদের অধ্যাপক সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব পরিষদের ১০ (ক) নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অর্দ্ধাধিক সদস্য অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে অধ্যাপক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতেছেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় অধ্যাপক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। 'খ' পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় দুঃস্থ সাহিত্যিক সাহায্য-ভাণ্ডারে কিছু দিন পূর্ব্বে ১২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তিনি পুনরায় ঐ ভাণ্ডারে আরও ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী এই দানের জন্য শ্রীযুক্ত পুলিনবাবুকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন এবং মূর্ত্তি দুইটির বর্ণনা করিলেন। তৎপরে তিনি (খ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত তিনখানি ইষ্টক দেখাইলেন। এই ইষ্টকগুলি মহারাজ প্রতাপাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেবের ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টক। ইষ্টক ও প্রস্তর-প্রদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়কে সভাপতির আসন দান করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন।

৭। (ক) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "মানভূম ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় উক্ত লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পড়িলেন। (স্থির হইয়াছে যে, উক্ত প্রবন্ধ এবং তাহার পাঠোদ্ধার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৮। শোক-প্রকাশ—(ক) রুড়মল গোয়েনকা ও (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ৺রুড়মল গোয়েনকা মহাশয় প্রায় ২০ বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বেদ সম্বন্ধে স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিতেন। পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরিষদের প্রায় প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। তিনি "বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু" নামক একখানি কোষ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। পরিষদের বিজ্ঞাপিত ব্যোমকেশ মুস্তফী পদকের জন্য তিনি "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের

পরিচয়" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পুরস্কৃত না হইলেও পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রাচীন পুঁথিশালা ও পুথি সংগ্রহ কার্য্যে তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—খ

প্রস্তাবক—শ্রীজ্যোতির্ভূষণ সেন, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৪ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীগুরুদাস সরকার, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীঅজিতনাথ দাস, ২৪এ সাউথ রোড, ইটালি। প্রঃ—শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ১৮।১ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীভোলানাথ কোঁচ, ৩৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীভূতনাথ ঘোষ, ১২ কালাকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। শ্রীকালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তি-বিনোদ, জেনারেল পোষ্ট অফিস, করেস্পণ্ডেন্স ডিপার্টমেণ্ট। প্রঃ—শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ, সমঃ—শ্রীপশুপতি সরকার, সদঃ—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ, মদনমোহনপুর, বাঁকুড়া।

পরিশিষ্ট—ক

উপহারদাতা—Superintendent, Government Printing, India—(১) Patent Office Journal, July to September, 1920, (২) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October, 1920, (৩) Scientific Report of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1919-20, (৪) Statistics of British India, vol. II (Financial Statistics), Officer in charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1920. (৬) Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal, 1917, 1918. 1919. (৭) Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Dept., Bengal, for the year 1919-20, (৮) Report on the Working of the Co-Operative Societies in Bengal, 1919—20, The Secretary, Museum of Fine Arts, Boston, U. S. A.—(৯) Museum of Fine Arts Boston, 1870—1920, The Secretary, Indian Association—(১০) for the Cultivation of Science, Vol. V. Part II, (১১) Report of the Indian Association for the Cultivation of Science and Proceedings of the Science Cultivation for the year 1911. Registrar, Calcutta Univer-

sity, (১২) Calendar for the years 1920-21, (১৩) Post Graduate Teachings in the University of Calcutta, 1919-20. The Superintendent, Labor Statistics, Washington, U. S. A,—(১৪) Monthly Labor Review Vol. X No 4, 5.

উপহারদাতা—শ্রীঅনাথনাথ বসু. উপহৃত পুস্তক—(১৫) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ—(জীবনী)। রাজা শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর—(১৬) শ্রাদ্ধতত্ত্ব। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৭) বিয়ের ফুল।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৪এ মাঘ ১৩২৭, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

সভাপতি—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়-লিখিত "বিসমের তুলাদণ্ডের প্রাচীনত্ব" প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৺স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠার জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৩। 'খ' পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় তাঁহার "বিসমের তুলাদণ্ডের প্রাচীনত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে জানাইলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের সহিত বিসমের তুলাদণ্ডের নমুনাস্বরূপ একটি চীনদেশীয় বিসমের তুলাদণ্ড প্রদর্শন করিবেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়মধ্যে সে কথা লিখিত হয় নাই। তৎপরে তিনি উক্ত তুলাদণ্ড প্রদর্শন করিলেন। ইহা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চীন দেশ হইতে আনিয়াছিলেন এবং তিনি ইহা পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব মত শ্রীযুক্ত অজিত বাবুকে এই যন্ত্র উপহার দানের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠে James Ferguson-এর লিখিত Tree and Serpent Worship or Illustration of Mythology and Art in India in the First and Fourth Centuries of Christ from the Sculptures of the Buddhist Topes at Sanchi and Amravati নামক

...সংযুক্ত প্লেটের ১ম চিত্র প্রদর্শন করিলেন। শিবিরাজার উপাখ্যান-সম্বন্ধে এই চিত্রও মিসিমের তুলাদণ্ডের চিত্র রহিয়াছে।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, এখনও পারস্যে ও ... সীমান্তে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তথাকার অধিবাসীরা বলে যে, তাহারা এক শত বৎসর হইতে এই তুলাদণ্ড ব্যবহার করিতেছে, তৎপূর্ব্বেও ইহা প্রচলিত ছিল। তথায় ইহা কি নামে ব্যবহৃত, তাহা এক্ষণে তাঁহার স্মরণ নাই। পূর্ব্বে এই দণ্ড পাথরের, পরে লোহার দ্বারা, শেষে কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে। ইহাতে ২০।৩০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজন হয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় এই সংবাদ দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং পারস্য ও তদঞ্চলের বিষয়ে নানা তথ্য অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত হেমবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন, দৈনন্দিন যে সকল ছোট-খাট জিনিস সচরাচর সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রাচীনত্বের সংবাদ অতি অল্প লোকেই রাখিয়া থাকেন। হেমবাবুর প্রদর্শিত তুল বা ... এখনও অনেক স্থলে প্রচলিত আছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—ক

উপহারদাতা—Le Editeur, Librairie Ancienne H. Champion (Paris)—Memoires de La Société de Linguistique de Paris—(১) Deux Ety[mologies] Latines, (২) Les Noms du *"Feu"* et de L' *"Eau"* e[t la] Question du Genre. Director, Geological Survey of India—(৩) Records of the Geological Survey of India, vol. L 1, Part 2., শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র—(৪) নীলাম্বরী।

পরিশিষ্ট—খ

প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীগণপতি সরকার, সদস্য—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৪১ হরীতকিবাগান লেন। শ্রীনিতাইচরণ লাহা, ৫৬ ... প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—ডাঃ শ্রীসীতানাথ ঘোষ ... এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, ডায়মণ্ড হারবার। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুলুটি রাজবাটী, মুলুটি পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।

ভ্রমসংশোধন—১৩২৭ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিবিধ বিশিষ্ট ... আয়-ব্যয়-বিবরণের "মোট ব্যয়ের" ঘরে রামেন্দ্র ... স্মৃতি-তহবিল খাতে ... এবং অক্ষয়কুমার সরকার স্মৃতি-তহবিল খাতে ৭৲ হইবে। এই দুই সমিতির মোট ... এবং উদ্বৃত্ত ঘরের অঙ্ক ঠিক আছে।

উক্ত পত্রিকার ... পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ... স্মৃতিতে প্রথমাংশে যে ... কথা আছে, তাহা ... অনুমোদিত নহে। ...শচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি-সমিতির তত্ত্বাবধানে তাঁহার ... নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

ও

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষড়্‌বিংশ সাংবৎসরিক

কার্য্য-বিবরণী

২৪৩।১ অপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩২৭

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে [illegible]।

প্রথম খণ্ড বিশ্বকোষ প্রেস, দ্বিতীয় খণ্ড নিউ আর্য্যমিশন প্রেস
এবং
টাইটেল, সূচী, মলাট ও বিজ্ঞাপন আর মনো প্রেসে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ॥০, ১৸
(অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)
*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
*৪। ছুটিখানের মহাভারত
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ৵০, ৷০
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৷১০, ৶০
৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ৵০, ৸
*৮। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল
*৯। ভগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী
১০। গৌরপদতরঙ্গিণী ১৲, ১॥০
*১১। কাশীপরিক্রমা
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ
*১৩। রামায়ণতত্ত্ব
*১৪। কৃষ্ণরাম দাসের রাধিকামঙ্গল
১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম ৷০, ৵০
১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ
*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা
১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি ৷০, ৵০
*১৯। নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি
২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র
*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ
২২। মিলিন্দ পঞহো
২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা
২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী ৩৲, ৪৲
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস
২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর
৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ৶০, ।৵০
৩২। মায়াপুরী ৵০, ।০
৩৩। প্রাচীন [illegible] জাতীয় শিক্ষা ।০, ১৲
*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
৩৫। কবি হেমচন্দ্র ॥৵০
৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১-৫ খণ্ড)
৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ২।৵০, ৪৵০
৩৮। শব্দকোষ ৩।৵০, ৫॥০
৩৯। মহিলা ব্রতকথা ।০, ।৵০
*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা
৪১। কল্কিপুরাণ ॥৵০, ১।০
৪২। জ্যোতিষদর্পণ ১৲, ১।০
*৪৩। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ॥৴০, ১৵০
৪৪। দুর্গামঙ্গল ॥০, ১৲
৪৫। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ২৫৲, ৩০৲
৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী ২৲, ৩৲
৪৭। তীর্থ-মঙ্গল ।৵০, ৵০
৪৮। মৃগলুব্ধ ৶০, ।৴০
৪৯। সত্যনারায়ণের পুঁথি ৵০, ৶০
৫০। পদকল্পতরু (২ খণ্ড) ২।০, ৩।০
৫১। সয়ফুল-মোতাক্ষরীণ
৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০, ।০
৫৩। তীর্থভ্রমণ ১৲, ১॥০
৫৪। গঙ্গামঙ্গল ॥০, ৸০
৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা ২৲, ৩৲
৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান ॥০, ৸০
৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা ৸০, ১৲
৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ২৲, ২॥০
৫৯। জ্ঞানসাগর ।৵০, ॥০
৬০। সারদামঙ্গল ॥০, ৸০
৬১। নেপালে বাঙ্গলা নাটক ১৲, ১।০
৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস ।০, ।৵০
৬৩। ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড) ১॥০, ২॥০
৬৪। গোরক্ষবিজয় ॥০, ৸০
৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস ॥৵০, ৸৵০

দ্রষ্টব্য:—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা

সপ্তবিংশ বর্ষ

১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ১৮৪২ শকাব্দ, ১৯৭৭।৭৮ সংবৎ, ১৩৩৮।৩৯ হিজরী,
৪৩৫।৩৬ চৈতন্যাব্দ, ১৯২০।২১ খৃষ্টাব্দ।

পর্ব্বদিন

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং নিম্নোক্ত পর্ব্বদিন ব্যতীত প্রত্যহ সম্পাদক কর্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে (বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত) সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় খোলা থাকিবে।

নববর্ষ	১লা বৈশাখ, বুধবার	জগদ্ধাত্রী পূজা	৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার
এম্পায়ার ডে	১০ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার	রাসযাত্রা	১০ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার
দশহরা	১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার	বড়দিন	১০ই পৌষ, শনিবার
সম্রাটের জন্মদিন	২২এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার	নিউ ইয়ার্স ডে	১৭ই পৌষ, শনিবার
রথযাত্রা	৪ঠা আষাঢ়, শুক্রবার	মাঘোৎসব	১১ই মাঘ, সোমবার
ইদল্ ফিৎর	৫ই আষাঢ়, শনিবার	সরস্বতী পূজা	১।২ ফাল্গুন, রবি ও সোমবার
ইদুজ্জোহা	১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার	শিবরাত্রি	২৩এ ফাল্গুন, সোমবার
জন্মাষ্টমী	২০এ ভাদ্র, রবিবার	রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব	২৯এ ফাল্গুন, রবিবার
মহরম	৮ই আশ্বিন, শুক্রবার		
মহালয়া	২৫এ আশ্বিন, সোমবার	দোলযাত্রা	১০ই চৈত্র, বুধবার
দুর্গোৎসব	১—১৫ই কার্ত্তিক	গুড্ ফ্রাইডে	১২ই চৈত্র, শুক্রবার
শ্যামাপূজা	২৩।২৪এ কার্ত্তিক, মঙ্গল ও বুধবার	ইষ্টার মণ্ডে	১৫ই চৈত্র, সোমবার
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	২৬এ কার্ত্তিক, শুক্রবার	বারুণী	২৩এ চৈত্র, মঙ্গলবার
কার্ত্তিক পূজা	২৯এ কার্ত্তিক, সোমবার	মহাবিষুব সংক্রান্তি	৩১এ চৈত্র, বুধবার

[দিন-পঞ্জিকা পরপৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য]

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বু	শ	ম	শ	ম	শু	সো	ম	বৃ	শু	র	সো
২	বৃ	র	বু	র	বু	শ	ম	বু	শু	শ	সো	ম
৩	শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	বু	বৃ	শ	র	ম	বু
৪	শ	ম	শু	ম	শু	সো	বৃ	শু	র	সো	বু	বৃ
৫	র	বু	শ	বু	শ	ম	শু	শ	সো	ম	বৃ	শু
৬	সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	শ	র	ম	বু	শু	শ
৭	ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	র	সো	বু	বৃ	শ	র
৮	বু	শ	ম	শ	ম	শু	সো	ম	বৃ	শু	র	সো
৯	বৃ	র	বু	র	বু	শ	ম	বু	শু	শ	সো	ম
১০	শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	বু	বৃ	শ	র	ম	বু
১১	শ	ম	শু	ম	শু	সো	বৃ	শু	র	সো	বু	বৃ
১২	র	বু	শ	বু	শ	ম	শু	শ	সো	ম	বৃ	শু
১৩	সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	শ	র	ম	বু	শু	শ
১৪	ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	র	সো	বু	বৃ	শ	র
১৫	বু	শ	ম	শ	ম	শু	সো	ম	বৃ	শু	র	সো
১৬	বৃ	র	বু	র	বু	শ	ম	বু	শু	শ	সো	ম
১৭	শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	বু	বৃ	শ	র	ম	বু
১৮	শ	ম	শু	ম	শু	সো	বৃ	শু	র	সো	বু	বৃ
১৯	র	বু	শ	বু	শ	ম	শু	শ	সো	ম	বৃ	শু
২০	সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	শ	র	ম	বু	শু	শ
২১	ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	র	সো	বু	বৃ	শ	র
২২	বু	শ	ম	শ	ম	শু	সো	ম	বৃ	শু	র	সো
২৩	বৃ	র	বু	র	বু	শ	ম	বু	শু	শ	সো	ম
২৪	শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	বু	বৃ	শ	র	ম	বু
২৫	শ	ম	শু	ম	শু	সো	বৃ	শু	র	সো	বু	বৃ
২৬	র	বু	শ	বু	শ	ম	শু	শ	সো	ম	বৃ	শু
২৭	সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	শ	র	ম	বু	শু	শ
২৮	ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	র	সো	বু	বৃ	শ	র
২৯	বু	শ	ম	শ	ম	শু	সো	ম	বৃ	শু	র	সো
৩০	বৃ	র	বু	র	বু	শ	—	বু	—	শ	—	ম
৩১	শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র	—	—	—	—	—	বু
৩২	—	—	শু	—	—	—	—	—	—	—	—	—

বান্ধব

১। মাননীয় মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কেটি, কে সি আই ই, কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ। (৩০২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা)।
২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩। মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর কেটি, কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম, বর্দ্ধমান। "বিজয়-মঞ্জিল", আলিপুর লেন, কলিকাতা।
৪। ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ কেটি, সি এস আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এল, ৩৩ জর্জ্জকোর্ট রোড, আলিপুর, কলিকাতা।

১। আজীবন সদস্য

১। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী।
২। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
৪। রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, মহিষাদল, মেদিনীপুর।
৫। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, তাজহাট, রঙ্গপুর।
৬। শ্রীযুক্ত রায় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী, টাকী হাউস, ২৯৯ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

২। বিশিষ্ট সদস্য

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
২। ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, কে টি, সি এস্ আই, সি আই ই, এফ আর এস্, এম্ এ, ডি এস্‌সি, পি এইচ্ ডি, ৯৩ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
৩। ডাঃ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে টি, সি আই ই, পি এইচ্ ডি, ৯২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা (এবং নৈহাটী, ২৪পঃ।)
৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি লিট, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। (এবং শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।)
৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবুধি, বি এল্, ১৮৫ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৮। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। অধ্যাপক সদস্য

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ভাগবত চতুষ্পাঠী,
৭৯।১ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, ৩ স্মৃতিভূষণ লেন, গরাণহাটা, কলিকাতা।

৪। সহায়ক সদস্য

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৪০এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, সিমলা, কলিকাতা।

২। মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের আফিস, চট্টগ্রাম।

৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম,
কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ১৭ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। „ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

৬। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ এম ই আর এস্, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম।

৭। „ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, 'সাধনা-কুঞ্জ', ঘাটফরহাদ্‌বেগ, চট্টগ্রাম।

৮। মৌলবী মোহম্মদ রৌসন আলী চৌধুরী, 'কোহিনুর' সাহিত্য-মন্দির, চৌধুরী বাড়ী,
পাংশা, ফরিদপুর।

৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম ও
হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।

১০। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ২০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৮ ঈশ্বর মিলের লেন, কলিকাতা।

১২। „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সদর আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোচবিহার।

১৩। মৌলবী খয়ের উল-আনাম, হেয়ার স্কুল, কলিকাতা।

১৪। ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ, 'উদ্বোধন'-কার্য্যালয়, ১ মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার।

১৫। মৌলবী কাজি নুর আহম্মদ, ইণ্টারপ্রিটার্স আফিস, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড,
কলিকাতা।

১৬। শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মবিদ্যা-কার্য্যালয়, ৪।৩এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৭। „ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১ চুণাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২০। „ যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, ১ প্রথম অনরেটস লেন, ইটালি, ঐ।

৫। সাধারণ সদস্য—(ক) কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, "অক্ষয় লজ," ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।
" ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত এল এম এস্, ২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" অখিলচন্দ্র বসু, এটর্ণি-এট-ল, ১৬৬ অপার সার্কুলার রোড।
" ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ এম বি, ৩০ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
৫ " অজিতচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, ৪২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।
" অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, ১২০।৩ অপার সার্কুলার রোড।
" অতুলচন্দ্র ঘোষ, ৭৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৫১ বীডন রো।
" অনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়, কেশিয়ার, পাইকপাড়া রাজবাটী, কাশীপুর।
১০ " অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮।৫৯ বলরাম দে ষ্ট্রীট্।
" অনাথনাথ ঘোষ (ক), ১৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" অনাথনাথ ঘোষ (খ), ৬০ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
" অনাথনাথ মল্লিক, জমিদার, ৪৮ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।
" অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় (ক), ৩ ডি নিবেদিতা লেন, বাগবাজার।
১৫ " অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় (খ), ৬ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
" অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এফ্ আর ই এস, ১৪ গোপীমোহন বসুর লেন।
" অনাথবন্ধু দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" অনিলচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ৪৩ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
" অনিলনাথ বসু, ২২৮।১ অপার সার্কুলার রোড।
২০ " অনিলপ্রকাশ বসু এম এ, বি এল, বার-এট-ল, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
" অণিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র জমিদার, ২০বি নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
" অনুকূলচন্দ্র বসু, বসু দত্ত কোং, ১৬৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
" অবতারচন্দ্র লাহা, ৭৮।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট।
" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।
২৫ " অবিনাশচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, ৭৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, ৮।১ কাশী ঘোষ লেন, সিমলা।
" রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ (ক), ৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট।
" অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বি এ (খ), ১৮।৪ ছকু খানসামা লেন।
" রায় অবিনাশচন্দ্র বসু মল্লিক বাহাদুর এম এ, ৮ দীনবন্ধু লেন।
৩০ " অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, ট্রান্সেটার, বেঙ্গল গবর্মেণ্ট রাইটাস বিল্ডিংস।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিশ্র, ২৫।২ কানাইলাল ধরের লেন।
„ অভয়াচরণ রায় বি এ, এটর্ণি, ১৮ জেলেটোলা ষ্ট্রীট।
„ রায় অভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ডেপুটি কমিশনার অব একসাইজ এণ্ড সল্ট, ৫৯ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।
„ অমরনাথ খাঁ, ৯৬।১ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
৩৫ „ অমরনাথ দত্ত বি এল, ৭৮ গড়পার রোড।
„ অমরনাথ পালিত এম্ এস্ সি, বি এল, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ৬৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ অমরনাথ বসু, অফিস অব দি কণ্ট্রোলার, ইণ্ডিয়ান ট্রেজারী, কলিকাতা।
„ অমরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র এম এ, বি এল, ১১ সেকরাপাড়া লেন, বহুবাজার।
„ অমরেন্দ্রনাথ দে, জমীদার, ৪২ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।
৪০ „ ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল এম এস, ৩৪।২ বীডন ষ্ট্রীট।
„ অমরেন্দ্রনাথ বসু এম এ, এটর্ণি, ৭১ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।
„ অমরেশ শিকদার, ৫।১ রয়াল একস্চেঞ্জ প্লেস।
„ অমূল্যচন্দ্র চন্দ্র, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
„ কবিরাজ অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, ১৫ সেণ্ট জেম্স্ লেন।
৪৫ „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ৮২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ অমূল্যচরণ সেন, "অর্ঘ্য ও বাঙ্গালী"-সম্পাদক, ৫৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, ২ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর।
„ অমৃতলাল দত্ত, ৩৪ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন।
„ অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর, ৯।২ রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কম্বুলিয়াটোলা।
৫০ „ অমৃতলাল মল্লিক, ২ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট।
„ অর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, ১২৪।২।৩।২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ১২।১ গাঙ্গুলীর লেন, বড়বাজার।
„ অসিতাকুমার গুহ, এটর্ণী, ১৯।১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
„ অসীমকৃষ্ণ দত্ত বি এস্ সি, ১০৩ রামকিষণ দাস লেন।
৫৫ „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ৮ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।
„ অহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্ সি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার।
„ আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৪০ সীতানাথ রোড, সিমলা।
„ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি, বি এল, স্মল কজ কোর্টের উকীল, (বেলুড়, হাওড়া)।

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবুল মোজাফ্ফর জমাহুদ্দীন মহম্মদ, এসিষ্টাণ্ট কিউরেটার, আর্কিওলজিকাল সেক্‌শন, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম।
৬০ „ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, হবিবি প্রেস, ৬৬।৬৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
„ আভাসচন্দ্র ঘোষ বি এ, ৩ জগন্নাথ সুরের লেন।
„ আমোদকৃষ্ণ বাগচী, ১৯।১ শুলু ওস্তাগরের লেন, দর্জ্জিপাড়া।
„ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু সদ্ধর্ম্মবাগীশ, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহকারী সম্পাদক, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, কপালীটোলা।
„ আশুতোষ ঘোষ বি এল, ২।২ রামচাঁদ নন্দীর লেন, দর্জ্জিপাড়া।
৬৫ „ আশুতোষ চৌধুরী, ১।২ মুসলমানপাড়া লেন।
„ ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল এম এস (ক), ৩।২এ নলিন সরকারের ষ্ট্রীট।
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল এম এস (খ), কলিকাতা করপোরেশনের স্যানিটারী ইনস্পেক্টার, ৩।৩ বি গৌরীবেড়ে লেন।
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (গ), ১৭।১ লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার।
„ আশুতোষ বসু, ২২।২ ঈশ্বর মিলের লেন।
৭০ „ আশুতোষ বেদজ্ঞ, ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, ৯।২।১এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
„ আশুতোষ মিত্র বি এল, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, ২০এ আতাবাগান লেন।
„ আশুতোষ শাস্ত্রী এম এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ১৩।১।১ বেপেটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
„ রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম এ, ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩১ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
৭৫ „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, ১৪১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ৫১ মথুরায়ের লেন, সিমলা।
„ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, ৬ বাদুড়বাগান রো।
„ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, ৫৮।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
„ উপেন্দ্রনাথ বসু, ১৬২।১ আপার চিৎপুর রোড।
৮০ „ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ৭এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
„ উপেন্দ্রনাথ সাহা, ১৪৮ আপার সার্কুলার রোড।
„ কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন (ক), ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
„ উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ (খ), ২১ মদন বড়ালের লেন।
„ উপেন্দ্রলাল বক্সী বি এ, হিন্দু স্কুলের শিক্ষক, ১২৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
৮৫ „ উমেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, ৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„ উমেশচন্দ্র বসু (ক), ২৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু বি এল (খ), ৩৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট্।
" উরুক্রমদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এস্ সি, বি এল, ৫৯সি অপার সার্কুলার রোড।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
৯০ " ঋষীন্দ্রনাথ সরকার এম এ, বি এল, ২০ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট্।
" মৌলবী এ, লোহানী বিদ্যাবিনোদ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সহকারী সম্পাদক, ৫ কলিন লেন।
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এল্ সি, ৬৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।
" মৌলবী এম, সোনাউল্লা এম এস সি, আর্কিওলজিক্যাল কেমিষ্ট, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম।
" ওয়াহেদ হোসেন বি এল, ৯ হালসীবাগান রোড।
৯৫ " কমলকৃষ্ণ সাহা, ২০ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীট্, বাগবাজার।
" কমলাকান্ত শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন, বহুবাজার।
" কালাচাঁদ বটব্যাল বি এ, ৬।১।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট।
" কালিদাস খাঁ, দ্বিতীয় বেঞ্চ ক্লার্ক, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট, বাঁকশাল ষ্ট্রীট।
" কালিদাস রায়, ১৮ বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট্, হাটখোলা।
১০০ " কালীকুমার বসু, ২ কালাচাঁদ সান্যালের লেন, শ্যামবাজার।
" পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (ক), ২৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।
" কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, (খ) ১৭।১ ঝামাপুকুর লেন।
" কালীকৃষ্ণ রায়, ৪৩ আশুতোষ দে লেন।
" কালীপদ সরকার এম এ, এডিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স্, ৮ ডালহাউসী স্কোয়ার।
১০৫ " কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম এ, সিটি কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, টাউন স্কুল, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
" কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম এ, ৯ জগদীশনাথ রায় লেন।
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যোগবিশারদ, ২০১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
" কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ন, ৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
১১০ " কিরণকুমার বসু এম এ, ১৫।১।৪ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
" কিরণচন্দ্র দত্ত (ক), "লক্ষ্মীনিবাস", ১ লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার।
" কিরণচন্দ্র দত্ত (খ), ১৫৭।৩ আপার সার্কুলার রোড।
" রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, রতনবাবুর রোড, কাশীপুর।
" কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ, এম এ, ১৪।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
১১৫ " কুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এল, এটর্ণী-এট ল, ১৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
" ডাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, ১৯ তেলেঙ্গাবাগান।
" রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, ২৩।৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণী-এট-ল, ৩৯।৩ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„ কুমারকৃষ্ণ মিত্র, জমিদার, ৩৪ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
১২০ „ কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ, এটর্ণী-এট-ল, ১৭৫ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ কুমুদবিহারী সেন, ৪৪ ব্রজনাথ দত্ত লেন।
„ কুমুদরঞ্জন রায়, ৩।১।এ কপিবাগান লেন, বাগবাজার।
„ কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ, ১৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন।
„ কৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম এ, ১৯ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন।
১২৫ „ কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত বি এ, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট।
„ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার।
„ কৃষ্ণদাস চন্দ্র, ৩৭ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।
„ কৃষ্ণদাস বসাক, ১১ রামচাঁদ ঘোষ লেন, গরাণহাটা।
„ কৃষ্ণদাস রায়, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিক লেন, হাটখোলা।
১৩০ „ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ১১০।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ কৃষ্ণপদ শর্ম্মা বিদ্যারত্ন, রিপন কলেজের অধ্যাপক, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল, ১৮০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ কেদারনাথ মিত্র, ৩২এ জয়মিত্র ষ্ট্রীট।
„ কেদারেশ্বর দত্ত, ১০২ বীডন ষ্ট্রীট।
১৩৫ মৌলবী মোহাম্মদ কে চাঁদ, চীফ অডিটার্স অফিস, এক্সপেণ্ডিচার সেকশন, ই বি রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, (ঘোলা, সোদপুর, ২৪ পঃ)।
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, "অর্চ্চনা"-সম্পাদক, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।
„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, গবর্ণমেণ্ট জ্যোতির্ব্বিৎ, ১৯ গ্রে ষ্ট্রীট।
„ রায় স্তর কৈলাশচন্দ্র বসু বাহাদুর সি আই ই, ও বি ই, ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ, ৫।১ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, পূর্ব্বদ্বার।
১৪০ „ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকিল, ১ শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, ২৭ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
„ ক্ষীরোদভূষণ সেন গুপ্ত, কে, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৪৬ ষষ্ঠীতলা রোড।
„ ক্ষেত্রকালী ঘোষ, ৯ রাধানাথ বসু লেন।
„ ক্ষেত্রমোহন বসু বি এ, ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
১৪৫ „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী-এট-ল, (ক) ১২ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন।
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (খ), ১৪।১ মদন মিত্রের লেন।
„ খগেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, উকিল, ৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন, দর্জ্জিপাড়া।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ৬ বীডন রো।

„ গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৬।১ হ্যারিসন রোড।

১৫০ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।

„ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, (ক) ৯২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

„ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), ৯ বারিক লেন।

„ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যানিধি, কবিভূষণ, এম্ এ, এল এম এস,
৬৫ বীডন ষ্ট্রীট।

১৫৫ „ গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম এ, বি এল, এম আর এ এস্, হাইকোর্টের উকীল,
২০১ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট।

„ গিরিশচন্দ্র দত্ত, ৬৬ গৌরীবেড়ে লেন।

„ গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ আর এস্ (লণ্ডন), এফ সি এস্, বঙ্গবাসী কলেজের
অধ্যক্ষ, ৮৬ সাউথ রোড, ইটালি।

„ গিরীন্দ্রনাথ সেন বি এল, এটর্ণী-এট-ল, ৯ মুরলীধর সেন লেন।

„ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম বি, এম এস্‌সি, ১৪ পার্শীবাগান লেন।

১৬০ „ গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, ১৫।১৬ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।

„ অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ, ১২ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন।

„ কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী, ১৬।১৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

„ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল বি এ, সলিসিটর, ৯৩।৩ আপার সার্কুলার রোড।

১৬৫ „ গোকুলচন্দ্র লাহা, ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ গোকুলচাঁদ বড়াল, ৮ হিদারাম বানার্জ্জি লেন, বহুবাজার।

„ রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম বি, ১।৫ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।

„ গোপালচন্দ্র দাস, ২১ নীলমণি দত্ত লেন।

„ গোপালচন্দ্র দে এম এ, বি এল, ৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন।

১৭০ „ রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম বি, ১০।২ সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার।

„ গোপালদাস চৌধুরী এম এ, বি এল্, ৩২ বীডন রো।

„ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, জমিদার, ২০সি নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে, ৬২ অখিল মিস্ত্রীর লেন।

„ গোষ্ঠবিহারী বসু বি এল, ১৯।৩ ছকু খানসামা লেন।

১৭৫ „ গোষ্ঠবিহারী সিংহ, ৬ রতন সরকার গার্ডেন লেন।

„ গোস্বামী গোবর্দ্ধনলাল কবিচূড়ামণি, "প্রেমপুষ্প"-সম্পাদক,
১৩ মহেন্দ্র বসু লেন, বাগবাজার।

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন, "চৈতন্য লাইব্রেরী," বীডন ষ্ট্রীট।
„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।
„ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনের শিক্ষক, ৬৫ বীডন ষ্ট্রীট।
১৮০ „ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বি এ, ৭ নবীন পালের লেন।
„ চন্দ্রভূষণ মৈত্র এম এ, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন।
„ চন্দ্রশেখর কর কবীন্দ্র, কাব্যকণ্ঠ, বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিভূষণ, বি এ, ৪।এ রাজাপাড়া লেন, বাগবাজার।
„ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল এম এস, ১৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার এট-ল, ২ প্যারীচরণ লেন।
১৮৫ „ চারুচন্দ্র ঘোষ, জমীদার, ২০ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।
„ রায় চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, কলিকাতা করপোরেশনের ভাইস্ চেয়ারম্যান, ৫ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক, ৪১৷১ শিবনারায়ণ দাস লেন।
„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, এম আর এ এস, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন।
„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী (ক), ৫ শ্রীনাথ দাস লেন, বহুবাজার।
১৯০ „ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ (খ), প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ১ কালু ঘোষের লেন।
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল (ক), ২ কালী মিত্রের লেন।
„ চারুচন্দ্র মিত্র (খ), ১২ শিবনারায়ণ দাস লেন।
„ চিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১ দয়াল সোম লেন।
„ চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য, ১৮৷১৷১ আনন্দ খাঁর লেন।
১৯৫ „ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী, ঠাকুর এষ্টেটের ডেপুটী ম্যানেজার, ৮ জরিফস্ লেন।
„ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
„ চুণীলাল মণ্ডল, ৩২ হোগলকুড়িয়া গলি।
„ চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, ২৭৷১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
„ চৈতন্যচরণ বড়াল বি এল, উকিল, ৪১বি পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।
২০০ „ ছকমল চোপড়া বি এল, উকীল, ৪৭ খোঙ্গরাপটী, বড়বাজার।
„ জগদিন্দু রায়, রিপন কলেজের অধ্যাপক, ১৮এ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ৬ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকার গার্ডেন লেন।

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস বি এল, ৩০।১ বৈঠকখানা রোড।
" পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক, ২০ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।
" জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ৩০।২ বীডন রো।
" জলধর সেন 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক, ৩ নন্দকুমার চৌধুরী লেন।
" জহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা।
" জহরলাল মল্লিক, "মল্লিক-লজ", ১৩৫ মাণিকতলা মেন রোড।
২১০ " জহরলাল সিংহ, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউ অফিস, জি এ সেকশন।
" জানকীনাথ বসু, ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ৫১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
" জালিম সিংহ শ্রীমল, ৭৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ১০।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা।
২১৫ " জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, সলিসিটর, ১৬।১ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।
" জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি এ, বি ই, এম আর ম্যান (লণ্ডন), এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ২৭।৩ বৈঠকখানা রোড।
" জিতেন্দ্রনাথ দে, ৩৩ ডিক্সন লেন।
" জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী-এট-ল (ক), ৬৪ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
" জিতেন্দ্রনাথ বসু (খ), ১৯।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট।
২২০ " ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার এম ডি, ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" জিতেন্দ্রনাথ রায়, ৩৯ হ্যারিসন রোড।
" জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, ২৩।১ অখিল মিস্ত্রী লেন।
" জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
" জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, ২০ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।
২২৫ " জীবনধন চক্রবর্ত্তী, ৩১ ঘোষ লেন।
" ডাঃ জে, এন, ঘোষ এম ডি, ৬৫।১ বীডন ষ্ট্রীট।
" জে, এম, মিত্র বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ৮ হরিপাল লেন।
" জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বি এল, ৭০ শাঁখারীটোলা লেন।
" জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী এম এ, এফ সি এস, ৭ নবীন পালের লেন।
২৩০ শ্রীমতী জ্যোতিমালা দাস, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ দাস বি এ মহাশয়ের বাটী, ২৯ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু এম এ, বি এল, (ক) ২৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট।
" জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু (খ), ৩ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
" জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, (ক) ১ অবিনাশ মিত্রের লেন, দর্জ্জিপাড়া।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র বি এ, এটর্ণী-এট-ল, (খ) আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট, ৬ দীনবন্ধু লেন।

২৩৫ „ জ্যোতিশ্চন্দ্র সরকার, ৫৫।বলরাম দে ষ্ট্রীট।

„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, ৩ মোহনবাগান রো।

„ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, বিদ্যাসাগর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, ১৫ রামকিষণ দাস লেন।

„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র, ৮৪ বলরাম দে ষ্ট্রীট।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ৫২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

২৪০ „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম এ, বি এল, "সময়"-সম্পাদক, ৪ উইলিয়ম্‌স্ লেন, চাঁপাতলা।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ লেন।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর।

„ কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি এ (ক), ৮।২ কাশী ঘোষ লেন।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এম এস সি, (খ) ১।১ রাজা লেন।

২৪৫ „ ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল এম এস, ৯।১ সাউথ রোড, ইটালি।

„ রায়সাহেব ঠাকুরদাস বসু, ৭৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট।

„ ডাঃ ডি. এন্. রায় এম ডি, ৬২।২ বীডন ষ্ট্রীট।

„ তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ চাটার্জ্জি লেন।

„ তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট।

২৫০ „ তারকনাথ রায়, ৬৭।৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট।

„ রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর, বি এল, ৯ মদনমোহন চাটুর্য্যের লেন।

„ তারাকৃষ্ণ শীল, ১১০ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

„ তারাপদ সিংহ বি এ, ৮ সরকার বাড়ী লেন, বাগবাজার।

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৬০।৩।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

২৫৫ „ তারাপ্রসাদ বাগচী, ক্লার্ক, বীডন স্কোয়ার পোষ্ট আফিস।

„ তুষ্টলাল বিদ্যাবিনোদ, ২০।৪ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।

„ তুলসীদাস কর এম এ, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, ৩২ মীরজাফর লেন।

„ ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন দাস এল আর সি পি এণ্ড এস, এল এফ পি এস, এল এম, ৭।১ হ্যারিসন রোড।

„ দয়ালচন্দ্র বসু, ৫০ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

২৬০ „ দামোদরদাস বর্ম্মন্, জমিদার, ৫৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

„ দামোদরদাস খান্না, ১৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

„ দীননাথ রায়, ৬ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩৮ কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।

" দুর্গাদাস ঘোষ, ৪৮।৩ রামতনু বসু লেন।

২৬৫ " দুর্গাপ্রসাদ পোদ্দার, ১৬১ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট।

" দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল,

৫৯বি আপার সার্কুলার রোড।

মাননীয় ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন, কে টি, সি আই ই,

এম এ, এল এল ডি, ২০ সুরি লেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সান্যাল এল এম এস, ১৩ রাধানাথ বসু লেন।

" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম এ, বি এল, ৬৯ সার্পেণ্টাইন লেন।

২৭০ " রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর বি এ, এফ এম এস, এফ আর ই এস,

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিপার্টমেণ্ট অব ষ্ট্যাটিষ্টিক্স, ইণ্ডিয়া, ২৬ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট।

" দেবেন্দ্রনাথ পাল বি এল, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, ২৩২।২ অপার চিৎপুর রোড।

" দেবেন্দ্রনাথ বসু বি এল, উকিল, ৯৩ বি শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

" দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট।

" দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এল, উকীল, ৪ কার্ত্তিক বসু লেন, হাতীবাগান।

২৭৫ " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, "দি ক্লোজ", ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

" দেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত, ১ জরিফস্ লেন।

" দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, বি এ, এটর্ণী-এট-ল,

৩।১ নিকাসীপাড়া লেন, শ্যামবাজার।

" ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, ডি এল, ২৫ নন্দরাম সেন লেন, শোভাবাজার।

" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস সি, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক,

৩০এ বীডন রো।

২৮০ " দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এফ আর জি এস, বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও, ১ সরকার লেন।

" দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী এম এ, ৫ মুক্তারাম রো।

" দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

" ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি, মেয়ো হাঁসপাতাল, ৭।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড।

" দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম এস পি এস (লণ্ডন), এচ এম এস ওয়াই,

এস এস এস (আমেরিকা), এম্ এস্ এস্ এস্ ডি (বার্লিন),

৩ মনোমোহন বসু লেন।

২৮৫ " ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ১৬ গড়পাড় রোড।

" ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৮ রাধানাথ বসু লেন।

" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, ৯৫ গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, ২৭ বেণিয়াটোলা লেন।
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটর্ণী, ৮ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট।
২৯০ " ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট্।
" ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, ১০ গোমেস্ লেন।
" নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এফ ই, ২৬ আশুতোষ দের লেন।
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট।
" নগেন্দ্রনাথ দে, এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার, সাহেববাজার, পি টি রেলওয়ে,
১১০ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।
২৯৫ " নগেন্দ্রনাথ বসু, ২ বাগমারী রোড।
" নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৬ জগদীশনাথ রায় লেন, সিমলা।
" নগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল, ৩২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
" নগেন্দ্রনাথ রাহা, ১৪৮ বৌবাজার ষ্ট্রীট।
" নগেন্দ্রনারায়ণ বসু, ১৭ নারিকেলবাগান লেন।
৩০০ " ননীগোপাল দে, হেড ক্লার্ক, মেঃ পিগট চ্যাপম্যান কোং,
৫ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ও ২।২ গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন।
" ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
" ননীগোপাল রায়, ৮৫ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।
" ননীলাল ভট্টাচার্য্য বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১ ডালিমতলা লেন।
" পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, ১২ কাশী ঘোষ লেন।
৩০৫ " নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
" নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম এ, ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক,
২১ রামাপুকুর লেন।
নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ২ হোগলকুড়িয়া গলি।
" নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল, ১৯ লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার।
" নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ক), ৪৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
৩১০ " রায় সাহেব নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ (খ), রেজিষ্ট্রার,
রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস্।
" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব, ৩ মুক্তারাম রো।
" নরেন্দ্রনাথ বসু, ৩৭ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট।
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট।
" কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি আর এস, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
৩১৫ " নরেশচন্দ্র মিত্র বি এ, ২২ যুগলকিশোর দাস লেন।

শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দত্ত, ১৫৭।৩ আপার সাকু‍র্লার রোড।
„ নলিনচন্দ্র পাল বি এল, উকিল, ৪৭।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„ নলিনচন্দ্র মিত্র, ৪।১ গোপাল বিশ্বাস লেন, শ্যামবাজার।
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দি প্রাসাদ, ১২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট।
৩২০ „ নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, ইউনিভার্সিটির লেকচারার, ৭ সি রামমোহন সাহা লেন।
„ নলিনীনাথ শেঠ, ৩ বাঁশতলা ষ্ট্রীট।
„ নলিনীমোহন রায়, ৬৫ আমহার্ষ্ট রো।
„ নলিনীমোহন সান্যাল এম এ, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ১৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, (শান্তিপুর, নদীয়া)।
মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৮৪ লোয়ার সাকু‍র্লার রোড।
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ বি এ, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার।
„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, ৯ উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড।
„ পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর-বাটী, ২৬ বৃন্দাবন মল্লিক লেন।
„ পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, ১ তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর।
„ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
৩৩০ „ নিত্যানন্দ রায়, ৬৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
„ নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭ রায় লেন, বড়বাজার।
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত, ১৫৭।৩ আপার সাকু‍র্লার রোড।
„ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, বি টি, ১৪ ছকুখানসামা লেন।
„ নিবারণচন্দ্র দাসঘোষ, ৩২ পরাণহাটা ষ্ট্রীট।
৩৩৫ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এস্ সি, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ১০ ক্রাউচ লেন।
„ নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, ৪৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
„ নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
„ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ১৫৭।৩ আপার সারকুলার রোড।
„ নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী বি এ, ৯৭ গড়পার রোড।
৩৪০ „ নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ শ্রীকৃষ্ণ লেন, শ্যামপুকুর।
„ নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র এম এসসি, মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশনের সম্পাদক, ৫৭ পটুয়াটোলা লেন।
„ নিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল, ১ শঙ্কর হালদার লেন, আহিরীটোলা।
„ নীরদকৃষ্ণ রায়, ১৯৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী মল্লিক এম এ, বি এল, ২৩ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।

৩৪৫ „ নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০২ ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড, তালতলা।

„ নীলধন মুখোপাধ্যায়, ২১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী লেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার এম এ, এম ডি, ৯৩ আপার সার্কুলার রোড।

শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৭২ বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।

„ নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮ অক্রূর দত্ত লেন।

৩৫০ „ নৃপেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ৮ গোপাল বিশ্বাস লেন।

„ নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটর ১এ ঠাকুর কাসল্ রোড।

„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় এম এ, ১৬ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কুমারটুলি।

„ নৃসিংহচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর।

„ নৃসিংহপদ দত্ত বি এল, উকিল, ৪ ইডেন হাঁসপাতাল রোড।

৩৫৫ „ পঞ্চাননদাস ঘোষ, ১৯৭ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট।

„ পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ৫৮।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।

„ পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, এফ আর মেট এস, পার্শনাল আসিষ্টান্ট টু দি ডিরেক্টার অব পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ্স, ২৫।৩ হুটস্ লেন।

„ পরেশলাল সোম বি এল, ১৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

৩৬০ „ পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, মেসার্স অর ডিগনাম্ এণ্ড কোং, ডালহাউসী স্কোয়ার।

„ পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ অবিনাশ মিত্রের লেন, দর্জ্জিপাড়া।

„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৮০ সার্পেণ্টাইন লেন।

„ পান্নালাল মল্লিক, "মল্লিক লজ", ১৩৫ মাণিকতলা মেন রোড।

„ সমন পুন্নানন্দ স্বামী বহুসুত পিয়সিলী, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন।

৩৬৫ „ পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৫ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেন।

„ পুলিনবিহারী দত্ত, ১ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার।

„ পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল, ৪৮ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।

„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ১২ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন।

„ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯।এ হোগলকুড়িয়া গলি।

৩৭০ „ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ, ১২ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত, ৫ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট।

" প্রকাশচন্দ্র ঘোষাল সাহিত্যশেখর, ৪ গৌরীশঙ্কর ঘোষ লেন, নারিকেলডাঙ্গা।

" প্রকাশচন্দ্র দত্ত, "নিউ বেঙ্গল প্রেসের" ম্যানেজার, ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।

" প্রকাশচন্দ্র মিত্র বি ই, ৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।

৩৭৫ " প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

মাননীয় মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর নাইট বাহাদুর, "দি প্রাসাদ"

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা।

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম এ, পি এইচ ডি, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক,

১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট।

" ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম এ, পি এইচ্ ডি, ২২ গড়পার রোড।

" প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নিউ ইয়া পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

৩৮০ " প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট।

" প্রবোধকুমার দত্ত, ৭৮।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।

" প্রবোধকুমার দাস বি এল, ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

" প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ৪৩।১ বাবুরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম এস সি আই, (ক)

২৭ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।

৩৮৫ " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ), ৭।১৪ বেন্টিক ষ্ট্রীট।

" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ), ৪৬ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

" প্রবোধচন্দ্র বসু বি এল, ৩৪ বীডন ষ্ট্রীট।

" প্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

" প্রভাতচন্দ্র চন্দ, ২৪৩ আপার সার্কুলার রোড।

৩৯০ " ডাঃ প্রভাতচন্দ্র সেন এম বি, ১৫ বৌ ষ্ট্রীট।

" প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন।

" ডাঃ প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম এস, ৩৬ স্কটস্ লেন।

" প্রভাসচন্দ্র দে, উকিল, পুলিশ কোর্ট, ৮।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড।

" ডাঃ প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৩।৩ ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড,

তালতলা।

৩৯৫ " প্রভাসচন্দ্র বসু, ২ অভয়চরণ ঘোষ লেন, শ্যামপুকুর।

" প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষণ এম আর এ এস প্রত্নতত্ত্ববিশারদ,

৮।১ মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড।

" ডাঃ প্রভাসনাথ পাল এল এম এস, ৯ বেপারিটোলা লেন, বৌবাজার।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি এ (কেম্ব্রিজ), এম এ, বি এল, ব্যার-এট-ল,
৮৬।১ হ্যারিসন রোড।

„ প্রমথনাথ দে, ৯৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

৪০০, „ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এস্‌সি, ব্যারিষ্টার,
২৮৪ আপার সার্কুলার রোড।

„ প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডন ষ্ট্রীট।

„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক,
৪৬ মুরারিপুকুর রোড।

„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট।

„ প্রমথনাথ শীল, ১৪৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

৪০৫ কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন কবিরত্ন, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট।

„ প্রমথলাল সরকার, ৫১ শাঁখারীটোলা লেন।

„ প্রসন্নকুমার চৌধুরী, ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী,
১ লালবাজার ষ্ট্রীট।

„ ডাঃ প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত, ১০।৪ মুসলমানপাড়া লেন।

„ ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম এ, এম বি, ৫৬ হ্যারিসন রোড।

৪১০ „ ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী, ১১ আপার সার্কুলার রোড।

„ রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল, ৩০ হ্যারিসন রোড।

„ রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, এম আর এ এস, পি সি এস,
"প্রিয়-ভিলা", ১২ পারসীবাগান লেন।

„ প্রিয়লাল মল্লিক, 'মল্লিক লজ', ১৩৫ মাণিকতলা মেন রোড।

„ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ২০৮।২এক্ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৪১৫ „ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম এ, ১০২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

„ ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, ২ মনোমোহন বসু লেন।

„ ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, "যমুনা" সম্পাদক, ২৬।৩ স্কটস লেন।

„ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল, "দীন-ধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।

„ বঙ্কুবিহারী ধর, ২২ ফকীরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন।

৪২০ „ ডাঃ বটকৃষ্ণ রায় এল এম এস, ১৪৯।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম এ, বি এল, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

„ বরদাদাস বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩৭ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

„ বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক,
৩৩ হ্যারিসন রোড।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসিষ্টাণ্ট, ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, গবর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া।

৪২৫ „ বরদাপ্রসাদ বসু, ৭৯ হ্যারিসন রোড।

„ বলাইচন্দ্র সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট।

„ বলাইচাঁদ মল্লিক, ২২।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।

„ বলাইলাল দত্ত বি এ, লাইব্রেরীয়ান, এসিয়াটিক সোসাইটী, ৪৩ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ চাঁপাতলা ১ম বাই লেন।

৪৩০ „ বসন্তকুমার মিত্র, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ইউনিভার্সিটি কলেজের লেক্‌চারার, ৩২ ব্রজনাথ দত্ত লেন।

„ ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম বি, ৪৮ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম বি, এফ আর ই এস, ৮৩ হ্যারিসন রোড।

„ বাহাদুর সিং সিংহী, ২ পর্ত্তুগীজ চার্চ্চ লেন।

৪৩৫ „ বিক্রমকুমার বসু, ৫৩।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

„ বিজয়কুমার মৈত্র, ভারত-মিহির প্রেসের স্বত্বাধিকারী, ২৫ রায়বাগান ষ্ট্রীট।

„ বিজয়কুমার রায় এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৪৮।১ হ্যারিসন রোড।

„ বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ সুকিয়া রো।

„ বিজয়কৃষ্ণ রায়, ১৪ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট।

৪৪০ „ বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ।১ সীতাকান্ত বানার্জ্জি লেন।

„ বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

„ বিনয়কৃষ্ণ বসু, বেঞ্চক্লার্ক, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট।

„ বিনয়কুমার সেন এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, ১০ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট

„ ডাঃ বিনয়লাল মজুমদার এল এম এস, এম আর এ এস, ৪৭।১ হ্যারিসন রোড

৪৪৫ „ বিনায়কচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, বুক ডিপো, রাইটার্স বিল্ডিংস

„ বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ১২০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

„ রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, ৬৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

„ বিনোদলাল চক্রবর্ত্তী এম এস্‌সি, ৫০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

„ বিপিনচন্দ্র মল্লিক এম এ, বি এল, ১৫ শ্রীনাথ দাস লেন।

৪৫০ „ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৪ হ্যারিসন রোড।

„ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি এ, ২।১১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

„ বিপিনবিহারী নিয়োগী এম এ, এটর্ণী-এট-ল, ১৯ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

„ রায় বিপিনবিহারী বসু, ২৯ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় এম এ, ৩৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৪৫৫ „ বিপিনবিহারী সেন এম এ, বি এল, ৮৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

„ বিভূতিভূষণ ঘোষ, ৭৪।৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

„ বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৯ কাঞ্চনদাসের লেন, বৌবাজার।

„ বিমলকান্তি ঘোষ নীতি-বিশারদ এম এ, বি এল, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

„ বিমলাচরণ লাহা, ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

৪৬০ „ বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, ১০ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

„ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ২২ বিদ্যাসাগর লেন।

কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, পোস্তা রাজবাড়ী, ২৪।১ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার।

„ বীরেন্দ্রকুমার দে এম এ, বি এল, ৯ মুসলমানপাড়া লেন।

৪৬৫ „ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭।১ কালু ঘোষ লেন।

„ বেণীমাধব ভড় বি এল, ৪৫।২এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

„ বৈদ্যনাথ সাহা এম এ, ১ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।

„ বোধিসত্ত্ব সেন এম এ, বি এল, ৯১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

„ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম এ, এটর্ণী-এট-ল, ৬।১।১এ হরিতকীবাগান লেন।

৪৭০ মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত তন্ত্ররত্ন, ২১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, ১২।১ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।

„ ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।

„ ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এ, হিন্দু স্কুলের শিক্ষক, কলেজ স্কোয়ার।

৪৭৫ „ রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল, ২৭।৩ ওল্ড বৈঠকখানা রোড।

„ ভবতারণ ব্রহ্মচারী এম এ, বি এল, ৮২।৩।এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ ভবতারণ সরকার বি এ, ৯।২ হরিতকীবাগান লেন।

„ ভবানীচরণ ঘোষ, ৫।৩ জরিফস্ লেন।

„ ভবানীচরণ লাহা চিত্রকলারঞ্জন, ২২৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৪৮০ „ ভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্‌সি, ৩ দেবনারায়ণ দাস লেন, শ্যামবাজার।

„ ভূতনাথ দত্ত, ২ বীডন ষ্ট্রীট।

„ ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এফ আর এস, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

„ ভূদেব হালদার, ১৬৪ অপার সার্কুলার রোড।

৪৮৫ শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র বসু, ৬৭ সিমলা রোড, হালসীবাগান।

,, ভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল, ৩৭ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

,, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৪৮ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

,, ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম এস্‌সি, আসিষ্টাণ্ট, জিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ।

,, ভূপেন্দ্রনাথ সেন বি এস্‌সি, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

৪৯০ ,, ভুজেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটর্ণী, ৩৪ আনন্দ লেন, শ্যামপুকুর।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গুপ্ত কবিভূষণ, ৩৭৭ অপার চিৎপুর রোড।

,, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩০ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

,, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫।২৬ বৃন্দাবন মল্লিক লেন।

,, মণিমোহন মিত্র, ২৭।১ যুগলকিশোর দাস লেন।

৪৯৫ ,, মণিমোহন শীল, ৭৪।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

,, মণিমোহন সেন এম এ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ৭০ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

,, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতী'-সম্পাদক, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।

কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম বি ই, পাইকপাড়া রাজবাড়ী, কাশীপুর।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৭০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।

৫০০ ,, মণীন্দ্রনাথ সাহা, অপার সার্কুলার রোড।

,, মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

,, কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচূড়ামণি, ৪৮ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।

,, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, কলিকাতা করপোরেশনের সার্ভেয়ার ও ভ্যালুয়ার, ৫০ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

,, মনোমোহন পাঁড়ে, ১।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।

৫০৫ ,, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৩৪ আমহার্ষ্ট রো।

,, মনোজকুমার বসু, ১ মারহাট্টা ডিচ্ লেন, শ্যামবাজার।

,, মনোজমোহন বসু বি এল, ১৯ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার।

,, মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২ নেবুবাগান লেন, বাগবাজার।

,, মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, ১০৭ বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা।

৫১০ ,, কবিরাজ মনোরঞ্জন সেন, ৫৫।৬ গ্রে ষ্ট্রীট।

,, মন্মথনাথ গুপ্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউ অফিস, ৬ ঈশ্বর ঠাকুর লেন।

,, মন্মথনাথ ঘোষ এম এ (ক), ১।৩ কৃষ্ণরাম বসু লেন, শ্যামবাজার।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বি এল (খ), ১৮।১ গৌরীবেড়ে লেন।
,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৪৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
৫১৫ ,, মন্মথনাথ রায় (ক), ৯১।৪ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
,, মন্মথনাথ রায় (খ), ২০ ফকীরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন।
,, মন্মথনাথ রুদ্র এম এ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান, রাইটার্স বিল্ডিংস, ২৮।১ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।
,, মন্মথমোহন বসু এম এ, ১৯ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার।
,, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা।
৫২০ ,, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম আর সি এস (লণ্ডন), ১ বীডন ষ্ট্রীট।
,, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন।
,, মুকুন্দলাল লায়েক, এম এল লায়েক ব্যানার্জ্জি কোং, ৩৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট।
,, মাধবদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ৪ গোপাল বসু লেন, শ্যামপুকুর।
,, মাণিকলাল শেঠ, ২৫ রতন সরকার গার্ডেন লেন।
৫২৫ ,, মৃণালকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।
,, ডাঃ মেঘনাদ সাহা এম এ, ডি এস্‌সি, লেক্‌চারার, ইউনিভার্সিটী কলেজ অব সায়ান্স, ৯২ অপার সার্কুলার রোড।
,, মোজাফ্‌ফর আহমদ, মুসলমান সাহিত্য-সমিতি, ৩২ কলেজ ষ্ট্রীট।
,, মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, ৪৭ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
,, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক ৩৪৩ আপার চিৎপুর, রোড
৫৩০ ,, যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সি ই, ২০ ষ্ট্রাণ্ড রোড।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম এ, বি এল, কুঠীঘাটা, বরাহনগর।
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, 'জন্মভূমি' সম্পাদক, ৩৯ মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীট।
,, যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এটর্ণী (ক), ১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
,, যতীন্দ্রনাথ বসু বি এ (খ), হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটার, ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট।
৫৩৫ ,, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু (গ), ২৪ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।
,, যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ৫৮ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
,, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি, ৬৮।এ বীডন ষ্ট্রীট।
,, যতীন্দ্রনাথ সেন, ১২।১৩সি বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।
,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল, ৫২।৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
৫৪০ ,, যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, ১০।১ আরপুলী লেন, বৌবাজার।
,, যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৬ সাগর ধর লেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম এ, ডি এল, ৩২ হজুরীমলস্ লেন, বৌবাজার।
„ কবিরাজ যদুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন, ১৪৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ যাদবচন্দ্র মিত্র, ১২২।২ আপার সার্কুলার রোড।
৫৪৫ „ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, ২৯৩ আপার সার্কুলার রোড।
„ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম এ, এম বি, ৪৬ বীডন ষ্ট্রীট।
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ, ৩৫।এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
„ যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তরত্ন কাব্যভূষণ এম এ, ২৪ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।
„ যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
৫৫০ „ যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল, এটর্ণী, ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট।
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ বি এস্‌সি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল, ১৯৪।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রোড, টালা।
„ যোগেশচন্দ্র বসু, হাইকোর্টের উকীল, ৫ চুণাপুকুর লেন।
৫৫৫ „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বিএল, কম্বিস্ চার্চ্চ লেন।
„ যোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ৩৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
„ পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, ৪৪।৬ মুরারিপুকুর রোড।
„ রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ রঘুনন্দন ঠাকুর লেন।
„ রবীন্দ্রকুমার বসু, "দীন-ধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।
৫৬০ „ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্‌সি, ৭৮।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
„ রমানাথ ভট্টাচার্য্য, ২২।১ হর ঢোলের লেন, আহিরিটোলা।
„ রমানাথ মিত্র, ২৬৩ অপার চিৎপুর রোড।
„ রমেন্দ্রপতি মুস্তফী, ৬ কমারশিয়াল বিল্ডিংস।
„ রমেশচন্দ্র বসু বি এ, ৩৬।৪।১ বেণেটোলা লেন।
৫৬৫ „ রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্ এ, ১২ চোরবাগান লেন।
„ রসিকলাল দত্ত ডি এস্‌সি, ৭৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
„ রাজকুমার ভড় এম এ, ১২৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„ রাজশেখর বসু এম এ, ম্যানেজার, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, ৯১ অপার সার্কুলার রোড।
৫৭০ „ রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর, ৪২ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, (দেওঘর)।
„ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ৯০ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রভূষণ বক্সী এম এ, রিপন কলেজের অধ্যাপক, ১ পদ্মনাথ লেন।
" রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন।
" রাধাগোবিন্দ চৌধুরী, বেঞ্চ-ক্লার্ক, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট, বাঁকশাল ষ্ট্রীট।
৫৭৫, " রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮।১০ গোকুল মিত্রের লেন।
" রাধানাথ মল্লিক বি এল, ৯৯ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট।
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ১৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" রাধেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২২।১ সেন্ট জেমস্ লেন।
" রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, লাউসেন ঘোষ এণ্ড কোং, ১১৩ মনোহরদাস চক, বড়বাজার।
৫৮০ " রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীলাল সাধু খাঁর তেল-কল, ২৪২ অপার সার্কুলার রোড।
" রামচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, ৫২ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
" রায় রামচরণ মিত্র বাহাদুর সি আই ই, এম এ, বি এল, ২৩ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।
" রামবন্ধু পট্টনায়ক, ৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট।
৫৮৫ " রুডমল গোয়েন্‌কা, ৫৭ বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার।
মৌলবী রেজাওর রহমান খাঁন এম এ, ৯ আণ্টনীবাগান লেন।
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণদাস মল্লিক, ৩৬ সীতানাথ রোড, সিমলা।
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম এ, ১০ আখল মিস্ত্রী লেন।
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, 'দীন-ধাম', ৬ দীনবন্ধু লেন।
৫৯০ " ললিতমোহন পাল, ৮০ গ্রে ষ্ট্রীট।
" ডাঃ ললিতমোহন বসাক, সোল্ প্রোপ্রাইটার, দি ক্রিষ্টাল ওয়ার্কস কোং, ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
" ললিতমোহন মল্লিক (ক), ২ লালবাজার ষ্ট্রীট।
" ললিতমোহন মল্লিক (খ), ১২।১ চোরবাগান লেন।
" রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর, ৮ ক্রীক রো, (চকদীঘি, বর্দ্ধমান)।
৫৯৫ " ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম আর এ এস, ১৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" লাডলীমোহন মিত্র এম এস্‌সি, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
" শচীন্দ্রকুমার বসু বি এ, জমিদার, ২১ চুণাপুকুর লেন, বহুবাজার।
" শচীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি এ, ২৭এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
শচীন্দ্রনাথ সিংহ এম এস্‌সি, ১৬ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
৬০০ " শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম এ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ৮।৪ শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
" শরচ্চন্দ্র দে বি এ, অফিস অব দি একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, সেণ্ট্রাল রেবিনিউ, বুক সেক্‌শন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, ডি এল, ২৯ বকুলতলা রোড

" শরচ্চন্দ্র পাল, ২ বৃন্দাবন পাল লেন, শ্যামবাজার।

৬০৫ " শরচ্চন্দ্র বসু, ১০০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

" শরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৫০।২ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

" শরচ্চন্দ্র মিত্র, ১০ উল্টাডাঙ্গা রোড।

" শরচ্চন্দ্র রায় (ক), ২৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট।

" শরচ্চন্দ্র রায় (খ), ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়ান্স, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

৬১০ " শরচ্চন্দ্র সিংহ, ৬৯ মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।

" শরৎকুমার মিত্র এম এ, বি এল, ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট।

" শরৎকুমার রায়, সহঃ সম্পাদক, সঞ্জীবনী, ৮২ হ্যারিসন রোড।

" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট (বাজেশিবপুর, হাওড়া)।

" শরৎচন্দ্র মিত্র, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

৬১৫ " শরদিন্দু মিত্র, ২ ব্লকোয়ার স্কোয়ার, দর্জ্জিপাড়া।

" শশধর প্রামাণিক বি এল, উকিল, ২৮২ অপার চিৎপুর রোড।

" শশাঙ্কশেখর সিংহ, ১৬ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার।

" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

" শশিভূষণ দত্ত, ২২ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।

৬২০ " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবিনোদ, ১০ বৃন্দাবন পাল লেন।

" শশিভূষণ সিংহ বি এ, ২৭ সার্পেণ্টাইন লেন।

" শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ৮ জেলেটোলা লেন।

মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল, ২৬ ফিয়ার্স লেন।

শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দে, ১২১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

৬২৫ " ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম বি, ১৩ মোহনবাগান রো।

" শিবশঙ্কর সাহা, ৫৬ নিমু গোস্বামী লেন।

" শিশিরকুমার দাসগুপ্ত, ২৪ হ্যারিসন রোড।

" শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক, ৯১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

" শিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

৬৩০ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, সাতক্ষীরা হাউস্, কাশীপুর।

" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।

" শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৩৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪।২ বীডন ষ্ট্রীট।

৬৩৫ সুবাদার মেজর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু বাহাদুর আই ডি এস এম, ও বি আই ই, ১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৮৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

" শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম এ (ক), ৩২।৭ বীডন ষ্ট্রীট।

" শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (খ), ৩০ অপার সার্কুলার রোড।

" শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল, এটর্ণি, ১১ ঘোষ লেন।

৬৪০ " শ্যামলাল গোস্বামী, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট।

" শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী শিল্প-বিশারদ, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

" শ্যামলাল বসু, ৮২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

" শ্যামলাল মল্লিক, "নন্দালয়", ২৮।১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট।

" শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ১৩৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৬৪৫ " শ্যামাচরণ পাল, "রাসবাটী", ১৫ ছিরাম মুদির গলি, দর্জ্জিপাড়া।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি সার্ব্বভৌম শিরোমণি সরস্বতী কবিভূষণ, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত শ্যামানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চাটার্জ্জি লেন।

" শ্রীকান্ত বিশ্বাস, ১০২ বেলগাছিয়া রোড।

রাজা " শ্রীনাথ রায় বাহাদুর, ৫৩ বি শোভাবাজার ষ্ট্রীট।

৬৫০ " শ্রীনিবাস দাস, ৯ সাগরধর লেন।

" শ্রীপতিচরণ চৌধুরী, ৩৪।৩৫ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

" শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১ উল্টাডিঙ্গি রোড।

" শ্রীশচন্দ্র পাল, ৪১ সিমলা রোড, হালসীবাগান।

" শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঘোষ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ৯৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

৬৫৫ " সচ্চিদানন্দ দত্ত, ৩।১।১ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট।

" সজনীকান্ত সিংহ বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২৩ রাজাবাগান জংসন রোড।

" সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল বি এ, ২৭ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

" সতীন্দ্রনাথ মিত্র, কলেকশন্ ডিপার্টমেন্টের ইন্‌স্পেক্টার, ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট।

" সতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১৫ গৌরীবেড়ে লেন।

৬৬০ " সতীশচন্দ্র গোস্বামী, ৭০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।

" সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, ৩৪ গোয়াবাগান লেন।

" সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, ৩৯।১ অখিল মিস্ত্রী লেন।

" সতীশচন্দ্র দাস, ৯৩।৪ বীডন ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ, ৯০ মাণিকতলা মেন রোড।

৬৬৫ „ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এ, এটর্ণী, ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট।

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বরাট, ১০২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

„ সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক, ৪৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বাগচী বি এ, এল্ এল্ বি, (কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা), এল এল ডি (ডাবলীন), ল-কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচডি, ২৬।১ কানাইলাল ধর লেন।

৬৭০ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, ১২ নারিকেলবাগান লেন।

„ সতীশচন্দ্র রায় এম এ, বি এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ১ গোয়াবাগান লেন।

„ সতীশচন্দ্র সিংহ, ৬ মনোমোহন বসু লেন।

„ সতীশচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, ২৫।১ কানাইলাল ধর লেন।

৬৭৫ „ সত্যকিঙ্কর মিত্র বি এল, ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট।

„ সত্যচরণ নন্দী, ২৬ রামরতন বসু লেন, শ্যামবাজার।

„ সত্যচরণ বসু এম এ, সি এম এস কলেজের অধ্যাপক, ১২ দেওয়ান গলি।

„ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, ২৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ কাশীনাথ বসু লেন।

৬৮০ „ সত্যভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় লেন, পাথুরিয়াঘাটা।

„ সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল, ১৬১ হ্যারিসন রোড।

„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, ম্যানেজার, মেসার্স আর ক্যাম্ব্রে এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার।

„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বি এস্‌সি, ১০৮ লোয়ার সার্কুলার রোড।

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্‌সি, ১১ গুলু ওস্তাগর লেন।

৬৮৫ „ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

„ সত্যেন্দ্রনাথ পাল, ৫১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।

„ রায় সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর বি এ, এটর্ণী, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট।

„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।

„ সরোজকান্তি দাস গুপ্ত, ২৪ হ্যারিসন রোড।

৬৯০ „ সরোজকুমার চৌধুরী, ২ প্যারীচরণ লেন।

„ সরোজবন্ধু মিত্র, ৪২।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট।

„ সরোজেন্দ্রকুমার দত্ত, সলিসিটর, ৭৮।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।

„ সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল, ৩।১ নলিন সরকার ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম এ, রিপন কলেজের অধ্যাপক, ৭৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

৬৯৫ „ সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ জ্যোতির্ভূষণ, ১৬ কাশীনাথ দত্ত লেন।

„ সারদারঞ্জন রায় এম এ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ, ৩২ আমহার্ষ্ট রো।

„ সিদ্ধেশ্বর গরাই, ৩ পেয়ারাবাগান লেন।

„ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

„ সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম এ, বি এল, প্রসিকিউটিং ইন্সপেক্টার অব একসাইজ এণ্ড সল্ট, ১।১।১ গৌর লাহা ষ্ট্রীট।

৭০০ „ ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী, ১৭ ডাফ ষ্ট্রীট।

„ সুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৪ মোহনবাগান রো।

„ সুধাংশুমোহন বসু এম এ, বি এল, বার-এট-ল, ৩ কেডারেশন ষ্ট্রীট।

„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।

„ সুধীরচন্দ্র সাধুর্খাঁ, ১৫৬ অপার সার্কুলার রোড।

৭০৫ „ সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এফ আর ই এস, ১০১ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

„ সুধীরেন্দ্রনাথ দে, ৪২ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ষ্টেট স্কলার, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া (৩২ বেডফোড প্লেস্, রাসেল স্কোয়ার, লণ্ডন ই সি), ৩ সুকিয়া রো।

„ সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ বি এস্‌সি, এম আর এস ই, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, অফিস্ অব দি চীফ অডিটার, ই বি রেলওয়ে, শিয়ালদহ।

৭১০ „ সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এস্‌সি, ৩০ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৬ গোপাল বসু লেন।

„ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ১০ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার।

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ৩১ সার্পেণ্টাইন লেন।

„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ক), ১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।

৭১৫ „ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নটরাজ নটশিরোমণি (খ), ১৩ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।

„ কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কবিরঞ্জন, ৬৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

„ রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, ৩৮।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।

„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ (ক), রিপন কলেজের অধ্যাপক, ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা।

„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), প্রধান কর্ম্মচারী, বেঙ্গি ব্রাদার্স, পরামাণিক ঘাট রোড, বরাহনগর।

৭২০ „ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম বি, ৫২ মুজাপুর ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৪।২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
" সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার, ৫১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রভূষণ সেন এম এস্‌সি, ৯০ মাণিকতলা মেনরোড।
১২৫ " সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শৈল-কুটীর, ৫ যোগীপাড়া লেন।
" সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেবিনিউ অফিস, ৬১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" সুরেশচন্দ্র দত্ত এম এস্‌সি, রিপন কলেজের অধ্যাপক, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন।
" সুরেশচন্দ্র পালিত বি এল, ৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
" ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম বি, ৬৬।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট।
১৩০ " সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ (ক), এটর্ণী, ২ শ্রীনাথ দাসের লেন।
" সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (খ), ৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'সাহিত্য'-সম্পাদক, ২।১ রামধন মিত্রের লেন।
" সুরেশচন্দ্র সরকার, ২৫ হোগলকুড়িয়া গলি।
" সুরেশচন্দ্র সান্যাল বি এল, ৭৪।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
১৩৫ " সুরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, ৯৮ গড়পার রোড।
" ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, বি এ, এম ডি, ৭৯।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" সুসন্তোষকুমার দে বি এ, ১৬।এ মতিলাল সেন লেন।
" সূর্য্যনারায়ণ সেন এম এ, স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার।
" সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ২৯।১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট।
১৪০ " মৌলবী সেখ আবদুল রহমান, ২৪ হরিণবাড়ী লেন।
শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, ২৩ বৃন্দাবন বসু লেন।
মৌলবী সৈয়দ আলী আথতার, ৬১।১সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
" সৈয়দ এরফান আলী, বার-এট-ল, ৬ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ, সলিসিটার, ৭৯ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
১৪৫ " হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ১৯ দুর্গাচরণ পিতুড়ী লেন।
" হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম এ, বি এল, ১৯ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট।
" হরিচরণ মিত্র, ৯ গৌরমোহন মুখার্জ্জী লেন।
" হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ২।১ অভয় হালদার লেন।
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (ক), ৩ সুকিয়া রো।
১৫০ " হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (খ), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ২৪৩ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।

শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার বি এল, ১৪৪ আপার সার্কুলার রোড।
" ডাঃ রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর এল এম এস, এল সি পি এস, ৩৭ বেণেটোলা লেন।
" ডাঃ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম ডি, ১৫।১এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
১৫৫ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ, ১৭৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত বি এ, এটর্ণী, ৬৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
" হরিপদ দাস ঘোষ, ২০।১ শ্যামপুকুর লেন।
" হরিপদ মাইতি এম এ, ৮ হালসীবাগান রোড।
" হরিপদ রায়, ৭ অক্রূর দত্ত লেন, বহুবাজার।
১৬০ " হরিভূষণ দত্ত এম এ, ২৩ ঘোষের লেন।
" হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩ তারক চাটুর্য্যের লেন।
" হরিহর শেঠ, ১৮ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।
" হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, হেড সর্টার, কারেন্সি অফিস, এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ।
" হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড।
১৬৫ " রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, কুঠীঘাটা, বরাহনগর।
" ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস এম এ, এম ডি, ১৪১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" হরেন্দ্রনাথ বল্লভ, ২৬ গ্যালিফ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
" হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ২৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
" হারাণচন্দ্র ভাদুড়ী, কাসিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের পলিটেক্‌নিক স্কুলের শিক্ষক, ৬০।৬ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
১৭০ " হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ৫৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
" হীরালাল সান্যাল, ৪৩ হ্যারিসন রোড।
" হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ১৩ পদ্মনাথ লেন, শ্যামবাজার।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন, এম এ, বি এল, এটর্ণী, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
" হৃদয়কৃষ্ণ কুণ্ডু, বি এল, ৩৯।৩।৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
১৭৫ " হৃষীকেশ বসু এম এ, বি এল, সেণ্ট পলস্ কলেজের অধ্যাপক, ৩৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
" হেমচন্দ্র ঘোষ, ১০৩ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
" হেমচন্দ্র নাগ চৌধুরী, ২৫ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট।
" হেমচন্দ্র মিত্র (ক), ১৩ আনন্দ লেন, শ্যামপুকুর।
" হেমচন্দ্র মিত্র বি এল, (খ) ২৮।২ ঝামাপুকুর লেন।
১৮০ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১ রাধানাথ মল্লিক লেন।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট

" হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম এ, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, ৬৫ হ্যারিসন রোড।

" হেমেন্দ্রনাথ বড়াল, ১০ সাগর ধরের লেন।

৭৮৫ " হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, সাতক্ষীরা-হাউস, কাশীপুর।

" হেমেন্দ্রনাথ সেন বি এল, ৭৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

" কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্য-সাগর, কবিভূষণ, ভিষক্‌শিরোমণি, ডিএস্‌সি, ৭৮ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

৭৮৮ " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, "দি ক্লোজ, ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

সাধারণ সদস্য—(খ) কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অচ্যুতকুমার নন্দী বি এ, বি ই, ১২ বালীগঞ্জ ষ্টেসন রোড।

" অজয়চন্দ্র দত্ত বি এ, বার-এট-ল, ৯।১ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট।

" অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস, ২৭ চৌরঙ্গী রোড।

" অনন্তনারায়ণ সেন, এসেসার, ইনকাম টেক্স অফিস।

৫ " অন্নদাচরণ সরকার বি এ, বি এল, উকীল, ২ চড়কডাঙ্গা লেন, বেলেঘাটা।

" অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, ৩ সুরা ফার্ষ্ট লেন, বেলেঘাটা।

" অভয়কুমার গুহ, ৩০ আলিপুর রোড।

" অমূল্যকুমার বসু বি এ, ১১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

" অম্বিকাচরণ উকীল এম্ এ, সমবায় বিল্ডিংস, ৬ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট।

১০ মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ১ হ্যারিংটন ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত অরুণ সেন, ব্যারিষ্টার ৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড।

" অর্দ্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩ গড়বাড়ী লেন, খিদিরপুর।

" অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৩১ রামমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর।

" অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ২৯ ফুলবাগান রোড, ইটালি।

১৫ মৌলবী আবদুল গনি বি এ, সব্ ইন্সপেক্টার অব পুলিস, আলিপুর পুলিস ট্রেণিং কলেজ, আলিপুর।

শ্রীযুক্ত ডাঃ আর কিমুরা পিএচ ডি, ২২ ওয়েলেস্‌লী সেকেণ্ড লেন।

মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল এল বি, ৬ সানি পার্ক, বালীগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবীশ, "নন্দিনী"-সম্পাদক, ১৫৫।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

মাননীয় বিচারপতি ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী, সি এস্ আই, এম্ এ, ডি এল্, ডি এস্‌সি, পি এইচ ডি, এফ আর এ এস্, এফ আর এস্ ই, এফ এ এস বি, ৭৭ রসারোড, ভবানীপুর।

২০ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন এম্ এ, বি এল্, বার-এট-ল, ৫৭।১ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

„ ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন এল্ এম্ এস্, ৮ কেদার দত্ত লেন।

„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জি এফ্ কেলনার এণ্ড কোম্পানীর অফিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড।

লেফ্‌টানেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, ৪৭ ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, 'বেঙ্গলী' অফিস, ১২৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

২৫ „ ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ৩১ পালিত ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ।

„ করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম এ, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ২৪ পঃ, আলিপুর।

„ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, (জমিদার, স্বত্রাগড়, নদীয়া) ১ ভীমঘোষ লেন।

„ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩ ল্যান্সডাউন রোড।

„ কালিদাস নাগ এম এ, স্কটিস চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক, জুওলজিকাল গার্ডেন্‌স্, আলিপুর, ২৪ পঃ।

৩০ „ কালিদাস রায় চৌধুরী বি এল্, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

মৌলবী কাজী ইম্‌দাদুল হক বি এ, বি টি, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ২৮ কনভেণ্ট রোড, ইটালী।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন বি এল্, ১৩৭।৭ বেলেঘাটা রোড।

„ ডাঃ কিরণেন্দু ঘোষ ডি পি এচ (লণ্ডন), ডি টি এম এণ্ড এচ (কেম্ব্রিজ), এল্ এম্ এস্ (কলিকাতা), ৮১ করপোরেশন ষ্ট্রীট।

„ কিরণশঙ্কর রায় বি এ, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।

৩৫ „ কুঞ্জবিহারী রায়, ৩৬ পুলিস হাঁসপাতাল রোড, ইটালী।

„ কুঞ্জবিহারী সেন, ২৮ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, আমড়াতলা।

„ কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ, শিক্ষক, মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন্, ২ চাউলপটি রোড।

„ রায় কুমুদচন্দ্র দাস গুপ্ত বাহাদুর বি এল, এম্ আর এ এস্, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেণ্ট্রাল পুলিশ কোর্ট।

„ রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, টালা।

৪০ „ কৃষ্ণকমল মৈত্র এম এ, বি এল, ৯১ হাজরা রোড, ভবানীপুর।

„ রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, ৬ মহিম হালদার লেন, কালীঘাট।

„ কৃষ্ণলাল দাস এম এ, (লালবাগান, চন্দননগর), অফিস অব দি ডিরেক্টার অব ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ জোয়ারদার বি এ, এম আর এ এস, ডিবিশনাল অফিসার, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম, ২৮ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।

„ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, ৫৮ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

৪৫ „ ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঁয়া এম্ এ, বি এল, ৭৯ রসারোড, ভবানীপুর।

„ ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১৫।২ রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।

„ ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), ৭০আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ (খ), রায় ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ৩৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

মৌলবী খলিলুল হক সামসুদ্দীন, ৯ মেহেরআলি রোড, বালীগঞ্জ।

৫০ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড।

„ গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম এ, ইণ্টারপ্রিটার, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট, ১২ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, গড়পার।

„ ডাঃ গিরিশচন্দ্র মৈত্র এল এম এস, জুভিনাইল জেল, আলিপুর, ২৪ পঃ।

„ গুণদাচরণ সেন এম এ, বি এল, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

„ গুরুদাস সরকার এম এ, ৫৭ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।

৫৫ „ গোকুলচন্দ্র সিংহ, ৯ অনরেটস ২য় লেন, ইটিলী।

„ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, এম্ আর এ এস, এম্ আর এস্ এ, ৭২ রসা রোড, ভবানীপুর।

„ গোপীনাথ সেন, ট্রেজারার, পেপার কারেন্সী, ১ ড্যালহাউসী স্কোয়ার।

„ গোবিন্দচন্দ্র দে রায় এম্ এ, বি এল, ৫৪ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

„ চারুচন্দ্র বিশ্বাস এম্ এ, বি এল, ৫৮ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

৬০ „ চারুচন্দ্র সিংহ বি এল, ৮।২ শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

„ চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৮ রসা রোড (নর্থ), ভবানীপুর।

„ চিত্তসুখ সান্যাল বি ই, ৫৫সি শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

„ চুনীলাল সরকার বি ই, ৬১ ডায়মণ্ড হারবার রোড, খিদিরপুর।

„ চুনীলাল পাল বি এ, ৪৪ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট।

৬৫ শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ, ১৩ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ ডাক্তার লেন, তালতলা।

„ জয়রাম পাল, ৩৬ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটিলী।

„ জিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ৫৩ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

রেভাঃ জি সেনজেলিন, ১৩০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

৭০ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, ৩৩ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর।

„ জীবনহরি মুখোপাধ্যায় বি এল, ২১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, কন্ট্রাক্টার, ৩৫।৬।২ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৯ কার্ণ রোড, বালীগঞ্জ।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, ৩৬ পুলিস হাঁসপাতাল রোড, ইটিলী।
৭৫ " তারকচন্দ্র রায় বি এ, ডেপুটী কালেক্টার, ২ রিচি রোড, কালীঘাট।
" তারকেশ্বর রায় বি এল, ১৮ রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় লেন, ভবানীপুর।
" তারাপদ ঘোষ, জমিদার, ১৪ পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ কালীঘাট রোড।
" ত্রিগুণভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ৫৮ ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি রোড, তালতলা।
৮০ " দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৯৬ বেলতলা রোড, কালীঘাট।
" দাশরথি কর বি এল, ৭।১ অন্নপূর্ণা ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
" দাশরথি হালদার, কালীঘাট সঙ্গীত-সমাজের সম্পাদক, ৫৫ ঈশ্বর গাঙ্গুলীর লেন।
" দীননাথ দত্ত, ১২ কালীকুমার বানার্জি লেন, টালা, কাশীপুর পোঃ।
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, সাব ডেপুটী কালেক্টার, ৪১সি বলদিয়াপাড়া রোড।
৮৫ " দেবেন্দ্রনারায়ণ গুহ, উকীল, ৩ জিতানপুকুর লেন, বেলেঘাটা।
" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, ৬৮।৫ রসারোড (নর্থ), ভবানীপুর।
" ধীরাজকৃষ্ণ বসু, বার-এট-ল, ৩৫।৬।৩ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ।
" ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ৭৩।২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
৯০ " ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, ২৪ প্যারীমোহন সুরের গার্ডেন লেন, বেলেঘাটা।
" নকড়ি রায় গুপ্ত, সাব্ পোষ্ট মাষ্টার, ইটিলী।
" পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ৩০ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কালীঘাট।
" নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, ১২২।৩ অপার সার্কুলার রোড।
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬৫ বেলগাছিয়া রোড (এবং ৪ টালা নর্থ রোড)।
৯৫ " ননীগোপাল মজুমদার বি এ, ৭০ রসা রোড (নর্থ), ভবানীপুর।
" নরেন্দ্রকিশোর রায়, ২৮ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।
" নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৬৫ হরিশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কালীঘাট।
" নরেশচন্দ্র বসু, ৩৩ গিরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, একাউন্টান্ট, ৩৭।১ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
১০০ " নলিনীনাথ সেন, চীফ কোর্ট ইন্সপেক্টার, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট।
" নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল, ৬৯ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টালা।
" নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এস্‌সি, ২৩ কালিদাস পুতিতুণ্ড লেন, কালীঘাট।
" নলিনীরঞ্জন সিংহ, ৪ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্যাক্স দারোগা ও ক্যাসিয়ার, বরাহনগর মিউনিসি-
প্যালিটী, আলমবাজার পোঃ আঃ, ২৪ পরগণা।

১০৫ „ রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১ প্রাণনাথ সেন লেন।

„ নির্ম্মলচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ১৭ পার্ক লেন।

„ নিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ ভিক্টোরিয়া রোড, বরাহনগর।

„ পঞ্চানন ঘোষ এম এ, বি এল, ১৭।১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

„ পঞ্চানন মিত্র এম এ, পি আর এস, ৩৭এ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটালী।

১১০ „ পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ২০।১ ব্ল্যাকোয়ার স্কোয়ার, দর্জ্জিপাড়া।

„ পাঁচকড়ি ঘোষ, অডিটার, ম্যাক্লিয়ড্ কোং, রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট,
২৮ ড্যালহাউসী স্কোয়ার [ওয়েষ্ট]।

„ পূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ২৪।১ শাঁখারীপাড়া রোড,
ভবানীপুর।

„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ১৬ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

„ প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, ৬৯ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাটা।

১১৫ „ ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম ডি, ৩৪ থিয়েটার রোড।

„ প্রবোধচন্দ্র বসু, ৫ কালীকুমার বানার্জ্জি লেন, টালা।

„ প্রবোধচন্দ্র সরকার, জমীদার, ৬৮ সাউথ রোড, ইটালী।

„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদক,
১৪এ রামতনু বসু লেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্, ৩৪।১ এলগিন রোড।

১২০ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, ১ ব্রাইট ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ।

„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ ক্যানেল রোড, ইটালী।

„ প্রমথনাথ সেন বি এল্, ৩২ ল্যান্সডাউন রোড।

„ প্রমথনাথ সোম, ৩৬ পুলিস হাঁসপাতাল রোড, ইটালী।

„ ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় এম্ এ, ডি এস্‌সি, ৭ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড।

১২৫ „ প্রমোদনাথ আচার্য্য, ১২ রামকমল মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।

„ প্রিয়নাথ মল্লিক বি এল্, চক্রবেড়ে রোড নর্থ, ভবানীপুর।

„ প্রিয়লাল ত্রিবেদী এম্ এ, ডেপুটী এসেসার, কলিকাতা করপোরেশন।

„ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এম এ, বি এল, ১৬ চেতলা-হাট রোড, আলিপুর।

„ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল।

১৩০ „ বঙ্কিমচন্দ্র সেন এম এ, ২০ শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, ডি এস্‌সি, ১২০ লোয়ার সার্কুলার রোড।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
" বসন্তকুমার ঘোষ, ৬৬ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, আসিষ্টাণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল বেঙ্গল, ১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
১৩৫ " বসন্তকুমার বসু এম এ, বি এল, ৩২।২ কাঁসারীপাড়া রোড।
" বসন্তবিহারী চন্দ্র এম এ, লাইব্রেরীয়ান, ইউনিভারসিটী লাইব্রেরী, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস, ৭৭।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
" বামাপদ চৌধুরী বি এল, ৫ মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন, ভবানীপুর।
" বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল, এম আর এ এস, ৩১।১বি ল্যান্সডাউন রোড।
" বিজয়লাল দত্ত, ২৩৩ চক্রবেড়ে রোড সাউথ, ভবানীপুর।
১৪০ " বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ১০ শম্ভুবাবুর লেন, ইটলী।
" বিধুভূষণ গোস্বামী এম এ, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, ঢাকা।
" বিনোদবিহারী রায়, একাউণ্টাণ্ট, পি ডব্লিউ ডি, ১ম কলিকাতা ডিবিশন, ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্।
" বিপিনচন্দ্র পাল, ৫৫বি শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
" বিপিনবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, বেলতলা রোড, কালীঘাট।
১৪৫ " বিমলাপ্রসাদ লাহিড়ী, ৮ স্যাণ্ডেল ষ্ট্রীট।
" বিরাজমোহন মজুমদার এম এ, বি এল, ২৯ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।
" ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী বি এ, এল এম এস, এসিষ্ট্যাট প্রোফেসার, কেমিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, মেডিকেল কলেজ।
" ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম এ, ব্যারিষ্টার, ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোড।
" ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম এ, পিএচ্ ডি, ৭০ চক্রবেড়ে রোড নর্থ, ভবানীপুর।
১৫০ " ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড।
" ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ২৭ শিকদারপাড়া রোড, কালীঘাট।
মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, নড়াইল হাউস্, ১ আউটরাম ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ আশুবাবুর লেন, খিদিরপুর।
" ভূপৎসিং দুগড়, ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড।
১৫৫ " ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৯ ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ।
" ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, লোকাল অডিট ডিপার্টমেণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস।
" ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি ই, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনীয়ার, ১৫ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ, ৩৬ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড।

" মনোজমোহন ঘোষ, এসিষ্ট্যাণ্ট, পুলিশ কমিশনার্স অফিস।

১৬০ " মন্মথনাথ বসু বি এ (কলিকাতা), এম এ (কেম্ব্রিজ), ব্যারিষ্টার, ইউনিভার্সিটী কলেজের অধ্যাপক, ৫০ গোয়ালটুলী রোড, ভবানীপুর।

" মন্মথনাথ রায় এম এ, বি এল, ২ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।

" মহীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, এটর্ণী, ৩৩ ম্যাক্লিয়ড ষ্ট্রীট।

" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, ৩২ বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর।

" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল, ল্যাণ্ড রেকর্ড ডিরেক্টারের পার্শগাল এসিষ্ট্যাণ্ট, রাইটার্স্ বিল্ডিংস।

১৬৫ মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম এ, বি এল, ১ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড।

মৌলবী মোহাম্মদ আলি এম এস্সি, বি এল, ১৪ চেৎলাহাট রোড, আলিপুর।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, এটর্ণী, ৩৩ ম্যাক্লিয়ড ষ্ট্রীট।

" মোহিনীমোহন সাহা, ১৬ বেলেঘাটা মেন রোড।

১৭০ " যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম এ, এম এল, ৬২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

" যতীন্দ্রনাথ সিংহ, ৬৮ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

" যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, ২৬।৪ ময়েরপুর রোড, আলীপুর।

" যামিনীকান্ত সেন বি এল, জমীদার, ৩৫ ল্যান্সডাউন রোড।

" যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ (অক্সন), ৩৮।২ লোয়ার সার্কুলার রোড।

১৭৫ " যোগেশচন্দ্র বসু বি এ, এসিষ্টাণ্ট কলেক্টার, ৭ কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর।

" যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৪৩।৩।২ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট।

" যোগেশচন্দ্র রায় বি এল, ৩০।৩ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

" রজনীকান্ত দাস, ১৭।১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

" রজনীকান্ত শর্ম্মা মজুমদার বি এ, ২৩।৩ রায় ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

১৮০ " রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ১৭০।২ লোয়ার সারকুলার রোড।

" রণজিৎ সিংহ দুধোরিয়া, ১৬২ লোয়ার সারকুলার রোড।

" রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্সি, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।

রাজা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়, ১৬এ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর।

" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, ৩৭এ পুলিস হাঁসপাতাল রোড, ইটালী।

১৮৫ " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, রিপণ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল, ৭৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ, পিএচ ডি, পি আর এস, এম আর এ এস্
১৬ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, ২০ বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট, (স্বর্ণ প্রেস, ঢাকা)।
" রাজকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৪ গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর।
মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে সি আই ই, ৭ হ্যারিংটন ষ্ট্রীট।
১৯০ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম এ, পি আর এস্, ৩৪ রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট।
" রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর বি এ, আসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টার জেনারেল অব
পোষ্ট অফিসেস্ অব ইণ্ডিয়া, ৩২ এলগিন রোড।
" রাধিকাভূষণ রায়, ২ বেলতলা রোড, কালীঘাট।
" রামরাখাল ঘোষ, ইণ্ডিয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী, ২৪ মিডল্ রোড, ইটলী।
" রামচন্দ্র, ডেপুটী কীপার, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, আর্ট সেকশন, ৮৮-কে পুলিস
হাঁসপাতাল রোড।
১৯৫ " রেণুপদ দে, ৮।১ কাটুয়াখটী রোড, ভবানীপুর।
" রেবতীরমণ দত্ত এম এ, আসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টার অব সিবিল সাপ্লাইস্,
১০ নবীন কুণ্ডু লেন।
" শচীন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এল, উকীল, ১০৪ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।
" শরৎকুমার মিত্র বি এ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ২৭ চৌরঙ্গী রোড।
" শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, বার-এট-ল, ২৭ ডিহি শ্রীরামপুর রোড, ইটলী।
২০০ " শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।
" ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম ডি, ৪৮ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর।
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম এ, ৯৬ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কজীবন রায় এম এ, বি এল, ৩১ রামমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর।
" শশাঙ্কমোহন সেন বি এল, হাইকোর্টের উকিল।
২০৫ " শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ, ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসার, ২৪ পরগণা, আলিপুর।
" শান্তিসাধন বিশ্বাস, ৩৮ চেৎলা রোড, আলিপুর।
" শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড।
" শিবচন্দ্র দেব বি এল, ৭৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর।
" ডাঃ শ্যামাপ্রসন্ন গুপ্ত এল এম এস, ডি পি এইচ, ১১ বীডন রো।
২১০ " শ্রীনাথ সেন, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ২২ ত্রিমেটোরিয়াম্ ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী।
" সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ২৭ লিণ্টন ষ্ট্রীট।
" সতীশচন্দ্র বসু, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
" রায় সাহেব সতীশচন্দ্র মজুমদার, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ,
৩৯।১ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, ৪৬ নিয়োগীপুকুর লেন, তালতলা।
২১৫ „ সতীশরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার, ৮ ময়রা ষ্ট্রীট।
„ সন্তোষকুমার পাল বি এল, উকীল, হাইকোর্ট, ৩৪ বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর।
„ সন্তোষকুমার মল্লিক, ২২ ড্যালহাউসী স্কোয়ার ইষ্ট।
„ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম আর এ এস, ৫২ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর।
„ সত্যেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, উকীল, হাইকোর্ট, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
২২০ „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ, (রাঁচী)।
„ সরলকুমার বসু, ১০ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ লেন, খিদিরপুর।
„ সারদাপ্রসন্ন দাস এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, রাজার লেন।
„ সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৬ গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর।
„ সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এ, ৫ আলিপুর রোড।
২২৫ „ সুধীরেন্দ্রনাথ বসু, ১০।১এ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর।
„ সুনীলানন্দ সেন, ৩৬ পুলিস হাঁসপাতাল রোড।
„ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ৩৮।৩ কামারডাঙ্গা রোড, ইটিলী।
„ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, সমবায় বিল্ডিংস্, ৬এ করপোরেশন ষ্ট্রীট।
„ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, উকীল, হাইকোর্ট।
২৩০ „ সুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, ৩২ রতন বাবুর রোড, কাশীপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়, ১৭৭এ কসবা রোড, ঢাকুরিয়া পোঃ আঃ, বালীগঞ্জ।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এ (ক), ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ (খ), কসবা রোড, ঢাকুরিয়া, ২৪ পঃ।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র, ১৬ বারওয়ারীতলা রোড, বেলেঘাটা।
২৩৫ „ সুরেন্দ্রমাধব মল্লিক এম এ, বি এল্, ৪।২ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর।
„ সুরেন্দ্রমোহন সিংহ, ৩৬ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড।
„ সুরেশচন্দ্র তালুকদার এম্ এ, বি এল, ৪৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।
„ সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, সাব্ ওভারসিয়ার, ৬০ চক্রবেড়ে রোড (নর্থ), ভবানীপুর।
„ সুরেশচন্দ্র বসু বি এল্, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
২৪০ „ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এস্‌সি. ৪৪।২ ল্যান্সডাউন রোড।
„ সুরেশচন্দ্র মিত্র, ১০।১ কালীঘাট ৩য় লেন।
মৌলবী সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, ৫ কলিন লেন, পোঃ আঃ ওয়েলেসলী স্কোয়ার।
„ সৈয়দ আহম্মদ ইসরাইল, ৭ নর্থ শিয়ালদহ রোড।

মাননীয় নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সি আই ই, খান বাহাদুর, ২৭ ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট।

২৪৫ শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৭৬ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

„ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম এ, বি এল, বি লিট, পিএচ ডি, এম আর এ এস, ব্যারিষ্টার, ৮০বি হাজরা রোড।

„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, ১৭ মোহনবাগান রো।

„ হরিপদ ভৌমিক, সুপাঃ, টেলিগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ২৩ ল্যান্সডাউন রোড।

„ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, ১৪।৪ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট।

২৫০ „ হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মুলেন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

„ হুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এম্ এস্‌সি, ৩২।১ কাঁকালিয়া রোড, বালীগঞ্জ।

„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, ২৫ সাহানগর রোড, কালীঘাট।

„ হীরালাল চক্রবর্ত্তী বি এল, ১০এ বেলতলা রোড, ভবানীপুর।

„ হীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

২৫৫ „ হৃষীকেশ দত্ত, বংশীসাহার বাগান, বেলেঘাটা।

„ ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বক্সী এল্ এম্ এস্, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতাল, এলগিন রোড।

„ হেমেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল, ৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

„ হেমেন্দ্রনাথ রায়, ৩ রাণী শঙ্করী লেন, কালীঘাট।

„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, ৬০ চক্রবেড়ে রোড নর্থ, ভবানীপুর।

২৬০ „ হেমচন্দ্র লস্কর, জমীদার, ৭২ বেলেঘাটা মেন রোড।

„ হেমদাকান্ত চৌধুরী এম এ, দি মডেল লাইব্রেরী লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার।

„ কালীপ্রসাদ সিংহ, ৫৩ ল্যান্সডাউন রোড।

„ দিবাকর মিত্র, ৯ নবীন পাল লেন।

২৬৪ „ ভূপতিচরণ রায়, ৩৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট।

সাধারণ সদস্য—(ক) মফস্বল

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী, শ্রীরামপুর, হুগলী।

„ ডাঃ অক্ষয়কুমার ঘোষ, এল এম এস, পাঁচথুপী দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।

„ অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।

„ ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার এল এম এস, শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং।

৫ „ অক্ষয়কুমার রায়, মেসার্স সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।

„ অক্ষয়কুমার সেন বি এ, গৌরীপুর এষ্টেটের ম্যানেজার, জামালপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, এম বি ই, বালী, হাওড়া।
" অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম আর এ এস, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর, বেঙ্গল।
" রায় সাহেব অঘোরনাথ অধিকারী বিদ্যাভূষণ, এফ আর এ আই, নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিলচর, কাছাড়।
১০ " অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম এ, ৩৩ কদমতলা, চুঁচুড়া।
" অচ্যুতানন্দ পাঠক বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার, বাজালী সার্কেল, সোরভোগ, বড়পেটা, আসাম।
" অটলবিহারী ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বিদ্যারত্ন সাহিত্যভূষণ তত্ত্বনিধি, মীরাট শাখা-পরিষৎ, মীরাট।
" অতুলকৃষ্ণ সিংহ বি এল, ১ রামকৃষ্ণপুর ফার্ষ্ট বাই লেন, শিবপুর, হাওড়া।
১৫ " অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক।
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত বি এ (ক), চীফ সেক্রেটারিয়েট আফিস, বর্ম্মা সেক্রেটারিয়েট, রেঙ্গুন।
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল (খ), উকীল, রঙ্গপুর।
" অতুলচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর।
মাননীয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই সি এস, মেম্বার—বোর্ড অব ইন্‌ডাষ্ট্রীস ও মিউনিশনস, সিমলা।
২০ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র, পুরুলিয়া, মানভূম।
" অতুলানন্দ দাস, ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন ও কলেজ, দেরাদুন।
" অধরচন্দ্র রায়, মোক্তার, মেদিনীপুর।
" অনন্তনাথ মিত্র বি এল, সব জজ, পাটনা।
" অনন্তমোহন সেন এম্ এ, ডিমনষ্ট্রেটার অব ফিজিক্স, মজঃফরপুর।
২৫ " অনঙ্গমোহন দাস মোক্তার, সন্দীপ, নোয়াখালী।
" অনাদিকৃষ্ণ দত্ত জমিদার, সাগরকান্দি, পাবনা।
" অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ, ম্যানেজার—কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেট, কুমিল্লা।
" অন্নদাকুমার ঘোষ, প্রধান সহকারী, লিগাল রেভিনিউ ব্রাঞ্চ আফিস, রাঁচি সেক্রেটারিয়েট, রাঁচি।
কুমার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন লাহিড়ী, কাসিমপুর, রাজসাহী।
৩০ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ (ক্যাণ্টাব), এফ আর মেট এস্, মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীহট্ট।

„ অখিলচন্দ্র পাকড়াশী, জমিদার, স্থল, পাবনা।

„ অবিনাশচন্দ্র দাস এম এ, বি এল, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

„ ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল এম এস, ১২ এলগিন রোড, এলাহাবাদ।

৩৫ „ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, খুলনা।

„ অভয়কুমার মজুমদার এম্ এ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক, গোরাবাজার, বহরমপুর।

„ ডাঃ অভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ সি পি এস্, মুরারই, ঘুসকিরা, বীরভূম।

„ অমরনাথ দত্ত বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।

„ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

৪০ „ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পাবনা।

„ অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, বি এল্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, মোরাদপুর, পাটনা।

„ অমলাকান্ত সরকার বি এস্সি, শ্রীযুক্ত ভবতারণ সরকার উকীলের বাড়ী, পুরুলিয়া।

কুমার শ্রীযুক্ত অমলেন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, নড়াইল, যশোহর।

৪৫ „ অমূল্যদেব পাঠক বি এল, উকীল, দিনাজপুর।

„ অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়, ডায়াস´ সোলন ব্রুয়ারী, কে এস রেলওয়ে, কাথিয়াবাড়।

„ অমৃতনারায়ণ গুপ্ত বি এ, সহকারী শিক্ষক, জেঙ্কিন্স স্কুল, কুচবিহার।

„ অমৃতলাল বসু, ছোট জাগুলিয়া, ২৪ পরগণা।

„ ডাঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার এল এম এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৫০ „ কুমার অম্বিকাকুমার রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

„ অম্বিকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাটনা।

„ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল, অবসর-প্রাপ্ত সব জজ, জাড়া, বর্দ্ধমান।

„ অম্বিকাচরণ রায় এম এ, বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর।

„ অরুণচন্দ্র পাল, একাউণ্টাণ্ট, পুলিস কমিশনারের আফিস, ৬নং ৩১ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

৫৫ „ অশ্বিনীকুমার সেন, পীতাম্বর লাইব্রেরীর সম্পাদক, সেনহাটী, খুলনা।

„ আদিনাথ সেন এম এ, বি এস্সি (গ্লাসগো), ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ, গৌরীপুর রাজটোল, গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম।

„ আনন্দকুমার চৌধুরী এম এ, এল এল বি, লাক্সা, বেনারস্ সিটি।

৬০ মৌলবী সেখ আব্দুল জব্বর, বনগ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
" আবদুল লতিফ, মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন সাহেবের বাড়ী, বর্দ্ধমান।
" আবদুল হামিদ, কেয়ার অব পোষ্টমাষ্টার, কাউথালী, বরিশাল।
মাননীয় মৌলবী চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ, কোচবিহার ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, বড়-মরিচা, কোচবিহার।
শ্রীযুক্ত ডাঃ আমোদলাল মারিক এল এম এস, দাতব্য ঔষধালয়, দক্ষিণ-চাতরা, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।
৬৫ " আর্ত্তবল্লভ মহান্তি এম এ, র‍্যাভেন্সা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, কটক।
মৌলবী মহম্মদ আজিজুল হক বি এল, উকীল, কৃষ্ণনগর।
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, উকীল, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (ক), কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী, আসাম।
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ (খ), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।
৭০ " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কৃতিরত্ন, এম এ (গ), পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মাখনিয়াকুয়া, মোরাদপুর, পাটনা।
" আশুতোষ বসু, বসুরঘাট, চুঁচুড়া।
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা।
" আশুতোষ রায়, দি ইম্পিরিয়াল মেডিক্যাল হল, দিল্লী।
" আশুতোষ লাহিড়ী বি সি ই, রঙ্গপুর।
৭৫ মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় বি এ, প্রধান শিক্ষক, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর।
" ইন্দুভূষণ সিংহ, লক্ষ্মণ-পাহাড়ী, পাথরগামা, সাঁওতালপরগণা।
" ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল, উকীল, সুরকী-মিলস্, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।
" রায় সাহেব ইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইসরিগাল লজ, সিমলা।
৮০ " ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটি রাজবাটী, সাঁওতালপরগণা।
" ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাটা, গুণেরবাটী, ময়মনসিংহ।
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য, জয়পুর, রাজপুতানা।
" ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, বিষ্ণুপুর, মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সহকারী, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা।
৮৫ " উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মহনা, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল, উকীল, বাঁকুড়া।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভায়া, মেডিক্যাল প্র্যাকৃটিশনার, মজঃফরপুর।
„ উপেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর।
„ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নাজির, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
৯০ „ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, কোচবিহার।
„ উপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত বি এ, বি টি, বালেশ্বর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বালেশ্বর, কটক।
„ রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এস্, একস্ট্রা ডেপুটী কন্জারভেটার অব ফরেষ্ট, শিলং, আসাম।
„ উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া, উত্তর রাউজান মুন্সেফী আদালত, রাউজান, চট্টগ্রাম।
„ উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ, রিপন কলেজের অধ্যাপক, ১৯।৫ ছকুখানসামার লেন, (জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ)।
৯৫ „ উমেশচন্দ্র চাকলাদার, পাকাটী লজ, ময়মনসিংহ।
„ উমাপদ বসু, মধুবনী, দ্বারভাঙ্গা।
„ উমেশচন্দ্র দে বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার, পোর্ট ক্যানিং কোং, ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা।
„ উমেশচন্দ্র নাগ, বালিজুরী, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
„ উমেশচন্দ্র মৈত্র, আতাইকুলা, নাটোর, রাজসাহী।
১০০ „ এন্ রাজা গোপালকৃষ্ণ রাও, সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণসূক্তি, কাদেকার বিল্ডিংস, উদিপী, মান্দ্রাস।
„ কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, শিবপুর, হাওড়া।
„ কমনীয়কুমার সিংহ, কুমিল্লা।
„ করালীচরণ চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মতত্ত্ব-বারিধি কার্য্যালয়, এথোরা, সীতারামপুর।
„ কানাইলাল দাস এম এ, বি এল, উকীল, থামরূপ, ইটাহার, দিনাজপুর।
১০৫ „ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনপুর, হরিপুর, দিনাজপুর।
„ কামদাচন্দ্র বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
„ কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি এন্ রেলওয়ে, দি ওয়ার্ক শপ, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।
„ কামাখ্যাপ্রসাদ বসু বি এল, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, বি এন্ রেলওয়ে।
„ কামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ, বৃন্দাবনচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পাকুটীয়া, ভায়া মাণিকগঞ্জ।
১১০ মৌলবী কাজি সামসুল আমির, মোক্তার, বর্দ্ধমান মুসলমান-সমিতির সহকারী সম্পাদক, ১ পাকমারীপাড়া লেন, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়, সহকারী প্রধান শিক্ষক, পুটশুরী, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বাগচী জমিদার, বড়িয়া, রাজসাহী।
" ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, ঘোগসর, ভাগলপুর।
" কালবরণ ঘোষ, ১৭৬ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
১১৫ " কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, বরিশাল।
" কালিদাস দত্ত, মজিলপুর জয়নগর, ২৪ পরগণা।
" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (ক), ব্রাইটন্ কার্ট রোড, সিমলা।
" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), আথরা, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।
" কালিদাস বাগচী, সন্দালপুর, রাধানগর, যশোহর।
১২০ " কালিদাস মিত্র বি এল্, উকীল, যশোহর।
" কালিদাস মুখোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম।
" কালীকান্ত বিশ্বাস, জলঢাকা, রঙ্গপুর।
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য, মুস্তফী এষ্টেটের ম্যানেজার, কোচবিহার।
" কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল।
১২৫ " কালীচরণ মিত্র বি এ, চৌখাম্বা, বেনারস সিটী।
" কালীপদ মিত্র এম্ এ, ৩০ ক্ষেত্র বানার্জ্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া।
" কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি এ, রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী জমিদার, গুজাদিয়া, করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
" কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, এম্ এণ্ড বি এম্ রেলওয়ে প্রিন্টিং প্রেস, ধারওয়ার, বোম্বাই।
১৩০ " কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, একাউন্টান্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, চৌহাট্টা, মোরাদপুর, পাটনা।
" কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বিদ্যাভূষণ, আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
" কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ওয়ারী, ঢাকা।
" ডাঃ কালীমোহন সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জ্জন, পাবনা।
" কিরণচন্দ্র ঘোষ, কম্পিউটার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, পি, ডব্লিউ সেক্রেটারিয়েট, রেঙ্গুন।
১৩৫ মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে এম্ এ, আই সি এস্, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, চট্টগ্রাম।
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, মেদিনীপুর।
মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, চাঁদনী চক, কটক।
" কুঞ্জবিহারী বসু এম্ এ, বি এল, বারাসত, ২৪ পরগণা।
১৪০ " কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, খুলনা।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ কুলদাকান্ত ঘোষ বি এল, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
„ কুমুদনাথ চৌধুরী, জমিদার, কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া।
„ কুমুদনাথ দত্ত, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১৪৫ „ পণ্ডিত কুমুদনাথ মল্লিক পণ্ডিতরত্ন, জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া।
„ রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, বোয়ালিয়া, রাজসাহী।
„ কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী।
„ কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য, ধনাইল, মহাদেবপুর, রাজসাহী।
„ কৃষ্ণকিশোর সিংহ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
১৫০ „ কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
„ কৃষ্ণবিহারী বসু এম্ এ, লোকাল অডিটার, সেক্রেটারিয়েট, বেতিয়া, মতিহারী।
„ কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„ কৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার বি এ, কুড়ুমগ্রাম, বীরভূম।
„ কৃষ্ণচরণ সরকার, মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির তত্ত্বাবধায়ক, কলিগাঁও সাহিত্য-সমিতির সহকারী সম্পাদক, কলিগাঁও, মালদহ।
১৫৫ „ কৃষ্ণদাস ঘোষ, রাড়ুলী, কাটিপাড়া, খুলনা।
„ কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর।
„ কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল, যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, লাভপুর, বীরভূম।
„ কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল, উকীল, রাজসাহী।
„ কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি এল, সাব ডেপুটি কালেক্টার, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া।
১৬০ „ কৃষ্ণলাল সাধু এম এ, বি টি, জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, রাঁচী।
„ কে, চাটার্জ্জি, এ, কে, রেলওয়ে, কান্দারা।
„ কেদারনাথ গুহ বি এল, উকীল, ভাগলপুর।
„ কেদারনাথ ঘোষ, ব্লক-সিগন্যাল ইনস্পেক্টার, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
„ ডাঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল এম্ এস, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৬৫ „ কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর এ এস্, রিসার্চ্চ হাউস, ময়মনসিংহ।
„ কেদারেশ্বর সেন গুপ্ত বি এ, বি এল, বি এম ইউনিয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
„ কৈলাসচন্দ্র দাস এম এ, চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আফিস অব দি কণ্ট্রোলার, শিলং, আসাম।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, উকীল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক, মেদিনীপুর।
„ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, মহাদেবপুর, বড়তরফ, রাজসাহী।
১৭০ „ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বি এ, আই সি এস, এসিষ্টাণ্ট কলেক্টার, ধারওয়ার, বোম্বাই।
„ ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বি এল, প্রাইজ লাইব্রেরীর সহকারী সম্পাদক, শ্রীহট্ট।
„ ক্ষিতীশমোহন সরকার বি এ, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ।
„ ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।
„ ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল এম্ এস, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পোর্ট ব্লেয়ার।
১৭৫ „ ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ম্যানেজার—শিয়ারশোল রাজ, শিয়ারশোল, বর্দ্ধমান।
„ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মোক্তার, বাজে-প্রতাপপুর, বর্দ্ধমান।
„ ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল, ধানবাদ, মানভূম।
„ ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, দি প্যালেস, কৃষ্ণনগর।
১৮০ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া।
„ খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৭২ ইমামবাড়ী রোড, হুগলী।
„ খগেন্দ্রমোহন সিংহ এম এ, ১১২ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।
„ গগনচন্দ্র চৌধুরী, হুরপুর, মুরশিদাবাদ।
„ গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মুন্সেফ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
১৮৫ „ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ গণেশচন্দ্র নন্দী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গুমানিগঞ্জ কাছারী, গোবিন্দগঞ্জ, রংপুর।
„ গিরিজাকান্ত বসু বর্ম্মা, স্বত্বাধিকারী—আউধ ওয়াচ কোং এবং জি ব্রিমান এণ্ড সন্স, নাজিরাবাদ, লক্ষ্ণৌ।
„ গিরিজাকুমার বসু, সাহিত্য-সংসদের সভাপতি, শিবপুর, হাওড়া।
„ গিরিজাপ্রসন্ন রায়, টেলিগ্রাফ আফিস, বরিশাল।
১৯০ „ গিরিজামোহন রায়, কোচবিহার।
„ গিরীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, উকীল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
„ গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
„ গিরীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, বাবু মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী এষ্টেটের ম্যানেজার, তালজঙ্গা, নীলগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
„ গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১৯৫ „ রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র নাগ এম্ এ, বি এল, বক্সীবাজার, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সান্যাল এম এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
,, গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি টি, ইন্সপেক্টার অব স্কুলস, এগড়া, মেদিনীপুর।
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাজহাট, রঙ্গপুর।
,, গোপীকান্ত ত্রিবেদী, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
২০০ ,, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে বি এল, জমিদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান।
,, গোলোকবিহারী রায় বি এল, কোতলপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, কোতলপুর, বাঁকুড়া।
,, গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
,, গৌরচন্দ্র রায়, দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার, পূর্ণিয়া।
,, গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর।
২০৫ ,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
,, ডাঃ চন্দ্রকান্ত সেন গুপ্ত, জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
,, চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কমলপুর লাইব্রেরীর সম্পাদক, কাইটাইল, ভায়া কেন্দুয়া, ময়মনসিংহ।
,, চন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, পাটনা।
,, চন্দ্রশেখর দাঁ, মোক্তার, বাজেপ্রতাপপুর, বর্দ্ধমান।
২১০ ,, চারুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা।
,, রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ।
,, চারুচন্দ্র ঘোষ বি এ, সহকারী কীর্টতত্ত্ববিৎ, পুষা, দ্বারভাঙ্গা।
,, চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
,, চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, টেম্পল হাউস্, বালী, হাওড়া।
২১৫ ,, চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল, (ক) রাজবল্লভ সাহার লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।
,, চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, পাটনা।
,, চিন্তামণি ঘোষ, ইণ্ডিয়ান-প্রেসের স্বত্বাধিকারী, এলাহাবাদ।
,, চিন্তাহরণ ঘটক, জহরী হাজারীমল বাবুর গদি, জহুরীবাজার; বর্দ্ধমান।
,, রায়সাহেব চুণীলাল রায় বি এ, বিহার ও উড়িষ্যার এক্‌সাইজ কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট, রাঁচি।
২২০ ,, চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এড়িয়াদহ এসোসিয়েশন ও লিটারারী ক্লাবের সম্পাদক, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
,, জগৎপ্রসন্ন রায়, চন্দনপুর, খুলনা (জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ)।
,, কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ি।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবারিধি বি এ (ক্যাণ্টাব) (ক), কাশী।

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ), বিজনী রাজ এষ্টেটের এসিষ্টাণ্ট ওভারসিয়ার, অভয়াপুরী, গোয়ালপাড়া।

২২৫ রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বি এ, চিলকীগড়, পোঃ আঃ সিধনী, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, জজ আদালতের একাউণ্টাণ্ট, খাপ, রঙ্গপুর।

" জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সূত্রাগড় এম্ এন্ এফ স্কুলের শিক্ষক, সূত্রাগড়, শান্তিপুর, নদীয়া।

রাজা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু সিংহ চৌধুরী রাজর্ষি বাহাদুর, সিমলাপাল, বাঁকুড়া।

শ্রীযুক্ত রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর বি এল, উকীল, কটক।

২৩০ " কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

" জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল, ১৯৯ রামপুরা, বেনারস সিটী।

" জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী, খোসবাগান, বর্দ্ধমান।

" জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, উকীল, পূর্ণিয়া।

" জ্ঞানরঞ্জন সেন বি এস্‌সি, এল এল বি, উকীল, হোসেঙ্গাবাদ, সি পি।

২৩৫ রাজমন্ত্রপ্রবীণ, কাব্যানন্দ দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী এম্ এ, এফ আর এ এস, পি আর্ এস্, একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল, ট্রেজারী বিল্ডিংস, সেণ্ট্রাল রেভিনিউ, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌টেলিজেন্স অফিসার, খুলনা।

" জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জমীদার, কাশীনগর, যশোহর।

" পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্নশাস্ত্রী, মেদিনীপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, মেদিনীপুর।

" কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, "আলয়", পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।

২৪০ " জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী, পাবলিক ওয়ার্ক্‌স ডিপার্টমেণ্ট, সাব ইঞ্জিনিয়ার, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

" জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ।

" জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।

" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, আগরপাড়া, কামারহাটী, ২৪ পরগণা।

" তক্ষু সিংহ বি এ, এক্সাইজ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ধুবড়ি, আসাম।

২৪৫ " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।

" তারাগোবিন্দ চৌধুরী জমীদার, নওয়া তরফ এষ্টেট, তাঁতিবন্দ, পাবনা।

" তারাচরণ চক্রবর্ত্তী, ৫০ খালিসপুরা, বেনারস সিটী।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাপদ বিদ্যাভূষণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, দেবীপ্রসাদ স্কুলের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক, বারাকপুর, ২৪ পরগণা।

„ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ।

২৫০ „ তারাসুন্দর রায় বি এল, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ তারিণীকৃষ্ণ সেন বি এল্, উকীল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

„ তারিণীপ্রসাদ গুপ্ত, কণ্ট্রাক্টার, পোঃ আঃ মহেরা, ভায়া টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

„ তারিণীপ্রসাদ ধর, জমীদার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

„ তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, ডাল্টনগঞ্জ, পালামউ।

২৫৫ „ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম।

„ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ২১০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।

„ দামোদর দত্ত চৌধুরী, আন্দুল মৌড়ী, হাওড়া।

„ দামোদর ভকতচাঁদ সা, কাথিওয়াড় মেল ট্রেনিং কলেজের তৃতীয় সহকারী শিক্ষক, লাথটার, কাথিওয়াড়, রাজপুতানা।

„ দাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।

২৬০ „ দাশরথি দত্ত এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, খুলনা।

„ রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ভাইসরিগাল লজ্, দিল্লী।

„ দাশরথি সিংহ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, দেবীপুর, বর্দ্ধমান।

„ দিগিন্দ্রপ্রসাদ সেন, ম্যানেজার, স্কুলপট্টী, নাটোর, রাজসাহী।

„ দীননাথ সেন বি এল্, উকীল, দত্তের গলি, চুঁচুড়া।

২৬৫ „ দীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, ইট্না, যশোহর।

„ রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, বেহালা, ২৪পঃ।

„ দুর্গাদাস রায়, মৃজাপুর, মুরশিদাবাদ।

„ পণ্ডিত দুর্গানাথ শাস্ত্রী এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।

„ দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মিউনিসিপ্যাল হেল্থ অফিস, রেঙ্গুন।

২৭০ „ দেবনারায়ণ ঘোষ, পি উব্লিউ ডি, তেজপুর, আসাম।

„ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এম্ এ, আই ই, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ষ্টেট, ইউ, পি।

„ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার, সরকারী উকীল, বর্দ্ধমান।

„ দেবীপ্রসাদ দত্ত বি এল্, উকীল, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

„ দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ (ক), কার্টেয়ার্স টাউন, দেওঘর।

২৭৫ „ দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, (খ) উকীল, সেসারাম, ই আই আর।

„ দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্, উকীল, বর্দ্ধমান।

„ দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, পাটনা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, বালুরঘাট, দিনাজপুর।

„ দেবেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা পাকড়াশী, সিরাজগঞ্জ লোক্যাল বোর্ড, স্কুল-সমিতি, কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভা ও ষ্টার অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর মেম্বর, এবং ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও গোতত্ত্ববিশেষজ্ঞ, জমীদার, স্থল, স্থলবসন্তপুর, পাবনা।

২৮০ মৌলবী দৌলত আহম্মদ এম্ এম্ দাহার, উকীল, সোনামুরা, ত্রিপুরা।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, শিবসাগর, আসাম।

„ দ্বারকানাথ মজুমদার, মিত্রভূম, কুড়ুমগ্রাম, বীরভূম।

„ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, হিন্দু একাডেমী, দৌলতপুর, খুলনা।

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ২ ব্যাপটিষ্ট বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড, শালকিয়া, হাওড়া।

২৮৫ „ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, এসেসর—ইনকাম ট্যাক্স, ফরিদপুর।

কুমার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমো-রাজবাটী, কান্দি, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, গৌরীপুর, আসাম।

„ দ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এ, জগদ্ধরী, নলহাটী, বীরভূম।

„ ধনকৃষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর, হুগলী।

২৯০ „ ধরণীধর ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, বনগ্রাম, যশোহর।

„ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর।

„ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, বল্লভপুর, মেদিনীপুর।

„ ধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঢোল মহাশয়ের বাটী, বারীন্দ্রপাড়া, বালী, হাওড়া।

„ নগেন্দ্রকুমার মজুমদার, বাজিতপুর সাহিত্য-প্রচার পুস্তকালয়ের সম্পাদক, রাজকুমারপুর, বাজিতপুর, ফরিদপুর।

২৯৫ „ নগেন্দ্রকুমার দত্ত উকীল, কিং জর্জ্জ লাইব্রেরীর সহকারী সম্পাদক, চিকন্দি, ফরিদপুর।

„ নগেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এস্‌সি, দুর্গাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভরবাজহাট, চট্টগ্রাম।

„ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্‌সি, শান্তি-নিকেতন, সুরুল, বোলপুর, বীরভূম।

„ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্ এ, বি টি, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, ময়মনসিংহ।

„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাটুরিয়া, ফরিদপুর।

৩০০ „ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ঝাউকাঠী, বরিশাল।

„ নগেন্দ্রনাথ বাগচী, সি আই ডি অফিস্, বিহার ও উড়িষ্যা, মোরাদপুর মেস, মোরাদপুর, পাটনা।

„ নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম আর এ এস্, শ্রীযুক্ত এচ্ এন্ বিশ্বাস এণ্ড কোং, সিওনি, সি পি, ভায়া গাওয়া, বি এন আর।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি এল, কোচবিহার।
" নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, উকীল, খুলনা।
৩০৫ " ডাঃ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম বি, মুড়াগাছা, নদীয়া।
" ননীগোপাল জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি-বেদান্তরত্ন বি এ, বক্সার, ই আই আর
" ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ (ক), মুন্সেফ, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
" ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (খ), ৬১ পাক্কিকাবাষ্টা, মারাদানা, কলম্বো, লঙ্কা।
" নন্দলাল দে, বড়বাজার, চুঁচুড়া।
৩১০ " নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ আর এস্ এল্, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, মীরাট।
" নন্দলাল রায় চৌধুরী, পুরাতন বাটী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
" নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মথুরাপুর, ২৪ পরগণা।
রাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্ম্মা, কুমিল্লা।
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ভুরকুণ্ড, রামগড়, হাজারীবাগ।
৩১৫ " নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, দিনাজপুর।
" নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, মানসিংহপুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর।
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, মসল্লাপুর, মাহেন্দ্রু, পাটনা।
" ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, ডি এল্, ঢাকা ল-কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
৩২০ " নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল্, উকীল, বগুড়া।
" নলিনচন্দ্র মিশ্র বি এ, দেওয়ান গাজি লেন, বালী, হাওড়া।
" রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বর্দ্ধমান।
" নলিনীকান্ত অধিকারী বি এল, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
" নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এ, বি এল্, এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ও ক্লাবের সম্পাদক, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৩২৫ " নলিনীকান্ত নাগ বি এ (ক্যাণ্টাব), ইতিহাসের অধ্যাপক, কে এন্ কলেজ, বহরমপুর, বেঙ্গল।
" নলিনীকান্ত সেন এল সি ই, এম্ সি এম্ এস্, মিউনিসিপ্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, আকায়াব, বর্ম্মা।
" নলিনীকান্ত রায় বি এ, বোর্ড অব রেভিনিউ, বিহার ও উড়িষ্যা, ভিকনাপাহাড়ী, মোরাদপুর, পাটনা।
লেফটানেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ, "টেপা-লজ", রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর, বগুড়া।

৩৩০ „ নারায়ণচন্দ্র দে বি এল্, শিক্ষক, বারাসত, চন্দননগর।

„ নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার, ছোট তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী।

„ নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার, সাব এসিষ্ট্যাণ্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, দেরাদুন।

„ নিখিলনাথ রায় বি এল্ (ক), এথোয়া, ভায়া সীতারামপুর, বর্দ্ধমান।

„ রায় নিখিলনাথ রায় বাহাদুর বি এ (খ), এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।

৩৩৫ „ নিতাইচরণ রায়, ৯ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেন, দক্ষিণ ব্যাঁটরা, হাওড়া।

„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর্ এ এস্, ১৮ নীলমণি মল্লিক ষ্ট্রীট, হাওড়া।

„ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, বরিশাল।

„ নিরঞ্জন সেন গুপ্ত বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর।

„ নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেরেস্তাদার, মুন্সেফ কোর্ট, হাজিপুর, মজঃফরপুর।

৩৪০ „ নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমীদার, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, হুগলী।

„ নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম।

„ নিবারণচন্দ্র হুই বি এল্, জজ আদালতের উকীল, নবাবদত্ত গলি, বর্দ্ধমান।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর বি এল, গবর্ণমেণ্ট উকীল, পূর্ণিয়া।

শ্রীযুক্ত নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।

৩৪৫ „ নীরদবরণ সিংহ, ৫১ শিবতলা ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হাওড়া।

„ নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যপাড়া, খাগড়া, বহরমপুর।

„ নীলকমল ত্রিবেদী, নূতনবাটী, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ।

„ নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম।

„ নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা।

৩৫০ „ নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলশিব লাইব্রেরীর সম্পাদক, লাভপুর, বীরভূম।

„ নৃপেন্দ্রকুমার মৈত্র, দামুকদিয়া, ভেড়ামারা, রাজসাহী।

„ নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, টাকী উত্তরের বাটী, টাকী, ২৪ পরগণা।

„ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম।

„ ডাঃ নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস্, টেঞা, মুরশিদাবাদ।

৩৫৫ „ নেপালচন্দ্র রায় বি এ, শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মবিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম।

„ নেপালচন্দ্র সেন এম এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, নদীয়া, কৃষ্ণনগর।

„ পঙ্কজনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, খাগড়া, বহরমপুর।

„ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ্ ডি, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী।

„ পঞ্চানন সরকার এম এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৩৬০ শ্রীযুক্ত পতিতপাবন রায়, চন্দনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, চন্দনপুর, খুলনা।
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
„ পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ বি এ, এম আর এ এস, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।
„ পশুপতিনাথ সামন্ত, ঘাণ্ডেলবাজার, মেদিনীপুর।
„ পান্নালাল সিংহ, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৩৬৫ „ পার্ব্বতীচরণ বসু মোক্তার, ৫ ঝুমরাইল লেন, ঢাকা।
„ পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বি এল্, এডিসন্তাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ, বর্দ্ধমান।
„ রায় সাহেব পি সি মুখার্জ্জি, ফরেন এণ্ড পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, সিমলা।
„ প্যারীমোহন দেববর্ম্মা বি এস্সি, এম্ আর এ এস্, সিষ্টেমেটিক এসিষ্টাণ্ট, বোটানিক্যাল গার্ডেন রোড, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর, হাওড়া।
„ পুরষোত্তম সিংহ বি এ, এলিংহাম কটেজ, সিমলা, পাঞ্জাব।
৩৭০ „ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম।
„ পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্সি (গ্লাসগো), শিবপুর কলেজ, ৪৪ শালিমার রোড, শিবপুর, হাওড়া।
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, তরফ দুর্গাপুর কাছারী, উলিপুর, রঙ্গপুর।
„ পূর্ণচন্দ্র মিত্র বি এল্, শৌলমারী, জলপাইগুঁড়ি।
„ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার, বড় তরফ, কুণ্ডীগোপালপুর, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৩৭৫ „ পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাদুরের কাছারী, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
„ পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় বি ই, ক্যানাল আফিস্, খুলনা।
„ প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল, এম আই এ এস, এম ডি এস ডি, এম বি ডি এফ এ, উকীল, গয়া।
„ রায় প্রকাশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ন্যায়বাগীশ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা।
„ প্রতাপচন্দ্র দেব গোস্বামী, অধিকারী, নলবাড়ীসত্র, কামরূপ, আসাম।
৩৮০ „ প্রফুল্লকুমার দত্ত জমীদার, দুর্গাপুর, পাংশা, ফরিদপুর।
কুমার শ্রীযুক্ত প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে বাহাদুর, পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা।
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্, ঢেকানল, উড়িষ্যা।
„ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র বি এ, একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, শিলং।
„ প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী, কুচবিহার।
৩৮৫ „ প্রফুল্লচন্দ্র বসু এম্ এ, হোলকার কলেজের অধ্যাপক, ইন্দোর।
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বদনগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বদনগঞ্জ, হুগলী
„ প্রবোধচন্দ্র পাল (২৫।১ কানাইলাল ধর লেন, কলিকাতা) তেলিনীপাড়া, হুগলী।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু, ২৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া।
„ প্রবোধচন্দ্র বসু এম এ, বি এল্, সাবজজ ও এসিষ্টাণ্ট সেসন জজ, অসানসোল, বৰ্দ্ধমান।
৩৯০ „ প্রবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চাঁইবাসা, সিংহভূম।
„ প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, ২৬৭ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবপুর, হাওড়া।
„ প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল, উকীল, বগুড়া।
„ প্রমথকুমার কুণ্ডু, প্রসন্নকুমার লাইব্রেরীর সম্পাদক, হাবাসপুর, ফরিদপুর।
„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্স্পেক্টার অব স্কুলস, বর্দ্ধমান ডিভিশন্, চুঁচুড়া।
৩৯৫ „ প্রমথনাথ মিশ্র উকীল, মুকছুমপুর, মালদহ।
„ প্রমথনাথ মুন্সী বি এ, জমীদার, সেরপুর, বগুড়া।
„ প্রমথনাথ দাসগুপ্ত, কলমা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভয়াকর, ঢাকা।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর, রাজসাহী।
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি, এফ জি এস্, ৫০ সার্কুলার রোড, রাঁচি।
৪০০ „ প্রমদাকিশোর রায় এম এ, বি এল, সরকারী উকীল, জোড়হাট, আসাম।
রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, শিয়ারশোল রাজবাটী, বৰ্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমদাকুমার বিশ্বাস পিএচ্ ডি, শিলং।
„ প্রমোদচন্দ্র রায় বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব একসাইজ, শিলচর, আসাম।
„ প্রসনচাঁদ বাহাওয়া, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৪০৫ „ প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুর বি এ, ত্রিপুরাধিপতির মন্ত্রী এবং ডেপুটী কলেক্টার ও ম্যানেজার, চাকলা রোসনাবাদ, ত্রিপুরা, কুমিল্লা।
„ প্রসন্নদেব রায়কত, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি।
„ প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কণ্ট্রোলার অফিস্, লাবান, শিলং, আসাম।
„ প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজনগড়া, আলমপুর, বৰ্দ্ধমান।
৪১০ „ পণ্ডিত প্রিয়কান্ত বিত্তারত্ন বি এ, ইন্স্পেক্টার অব পুলিশ, হলদিবাড়ী, কোচবিহার।
„ প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, লোক্যাল অডিটার, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, রাঁচী।
„ প্রিয়নাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ গদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ী, বৰ্দ্ধমান।
„ প্রিয়নাথ রক্ষিত, ঘাটনগর, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু এম্ এ, টি এন জুবিলি কলেজের অধ্যাপক, আদমপুর, ভাগলপুর।

৪১৫ „ ফকিরচন্দ্র ঘোষ, গোরাবাজার, বহরমপুর।

মৌলবী ফজলার রহমান বি এ, সাব ইনস্পেক্টার অব স্কুলস্, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্ এ, সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, ২৩৫ অগস্ত্যকুণ্ডু, বেনারস।

„ ফণিভূষণ মজুমদার, পাবাহাটী, ঝিনাইদহ, যশোহর।

„ ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্, সব জজ ও এডিশন্তাল সেসন জজ, হাওড়া।

৪২০ „ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ (ক), ডেপুটি কলেকটার, পাটনা।

„ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, বি এল্ (খ), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টার, বগুড়া।

„ বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল্ উকীল, চুঁচুড়া।

„ বঙ্কুবিহারী ভাদুড়ী বি এল্ মুন্সেফ, বগুড়া।

„ বদরীনাথ বর্ম্মা কাব্যতীর্থ এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যাপক, পাটনা।

৪২৫ „ বনওয়ারীলাল গোস্বামী মোক্তার, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর।

„ বনবিহারী পালিত উকীল, কটক, উড়িষ্যা।

„ বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন এম্ এ, মুরারিচাঁদ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, শ্রীহট্ট, আসাম।

„ বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর।

„ ডাঃ রায় বরদাকান্ত রায় বাহাদুর এল এম এস, (ক) সিভিল সার্জ্জন, পুরুলিয়া।

৪৩০ „ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এল, (খ) দিনাজপুর।

„ বরদাকান্ত রায় চৌধুরী, জমীদার, ভিতরবন্দ রাজবাটী, রঙ্গপুর।

„ বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, "সন্তানকুটীর" অষ্টগ্রাম, ত্রিপুরা।

„ বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ট্রেনিং একাডেমীর সহকারী প্রধান শিক্ষক, চুঁচুড়া।

„ ডাঃ বসন্তকুমার চৌধুরী, হিমাইতপুর, পাবনা।

৪৩৫ „ বসন্তকুমার দাস বি এল, উকীল, শ্রীহট্ট।

„ ডাঃ বসন্তকুমার ভৌমিক এল্ এম্ এস্, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, নোয়াখালী।

„ বসন্তকুমার সর্ব্বাধিকারী, হেড ক্লার্ক, পি ডব্লিউ ডি, জলপাইগুড়ি।

„ বসন্তকুমার সেন গুপ্ত বি এল্, উকীল, জজকোর্ট, পশ্চিমপ্রান্ত কুটীর, নোয়াখালী।

„ বামাচরণ বসু, কুঞ্জঘাটা, খাগড়া, বহরমপুর।

৪৪০ „ বাসন্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এল, উকীল, মজঃফরপুর।

„ বি কৃষ্ণাপ্পা, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, বাঙ্গালোর।

„ বিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায় এম এ, খালসা কলেজের অধ্যাপক, অমৃতসহর, পাঞ্জাব।

শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, স্কুল সাব ইনস্পেক্টার, গলসি, বর্দ্ধমান।
রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৪৪৫ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, পুরী।
„ বিধুভূষণ সিংহ, পচম্বা, হাজারীবাগ, (৫৭ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট)।
„ বিনোদকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল।
„ বিনোদবিহারী দত্ত, ৪৮ কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, শিবপুর, হাওড়া।
„ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (ক), ২১০ কইপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
৪৫০ „ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল (খ), মুন্সেফ, শ্রীরামপুর, হুগলী।
„ বিনোদবিহারী রায়, মালোপাড়া, রাজসাহী।
„ ডাঃ বিপিনচন্দ্র দাশ গুপ্ত এল্ এম্ এস, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, বরিশাল।
„ বিপিনচন্দ্র সেন, হেড ক্লার্ক, গভর্ণমেণ্ট মেরিন সার্ভে অফিস, চট্টগ্রাম।
„ বিপিনবিহারী গোস্বামী, ভাবনী, ছাতনী, রাজসাহী।
৪৫৫ „ রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম্ এ, কটক।
„ বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্, উকীল, মালদহ।
„ বিপিনবিহারী চন্দ্র, উলকুণ্ডা, গনুটিয়া, বীরভূম।
„ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোণারপুর, ২৪ পরগণা।
„ রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, ৩১ জর্জটাউন, এলাহাবাদ।
৪৬০ „ ডাঃ বিভুতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম বি, নাটোর, রাজসাহী।
„ বিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল, উকীল, বহরমপুর।
„ বিষাণস্বরূপ বি এ, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পাটনা।
„ বিষ্ণুচরণ সেন, জমিদার, বহরমপুর।
„ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যালঙ্কার বি এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
৪৬৫ „ বিশ্বনাথ সিংহ বি এল, উকীল, চাঁদনিচক, কটক।
„ বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত এম এস্‌সি, সাব ডেপুটী কলেক্টার, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর।
„ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সব জজ, বৈদ্যবাটী, হুগলী।
„ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩৬ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরী ঘাট রোড, শিবপুর, হাওড়া।
„ বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।
৪৭০ „ বীরেন্দ্রকুমার বসু এম্ এস্‌সি (ক), প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ কলেজের অধ্যাপক, জম্বু।
„ বীরেন্দ্রকুমার বসু বি এ (ক্যাণ্টাব), এফ আর ই এস, আই সি এস, (খ) ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, যশোহর ও খুলনা।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস বি এ, বি এল্, উকীল, দ্বারভাঙ্গা।
" বীরেন্দ্রনাথ রায়, চিথলিয়া, মীরপুর, নদীয়া।
" বীরেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর, বেঙ্গল।
৪৭৫ " বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভারতী লাইব্রেরীর ম্যানেজার, সিরাজগঞ্জ।
" বীরেশচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীবাস দত্ত গলি, পঞ্চাননতলা, হাওড়া।
" বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর।
" বীরেশ্বর সেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস্, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
" বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, জমীদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৪৮০ " বেণীমাধব ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।
" রায় বেণীমাধব চাকী বাহাদুর বি এল, সরকারী উকীল, বগুড়া।
" বেণীমাধব দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" বেণীমাধব দাসগুপ্ত, প্রথম জজ আদালতের মহাফেজ, চট্টগ্রাম।
" বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
৪৮৫ " বৈকুণ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কাশীগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
" বৈদ্যনাথ অধিকারী বি এ, বি এল, উকীল, কুষ্টিয়া, নদীয়া।
" বৈদ্যনাথ তরফদার, জমিদার, কাজিপুর, পাবনা।
" কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ-বিশারদ, পার্ব্বতী রায়ের গলি, চুঁচুড়া।
" ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর।
৪৯০ " ব্রজেন্দ্রনাথ রায় (ক), ম্যানেজার, কাঞ্চন কাছারী, পত্নীতলা, দিনাজপুর।
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, (খ) উকীল, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
" ব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, ফকির-চক, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
" মোহান্ত ভগবান্দাস, বড় আখড়া, জাফরগঞ্জ, নশিপুর, মুরশিদাবাদ।
" ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৪৯৫ " ভবানীনাথ রায়, পাবনা।
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, জমীদার, রঙ্গপুর।
" ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।
" ভীমাপদ ঘোষ এম্ এ, কান্দী রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" ভুজঙ্গনাথ বিশ্বাস, জমীদার, সুখড়িয়া, সোমড়া, হুগলী।
৫০০ " ভুবনমোহন পাঠক বি এ, কেরোসিন অয়েল ডিপো, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বাহাদুর, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।

শ্রীযুক্ত ভূতেশচন্দ্র ত্রিবেদী, বহরা, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ ভূধর দাস বি এল্‌, ডিষ্ট্রিক্ট্‌ কোর্ট, কুমিল্লা।
৫০৫ „ ভূপতিচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি এ, লক্ষ্মীকান্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলমা, ঢাকা।
„ ভূপতি মুখোপাধ্যায়, কলিয়ারীর ম্যানেজার, জীওনপাড়া, জামাদাবাদ, মানভূম।
„ রায় ভূপতিনাথ দাস বাহাদুর এম্‌ এ, বি এস্‌সি, এফ সি এস্‌,
ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, উয়ারী, ঢাকা।
„ ভূপালকুমার দত্ত এম্‌ এ, বড়কুঠি, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
„ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, হুগলী।
৫১০ „ ভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্‌, উকীল, মোরাদপুর, পাটনা।
„ ভূপেন্দ্রলাল দত্ত, এডওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা।
„ ভূষণচন্দ্র দাস এম্‌ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর।
„ ভূষণচন্দ্র নাথ বি এ, হাজিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হাজিপুর, মজঃফরপুর।
„ ভৈরবচন্দ্র দত্ত বি এল্‌, নন্দীরবাগান, সালিখা, হাওড়া।
৫১৫ „ ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ট্রাক্টার ও প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ, কান্দাইপুর,
পুরন্দরপুর, বীরভূম।
„ ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, সিজাবাদ, মালদহ।
„ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর, বেঙ্গল।
„ মণিমোহন সেন, জমীদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
„ মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল জমীদার, কাসারিয়া, খেজগিরি, মেদিনীপুর।
৫২০ „ মণীবিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল্‌, উকীল, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।
„ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
„ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য বি এ, ৪ পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী।
„ মথুরানাথ সিংহ বি এল, উকীল, মোরাদপুর, পাটনা।
„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম,
যশোহর।
৫২৫ „ মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌, মুন্সেফ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
„ মনোরঞ্জন গুপ্ত, ম্যানেজার—কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, ঢাকা ব্রাঞ্চ,
কামারনগর, ঢাকা।
„ মনোরঞ্জন ঘোষ এম্‌ এ, অফিস অব দি ডিরেক্টার জেনারেল অব আর্কিওলজি
অব ইণ্ডিয়া, সিমলা ইষ্ট, সিমলা।
„ মনোরঞ্জন সিংহ এম্‌ আর এ এস, এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, ছাপরা।
„ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, বনগ্রাম, যশোহর।

৫৩০ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নিয়োগী এম এস্‌সি, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।
„ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ২২ লারমণি ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা।
„ মন্মথনাথ সেন বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কটক।
„ মন্মথনাথ দে বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, পাটনা।
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, আই সি এস্, ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন্ জজ, বাখরগঞ্জ।
৫৩৫ „ ডাঃ মন্মথেশচন্দ্র সান্যাল এল্ এম্ এস্, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, ভদ্রারগড়, বি এন রেলওয়ে।
মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, হেতমপুর, বীরভূম।
মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল (ক), মুন্সেফ, ফরিদপুর।
„ মহেন্দ্রনাথ দাস (খ), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মেদিনীপুর-শাখার সহকারী সম্পাদক, পাটনাবাজার, মেদিনীপুর।
৫৪০ „ মহেন্দ্রনাথ মহান্তী, মহান্তীক্যামিলী লাইব্রেরী, কাশীপুর, পাটেটগড় পোঃ, মেদিনীপুর।
„ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ।
„ মহেন্দ্রলাল রায় বি এল্, উকীল, ঢাকা।
„ মাখনলাল মজুমদার, নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
„ রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার, অসিধাম, বেনারস সিটি।
৫৪৫ „ মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার, খালিয়াবাগান, ফরিদপুর।
„ মুনীন্দ্রনাথ দেব বি এ, বি ই, এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, কটক।
„ মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড়া।
„ মৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, জজকোর্ট, তৈলমারুই রোড, বর্দ্ধমান।
„ রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর এম্ আর এ এস্, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৫৫০ „ মোহমোহন সেন বি এল, কাদাই, বহরমপুর।
„ মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ মোহিতকৃষ্ণ কুণ্ডু, টাকী, ২৪ পরগণা।
„ ডাঃ মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্, ভাগলপুর।
„ যজ্ঞেশ্বর গিরি, মোক্তার, কাঁথি, মেদিনীপুর।
৫৫৫ „ যজ্ঞেশ্বর দাশগুপ্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহট্ট, আসাম।
„ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বি এল, জমিদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" যতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ জমীদার, মধুবনী এষ্টেটের রিসিভার, বরাহী, রাজনগর, দ্বারভাঙ্গা।
" যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, কালাচাঁদপাড়া, পাবনা।
৫৬০ " যতীন্দ্রনাথ গণ, মাটাসিয়া, যশোহর।
" যতীন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ছোটবাজার, মেদিনীপুর।
" যতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এস্ সি, কায়স্থ কলেজের গণিতাধ্যাপক, ২০৩ বাদসাহীমণ্ডী, এলাহাবাদ।
" যতীন্দ্রনারায়ণ দত্ত জমিদার, মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা।
" যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডায়মণ্ডহারবার।
৫৬৫ " যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস এল্ টি, সাব ইনস্পেক্টার অব স্কুলস্, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
" যতীন্দ্রমোহন রায় (ক), একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ ডি, রায়পুর, সি পি।
" যতীন্দ্রমোহন রায় (খ), ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।
" যতীন্দ্রমোহন রায় বি এ (গ), বোয়ালিয়া, হরিনারায়ণপুর, বগুড়া।
" যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, জলপাইগুড়ি।
৫৭০ " যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল, উকীল, দিনাজপুর।
" যদুনাথ ঘোষ বি এ, সৈদপুর এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
" যদুনাথ পাল চৌধুরী, বাজাপ্তি, ত্রিপুরা।
" যদুনাথ দে তত্ত্বনিধি, একাউন্টান্ট, রিসিভার্স অফিস, মধুবনী এষ্টেট, বরাহী, রাজনগর পোঃ, দ্বারভাঙ্গা।
" যদুনাথ সিংহ এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫৭৫ " যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।
" যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চীফ একাউণ্টেণ্ট, মিউনিসিপাল করপোরেশন, রেঙ্গুন।
" যাদবচন্দ্র দাস বাণীভূষণ, ভুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।
" যাদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রহরমপুর, জিঃ গাঞ্জাম, মান্দ্রাজ।
" যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
৫৮০ " যামিনীকান্ত সোম বিদ্যারত্ন, গবর্মেণ্ট ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন, কিংস ওয়ে দিল্লী।
" যামিনীকুমার মিত্র, পাইকপাড়া, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।
" যামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়া, কাগমারী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
" রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর এম এ, প্রাণভিলা লজ, শিমলা, ডব্লিউ সি।
" যুগলগোপাল সিংহ বি এল, উকীল, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
৫৮৫ " যুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন কালিদাস পাঠক, হনুমান্ গুম্ফা, পোরবন্দর, কাথিওয়াড়।
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর।
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল্, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
৫৯০ „ যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, দত্ত হাই স্কুলের শিক্ষক, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
„ যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তুলসীঘাটা, রঙ্গপুর।
„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এল এল বি, সরকারী উকীল, সিক্রোল, বেনারস ক্যাণ্ট।
„ যোগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের বাটী, বর্দ্ধমান।
„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ।
৫৯৫ „ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, পাবনা।
„ ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় এল্ এম্ এস, নন্দাস্, ইসবপুর, বগুড়া।
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাব রেজিষ্ট্রার, আসানসোল, বর্দ্ধমান।
„ যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধলা, ময়মনসিংহ।
„ রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ২৬ নাভা হাউস্, সিমলা পাহাড়, পাঞ্জাব।
৬০০ „ যোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ, মেদিনীপুর।
„ যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ী, পোড়জনা, পাবনা।
„ যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, পশুপতিগঞ্জ-কাছারী, পশুপতিগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ, গয়া।
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল্, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
„ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, সন্দীপ, নোয়াখালী।
৬০৫ „ ডাঃ যোগেশ্বর শ্রীমানী এল্ এম্ এস, কাটমায়বাগান, চন্দননগর।
„ রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ রজনীকান্ত ত্রিবেদী জমীদার, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ রজনীকান্ত বসু এম্ এ, জি বি বি কলেজের অধ্যাপক, মজঃফরপুর।
„ রজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম্ এ, এফ্ আর এ এস্, এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
৬১০ „ রজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন, সেক্রেটারী, হবিগঞ্জ লোন কোং, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
„ রজনীরঞ্জন দেব বি এ, শিক্ষক, শ্রীহট্ট।
„ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল, উকীল, পাবনা।
„ রণজিৎ সিংহ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর।
„ রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, হরিসভা রোড, বেহালা, ২৪ পরগণা।
৬১৫ রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায় বি এ, চৌগাঁ, রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি এল্, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, মাদ্রাজ।
(৩২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা)।

" রমণীমোহন সিংহ বি ই, গবর্মেণ্ট পূর্ত্তবিভাগের সাবডিবিসন্তাল অফিসার, ইটামগরা, মেদিনীপুর (পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ)।

" রমাপ্রসাদ রায় বি এ, একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, মুশৌরী।

" রমেশচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

৬২০ " রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জেলের উত্তর, জলপাইগুড়ি।

" রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নওগাঁ, রাজসাহী।

" রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির সম্পাদক, মোগলবাজার, শ্রীহট্ট।

" ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র এল্ আর সি এস্, এল্ আর সি পি (এডিন), এস আর এস্ আর ও এস্ (গ্লাসগো), বাইওলজির প্রফেসর, মীরাট কলেজ, মীরাট।

" রসিকচন্দ্র বসু, করাটিয়া, মৈসাদুয়া পোঃ, ময়মনসিংহ।

৬২৫ " রসিকরঞ্জন ঘোষ এম্ এস্ এ (জাপান), রেশম-তত্ত্ববিৎ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

" রাইকিশোর প্রামাণিক, মোক্তার, মালদহ।

" ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ, কোতলপুর ব্যাস লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান, কোতলপুর, বাঁকুড়া।

" রাখালচন্দ্র সিংহ, জমীদার, দারভাঙ্গা।

" রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর।

৬৩০ " রাখালরাজ রায় বি এ, ১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

" রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), ২৬ নাভা হাউস্, সিমলা হিল।

" রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ (খ), উকীল, নড়াইল, যশোহর।

" রাজকুমার সেন এম্ এ, পারুড়গাঁ, হাসাইল পোঃ, ঢাকা।

" রাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী, বেরো-বেলতোড়া, মানভূম।

৬৩৫ " রাজচন্দ্র দত্ত, জমিদার, ব্যাণ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম।

" রাজেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।

" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ, এফ টি এস্, এম্ আর এ এস, জমিদার, বেতাগাড়ী, ময়মনসিংহ।

" রাজেন্দ্রনাথ বসু বি এ, বর্দ্ধমানরাজের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, বর্দ্ধমান।

" রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রাণীগঞ্জ কাছারী, পোঃ বাঁকা, জলপাইগুড়ি।

৬৪০ " রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় জমীদার, বুলবুলচণ্ডী, মুচিয়া, মালদহ।

কুমার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (ক), মণীপুর, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী (খ), জমীদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার, ঢাকা।

„ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি আর এস্, পি এইচ ডি,

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর এবং গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল।

৬৪৫ „ রায় রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাদুর এম এ, বি এল্, গবর্মেণ্ট উকীল, রাচি।

„ রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

„ রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, জমীদার, সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ।

„ রাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় (ক), লাভপুর, বীরভূম।

৬৫০ „ রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় বি এ (খ), মালুটী, ভায়া বেনাগাড়িয়া, সাঁওতাল পরগণা।

„ ডাঃ রাধাবিনোদ রায় এল্ এম্ এস্, গোরক্ষপুর, ইউ পি।

„ ডাঃ রাধিকানাথ সাহা এম্ আর এ এস্, ১৭ লক্ষীকুণ্ড, বেনারস সিটি।

„ রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ, সাব এজেণ্ট, ষ্টীমার কোং, পোড়াবাড়ী, মালতীপাড়া,

ময়মনসিংহ।

রাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় বীরবর বাহাদুর, মনোহরপুর রাজবাটী, দাঁতন, মেদিনীপুর।

৬৫৫ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা কাব্যস্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক,

৬১ মণ্ডল ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

„ ডাঃ রামদাস পাঁড়ে এম্ সি পি এস, খাগড়া, বহরমপুর।

„ রায় সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, একষ্ট্রা ডেপুটী কনসারভেটার অব ফরেষ্ট,

ওল্ড বালীগঞ্জ, বাঁকুড়া।

„ রামপদ চট্টোপাধ্যায় বি এ, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্, জয়নগর

২৪ পরগণা।

„ রামপ্রসাদ ঘোষ বি এল, উকীল, শ্রীরামপুর, হুগলী।

৬৬০ „ রামপ্রসাদ ঘোষাল বি এ, রায় এচ পি ঘোষাল বাহাদুর একজিকিউটিভ্

ইঞ্জিনিয়ারের বাটী, আরা।

„ রামপ্রাণ গুপ্ত, কেদারপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

„ রামবাহু ভট্টাচার্য্য বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বোর্ড অব রেভিনিউ,

বিহার ও উড়িষ্যা, মোরাদপুর, পাটনা।

„ রামমোহন সিংহ, মোক্তার, শিববাজার, মেদিনীপুর।

„ রামরতন সরকার, খুটিয়া-বাজার, হুগলী।

৬৬৫ „ রামরঞ্জন গোস্বামী বি এ, নাথনগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক, নাথনগর, ভাগলপুর।

„ রামরূপ মিত্র, শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ মজুমদারের বাড়ী, যশোহর।

„ রামরেণু চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বক্সার, সাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত রামশরণ দত্ত, বৈষ্ণপুর, টেঞা, মুরশিদাবাদ।
„ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর।
৬৭০ „ রামেশ্বর সেন, শান্তিপুর, সূত্রাগড়, নদীয়া।
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ আর এ এস্, এফ আই এ এস সি, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
„ রাসবিহারী সেন (ক), মেসার্স এচ্ সি সেন এণ্ড কোং, দিল্লী।
„ রাসবিহারী সেন (খ), পণ্ডিতসার, মড়িসার পোঃ আঃ, ফরিদপুর।
„ রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল, ময়মনসিংহ।
৬৭৫ „ রেবতীমোহন বসু, ঢাকা কালেক্টারী, ৫৭ গোয়ালনগর, ঢাকা।
„ রেবতীমোহন সেন বি এল (ক), জজকোর্টের সেরেস্তাদার, ফরিদপুর।
„ রেবতীমোহন সেন (খ), ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিস্, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, বরিশাল।
„ রোহিণীকান্ত মিত্র বি এল্, মুন্সেফ, মালদহ।
„ রোহীন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি এ, ইম্ফাল, মণিপুর, আসাম।
৬৮০ „ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলনা।
„ ললিতকুমার নিয়োগী, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
„ ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সাব্ রেজিষ্ট্রার, রাণাঘাট, নদীয়া।
„ ললিতচন্দ্র বসু এম এ, আই ই ই, ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„ ললিতবিহারী সেন রায়, কাশী-নরেশের প্রধান সেক্রেটারী, ১০ সদানন্দ বাজার, কাশী।
৬৮৫ „ ললিতচন্দ্র রায় চৌধুরী কবিরত্ন, পোঃ আঃ বোদরা, ২৪ পরগণা।
„ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (ক), সাধারণ সম্পাদক—সারস্বত-সম্মিলন ও উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ, ১৪৮ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (খ), ডি ১২।১৫২ কাজপুরা, বেনারস সিটি।
„ ললিতমোহন মৈত্র, জমীদার, তালন্দ, রাজসাহী।
৬৯০ „ লালবিহারী দাস বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ।
„ লালবিহারী রায় চৌধুরী বি এল, উকীল, বাঁকা, ভাগলপুর।
„ লিঙ্গরাজ মিশ্র শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, প্রধান পণ্ডিত, খালিকোটা কলেজ, বহরমপুর, গঞ্জাম।
„ শঙ্করদাস মজুমদার বি এল, সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।
„ শচীন্দ্রনাথ সুর এম্ বি, ডি পি এইচ ডি টি এস, ডেপুটী সেনিটারী কমিশনার, বর্দ্ধমান বিভাগ, চুঁচুড়া।
৬৯৫ „ শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল, হাইকোর্টের উকীল, পুরুলিয়া।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত, আগড়তলা, ত্রিপুরা ষ্টেট।
„ শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, আলমচাঁদ-বাজার, কটক।
„ রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল, সরকারী উকিল, রঙ্গপুর।
„ ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, রামনগর, বেনারস।
১০০ „ শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি টি, ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হুগলী।
„ রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এ, অফিসিয়েটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,
আর্ম্মি ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা।
„ ডাঃ শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডি এল্ এম্ এস্, পণ্ডিত যোগীন্দ্র ঝা মহাশয়ের বাড়ী,
বাণ্ডিটোলা, অমৃতি, মালদহ।
„ শরৎচন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপুর।
„ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সব রেজিষ্ট্রার, যশোহর।
১০৫ „ রায় শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, রাঁচি।
„ শরৎচন্দ্র সিংহ রায়, জমীদার, পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর।
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমো রাজবাটী, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন দাস গুপ্ত, ঢাকার নবাব সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও
অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, অক্ষয়-কুটীর, হাটখোলা, রমনা, ঢাকা।
মহারাজ শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর, ময়মনসিংহ।
১১০ শ্রীযুক্ত শশিকিশোর চক্রদার বি এল, উকীল, নওগাঁ, রাজসাহী।
„ শশিভূষণ ঠাকুর, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
„ শশিভূষণ দাস (ক), এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, চাঁপাপুকুর, ২৪পরগণা।
„ শশিভূষণ দাস বিদ্যারত্ন বিদ্যার্ণব (খ), কুমিল্লা, ত্রিপুরা।
„ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পল্লিবাসী"র সম্পাদক, কালনা, বর্দ্ধমান।
১১৫ „ শশিভূষণ সিংহ, আলুগ্রাম, ভরতপুর, মুরশিদাবাদ।
„ শাস্তমচরণ বিশ্বাস, হড়া, ব্রাহ্মণগাঁ, হুগলী।
„ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামনিধি চট্টোপাধ্যায় লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী।
„ শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ কাষ্টম,
কোটা ষ্টেট, রাজপুতনা।
মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বি এ, তাহিরপুর, রাজসাহী।
১২০ শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী এম এ, স্কুল, পাবনা।
„ শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, মেদিনীপুর।
„ শীতলচন্দ্র রায়, জমীদার, সামটা, যশোহর।
„ শৈবেশনাথ বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী।
„ শৈলেশচন্দ্র সেন বি এ, এম্ এন ইনষ্টিটিউশন, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর।

১২৫ কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম।
,, শ্যামাচরণ রায়, ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী সম্পাদক, ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।
,, শ্যামাচরণ পাল, সেওড়াফুলী, হুগলী।
,, শ্যামাপদ রায়, তেঘড়ি জমীদারী এষ্টেটের ম্যানেজার, রাজপুত-তেঘড়ি, মুরশিদাবাদ।
১৩০ ,, শ্রীনাথ সিংহ, মধ্য-শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া তালুকা, নদীয়া।
,, ডাঃ শ্রীপতিনাথ শর্ম্মা মুখোপাধ্যায় এল এম্ এস্, বড়বাজার, বৰ্দ্ধমান।
,, শ্রীবনবিহারী সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর।
,, শ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্ এ, এম বি ই, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জামালপুর, ময়মনসিংহ।
,, শ্রীমন্ত সরকার বি এ, বি টি, গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, জামালপুর, ময়মনসিংহ।
১৩৫ ,, শ্রীমাধব চট্টরাজ বি এ, পাকুর হাই স্কুল, সাঁওতাল পরগণা।
,, শ্রীমোহন সিংহ বি এল, উকিল, বৰ্দ্ধমান।
,, শ্রীরাম মৈত্রেয়, বলিহার রাজ-কাছারী, মহাদেবপুর পোঃ আঃ, রাজসাহী।
,, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ সি এস, এসিষ্টাণ্ট এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট, যুক্ত-প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট, কাণপুর।
,, ডাঃ শ্রীশচন্দ্র সেন এল এম্ এস্, সাজাহান্‌পুর, ইউ পি।
১৪০ ,, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বৰ্দ্ধমান।
,, ষোড়শীচরণ মিত্র এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, একজিবিশন রোড, পাটনা।
,, সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম এ, বি এল, উকীল, দার্জ্জিলিং।
,, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর।
,, ডাঃ সতীনাথ মিশ্র, সামটা, যশোহর।
১৪৫ ,, সতীনাথ সিংহ রায় জমিদার, দেহড়া, আঝাপুর, বৰ্দ্ধমান।
,, সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত, সোমড়া, হুগলী।
,, সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এফ আর এইচ এস্ (লণ্ডন), কোর্ট অব ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার, সুরসন্দ, মজঃফরপুর।
,, সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "ইন্দ্রালয়," গঙ্গাটিকুরি, বৰ্দ্ধমান।
,, সতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম এ, বি এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, কাটোয়া, বৰ্দ্ধমান।
১৫০ ,, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র গুহ বিভারত্ন, রাজ-লাইব্রেরীয়ান, ঘারভাঙ্গা।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগাঁ, রাজসাহী।
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বরিশাল।
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ক), ধলা, ময়মনসিংহ।
„ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ (খ), ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সমাজ, ভবানীপুর, কলিকাতা।
৭৫৫ „ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এল এম পি, (গ), গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি ই (ক), ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কৃষ্ণনগর।
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ), শেওড়াফুলী হাট, বড়তলা, শেওড়াফুলী পোঃ, হুগলী।
„ সতীশচন্দ্র দেব এম এ, মুর সেণ্ট্রাল কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।
„ সতীশচন্দ্র দেব বি এল, উকীল, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
৭৬০ „ সতীশচন্দ্র নিয়োগী, জমীদার, আদম-দীঘি, বগুড়া।
„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তীপাড়া, বারাশত, চন্দননগর।
„ সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমীদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।
„ সতীশচন্দ্র মজুমদার বি এস্‌সি (কলিঃ ও গ্লাসগো), একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বেজওয়াডা, মাদ্রাজ।
„ সতীশচন্দ্র মিত্র কবিরঞ্জন বি এ, এম আর এ এস (ক), দৌলতপুর, খুলনা।
৭৬৫ „ সতীশচন্দ্র মিত্র (খ), ১৪ হেমচন্দ্র বানার্জ্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া।
„ সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, বন্দ্যোপাধ্যায় এষ্টেটের ম্যানেজার, সাহাজাদপুর, পাবনা।
„ সতীশচন্দ্র সরকার বি সি আই, ডব্লিউ টি আর ই, মধ্য হিংলী, মহিষাদল, মেদিনীপুর।
„ রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এল, চট্টগ্রাম।
„ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উকীল, ম্যানেজার, রতন-হাউস, কেন্দ্রপাড়া, কটক।
৭৭০ „ সত্যকিঙ্কর সাহানা বি এ, বাঁকুড়া।
„ সত্যচরণ ঘোষাল, মাস্রাল, ভায়া নৈহাটী, ২৪ পরগণা।
„ সত্যচরণ মজুমদার, জমীদার, কামারখালী, মঙ্গলপাড়া পোঃ আঃ, রাজসাহী।
„ সত্যেন্দ্রকুমার বসু, এম্ এস্‌সি, একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কনসারভেটার অব ফরেষ্ট, দার্জ্জিলিং।
„ রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী, দক্ষিণের বাটী, টাকী, ২৪পরগণা।
৭৭৫ „ সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা।
„ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, কুমিল্লা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শকয়া, আহাম্মদপুর, ই আই আর, লুপ লাইন।
" সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল, হাইকোর্টের উকিল, বেহালা, ২৪পঃ।
" সত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ডিপার্টমেণ্ট অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, সিমলা পাহাড়।
৭৮০ " সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, সব ডেপুটী কলেক্টর সেস্ ও রি-ভ্যালুয়েশন অফিসার, মেদিনীপুর।
" ডাঃ সনৎকুমার বরাট এম্ এ, এল্ এম এস্, টেম্পল মেডিকেল স্কুল, মোরাদপুর, পাটনা।
" সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" সমরেন্দ্রনাথ দাস, কণ্ট্রাক্টার, দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা।
" সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিভবন, সিমলা।
৭৮৫ " সন্তোষকুমার বসু বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।
" সন্তোষকুমার মজুমদার বি এস্‌সি, আই এম্ এস্, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
" সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, জমীদার, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
" সরোজনাথ বাগচী, ২৮বি কোয়াটার, টিমারপুর, দিল্লী।
" সরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটী, যশোহর।
৭৯০ " সর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী, জমীদার, রাণাঘাট, নদীয়া।
" সলিলকুমার আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
" সম্পাদক—বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, বেঙ্গল ইয়ংম্যান্স এসোসিয়েশন, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ।
মৌলবী সাজ্জাদ আহাম্মদ চৌধুরী, কোটালপুকুর, সাঁওতাল পরগণা।
শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর।
৭৯৫ " সারদাচরণ দত্ত, বাবুরহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বাবুরহাট, ত্রিপুরা।
" সারদানাথ খাঁন বি এল্, বগুড়া।
" সারদানাথ দত্ত, ঝুমকা, দেওঘর।
" সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাণাঘাট, নদীয়া।
" সারদাপ্রসন্ন চৌধুরী বি এ, সেটেলমেণ্ট কানুনগো, বরিশাল।
৮০০ " রায় সারদাপ্রসাদ সেন বাহাদুর বি এল, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, ১৩ লারমণী ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা
" সারদামোহন বসু বিদ্যাবিনোদ, রাধারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, গোপালপুর, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ, হোম-সেক্রেটারী, বর্দ্ধমান-রাজ, বর্দ্ধমান।
" সিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ, সেটেলমেণ্ট অফিসার, ক্যাম্প—গোবিন্দপুর, পোঃ খাস-বোয়ালিয়া, নদীয়া।
" সীতানাথ প্রধান এম্ এস্‌সি, এম্ সি কলেজের অধ্যাপক, শ্রীহট্ট।
৮০৫ " সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, উকীল, বরিশাল।
" সুধাংশুকুমার হালদার এম্ এ, আই সি এস্, এসিষ্টাণ্ট কলেকটার, ওয়ারি ডিভিশন, কোরগাঁও, সাতারা।
" সুধাংশুভূষণ রায় বি এল, উকীল, ৭৭ কোতোয়ালি রোড, ভাগলপুর।
" ডাঃ সুধীরকুমার সেন এম বি, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পীলগ্রাম, হাঁসপাতাল, গয়া।
" সুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ, সাহিত্যার্ণব, ঢাকা।
৮১০ " সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, মহারাজের প্যালেস, জয়পুর, রাজপুতানা।
" ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন এম বি, এল আর সি পি, এল আর সি এস্, বর্দ্ধমান।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমীদার, সদ্যপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ক), সাব রেজিষ্ট্রার, সেরপুর, বগুড়া।
" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এল এম বি (খ), কালীঘাট-হাউস, কাণপুর।
৮১৫ " সুরেন্দ্রনাথ গুহ, ৬২।৬৩ চুরিহাট্টা রোড, ঢাকা।
" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল এম এস (ক), মিঠাপুর, পাটনা।
" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (খ), বিদ্যানন্দকাটী, যশোহর।
" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
" সুরেন্দ্রনাথ দাস, সহকারী শিক্ষক, মালদহ জিলা স্কুল, মালদহ।
৮২০ " সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
" সুরেন্দ্রনাথ পাত্র, প্রধান শিক্ষক, পাঁচরোল মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, মেদিনীপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমীদার, ইনাইতপুর বড় তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী।
" সুরেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লী শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ; গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং অফিস, ৩৭বি কোয়াটার, টিমারপুর, দিল্লী।
৮২৫ " সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি এ, সলপ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সলপ, পাবনা।
" সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাবডিভিশনাল অফিসার, পি ডব্লিউ ডি, মিলিটারী সাব ডিভিশন, রেঙ্গুন।
" সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধুলগ্রাম, সিদ্ধিপাশা, খুলনা।
" সুরেন্দ্রনাথ রায় এম এ (ক), এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক, পাবনা।
" সুরেন্দ্রনাথ রায় (খ), ক্যানিং-টাউন, ২৪ পরগণা।

৮৩০ শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এল এম্ এস্ (ক), "কাদম্বিনী-বাটী", "দি মল" কাণপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ (খ), উকীল, মজঃফরপুর।
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্ (গ), মুন্সেফ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস, বক্সার।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, "সুরেন্দ্র-কুটীর" ঘুঘুডাঙ্গা, দমদমা, ২৪ পরগণা।
৮৩৫ „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নেহালিয়া এষ্টেট, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
„ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র বি এল্, উকীল, রাজসাহী।
„ সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমীদার, কৃষ্ণপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
„ সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী।
„ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়াল রাজবাটী, বাঙ্গালীটোলা, বেনারস।
৮৪০ „ ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী এল সি পি এস্, মীরাট, ইউ পি।
„ সুরেশচন্দ্র সরকার এম এ, এম্ আর্ এ এস্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার, পূর্ণিয়া।
„ রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বহাদুর বিদ্যার্ণব এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ।
„ রায় সুরেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এম্ এ (ক), ম্যাজিষ্ট্রেট, পাবনা।
„ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল (খ), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর।
৮৪৫ „ সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ, জেনারেল ম্যানেজার, কোর্ট অব ওয়ার্ড এষ্টেট, কোচবিহার।
„ ডাঃ সুশীলকুমার সেন এল্ এম্ এস্, মীরাট সিটি।
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র, দক্ষিণ-চাতরা, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।
„ সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, জমীদার, জাড়া, মেদিনীপুর।
মৌলবী সৈয়দ আউলাদ হাসান খাঁ বাহাদুর, এম্ আর এ এস্, রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
৮৫০ শ্রীযুক্ত সোমনাথ রায়, সাব রেজিষ্ট্রার, জাড়া, মেদিনীপুর।
„ সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পানগর, ভাগলপুর।
„ সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ জমীদার, সদরপুর, বড় তংফ, আমলা-সদরপুর, নদীয়া এবং ছাতিনাকান্দি, কান্দি, মুরশিদাবাদ।
„ সৌরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বেহালা, ২৪ পরগণা।
„ সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, বাওয়াকুটী, ভাগলপুর।
৮৫৫ „ সৌরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, একাউন্ট্যান্ট, তেজপুর, বালিয়াপাড়া, রেলওয়ে ষ্টেসন, তেজপুর, আসাম।
„ হরকিঙ্কর দাস, মৌলবী-বাজার, শ্রীহট্ট।
„ হরকিশোর অধিকারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু জমীদার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী, সেরপুর, ময়মনসিংহ।
৮৬০ " হরিকেশব সান্যাল বি এ, ২৭৬ মদনপুরা, বেনারস সিটি।
" হরিচরণ সেনগুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর।
" হরিদাস গোস্বামী, পোষ্ট মাষ্টার, ভুপাল, সি পি।
" হরিদাস মজুমদার, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত, বামনাবাদ, মুরশিদাবাদ।
" হরিদাস মিত্র এম এ, রিসার্চ স্কলার, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজসাহী।
৮৬৫ " হরিদাস সাহা এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, রমনা, ঢাকা।
" হরিধন কুণ্ডু, সাব এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট, সি ডব্লিউ ডিপার্টমেণ্ট, ই আই আর।
১৯ ন নমণি মল্লিকের লেন, হাওড়া।
" হরিনাথ ঘোষ বি এল্, মানভূম শাখা-পরিষদের সম্পাদক, পুরুলিয়া।
" হরিনাথ দে, জমীদার, বড়শুল, বর্দ্ধমান।
" হরিহর শাস্ত্রী, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—
বারাণসী শাখার সম্পাদক, ৫ সোণারপুরা, বেনারস সিটি
৮৭০ " হরিপদ পাঁড়ে এম্ এ কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক বহরমপুর।
" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম।
" হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, মোগলসরাই।
" হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমীদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর।
" হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি এল্, গণেশতলা, দিনাজপুর।
৮৭৫ " রায় সাহেব হারাণচন্দ্র দেব বি এ, মুনসরিম, ডিষ্ট্রিক্ট জজের কোর্ট, কাণপুর।
" হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর।
" হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্ আর এ এস্, এফ্ আর্ এ এস,
একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, নওগাঁ, আসাম।
" হেমচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্ উকীল, মুঙ্গের।
" হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ফরিদপুর।
৮৮০ " হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, আসিষ্টেণ্ট ইন্স্পেক্টার অব স্কুলস চুঁচুড়া।
" হেমন্তকুমার সরকার (ক), গ্রাম জোতকমল, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।
" হেমন্তকুমার সরকার এম এ (খ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,
মদনমোহন কুটীর, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর
" হেমন্তকুমার সেন এম্ এ, আই ই, বি ই কলেজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর।
" হেমন্তকুমার হালদার এম এ, বি এল, মুন্সেফ, মাণিকগঞ্জ ঢাকা।
৮৮৫ " হেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভদ্রক, বালেশ্বর।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু বি এ, কানুনগো, সেটেলমেণ্ট অফিস, পাবনা।
„ হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল, মহিরামপুর, কুলকরি, ময়মনসিংহ।
„ হেমেন্দ্রমোহন রায় বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিস, রেঙ্গুন।
৮৮৯ „ হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী জমীদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ।

সাধারণ সদস্য—[খ] মফস্বল।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাবিনোদ ৩৩ কদমতলা, চুঁচুড়া।
„ অতুলকৃষ্ণ নিয়োগী এম এ রাঁচী।
„ অবিনাশচন্দ্র বসু এম এ হুগলী কলেজের অধ্যাপক, হুগলী।
„ অমৃতলাল শীল এম এ, নিউ লেন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য।
৫ মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার এম এ বি এল, উকীল, ফরিদপুর।
শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডারসন এম এ, আই সি এস, মষ্টিন হাউস্, ব্রুকল্যাণ্ডস এভিনিউ, কেম্ব্রিজ ইংলণ্ড।
„ কালীনাথ রায়, ট্রিবিউন-সম্পাদক, লাহোর।
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ হুগলী কলিঃ স্কুলের সহঃ প্রধান শিক্ষক, চুঁচুড়া।
স্বামী কিবলচাঁদ দরবেশ, ২ নাথুশাহ ব্রহ্মপুরী, বেনারস।
১০ „ কুমারীশচন্দ্র রায়, গ্রাসংগ্রহ সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদক, নারাগাম, বর্দ্ধমান।
„ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ শন পা থুপী, মুর্শিদাবাদ।
„ ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ, দৌলতপুর, খুলনা।
„ রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর আই এস ও, এম্ এ, রুকমন্তপুর, বাবুগঞ্জ, বাখরগঞ্জ।
„ রায় চন্দ্রচন্দ্র সরকার বাহাদুর সম্পাদক, ডায়মণ্ড-হারবার, ২৪ পরগণা।
১৫ „ জগদীশচন্দ্র বাজপেয়ী, উকীল, জেমো, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
„ জগদীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, পাবনা।
„ জগদীশ্বর সিংহ, জমীদার, বাঘডাঙ্গা, কান্দী মুর্শিদাবাদ।
„ জিতেন্দ্রলাল বসু এম এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচী।
২০ „ মহাশয় তারকনাথ রায়, সম্পাদক, ভাগলপুর।
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, অফিস অব দি মিলিটারি একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, দিল্লী।
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম এ, আড়াইহাজারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অ ড়াই হাজার, ঢাকা।
„ দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার, রাজসাহী।
„ দামোদর দত্ত চৌধুরী, আন্দুল-মৌরী, হাওড়া।

২৫ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম।
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল।
„ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
„ দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল (খ), উকীল, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
„ নকুলেশ্বর গুপ্ত, জোড়হাট, আসাম।
৩০ „ নগেন্দ্রকিশোর রায়, মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
„ নগেন্দ্রলাল চন্দ, দুর্গা পুস্তকালয়ের সম্পাদক, কলদিয়া ঢাকা।
„ পণ্ডিত নবকৃষ্ণ গুহ কাব্যভূষণ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ।
„ নরেন্দ্রনাথ বসু, হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের বাড়ী, হুগলী।
„ নরেন্দ্রনাথ সরকার, মোক্তার, চিড়িমারসাহি, মেদিনীপুর।
৩৫ „ নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমিদার, চট্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।
রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর।
প্রিন্স শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ, কোচবিহার।
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, পাটনা।
„ নির্ম্মলচন্দ্র সেন, বার-এট-ল, রেঙ্গুন।
৪০ „ নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, নৈহাটী, ২৪ পরগণা।
„ নিশিকান্ত সান্যাল এম এ, র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক চাঁদনীচক, কটক।
„ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় এল সি পি এস, নবাবের হোমিওপ্যাথিক পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
„ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, বর্দ্ধমান।
„ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কাব্যস্মৃতিতীর্থ, রাণীগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ।
৪৫ কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, হাওড়া।
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, অফিস অব দি ডিজি অব আর্কিওলজি, শিমলা।
রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি এস আই, এম এ, বি এল, উত্তরপাড়া, হুগলী।
শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণচন্দ্র সরকার বি এ, এল এম এস, ঘোড়ামাড়া, রাজসাহী।
„ পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমীদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
৫০ মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম এ, বি এল, উকীল, পাটনা।
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্টেট, মহিষাদল, মেদিনীপুর।
রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম।
শ্রীযুক্ত প্রমথনারায়ণ বিশ্বাস বি এ, এ এম আই ই, মাণ্ডালে, ব্রহ্মদেশ।
মাননীয় বিচারপতি শুর শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এল এল বি, এলাহাবাদ।
৫৫ শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রিয়নাথ রায় এল এম পি, বনগ্রাম, যশোহর।
„ ফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল সেন এম এ, বি এল, মুন্সেফ রঘুনাথপুর, মানভূম।
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (ক), পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস মজঃফরপুর।
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) এম এ, এম্ আর এ এস, ১।২ হাজরারোড, কলিকাতা।
৬০ " বিজয়কেশব মিত্র এম এ, বি এল, কেন্দ্রাপাড়া, উড়িষ্যা।
" বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, ময়মনসিংহ।
" বিনয়কুমার সরকার এম এ, কেয়ার অব আমেরিকান এক্স্প্রেস্, নিউইয়র্ক, ইউ এস এ, আমেরিকা।
" বিনোদবিহারী মুখটী, জেলখানার উত্তর, জলপাইগুড়ি।
" বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বি টি রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি।
৬৫ " বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৮৮ ক্ষেত্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, শিবপুর, হাওড়া।
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি আই ই, বি এল, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর।
" ভারতচন্দ্র চৌধুরী বি এ, করিমগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
" রায় সাহেব ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কলেক্টার, পাটনা।
" ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম এ বি এল, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
৭০ " রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, কেরৌলি ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য, কেরৌলি, রাজপুতানা।
" ভোলানাথ ধর বি এল, উকীল, জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" মধুসূদন কৌলশাস্ত্রী, থারিয়ার, হাব্বাকাডাল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
" মণীন্দ্রনাথ রায় এম এ, জে ব্রুক্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কোচবিহার।
৭৫ " মন্মথনাথ মজুমদার, সারদাচরণ মিত্র পাবলিক লাইব্রেরী ও বিদ্যোৎসাহিনী সমিতির সম্পাদক, শিরোইল, পাবনা।
" মন্মথনাথ রায় সেনগুপ্ত এম এ, গোপীনাথপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মেরী গোপীনাথপুর, ফরিদপুর

মৌলবী এ, মহম্মদ ইয়াকুব, লাহা বাবুদের বাদুড়িয়া কাছারীর নায়েব, বাদুড়িয়া, ২৪ পঃ।
শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র হালদার, বৈদ্যপুর, ভাটেশ্বর, ২৪ পরগণা।
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ছাপরা।
" মাখনলাল মৈত্র, হরিপুর, পাবনা।
৮০ " মুকুন্দনারায়ণ মুন্সী, জমীদার, সেরপুর, বগুড়া।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসার্চ্চ হাউস, কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ।
" যতীন্দ্রনাথ সেন এম এ, এফ সি এস, কৃষিবিদ্যালয়, সাবৌর, ভাগলপুর।
" যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, মোক্তার, মীরবাজার, মেদিনীপুর।
" যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, সুখচর, ২৪ পরগণা।

৮৫ শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত-বাচস্পতি এম এ, বি এল, যশোহর।
" যদুনাথ সরকার এম এ, পি আর এস, র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক।
" যুধিষ্ঠির গড়াই, আসানসোল, বর্দ্ধমান।
" যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর বড় তরফ, জীবনপুর, দিনাজপুর।
" রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ, এফ আর এ এস,
এফ আর এম এস, র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক। (বাঁকুড়া)
৯০ " যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল, উকীল, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" যোগেশচরণ সেন, জমীদার, খাগড়া, বহরমপুর।
" রজনীমোহন বসাক, মোক্তার, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
" রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" রমাপতি ত্রিবেদী, জেমো, ফকিরচক্, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" রমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, কন্ট্রাক্টার, নওগাঁ, রাজসাহী।
" রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এম আর এ এস, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে, ওয়েষ্টার্ন সার্কেল, পুনা।
" রামকমল সিংহ, কান্দী, মুরশিদাবাদ।
" রামকিঙ্কর রায়, জমীদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ।
১০০ " রামশঙ্কর রায় উকীল, চৌধুরীবাজার, কটক।
" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মুন্সেফ, ঘাটাল, মেদিনীপুর।
" ললিতকিশোর মিত্র বি এল, উকীল, পুরুলিয়া।
" ললিতকুমার বসু, সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
১০৫ " ললিতমোহন দে, স্মল কজ কোর্ট, রেঙ্গুন।
" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট, কোয়াটার নং ৭০ বি,
টিমারপুর, দিল্লী।
" ললিতমোহন পাল, মনোহর-পল্লী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
" শচীন্দ্রনাথ রায়, কাঞ্চনতলা, মুরশিদাবাদ।
" শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটী, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।
" শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, মালদহ।
১১০ " শরৎচন্দ্র দে বি এ, শিক্ষক, ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউশন, ২ সদরঘাট রোড, ঢাকা।
" শশিভূষণ ঘোষ হাজরা, পুরাতন বাটী, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।
" শিবচন্দ্র শীল, চুঁচুড়া, হুগলী।
" ডাঃ শিশিরকুমার পাল এল এম এস, সুপাঃ, লুইস জুবিলী সানিটেরিয়াম, দার্জ্জিলিং।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এল, কান্দাই, বহরমপুর।

১১৫ „ রায় শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র বাহাদুর, কটক।

„ শ্রীনাথ আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

„ সতীশচন্দ্র পাণ্ডা, হেড ক্লার্ক, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস, হুগলী।

„ সত্যপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, গবর্ণমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভোলা, বাখরগঞ্জ।

„ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক সি এস্, ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ, হুগলী।

১২০ „ সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।

„ ডাঃ সরোজিনীনাথ বৰ্দ্ধন বি এ, এল এম এস, ২৮ রেস্‌কোর্স রোড, মজঃফরপুর।

„ সুকুমার হালদার বি এ, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচী

„ সুধীরকুমার মিত্র, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।

„ সুরেন্দ্রনাথ দেব এম এ, কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ, রোজ-ভিলা, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ।

১২৫ „ রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর বি এ, কালেক্টার, পুরী

„ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কনসারভেটার অব ফরেষ্ট, শিলং।

„ সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, কেয়ার অব মেসার্স গ্রিণ্ড্‌লে এণ্ড কোং, ৫৪ পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীট, লণ্ডন

„ সুশীলচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

„ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

১৩০ „ হরিদাস চৌধুরী, বামনাবাদ, রাজনগর, মুরশিদাবাদ।

„ হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বাগটিকরা, দাঁইহাট, বৰ্দ্ধমান।

„ হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, মজঃফরপুর।

„ হরিশ্চন্দ্র দত্ত, নন্দন-কানন, চট্টগ্রাম।

„ রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমীদার, লক্ষ্মণনাথ, বালেশ্বর।

„ হারাণচন্দ্র দে বি এল, মুন্সেফ, ডুমকা, সাঁওতাল পরগণা।

হিজ হাইনেস মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কোচবিহার।

১৩৫ শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ, কদমতলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পিরোজপুর, বরিশাল।

„ হৃদয়নাথ মিশ্র, উত্তরপাড়া, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

„ হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি বি এ, বসন্তকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিনোদপুর, যশোহর।

১৩৮ „ রায় হেমেন্দ্রলাল কাস্তগির বাহাদুর এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মধুবনী, দ্বারবঙ্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষড়্‌বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষড়্‌বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে ষড়্‌বিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আলোচ্য বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরলোক-গমন করিয়াছেন। পরিষদের ইহা একটি স্মরণীয়—শোচনীয় ঘটনা। পরিষদের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহার গঠনে ও পরিচালনে তাঁহার কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, তাহা বঙ্গবাসীকে নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণের প্রীতি ও ভক্তির উন্মেষ সাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন যাহা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পার্শ্বে থাকিয়া অক্লান্তকর্ম্মা স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষৎ ও সম্মিলনের বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে দেশ-মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আলোচনা এবং চর্চ্চার যে ধারা প্রবাহিত করিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বঙ্গের নানা স্থানে এবং বঙ্গের বাহিরে ভারতের নানা প্রদেশে সাহিত্য-পরিষদের উচ্চ আদর্শে কত সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা, অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং সাহিত্য-সম্মিলনের আদর্শে বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সাহিত্য-সম্মিলন বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্যিকগণের মিলনক্ষেত্রের এরূপ পরিকল্পনার মূলে উক্ত উভয় মহাত্মার যে প্রচুর কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর পরিষৎকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার কেন্দ্র-স্থল করিয়া, বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব আলোচনা, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে মৌলিক গবেষণা ও নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার-সংবাদ-বিজ্ঞাপনের ধারা প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বহু শিষ্য ও কর্ম্মীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি নানা শাস্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যবর্গের মনে যে প্রেরণার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য, জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে নিজস্থান প্রতিষ্ঠার স্পর্দ্ধা করিতেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পঠন-

পাঠনের জন্য ও সর্ব্ববিধ শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পরিচালন করিবার জন্য বহু দিন হইতে সাহিত্য-পরিষৎ ও পরে সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বাঙ্গালা এম্ এ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; রামেন্দ্রসুন্দর তাহা দেখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা বর্ণনাতীত। প্রকৃত দেশাত্মবোধ তাঁহারই ছিল। সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতে কোন-না-কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি অল্প দিনের জন্য ইহার সম্পাদক ছিলেন, ১৩০২ হইতে ১৩০৫ পর্য্যন্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, ১৩০৬ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন, ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত সম্পাদক ছিলেন, ১৩১৯ হইতে ১৩২১ পর্য্যন্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, ১৩২২ বঙ্গাব্দে কিছু দিনের জন্য সহকারী সম্পাদক ও পরে সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দেও সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৩২৪।২৫ বঙ্গাব্দে পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন ২৩এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উপরিকথিত বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি পরিষদের প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগবশতঃ পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্য-পরিচালনে কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতেন। আজ পরিষৎ তাঁহার শোকে মুহ্যমান। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তিশালী, প্রতিভাবান্, সরল ও সুন্দর স্বভাববিশিষ্ট, ঋষিকল্প, উদার, জ্ঞানী ও কর্ম্মী বন্ধুর অভাবে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে; তাহার বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে তদানীন্তন সম্পাদক দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে যাহা লিখিয়াছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে তাহারই পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে,—"পরিষৎই তাঁহার যথার্থ স্মৃতিচিহ্ন এবং এই পরিষদের অস্তিত্ব ও উন্নতির সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরকাল বিজড়িত থাকিবে।" আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ব্যোমকেশ বাবুর স্মৃতি-সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল,—"ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য পরিষৎ বর্ত্তমান, বেশ কথা। আমরা কেহই এক দিন থাকিব না, সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা আমি প্রার্থনা করি; আপনারাও প্রার্থনা করেন।" আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের বিষয়ে উক্ত উক্তি প্রয়োগ করিয়া, এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করা যাইতেছে।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহই পরিষদের বান্ধব-শ্রেণীভুক্ত হন নাই। বঙ্গদেশে বিদ্যোৎসাহী, বিশেষতঃ মাতৃভাষার উন্নতিকামী ধনশালী সহৃদয় ব্যক্তির অভাব নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, তাঁহারা বঙ্গের এই সারস্বত আয়তনের প্রসার বৃদ্ধির জন্য এককালে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদের বান্ধব হইবেন। এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত

বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, কাসিমবাজারের মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরিষদের বান্ধব আছেন। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা বান্ধব হইবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা আলোচ্য বর্ষেও বান্ধব হইবার জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ দান করেন নাই।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ (কলিকাতায় ১৩৪৬, মফস্বলে ১১০৯) ২৪৫৫, মোট ২৪৯৩।

বিশিষ্ট সদস্য

অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে বিশিষ্ট সদস্য-সংখ্যা ৯ স্থানে ৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আর কেহ বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

আজীবন ও অধ্যাপক সদস্য

এই দুই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচনের কোন নূতন প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে পাওয়া যায় নাই।

মৌলবী সদস্য

মৌলবী সদস্য গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তনের পর হইতে এই ৬ বৎসরের মধ্যে পরিষৎ মৌলবী সদস্য লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে যদিও মৌলবী সদস্যের একটিমাত্র প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা পরিষদের নিয়মানুবর্ত্তী না হওয়ায় গৃহীত হয় নাই। সুখের বিষয়, বঙ্গবাণীর সেবাপরায়ণ মুসলমান ভ্রাতৃগণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে—বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের পুষ্টিসাধনে তাঁহারা যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, তাঁহাদের মৌলবীগণ পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া, পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং আরবী ও ফার্সী ভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হইতে নানা রত্নরাজি আহরণপূর্ব্বক বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধিকল্পে পরিষৎকে সাহায্য করেন। পরিষৎ আরও আশা করেন যে, আগামী বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে সম্পাদককে যেন এইরূপ আক্ষেপোক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে না হয়।

সহায়ক সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ছিল ২০। তন্মধ্যে নিয়মানুসারে তিন জন সদস্যের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তন্মধ্যে একজন পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নূতন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে সহায়ক সদস্য-সংখ্যা এই পরিবর্ত্তনে ২০ হইয়াছে।

সহায়ক সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা নানা উপায়ে পরিষদের উপকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

সাধারণ সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কলিকাতাবাসী সাধারণ সদস্য ১৩৪৬ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ৩২২

জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৫৮ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন ও ১ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ১১০৯ জন মফস্বলবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে চাঁদা অনাদায় ও পদত্যাগ করায় ১০১ জনের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে ও ১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ২৮ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী নূতন ও পুরাতন সদস্যগণের মধ্যে ১৯ জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলের ৭ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতায় ১০৫২ জন ও মফস্বলে ১০২৯ জন সদস্য ছিলেন; অতএব আলোচ্য বর্ষের শেষে কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ২০৮১ হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা ও মফস্বলবাসী ৪২৫ জন সদস্যের নাম পরিষদের সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। কয়েক জন নানা অসুবিধায় ও বার্দ্ধক্যবশতঃ সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের নিকট চাঁদা হিসাবে বহু টাকা বাকী পড়ায় এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ ও চাঁদা পরিশোধের বহুবিধ সুবিধাজনক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়া তাঁহাদের নাম বাদ দিয়াছেন। এই নিমিত্ত পরিষৎ দুঃখিত। এখনও বহু সদস্যের নিকট চাঁদা রীতিমত আদায় হইতেছে না। আশা করা যায়, তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, অচিরে পরিষদের বাকী চাঁদা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদক এই জন্য তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

যে সকল সদস্য পরিষদের সদস্য-সংগ্রহে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

উপরিলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বিশিষ্ট ৮, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, মৌলবী ০, সহায়ক ২০ এবং সাধারণ (কলিকাতা ১০৫২ ও মফস্বল ১০২৯) ২০৮১, মোট ২১১৮।

পরলোকগত সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ৩৫ জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। পরলোকগত সদস্যগণের পরিবারবর্গকে পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নির্ব্বাচিত সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পরলোকগত সদস্যগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।

২। ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস, এফ সি এস, সায়ান্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক।

৩। কিশোরীমোহন রায়, বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

৪। কুঞ্জবিহারী দত্ত, কলিকাতা।

৫। ডাঃ কৃষ্ণকুমার ঘোষ এল এম্ এস্, কলিকাতা।

৬। কৃষ্ণধন ঘোষ, জজান, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

৭। মহারাজ স্যর গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে সি আই ই, দিনাজপুর।

৮। গোবিন্দসুন্দর সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

৯। চারুচন্দ্র গোস্বামী আই এস্ ও, কলিকাতা।

১০। দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল্, সাবজজ, কলিকাতা।

১১। নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল, চুঁচুড়া।

১২। নগেন্দ্রনাথ মিত্র, বাজেশিবপুর, হাওড়া।

১৩। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, কলিকাতা।

১৪। নীলকান্ত রায়, খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ।

১৫। পরেশচন্দ্র সোম, কলিকাতা।

১৬। প্রকাশচন্দ্র মিত্র, এটর্ণি, কলিকাতা।

১৭। প্রমথনাথ খান, কুঁয়াপুর, শ্যামগঞ্জ, মেদিনীপুর।

১৮। বসন্তকুমার মিত্র, চাকদহ, নদীয়া।

১৯। বামাপদ দত্ত বি এল্, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।

২০। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, কলিকাতা।

২১। ব্রহ্মপদ সিংহ, ভূমিহার, মৃজাপুর, মুরশিদাবাদ।

২২। ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, সিরাজগঞ্জ।

২৩। ভোলানাথ ঘোষ, কলিকাতা।

২৪। মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

২৫। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা।

২৬। রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

২৭। রায় রামচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর এম এ, বি এল, সাবজজ, এলাহাবাদ।

২৮। রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।

২৯। রামহরি ভড় বি এল্, কলিকাতা।

৩০। রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ, রঙ্গপুর।

৩১। শরচ্চন্দ্র দাস, মকদুমপুর, মালদহ।

৩২। শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ, কলিকাতা।

৩৩। শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম।

৩৪। রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, কলিকাতা।

৩৫। হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

পরলোকগত সাহিত্য-সেবিগণ

পরিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবিগণের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

১। অক্ষয়কুমার বড়াল—ইনি পূর্ব্বে বহু দিন পরিষদের সদস্য এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। ইহাঁর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত।

২। অমরচন্দ্র দত্ত—ময়মনসিংহের এই প্রবীণ সাহিত্যিকের মৃত্যুতে বঙ্গবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

৩। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়—ইনি একজন প্রবীণ সাহিত্যসেবী ছিলেন। 'হিতবাদী' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে এবং বহু বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখকরূপে ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

৪। কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ—ইনি বহু দিন পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও একখানি তাম্রশাসন প্রদর্শনের পর দুইখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে পদক ও পুরস্কার বিতরণের পর পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, আলোচ্য বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ, পঞ্চবিংশ বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, আলোচ্য বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচন ও কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১০টি মাসিক সাধারণ অধিবেশন হয়। নিম্নে অধিবেশন-গুলিতে আলোচিত প্রবন্ধের নাম লিখিত হইল।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন—১১ই শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—"প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।" লেখক—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৫শে শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—"নরহরি সরকারের জীবনচরিত্র।" লেখক—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১৪ই ভাদ্র, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) "সধবার একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা"। লেখক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ। (খ) "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ।" লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২১শে ভাদ্র, রবিবার। প্রবন্ধ—"চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা।" লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার। প্রবন্ধ—"যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয় শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা।" লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। প্রবন্ধ—"সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম।" লেখক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১২ই পৌষ, রবিবার। প্রবন্ধ—"বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি।" লেখক—শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ।

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৬শে পৌষ, রবিবার। প্রবন্ধ—"শব্দার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস।" লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম্ এ।

৯। নবম মাসিক অধিবেশন—২৫শে মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—"খাঁটি বাঙ্গালা।" লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন।

১০। দশম মাসিক অধিবেশন—৫ই বৈশাখ, ১৩২৭, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) "হেড়ম্বরাজ্যের ঋণাদানবিধি।" লেখক—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ। (খ) "হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা।" লেখক—মৌলবী মহম্মদ শহীতুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ ।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

প্রথম মাসিক অধিবেশন,—

১টি রৌপ্যমুদ্রা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১টি ঐ ,, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন,—

১টি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র।

দশম মাসিক অধিবেশন,—

১। ১ প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা—ক্রীত।

২। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহৃত একটি গোল টেবিল। প্রদাতা - মিঃ পি, কে, সিংহ, ব্যারিষ্টার।

বিশেষ অধিবেশন

প্রথম বিশেষ অধিবেশন —২১এ আষাঢ়, রবিবার—পরিষদের সভাপতি ও ইহার প্রাণ-স্বরূপ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" নামক একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় "রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণে" নামক একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ,

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের নানা গুণাবলীর কীর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১১ই শ্রাবণ, রবিবার। বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রচারকর্ত্তা ও বঙ্গসাহিত্য-সেবীদের পরম সুহৃৎ স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রায় চুণী-লাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী ও মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় আলোচনা করেন। ৺গুরুদাস বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার নামে ৫০৲ টাকার একটি বার্ষিক বৃত্তি পরিষদের হস্তে অর্পণের প্রস্তাব করেন। দাতার সর্ত্তানু-সারে এই টাকা হইতে সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইবে।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৪ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার। বিষয়—আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা; বক্তা শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর। সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে আলোকচিত্র প্রদর্শন করিয়া বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১৮ই শ্রাবণ। স্থান—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউট হল। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশে তাঁহার অনুরাগী ছাত্রবৃন্দ ও সাধারণকে পরিষৎ মন্দিরের সঙ্কীর্ণ হলে আহ্বান করা সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায়, ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউটের হলে এই শোক-সভার পুনরধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বোলপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া-ছিলেন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর সভা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় "রামেন্দ্রসুন্দর" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে রিপণ কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস্ মহাশয়গণ বক্তৃতাদি করেন। অতঃপর জাপানদেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আর, কিমুরা মহাশয় বঙ্গভাষায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বসু এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের কবিতাগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রথম অধিবেশনে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয় ও এই অধিবেশনে উহা বিজ্ঞাপিত করা হয়। স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত চাঁদার পরিমাণও বিজ্ঞাপিত হয়।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৪ই ভাদ্র, রবিবার। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইলেন।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২১এ ভাদ্র, রবিবার। স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হয়।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—২রা আশ্বিন, শুক্রবার। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার নানা গুণাবলীর আলোচনা করেন। কর্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা আশ্বিন, রবিবার। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তৎপরে কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ মহাশয় কবিবরের জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত গোকুল-চাঁদ বড়াল মহাশয় কবিবরের স্মৃতি রক্ষার জন্য ২০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবার এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয় দুইটি রৌপ্য পদক দিবার প্রতিশ্রুতি

জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয় স্বহস্তে কবিবরের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিবেন জানাইয়াছেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—২৯এ কার্ত্তিক, শনিবার। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। এই দিন উপযুক্তসংখ্যক সভ্যের অনুপস্থিতি ঘটায় ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার এই স্থগিত অধিবেশন হয়। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম এ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু ও মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোকগত মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

দশম বিশেষ অধিবেশন—৩রা অগ্রহায়ণ, বুধবার। বিষয়—আহারতত্ত্ব বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পরিপাক-তত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন—১৮ই পৌষ, শনিবার। উক্ত বিষয়ে পঞ্চম বক্তৃতা। বিষয়—পরিপাকতত্ত্ব। বক্তা—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর। ছায়াচিত্রের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়গুলি বক্তা ব্যাখ্যা করেন।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—৩রা ফাল্গুন, রবিবার। বিষয়—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Gizot) সভ্যতার ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—১০ই ফাল্গুন, রবিবার। দ্বাদশ অধিবেশনে পঠিত অনুবাদের পরবর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠের জন্য আহূত। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় "উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্ মহাশয় "উপনিষদে ব্রহ্ম ও জগৎ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন—৩০এ ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি·এল্ মহাশয় "উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন—১৫ই চৈত্র, রবিবার। কতিপয় সদস্য কর্তৃক প্রেরিত পরিষদের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি গ্রহণের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন—২৭এ চৈত্র, শুক্রবার। এই অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গালার লিপিকথা" নামক বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণে ছায়াচিত্র দেখাইয়া বক্তা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন।

উনবিংশ বিশেষ অধিবেশন—গত ২৯এ চৈত্র, রবিবার এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় "জীবতত্ত্ব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

বিংশ বিশেষ অধিবেশন—১০ই বৈশাখ, শুক্রবার। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গালার লিপিকথা" বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পূর্ব্বোক্তরূপে চিত্রাদি দ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

আলোচ্য বর্ষে বিশেষ অধিবেশনের সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী। পরিষদের জন্মাবধি বিশেষ অধিবেশনের সংখ্যা কখনও এত অধিক হয় নাই।

ধারাবাহিক বক্তৃতা

ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, জগন্মান্য, আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে লোকশিক্ষার উপযোগী ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন। আলোচ্য বর্ষে এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ে নয়টি ধারাবাহিক বক্তৃতা হয়। তন্মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় "উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ," "উপনিষদে ব্রহ্ম ও জগৎ" এবং "উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীব" এই তিন বিষয়ে তিন দিন বক্তৃতা করেন। তৎপরে বৎসরের শেষভাগে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গালার লিপিকথা" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় "জীবতত্ত্ব" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর বক্তৃতার সারাংশ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয়ের সমগ্র বক্তৃতা আগামী বর্ষের প্রথম সংখ্যা পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ আগামী বর্ষে বক্তৃতা করিবার

প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আশা করা যায়, এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ বঙ্গভাষার সাহায্যে বিবিধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিচয় সাধারণকে দান করিয়া পরিষদের অন্যতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিষদের অধিবেশনে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণে চিত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত রামমোহন লাইব্রেরীর নিকট ও শ্রীযুত চারু বাবুর নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব

উপরিলিখিত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলি ব্যতীত গত ১০ই মাঘ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী সভাপতি শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও পরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উৎসব-সমিতির সম্পাদক, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় সাহেব শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার ও সভাপতি মহাশয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ ও শ্রীযুক্ত সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল সাহেব দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভক্তিবিনোদ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় কণ্ঠ-সঙ্গীত দ্বারা এবং শ্রীযুক্ত কালীচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়গণ যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরি-ষদের ধন্যবাদের পাত্র। এতদ্ব্যতীত এই উৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালা মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাদির এক প্রদর্শনী করা হয়। ইহাতে প্রথম সংবাদপত্র "সমাচার-দর্পণ" প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের উপর এই উৎসবের ভার অর্পিত হয়। এই জন্য তিনিও পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

কার্য্যালয়

(ক) কর্ম্মাধ্যক্ষ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নিয়োজিত ছিলেন,—

সভাপতি— স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(পরে) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি— স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(পরে) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সহকারী সভাপতি—	স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
	শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
	মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
	শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
	মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
	ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ
পত্রিকাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র
কোষাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(পরে)	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে
(পরে)	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

পরিষদ্গতপ্রাণ, পরিষদের মঙ্গল চিন্তায় যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাটাইয়াছেন, পরিষদের শৈশবাবস্থা হইতে যিনি পরিষৎকে ধাত্রীরূপে লালন-পালন করিয়াছেন—সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় যিনি পরিষদের অন্যতম কর্ণধাররূপে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন—পরিষদের সেই একনিষ্ঠ সেবক, কর্ম্মবীর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের শ্রেষ্ঠ সম্মান—পরিষদের সভাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য বহু বার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় প্রত্যেক বারই এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তিনি "দীনহীন ভৃত্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়া জীবন কাটাইবার অধিকার" ব্যতীত আর কোন সম্মানের প্রার্থী ছিলেন না। অবশেষে তাঁহার রোগ-শয্যায়, অন্তিম শয়ান অবস্থায় তাঁহাকে আলোচ্য বর্ষের সভাপতি-পদে বরণ করিয়া পরিষৎ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছয় দিন মাত্র তিনি পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ভূতপূর্ব্ব

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হন। একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন।

আলোচ্য বর্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন, শাখা-পরিষৎ, মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল এবং ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা ও গ্রন্থপ্রকাশ সম্পর্কীয় কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু নানা কারণে সিদ্দিকী মহাশয় এ বৎসর অনুপস্থিত থাকায় এই বিভাগের অধিকাংশ কার্য্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদন করেন। সহকারী সম্পাদকগণ নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করা একরূপ অসম্ভব হইত, ইহা লেখা নিষ্প্রয়োজন। সম্পাদক এই জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ থাকিয়া বিশেষ যত্নের সহিত যথাসময়ে চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ থাকিয়া চিত্রশালার উন্নতিবিধানে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় চিত্রশালার তালিকাদি প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ছাত্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত গমন করায়, তাঁহার স্থলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। গ্রন্থাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ও বৎসরের প্রথমে বিলাত গমন করায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ বিভাগের কার্য্য ব্যতীত গ্রন্থাগারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় নানা কারণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে না পারায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষার সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পত্রিকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, চিত্রশালাধ্যক্ষ, ছাত্রাধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ ও আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়ের নিকট সম্পাদক বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১। সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত,—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
,, মৃণালকান্তি ঘোষ
রায় সাহেব ,, দীনেশচন্দ্র সেন
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ললিতচন্দ্র মিত্র
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, মন্মথমোহন বসু
,, মৌলবী মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
,, বাণীনাথ নন্দী
,, ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
,, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ
রায় ,, সারদাপ্রসাদ সেন বাহাদুর
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

২। শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত শাখার প্রতিনিধি-সভ্য,—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
,, নবকৃষ্ণ রায়
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
,, মহেন্দ্রনাথ দাস
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় যথাক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায়

তাঁহাদের স্থলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অকালে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৬টি সাধারণ ও ৩টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং ৫ বার পত্রব্যবহার দ্বারা (meeting in circulation) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মতামত সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্য্যগুলি আলোচিত হইয়াছিল।

১। অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজনাদি এত কাল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত ঐ কার্য্য করিতে অক্ষমতা জানাইয়া, পরিষৎকে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সানন্দে এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২। ৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর-রচিত "সধবার একাদশী"র প্রচার গবর্মেণ্ট হইতে বন্ধ করিবার জন্য ঘোষণা প্রচারিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার প্রতিবাদ করেন।

৩। স্থায়ী তহবিলের ঋণ শোধ করিয়া, এই তহবিলে যাহাতে অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রত্যেক সভ্য মহাশয়কে ৫ বৎসরের জন্য এক শত টাকা হিসাবে সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৪। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে ২২ খানি গ্রন্থের নামমাত্র ৫৲ মূল্য লইয়া সদস্যগণকে ও ৬৲ টাকা মূল্যে সাধারণকে বিক্রয় করিবার এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৫। ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে। এই বিষয়ে পরিষদের কি কর্ত্তব্য আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৬। বিদেশীয় পণ্ডিত-সমাজের গোচর করিবার জন্য পরিষৎ-পত্রিকার প্রত্যেক প্রবন্ধের ইংরাজি ভাষায় এক একটি সার মর্ম্ম প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৭। পরিষৎ অনেক সাহিত্যিকের স্মৃতি রক্ষা ও চিত্র-প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাভাবে যথাসময়ে তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা বা চিত্রাদি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই অভাব মোচনকল্পে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুযোগ্য পিতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে বার্ষিক ৫০৲ টাকা পরিষদের হস্তে দান করিতে প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রধান সর্ত্ত এই যে, যে সকল সাহিত্যিকের চিত্রাদির জন্য কোন ভাণ্ডার খোলা হয় নাই, তাঁহাদের দুই জনের ছবি উক্ত তহবিল হইতে প্রতি বর্ষে প্রস্তুত করা হইবে। সমিতি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই সমিতির

অর্থে স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর ও পরলোকগত মীর মশাররফ হোসেনের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

৮। ১৩২৬।১৩২৭।১৩২৮ বঙ্গাব্দের জন্য গ্রন্থপ্রকাশার্থ পরামর্শ-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৯। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনাদির প্রস্তাব আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তৎপরে গত ১৫ই চৈত্র তারিখে ১৭শ বিশেষ অধিবেশনে সমিতির প্রস্তাবগুলি আলোচিত ও পরিবর্ত্তনাদির পর গৃহীত হয়।

১০। পরিষদের গ্রন্থাগারে যাহাতে নবপ্রকাশিত এক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায়, তজ্জন্য বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত যে সমস্ত সদস্য ছাপাখানা-সমিতি, চিত্রশালা-সমিতি, পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-সমিতি, ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি সমিতি, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী পারিবারিক স্মৃতিভাণ্ডার, ৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতি-সমিতি, পুস্তকালয়-সমিতি, আনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতি ও ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহে সাহায্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান হইতেছে।

চিত্রশালা

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ চিত্রশালা-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রায় সাহেব „ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
„ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
„ বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
„ এম্ সোনাউল্লা
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী (চিত্রশালাধ্যক্ষ)

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত চিত্রশালা-সমিতি হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশনের

প্রদর্শনীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, চিত্রশালা-সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পদত্যাগ করেন। তাঁহাদের স্থানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার অন্তর্গত মুদ্রাগুলির তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজসাহীর তালন্দনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় একটি মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দিনাজপুর রায়গঞ্জ হইতে প্রাপ্ত একটি রৌপ্যমুদ্রা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইটি রৌপ্যমুদ্রা এবং রাঁচীর একসাইজ ডেপুটী কমিশনার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায় মহাশয় মানভূমের অন্তর্গত বরাহভূমে প্রাপ্ত ৬টি সুপ্রাচীন তাম্রমুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় কামরূপে প্রাপ্ত কতিপয় লিপির ছাপ, পাটনার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি, কে, সিংহ মহাশয়, পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহৃত কাঠের একটি টেবিল উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয় কতিপয় প্রাচীন সাহিত্যিকের হস্তাক্ষর পাঠাইয়াছেন। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রদাতৃগণকে, চিত্রশালা-সমিতির সভ্যগণকে এবং চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ বিভাগের কার্য্য ব্যতীত চিত্রশালার কার্য্যে—বিশেষতঃ কতিপয় মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা মিউজিয়মের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও মৌলবী জালালুদ্দিন আহম্মদ সাহেবও কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। কিন্তু গত আষাঢ় মাসে তিনি বিলাত গমন করায়, তাঁহার স্থলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। নিম্নলিখিত সভ্যগণ পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ
,, মন্মথনাথ রুদ্র	,, দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়
,, বসন্তরঞ্জন রায়	,, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
,, বাণীনাথ নন্দী	,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ	,, পঞ্চানন মিত্র (গ্রন্থাধ্যক্ষ)
,, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির তিনটি অধিবেশন হয়। অন্যান্য কার্য্যমধ্যে পুস্তকালয়ের

পুস্তকাধার প্রস্তুতকরণ ও অনাবশ্যক গ্রন্থ বর্জ্জন সম্বন্ধে সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিও এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন্ পরিষদ্গ্রন্থাগারে ৬৫০৲ সাহায্য করিবেন জানাইয়াছেন। তাঁহারা এই সর্ত্ত করিয়াছেন যে, পুস্তকালয়-সমিতিতে ওয়ার্ড কমিশনার মহাশয়কে সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে এবং এই ৬৫০৲ টাকার পুস্তক খরিদ করিতে হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ঐ সকল সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ওয়ার্ড কমিশনার শ্রীযুক্ত পশুপতি দেব মহাশয়কে পুস্তকালয়-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। পুস্তক-সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে ও স্থান এত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে যে, আগামী বর্ষের প্রারম্ভেই পুস্তকাধার প্রস্তুত না হইলে কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইবে। ঐ জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানীকে পুস্তকাধার প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত পুস্তকালয়ের কার্য্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষকে সাহায্য করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ৬ খানি দৈনিক, ১ খানি ত্রৈবাসরিক, ৪৭ খানি সাপ্তাহিক, ৬ খানি পাক্ষিক, ৮৪খানি মাসিক ও ৩ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা গেজেট ও ইণ্ডিয়া গেজেট নিয়মিত পাওয়া গিয়াছে। সাময়িক পত্রিকার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে ৩০৯ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২৯ খানি ক্রীত ও ১৮০ খানি উপহারপ্রাপ্ত। ইংরাজি ২১০ খানির মধ্যে ৪২ খানি ক্রীত ও ১৬৮ খানি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত এবং সংস্কৃত ৩৪ খানির মধ্যে ২২ খানি ক্রীত ও ১২ খানি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত। সর্ব্বসমেত ৫৫৩ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষৎকে পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র। আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে ২২খানি মূল্যবান্ পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে এই বিদেশীয় বিদ্বৎসমাজকে এ জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে "জীবন-চরিতে"র তালিকা-মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। কাগজের দুর্ম্মূল্যতা-বশতঃই অন্যান্য তালিকা-মুদ্রণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে আনীত পুস্তকগুলিকে শ্রেণীভেদে সাজান হইয়াছে এবং সেইগুলিকে তালিকাভুক্ত করিবার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত সাধারণের জন্য ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা ছিল। গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিচালন জন্য গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয়কে, পুস্তকালয়-সমিতির সভ্যগণকে ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুথিশালা

১৩২৬ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ৩৮৭৭ ছিল। তৎপরে পরিষদের

হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ৮৯খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৭খানি তিব্বতীয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় ৬৯, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৯, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ৩ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১খানি পুথি পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। কৃষ্ণরামকৃত ১খানি কালিকামঙ্গলের পুথি ক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্বসঞ্চিত পুথির রাশি হইতে ১খানি পুথি উদ্ধার করা হইয়াছে। এইরূপে বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৩৯৬৮ হইয়াছে। দেখা যায় শ্রেণীভেদে—বাঙ্গালা পুথি ২৪৪৩, সংস্কৃত পুথি ১২৬০, অসমীয়া পুথি ৩, ওড়িয়া পুথি ৩, হিন্দী পুথি ২, ফার্সী পুথি ১২, তিব্বতীয় পুথি ২৪৪, ইংরাজী পুথি ১, মোট—৩৯৬৮ খানি পুথি পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত আছে।

আলোচ্য বর্ষে পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ দেড় মাস ছুটীতে ছিলেন এবং বিগত পৌষ মাসে পরিষদের কার্য্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার কার্য্য গ্রহণ করায় আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর কার্য্যকুশলতায় পরিষদের পুথিশালার সমধিক উন্নতি হইয়াছে।

ছাত্র-সভ্য

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাধ্যক্ষ হন। কিন্তু তিনি অধ্যয়নার্থ বিলাত গমন করায় তাঁহার স্থলে গত কয়েক মাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর কার্য্যকালে ছাত্র-সভ্যগণের দুইটি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্র-সভ্যগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ছাত্র-সভ্যগণকে উপদেশ দেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যগণকে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধান, আলোচনা ও রচনার জন্য পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ছিল। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত অপর কোন ছাত্রই কোন রচনা পাঠান নাই।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ১৯৪৯৬৷৷০, পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ১০৩৩৴৬ টাকা, একুনে মোট আয় ১৯৫৯৯৷৷৴৬ টাকা। তন্মধ্যে মোট ১৯৩১৪৮৪ ব্যয় হইয়া বর্ষশেষে ২৮৪৮৴৯ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২৩২৯৫।৯ কোম্পানীর কাগজে ও ডাকঘরে মজুত আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক সদস্যের অনাদায়ী চাঁদার টাকা আদায় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করা হইতেছিল। তন্মধ্যে কতক সদস্যের চাঁদা একেবারেই আদায় না হওয়ায় এবং কয়েক জনের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অতীব দুঃখের সহিত তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বর্ত্তমান চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সদস্যগণের নিকট পরিষদের মোট ১৬০৩৯৲ টাকা চাঁদা

বাকী পড়িয়া আছে। সদস্য মহোদয়গণকে তজ্জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের বাকী চাঁদা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করেন। পরিষদের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য সদস্য-গণের দেয় চাঁদাই একমাত্র সম্বল। কাজেই এই চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎকে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু বর্ষশেষে চাঁদা অনাদায় থাকিলে বর্ষারম্ভে পরিষদের দেনার পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় এবং নূতন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেনা শোধের ব্যবস্থার জন্য অনন্যোপায় হইয়া স্থায়ী ভাণ্ডারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হয়। স্থায়ী ভাণ্ডারের এই ঋণ শোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ করাও হয় বটে, কিন্তু এই কারণে পরিষদের অনেক কার্য্য বাকী থাকিয়া যায়। চাঁদা নিয়মিত ভাবে আদায় হইলে পরিষৎ অধিক পরিমাণে নিজ উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। প্রতি বর্ষে সদস্যগণের নিয়-মিত চাঁদা দানের জন্য তাঁহাদের নিকট ক্রমাগত আবেদন-নিবেদন জানাইয়া আসিতেছি, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহারা আমাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছেন না। আশা করি, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই কাতর প্রার্থনা বিফল হইবে না।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল

বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের স্থায়ী তহবিলে কোনও দান পাওয়া যায় নাই। এই তহবিলের শ্রীবৃদ্ধি একান্ত প্রার্থনীয়। এই তহবিল পরিপুষ্ট না হইলে পরিষদের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। বঙ্গ-জননীর উপযুক্ত কৃতী সন্তানগণ এ বিষয়ে মনোযোগ করেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। যাঁহারা ইতি-পূর্ব্বে এই তহবিলে দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। বর্ত্তমান বর্ষে ৫০০৲ টাকা দেনা শোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক দানের টাকা বর্ত্তমান বর্ষে না পাওয়ায় দেনা পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। বার্ষিক দানের টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। উক্ত টাকা পাইলে ৫০০৲ টাকা ধার শোধ করা হইবে।

পরিষৎ মন্দির সংস্কার

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সংস্কারের জন্য ১১৬৬৮৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু মন্দিরের আমূল সংস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এই সংস্কার সাধন করিতে হইলে আনুমানিক চারি সহস্র টাকা প্রয়োজন। পরিষদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় এই চারি হাজার টাকা ব্যয় করা সম্ভব নহে। পরিষদের সাধারণ তহবিলের অর্থ হইতে এই অতিরিক্ত ব্যয় করিতে না হইলে পরিষদের যথেষ্ট উপকার হয়। এ বিষয়ে পরিষদের হিতৈষী সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। পরিষদের সদস্যবর্গ সাহায্য করিলে এই সামান্য কার্য্য অবিলম্বেই সংসাধিত হইতে পারে। মন্দির সংস্কার-কার্য্য সম্পর্কে কলিকাতা করপোরেশনের অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার, পরিষদের

পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আয়াস স্বীকার করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিষদে আগমন করতঃ মন্দির পরীক্ষা করিয়াছেন ও সংস্কার-বিধি সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের উদারতা ও সাহায্য পরিষদের চিরন্তন প্রাপ্য হইবে বলিয়া ভরসা করি। বর্ত্তমান বর্ষে পায়খানা ও জলের কলের নক্সা মঞ্জুর না হওয়ায় উক্ত কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। আগামী বর্ষে উক্ত কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণ পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সভ্য ছিলেন,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক) ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র (পত্রিকাধ্যক্ষ)। এতদ্ব্যতীত ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস সি, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পত্রিকার প্রবন্ধাদি পরিদর্শন-কার্য্যে পত্রিকাধ্যক্ষের সাহচর্য্য করিয়াছেন। ইহাঁদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার ষড়্‌বিংশ ভাগের চারি সংখ্যাই প্রকাশিত হইয়াছে। বজেটে ২৬শ বর্ষের পত্রিকা ৩২ ফর্ম্মায় ছাপা হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে ইহার উপর আরও ২ ফর্ম্মা অতিরিক্ত ছাপিতে হইয়াছে। তথাপি অনেক প্রবন্ধ স্থানাভাবে ছাপিতে পারা যায় নাই। বিগত বর্ষ অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই জন্য কাগজ অপেক্ষাকৃত পাতলা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় বিষয়ভেদে নিম্নোক্ত ১৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—প্রাচীন সাহিত্য ৭, ভাষাতত্ত্ব ৪, বিজ্ঞান ৪, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ২। নিম্নে প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "আলোচনা" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, পরিষদের প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" গ্রন্থের অন্তর্গত ৭ সাতখানি পুথি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

(খ) "চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, মহাকবি চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কৃত একটি সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। সংবাদটি এই,—চণ্ডীদাস, কোনও গৌড়েশ্বরের আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে গান গাহিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া বেগম মোহিত হয়েন এবং চণ্ডীদাসকে কামনা করেন।

বাদশাহ ইহা জানিতে পারিয়া হস্তিপৃষ্ঠে বন্ধনপূর্ব্বক চণ্ডীদাসকে মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। একখানি পুথির পত্রে লিখিত পাঁচটি পদ হইতে মাত্র এই সংবাদটুকু পাওয়া যায়। প্রবন্ধের প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয়, মুসলমান-বিজয়ের দুই শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বীরভূমের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শেষে, পদে লিখিত গৌড়েশ্বর কে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস নামে দুই জন কবি ছিলেন,—তন্মধ্যে আদি-চণ্ডীদাস "কৃষ্ণকীর্ত্তন" লিখিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী অপর চণ্ডীদাসই সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান গাহিতে গিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

(গ) "তরুণীরমণের পদাবলী"—লেখক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ। "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" নামক একখানি গ্রন্থ এবং অপর একখানি পদসংগ্রহ হইতে তরুণীরমণ নামক নবাবিষ্কৃত একজন পদকর্ত্তার ১৭টি পদ এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক অনুমান করেন যে, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি উক্ত তরুণীরমণেরই বিরচিত।

(ঘ) "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় চণ্ডীকাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গল শব্দের অর্থ, মঙ্গলচণ্ডীর উৎপত্তি, পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্ডীর তুলনায় আলোচনা, মঙ্গলচণ্ডী ও বাসুলী, ধর্ম্মপূজা, মঙ্গলচণ্ডী নামের ব্যাখ্যা, মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তি, চণ্ডীকাব্যের উৎপত্তি, মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের প্রাচীনত্ব প্রভৃতি বিষয় এবং মাণিক দত্তের চণ্ডী হইতে আরম্ভ করিয়া বলরাম, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের নয়খানি বৃহৎ চণ্ডীকাব্যের বিস্তৃত আলোচনা ও ২০খানি ছোট ছোট চণ্ডীর অস্তিত্ব-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল অংশেও আর ২০খানি গ্রন্থের সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঙ) "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" প্রবন্ধের লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম্ এ। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক এবং ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার ভাষা পরীক্ষা করিয়া, ইহাকে মহাকবি চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লিপিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ও ইহার লিপি পরীক্ষা করিয়া, এই গ্রন্থ চণ্ডীদাসের জীবিতকালে লিখিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। রায় মহাশয় এই মতের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দের বানান, শব্দবিচার, বিভক্তিবিচার, ভাষাবিচার, কবি, কাল ও দেশ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—কাগজে লিখিত পুথি ৫।৬ শত বৎসর টেঁকা কঠিন, লিপিবিচার ঠিক হয় নাই, পুথির বানান অশুদ্ধ, কৃষ্ণকীর্ত্তন এক সময়ের ও এক কবির লেখা নহে—ইহা বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া, সেই সেই প্রদেশের ভাষার চিহ্ন ধারণ করিয়াছে ও বিভিন্ন কবির রচনায় পুষ্ট হইয়াছে।

(চ) "যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয় প্রবন্ধের আলোচনা"—লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে যে সকল

সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু দেখাইয়াছেন যে, সেই সকল সংশয়ের কোনই মূল্য নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন বাস্তবিকই চণ্ডীদাসের বিরচিত এবং তাঁহার সময়ে প্রচলিত বঙ্গভাষার নমুনা এই গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। যোগেশ বাবুর সংশয়গুলি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

(ছ) "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়। এই প্রবন্ধে তিনি সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে দুই একটি কথা বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের যে কয়খানি গ্রন্থ তিনি দেখিয়াছেন, গ্রন্থকারের নাম সহ তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন এবং পরিশেষে উক্ত মতের কয়েকখানি পুথির বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় চট্টগ্রামের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি চট্টগ্রামের ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত, শব্দার্থ-বৈশিষ্ট্য, বর্ণপরিবর্ত্তন, প্রবচন, হেঁয়ালি ও ভাষার আদর্শ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সমাবেশ করিয়া, তদ্দেশ-প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

(খ ও গ) "সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ" ও "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়ের লেখক যথাক্রমে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। বন্দ্যঘটীয় আর্ত্তিহরের পুত্র সর্ব্বানন্দ-বিরচিত "টীকাসর্ব্বস্ব" নামে অমরকোষের একখানি টীকা আছে। এই টীকাখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিরচিত। উক্ত টীকার মধ্যে সেই সময়কার যে সকল বাঙ্গালা শব্দ রক্ষিত আছে, তাহার একটি তালিকা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) "বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর"—লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ। ১৩২৫সালের ১ম ও ২য় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালা শব্দকোষে"র আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের যে সকল ভুল-ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহারই উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

বিজ্ঞান

(ক) "এদেশে ভূভ্রমবাদ"—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়ের লিখিত। ভূভ্রম বা পৃথিবীর ভ্রমণ আধুনিক মতে দ্বিবিধ,—(১) স্বীয় দেহের আবর্ত্তন, (২) সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ। আর্য্যভট, পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গতি সম্বন্ধে আর্য্যভটের কি মত ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। প্রবন্ধলেখক যুক্তি ও অনুমান সহকারে বলেন যে, আর্য্যভট প্রথম গতির প্রচারক বটে,—কিন্তু তিনি এই মতের স্থাপয়িতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আভাসে বুঝা যায়, দ্বিতীয় গতিও অনেকে স্বীকার করিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি প্রাচীন জ্যোতিষীদের নামোল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ব্বক বলেন,—(১) এ দেশে প্রাচীন কালে এক জ্যোতিষিক সম্প্রদায় পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন স্বীকার করিতেন; (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অল্প জনে স্বীকার করিতেন; (৩) পঞ্চতারাগ্রহের পক্ষে রবি প্রদক্ষিণ অধিক জনে করিতেন; (৪) এবং বুধ শুক্রের সকলেই করিতেন।

(খ) "পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্নু্যৎপাদনের উপায়।" পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জাতি-সকল প্রাচীন নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণপূর্ব্বক কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করে, ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দান করিয়াছেন।

(গ) "পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ"—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোঙার মহাশয়-লিখিত। পাটীগণিতে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ যে প্রণালীতে হইয়া থাকে, আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন যে, সেই প্রণালীর পরিবর্ত্তে এক প্রকার রাশির উপর কোন প্রক্রিয়া সাধন করিবার জন্য অন্যবিধ রাশির সাহায্য গ্রহণ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে এক মন্তব্য দিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ গণিত ও ন্যায়ের (Logic) দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই প্রণালীটিকে প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুর প্রণালী অনুসারে অঙ্ক কষা এবং প্রণালীটি মনে রাখা খুব সহজ, এই জন্য সাধারণ পাটীগণিতে ইহা গৃহীত হওয়া উচিত।

(ঘ) "ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন" নামক প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রথমতঃ মনীষী ডাঃ হ্যাডন্ সাহেবের প্রদত্ত একটি বক্তৃতার আংশিক অনুবাদ দিয়া, ভারতের সন্নিহিত জাভা দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ট্রিনিল নামক স্থানে অধ্যাপক Dubois ও সিভালিক অঞ্চল হইতে ডাঃ পিলগ্রিম কর্ত্তৃক মানবপূর্ব্ব জীবাবশেষ আবিষ্কারের সংবাদ দিয়াছেন। ভারতে যদিও প্রত্নায়ুধ-যুগের মানব-কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, তথাপি তাহার অস্তিত্বের কতকগুলি সুনিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ব্রহ্মদেশে, ২য় গোদাবরীতটে, ৩য় নর্ম্মদা নদীর উপকূলে মানব কর্ত্তৃক খণ্ডিত আয়ুধ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের বলে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যখন নর্ম্মদা ও গোদাবরীর মধ্যদেশে এবং তাহাদের উপকূলে চারি লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বে লুপ্ত জলহস্তী, বৃহৎকায় বৃষ ইত্যাদি বিচরণ করিত, তখন প্রাচীন মানব তাহাদের শিকারের জন্য উষঃপ্রস্তর বা প্রত্নপ্রস্তরের আয়ুধ নির্ম্মাণ করিত।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

(ক) "বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি"—লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ। বিগত ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়

মহাস্থানগড়ের একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে এই শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি এল্ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের লিপিপাঠ ও অনুবাদে ভ্রম আছে দেখিয়া আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক উক্ত প্রশস্তিখানি পুনরায় পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই লিপিখানিতে এক নন্দীবংশের কুলবিবরণ লিখিত আছে।

(খ) "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ। চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়নচুয়াং ভারত ভ্রমণে আসিয়া নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক সমতট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সমতটের পূর্ব্ব দিকে তিনি আর যান নাই। এই স্থানে থাকিয়া তাহার পূর্ব্ব দিকে তিনি ছয়টি প্রদেশের নাম শুনিয়াছিলেন; তাহা তিনি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—১। শি-হ্-লি-চ-ট-লো। ২। ক-মো-লং-ক। ৩। তো-লো-পো-তি। ৪। ই-শং-ন-পু-লো। ৫। মো-হ-চ-ন্-পো ৬। ইয়েন-মোন-চৌ। এই সকল দেশ কোথায় অবস্থিত, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে মত-পার্থক্য আছে। আরাকান, পেগু, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম, কোচীনচীন প্রভৃতি দেশে পণ্ডিতগণ এ যাবৎ চীন-পরিব্রাজকের লিখিত দেশগুলির অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। এই প্রবন্ধের লেখক নানারূপ যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়া, এ বিষয়ে একটা সুমীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শ্রীহট্ট, কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা, ত্রিপুরা-পতির রাজ্য বা ত্রিপুরা, ঈশানপুর ও সাম্পেনগো—এই কয়টি প্রদেশকেই চীন-পরিব্রাজক সি-হ্-লি-চ-ট-লো, ক-মো-লং-ক, তো-লো-পো-তি, ই-শং-ন-পুলো ও মো-হ-চন্-পো, এই নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। তিনি কিছু দিন কার্য্য করিয়া শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা এবং লালগোলা স্থায়ী তহবিল হইতে ৪৫৫৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে। এ বৎসর নিম্নলিখিত দুইখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে।

১। শ্রীকৃষ্ণবিলাস—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত।

২। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা)—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

নিম্নোক্ত গ্রন্থের মূল ছাপা হইয়া গিয়াছে। ভূমিকা এবং শব্দসূচী প্রভৃতি মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে।

১। উদ্ভিদজ্ঞান (১ম খণ্ড)—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

২। সর্ব্বসংবাদিনী—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ছাপা হইতেছে,—

১। মনোবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-বিরচিত।

২। উদ্ভিদজ্ঞান (২য় খণ্ড)—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয়-বিরচিত।

৩। পদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-সম্পাদিত।

৪। ন্যায়দর্শন (২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-সম্পাদিত লেখমালানুক্রমণী আগামী বর্ষের প্রথম ভাগেই প্রকাশিত হইবে।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকি মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। নানা কারণে তাঁহার অনুপস্থিতি হওয়ায় অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। উপযুক্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় তন্মধ্যে ৩টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ অধিবেশন আহ্বানের সময় না থাকায় পত্রব্যবহার দ্বারা ৫ পাঁচ বার সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে প্রেসকর্ম্মচারিগণের (কম্পোজিটর) অভাববশতঃ ছাপাখানাসমূহের যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক ছাপাখানাই লোকাভাব-বশতঃ যথাসময়ে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া কাজ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে সকল ছাপাখানা পরিষদের কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইরূপ অসুবিধায় পড়িয়া পরিষদের কার্য্য আশানুরূপ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এই জন্য এ বৎসর মুদ্রণকার্য্য রীতিমত অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া কাগজের অভাবও এ বৎসর যথেষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। নগদ মূল্য দিয়াও অনেক সময়ে কাগজ সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়াছিল।

এই সকল অসুবিধার মধ্যেও সমিতির তত্ত্বাবধানে এ বৎসর দুইখানি বই, গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা একখানি, চারি খণ্ড পরিষৎ-পত্রিকা এবং অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে এবং নয়খানি গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য যথাসম্ভব অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছাপাখানাসমূহের বিল পাশ, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নিরূপণ, প্রেসের ব্যবস্থা, ছাপার দর নির্ণয় প্রভৃতি ছাপাখানা-সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয় সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু কাগজের দুর্ম্মূল্যতা-বশতঃ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বৎসর ছাপাখানা-সমিতির সভ্য ছিলেন,—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত ললিতা-প্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। বৎসরের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সমিতির সভ্য-পদ ত্যাগ করেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। শাখা-পরিষৎ যথা-সাধ্য নিজ কর্ত্তব্য সাধন পক্ষে চেষ্টা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে প্রকাশিত শাখাসভার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে তাঁহাদের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আশা করা যায়, শাখাপরিষৎ-সমূহ উত্তরোত্তর নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে, স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ-কার্য্যে, স্থানীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার মহিমা প্রচারে অধিকতর মনোযোগী হইবেন; শাখাপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর শাখা-সভার কার্য্য পরিচালনের ভার অর্পিত ছিল। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। দ্বাদশ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত হইতেছে। ত্রয়োদশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা শীঘ্রই বিজ্ঞাপিত হইবে। সম্মিলনের নূতন নিয়মাবলী প্রণয়ন ও সম্মিলন রেজেষ্টারী করিবার কার্য্য কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত পরিচালন-সমিতির গোচরে আসে নাই।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত ১০ জন ব্যক্তি ও পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ মিলিয়া সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি গঠিত ছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মৌলবী কাজী ইমদাদুল হক, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষড়্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

পদক	প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়।

৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—৺অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্য সমালোচনা।

৫। শশিপদ রৌপ্য পদক—জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্য পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সু-নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য পদক—৺ নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র।

পুরস্কার

৮। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

৯। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—সেণ্ট অগষ্টিনের জীবন-চরিত্র।

এতদ্ব্যতীত রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-সমিতির পক্ষ হইতে এই পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়,—

১০। শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যান-ভাগ।

শেষোক্ত প্রবন্ধ প্রেরণের সময় আগামী ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পূজার ছুটী পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই বিষয়ে এখনও কোন প্রবন্ধ পরিষদের হস্তগত হয় নাই। ৬ষ্ঠ বিষয়ে কোন প্রবন্ধই পরিষদের হস্তগত হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরেও এই বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। প্রথম বিষয়ে একটি, দ্বিতীয় বিষয়ে একটি, তৃতীয় বিষয়ে দুইটি, চতুর্থ বিষয়ে একটি, পঞ্চম বিষয়ে একটি, সপ্তম বিষয়ে চারিটি, অষ্টম বিষয়ে দুইটি ও নবম বিষয়ে একটি, মোট ১৩টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতিশ্রুত পদকের অর্থ পাওয়া যায় নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের নামে বার্ষিক ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মৃতি উদ্দেশ্যে এক বৎসরের জন্য একটি রৌপ্য-পদক দানের প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে উক্ত চারিটি পদক ও পুরস্কারের টাকা

পরিষদের হস্তগত হইবে। প্রথম বিষয়ের পদকদাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, দ্বিতীয় পদকদাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, তৃতীয় পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চতুর্থ পদকদাতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পঞ্চম পদকদাতা সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অষ্টম বৃত্তিদাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, নবম পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, দশম পুরস্কার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিলের সংগৃহীত অর্থ হইতে দেওয়া হইবে। এই উপলক্ষ্যে বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধান ও আলোচনার সুযোগ এবং উৎসাহ দানকল্পে পদক ও পুরস্কারদাতৃগণ পরিষদের হস্তে যে অর্থ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করায় পরীক্ষকগণকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

উক্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষক ও যিনি পদক বা পুরস্কার পাইবেন স্থির হইয়াছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।—

১ম বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ। এই বিষয়ে একটি মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। উহা পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

২য় বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধটি পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৩য় বিষয়ের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।

৪র্থ বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং উহা পুরস্কারযোগ্য নহে বিবেচিত হইয়াছে।

৫ম বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পদক পাইবেন।

৭ম বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই বিষয়ে প্রাপ্ত ৬টি প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী গুপ্তা মহাশয়ার প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।

৮ম বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ। এই বিষয়ে মাত্র দুইটি প্রবন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচরণ মল্লিক বি এল্ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।

৯ম বিষয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ। এই বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ আসিয়াছিল এবং উহাই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ মহাশয় এই পুরস্কার পাইবেন স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পদকের উপযোগী অর্থ হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল হইতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া কোন বিজ্ঞাপন দিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে এই পদকের বিষয় বিজ্ঞাপন দিতে পারা যাইবে।

স্মৃতি-রক্ষা

পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে,—

১। নবীনচন্দ্র সেন—১৩২৫ বঙ্গাব্দে কবিবরের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তহবিলে অর্থ সংগ্রহ হইলে পদক বা পুরস্কারের ব্যবস্থা হইবে।

২। কাশীরাম স্মৃতি সমিতি—স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে এই স্মৃতি-সমিতিতে ২৫৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে।

৩। চণ্ডীদাস স্মৃতি—এই বিষয়ে কোন কার্য্যই অগ্রসর হয় নাই। তবে আলোচ্য বর্ষে লাভপুরনিবাসী উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নান্নুরে চণ্ডীদাসের স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিতেছেন।

৪। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি-সমিতি—এই স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয় দীর্ঘকাল শারীরিক অসুস্থ থাকায় এই বিষয়ে বেশী কাজ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি কবিবরের ভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের ভূমি দান করিয়াছেন। তাহার দলিল রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

৫। এল্ লিওটার্ড—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁর একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা বিগত ২৫শ বার্ষিক অধিবেশনের দিন পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের এই প্রাচীন বন্ধুর চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গত পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাহা পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। সখারাম গণেশ দেউস্কর—শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে ইহাঁর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই বার্ষিক অধিবেশনে ইহা পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৮। মীর মশার্‌রফ হোসেন—এই চিত্রও উক্ত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্য উহা

৯। কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ১০। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, বাহাদুর, ১১। রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১২। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ১৪। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, ১৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১৬। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—এই কয় জনের চিত্র প্রস্তুতের বা স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পারা

যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, এই সকল মহাত্মার চিত্রাদি প্রস্তুত জন্য সদস্যগণ ও সাধারণের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য পাইবেন।

১৭। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতি-সমিতি—ইঁহার চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতীয় মৌলিক বিষয়ের অনুশীলন জন্য এই সমিতি রৌপ্য পদক প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে কিছু করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অধিকতর তৎপরতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

১৮। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি ১২০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় অচিরেই আচার্য্যের একখানি তৈলচিত্র ও বার্ষিক পদক দানের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

১৯। সারদাচরণ মিত্র স্মৃতি-সমিতি—দুঃখের বিষয়, ইঁহার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই আলোচ্য বর্ষে হইয়া উঠে নাই। স্মৃতি-সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে অচিরে একখানি তৈলচিত্র ও ৩৫৲—৪০৲ মূল্যের সুবর্ণপদক দানের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। পরিষৎ আশা করেন যে, সহৃদয় সদস্যগণ এই বিষয়ে পরিষৎকে আশানুরূপ সাহায্য করিবেন।

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি—আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ৩১৲ টাকা স্বর্গীয় মহাত্মার মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। ভাস্করের সর্ত্ত অনুসারে তাঁহাকে ২১০০৲ টাকা দিতে হইবে। প্রথম কিস্তির ৫০০৲ টাকা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় কিস্তির ৫০০৲ টাকা এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই সংগৃহীত চাঁদা ও পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত লইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, নবপ্রবুদ্ধ বঙ্গের অন্যতম পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কল্পে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পরিষৎ-সম্পাদক বঙ্গ-সন্তানগণের নিকট বিফলমনোরথ হইবেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, সম্পাদকের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বার্ষিক কার্য্যবিবরণে এই কাতরোক্তির পুনরুল্লেখ করিতে হইবে না। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। আশা হয়, তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

২১। স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতি—আলোচ্য বর্ষে মৃত মহাত্মার তৈল-চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আগামী বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত চাঁদার মধ্যে ৫৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। চিত্রকরকে সত্বরেই অর্থ দিতে

হইবে। আশা করি, সহৃদয় সদস্যগণ এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিবেন। স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২২। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্র আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। এই স্মৃতিরক্ষার জন্য ২৩৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে এবং আরও ১৫৲ চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এই স্মৃতি-সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে।

২৩। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর—আলোচ্য বর্ষে স্বর্গীয় ডাক্তার মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠে নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ইহাঁর চিত্র সংগ্রহে পরিষৎকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছিলেন। আশা করি, আগামী বর্ষে তিনি স্বর্গীয় কর মহাশয়ের একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দিবেন।

২৪। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—ইহাঁর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং আলোচ্য বর্ষে তাহা পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২৫। ব্যোমকেশ মুস্তফী পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার ও স্মৃতিরক্ষা-সমিতি—আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১১॥৵০ বাদে ৩২৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই ৪৩॥৵০ মধ্যে চাঁদা আদায় বাবদ ১৵০ বাদে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর দুঃস্থ পরিবারকে ৪২৲ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের সময় উক্ত দুঃস্থ পরিবারের অর্থাভাবে যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। সহৃদয় সদস্যগণ আর একবার মুক্তহস্ত হইয়া এই পরিবারের সাহায্যকল্পে দান করেন, ইহা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি। ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারকে রক্ষা করিতেই হইবে। যে ব্যোমকেশ, পারিবারিক অভাব অভিযোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিষদের সেবায় জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহার অসহায় পরিবারের প্রতি পরিষদের সদস্যগণের কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই অনুযোগ করিতেছি মাত্র। স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

উক্ত স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাবগুলি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের স্মৃতি রক্ষার ভার পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-সমিতি—কি ভাবে মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা করা যাইবে, এই স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক তদ্‌বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।—

(ক) তাঁহার একটি মূর্ত্তি (bust) পরিষদে রক্ষা করা হইবে। মূর্ত্তির নিম্নদেশে একটি প্রস্তরফলক (marble tablet) থাকিবে।

(খ) তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।

(গ) তাঁহার গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত

তাঁহার একটি জীবন-চরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবন-চরিত স্বতন্ত্র ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।

(ঘ) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঙ) গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্য তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(চ) তাঁহার নামে একটি স্মৃতি-ভবন নির্ম্মিত হইবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(জ) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে।

স্থির হইয়াছে যে, সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে প্রস্তাবিত মন্তব্যগুলি যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

ইতিমধ্যেই (ঙ) সঙ্কল্প অনুসারে প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রবন্ধের বিষয় যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ও চিত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। স্মৃতিভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ, চাঁদা-স্বাক্ষরকারিগণের ও স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়া সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

২৭। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল—কবিবরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহায় ২০০৲ সংগ্রহ করিয়া দিবেন জানাইয়াছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয় কবিবরের একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাহা সত্বরেই পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৮। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ২৯। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ৩০। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও ৩১। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে পরিষৎ সাধারণের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত। আশা করি, তাঁহারা এই সকল চিত্র প্রতিষ্ঠায় পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

৩২। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর—ইহাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় একখানি চিত্র পরিষৎকে দান করিবেন জানাইয়াছেন। আশা করি, আগামী বর্ষে এই চিত্র পরিষদের হস্তগত হইবে। এই চিত্র দানের প্রস্তাবের জন্য শ্রীযুক্ত জানকী বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৩৩। 'বসন্তক'-সম্পাদক প্রাণনাথ দত্ত—ইহাঁর চিত্র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এই জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুকে ধন্যবাদ জানান হইতেছে।

৩৪। ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডি এস্‌সি, ব্যারিষ্টার মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি চিত্র পরিষদে দান করিবেন। এই চিত্র সংগ্রহে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী আছেন। এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৩৫। শরৎচন্দ্র দেব বি এ—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইহাঁর একখানি চিত্র রাখিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

৩৬। গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি—মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তির নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বোম্বাই নগরের ভাস্কর শ্রীযুক্ত ভি ভি ওয়াগ মহাশয় এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার লইয়াছেন। তাঁহার সহিত চুক্তিমত মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে পত্র ব্যবহার চলিতেছে। এই স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় গিরিশচন্দ্রের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিবেন, এইরূপ আশা পাওয়া গিয়াছে।

উপরে যে সকল স্মৃতি-রক্ষার ভার গ্রহণের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল, তাহা সম্পাদনে কিরূপ অর্থ-সামর্থ্য আবশ্যক, তাহা সকলে অবগত আছেন। পরিষদের অন্যান্য সাহিত্যিক কার্য্য সম্পাদনকল্পে নির্দ্দিষ্ট অর্থ সংগ্রহ করাই বর্ত্তমান অনাটনের দিনে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। তদুপরি, এই সকল মহাত্মগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা কত দূর কষ্টসাধ্য, তাহা বিবেচনা করিয়া সহৃদয় সদস্যগণ ও সাধারণে পরিষৎ-সম্পাদকের ভিক্ষাপাত্রে যথাশ্রদ্ধা দান করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন। বঙ্গদেশের পরলোকগত সাহিত্য-রথিগণের আলেখ্য পরিষৎ-মন্দির ব্যতীত কুত্রাপি নাই, ইহা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারা যায়। এই কার্য্যের জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট পরিষৎ আশানুরূপ সাহায্য পাইবার ভরসা করিতে পারেন, ইহা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-সমিতির কোন কার্য্য হয় নাই। সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত গমন করায়, তাঁহার স্থলে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভরসা হয়, আগামী বর্ষে মৌলবী সাহেব এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সমিতির সভ্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মৌলবী হেদায়েত হোসেন, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি এল্, শ্রীযুক্ত স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ও মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্।

দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের সাহায্য

(ক) আলোচ্য বর্ষে স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য-কল্পে সদস্যগণের নিকট হইতে ১৫৭৲ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত টাকাই উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা বিনোদা দেবী মহাশয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই পরিবারের সাহায্যকল্পে আর টাকা পাইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

(খ) স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য-ভাণ্ডারে পূর্ব্ব-বৎসরে ৬০৲ টাকা মাত্র চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে চাঁদা আদায় জন্য ২।০ ব্যয় বাদে

৫৭॥০ উদ্বৃত্ত আছে। এই ভাণ্ডারেও আর চাঁদা পাইবার কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে না।

সাহিত্যিক অনুসন্ধান

বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা সাহিত্যিক বিষয়ের সন্ধান জানাইবার জন্য অনেকে পরিষদে পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র।

গণিত-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোক-গমনে রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়-লিখিত ইউক্লিড সম্বন্ধে যে চারিটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ইংরাজি ভাষায় অনূদিত করিয়া বিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত-সমাজের আলোচনার জন্য প্রেরিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিকট এই জন্য উক্ত সমিতি অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধগুলি বিলাত পাঠাইবার উপযোগী কি না, কার্য্যনির্ব্বাহক--সমিতি তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত লইতেছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণীত হইবে। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এবং ইহার সভ্যগণ সমিতির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের ছাদ ভালরূপে মেরামত করা হইয়াছে এবং নিম্ন ও দ্বিতলের ফাটগুলির সংস্কার করা হইয়াছে। দ্বিতলের সমস্ত দেওয়ালে চুণকাম করা হইয়াছে। নিম্নতলের চুণকাম ও বাহিরের দেওয়ালগুলির সংস্কার আবশ্যক। আগামী বর্ষে এই কার্য্য আরম্ভ হইবে। এতদ্ব্যতীত জল, ড্রেন ও পায়খানাও আগামী বর্ষে নির্ম্মিত হইবে আশা করা যায়।

চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার আধারের বিশেষ অভাব হইয়াছে। আধার প্রস্তুত না হইলে দ্রব্যগুলি সুবিন্যস্তভাবে রক্ষা করা অসাধ্য হইবে। পুস্তকালয়ের র‍্যাক ও শো-কেস্ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী বর্ষে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। কিন্তু চিত্রশালার জন্য আধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আগামী বর্ষে না করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত চিত্রগুলি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—১। মিঃ এল্, লিওটার্ড, ২। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, এবং ৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

১ম ও ২য় চিত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন। ৩য় চিত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন। তজ্জন্য দাতৃগণকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভার জন্য, বিবেকানন্দ-সোসাইটীর বুদ্ধোৎসবের জন্য পরিষদের হল দেওয়া হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, আলোক ও পাখার ব্যয় বাবত নামমাত্র ৫৲ টাকা খরচ লইয়া সাধারণকে পরিষদের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হউক। তদনুসারে কায়স্থ-সভা ও প্রেস-কর্ম্মচারিগণের সভার জন্য ৫৲ টাকা হিসাবে আলোক ও পাখার খরচ লইয়া পরিষৎ মন্দিরের হল দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

রমেশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির অন্যতম সম্পাদক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দীর্ঘকাল পীড়া ও তৎপরে আলোচ্য বর্ষে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির জন্য কোন কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। বৎসরের শেষভাগে এই সমিতির পুনর্গঠন হইয়াছে এবং নূতন উদ্যমে কার্য্য চলিবার সূচনা হইয়াছে। মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সমিতির সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত অশোক দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়গণ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় ধনাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা করপোরেশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই তহবিলের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অর্থ সংগ্রহের জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। তন্মধ্যে মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাননীয় লর্ড সিংহ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ আর. ডি, মেটা, মিঃ সামশুল হুদা, মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার ও শ্রীযুক্ত ওঙ্কারমল জেটিয়া মহাশয়গণের ও সম্পাদকগণের স্বাক্ষরে এক আবেদন প্রেরিত হইতেছে। রমেশচন্দ্র দত্তের কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে বিস্তৃত ছিল। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহের এই চেষ্টা যে ফলবতী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন মাত্র করিয়াই স্মৃতি-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র এবং অন্যতম সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরলোকগত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষে এই সমিতির কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইবে। হাতুয়ার মহারাজ বাহাদুর এই সমিতির জন্য ১০০০৲ এক সহস্র টাকা আলোচ্য বর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

উপসংহার

আমার ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা না বলিলে আমার পক্ষে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। এই পরিষদের সম্পাদকের গুরু ভার গত বৎসর যখন আমার উপরে অর্পিত হয়, তখন আমি জানাইয়াছিলাম যে, আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি, অথচ যাঁহার যথেষ্ট অবসর আছে, এমন কাহাকেও সম্পাদক-পদে বরণ করিলে পরিষদের কার্য্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। অগত্যা আমি এই ভার লইয়া সাধ্যানু-

সারে কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারি নাই। এমন কি, সকল কাজে শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি মহাশয়ের উপদেশ না পাইলে এবং গ্রন্থাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদকগণ ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে সম্পাদকের কাজ চালান একেবারেই অসম্ভব হইত। পরিষদের সকল কর্ম্মাধ্যক্ষের মধ্যে প্রথমেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি এ বার তাঁহার নিজের বিভাগের কার্য্য ব্যতীত কি চিত্র-শালায়, কি গ্রন্থাগারে, কি পুথিশালায়, কি অন্যান্য বিভাগের কার্য্যে যথেষ্ট সময় দিয়াছেন ও অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহায্য না পাইলে পরিষদের অনেক কাজ একেবারেই বন্ধ রাখা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিত না। আদায় সংক্রান্ত কার্য্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সুশৃঙ্খলার জন্য নানাবিধ নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অনেক বিষয়েই সফলকাম হইয়াছেন। তবে প্রথম বৎসর বলিয়া তাহার ফল আশানুরূপ হয় নাই। আগামী বৎসরে তাঁহার সচেষ্ট তত্ত্বাবধানে ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহায়তায় এ বিভাগে বিশেষ উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা অসঙ্গত হইবে না। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর পরিষদের বাহিরের কাজ করিবার লোকের অভাবে বিশেষরূপ অনুভূত হইতেছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়ায় পরিষদের অনেকগুলি স্মৃতিরক্ষার কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। আশা করি, আমার কার্য্য সম্পাদনে যে সকল ত্রুটি হইয়াছে, তাহা আপনারা ক্ষমা করিয়া, আমায় অনুগৃহীত করিবেন।

পরিষৎ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া কার্য্যবিবরণ শেষ করিব। আজ ২৬ বৎসর ধরিয়া নানা ভাবে সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা যে, অন্ততঃ আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বোধ হয় মতভেদ নাই। দিন দিন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইতেছে এবং বঙ্গবাসীর হৃদয়ে পরিষৎ, স্থান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা পরিষৎকে এই উন্নতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন পরলোকগত, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যে কয়েক জন এখনও জীবিত আছেন। পরিষৎ দেশের প্রতিষ্ঠান, সমগ্র বাঙ্গালীর আদরের বস্তু। আমরা আশা করি, বঙ্গবাণীর সেবক—যাঁহারা এখন পরিষদের বাহিরে রহিয়াছেন, তাঁহারা আন্ত-রিক উৎসাহে পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিবেন—তাহা হইলে পরিষদের শক্তিবৃদ্ধি হইয়া পরিষৎ আরও দ্রুতগতিতে আপনার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে ইহার বিশিষ্ট উত্তম সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
সন ১৩২৬, ৩১শে চৈত্র।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

ষড়্‌বিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৯৯০৪৸০
২।	প্রবেশিকা	৮৪৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১২৩৩/০
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	১৪০৪।৵০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৬৭৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের স্থদ আদায়	৭৭০৲১
৭।	এককালীন দান	১৩০০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১৩৩৬॥৵০
৯।	পদক ও পুরস্কার	৬০৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৪৩।৬
১১।	বিবিধ আয়	১১৪॥৶০
১২।	পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১২০০৲
১৩।	হাওলাত আদায় জমা	১৬৯৸৵০
১৪।	হাওলাত জমা	১৫০০৲
১৫।	আমানত জমা	৩০৮৸৵০
		১৯৪৯৬॥৭
	বৈকং—	
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২২১৭২৸৵২
	বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ডাকঘর হইতে জমা)	১৬৭৯৬॥৭
		৬৮৯৬৯।৵৯
	বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয় (বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য ব্যয়)	১৫৩৮৯৵৩
	উদ্বৃত্ত	২৩৫৮০।৬

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৪০১।৶৬
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	২১৫৫।৵৯
৩।	পুস্তকালয়	১৪৫২।/৩
৪।	পুথিশালা	৬৩৫৸৬
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	৫৮৪॥৵৯
৬।	চিত্রশালা	২৫।৵০
৭।	ডাকমাশুল	১১২৭/৩
৮।	মেরামত	১২৫৬।৵০
৯।	কমিশন	৩০৩৸৵৬
১০।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১।	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল	১৬০॥৶০
১২।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	১১৩৵০
১৩।	ভৃত্যদিগের পোযাক	৬॥/০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	২৪৮৸৵৬
১৫।	নূতন আসবাব	১১৮।/৩
১৬।	বেতন	২৭৪৩।/৩
১৭।	গাড়ী ভাড়া	১৩৩৶৬
১৮।	সাহিত্য-সম্মিলন	২৯।৶০
১৯।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২৬৬।/৩
২০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৪১।৶৯
২১।	পদক ও পুরস্কার	১৮৫৲
২২।	বিবিধ ব্যয়	১২০৸৶৬
২৩।	অভ্যর্থনার ব্যয়	৬৯৸০
২৪।	বিভিন্ন তহবিলের স্থদ খরচ	৯০॥৵১
২৫।	সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১৬৩৫৲
২৬।	হাওলাত দাদন	৩৬৬।৶৯
২৭।	হাওলাত শোধ	২২০০৲
২৮।	আমানত শোধ	৫৮১৵০
		১৯৩১৪৸৪

উদ্বৃত্ত টাকার জায়

(ক) সাধারণ তহবিল ২৮৪৸৶৯

কোষাধ্যক্ষ ৪৫৷৹

হস্তে নগদ মজুত ২৩৬৶৹

হস্তে ডাকটিকিট ৩৷৯

২৮৪৸৶৯

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার ২৩২৯৫৷৯

কোং কাগজ ১৩০০০৲

পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০৲

ওয়ার লোন ১০০০৲

ওয়ার বণ্ড ৫০০৲

ডাকঘরে ৩৭৯৫৷৯

২৩২৯৫৷৯

২৩৫৮০৷৬

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হিসাব-পরীক্ষক
৪।২।২৭

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি। ৪।২।২৭

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর—কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—কাশীরাম স্মৃতি-সমিতির কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
১। চাঁদা	১১০০০৲	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২। প্রবেশিকা	১০০৲	২। পত্রিকাদি মুদ্রণ	২৬০০৲
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১১০০৲	৩। পুস্তকালয়	১৮৫০৲
৪। পত্রিকা বিক্রয়	৮০০৲	৪। পুথিশালা	২৫০৲
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	১০০৲	৫। বিবিধ মুদ্রণ	৪০০৲
৬। সুদ আদায়	৮২০৲	৬। চিত্রশালা	১২৫৲
৭। এককালীন দান	৩০০০৲	৭। ডাকমাশুল	১০০০৲
৮। স্মৃতি রক্ষার আয়	২৫০০৲	৮। মেরামত	১০০০৲
৯। পদক ও পুরস্কার	১০০৲	৯। কমিশন	২৫৲
১০। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲	১০। ট্যাক্স	২৬২৲

১১।	বিবিধ আয়	১০০৲
১২।	হাওলাত আদায়	৩২৫৲
১৩।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৮৪৸৶৯
		২০১৭৯৸৶৯

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি

৪।২।২৭ ও ১৬।২।২৭

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীবিনোদবিহারী বসু

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

২৮।১।২৭

১১।	আলোক ও পাখা	১২৫৲
১২।	ভৃত্যগণের ঘর ভাড়া	১০০৲
১৩।	,, পোষাক	৩০৲
১৪।	পায়খানা প্রস্তুত	৫০০৲
১৫।	দপ্তর সরঞ্জামী	২২৫৲
১৬।	নূতন আসবাব	৫০৲
১৭।	বেতন ও কমিশন	৩৫৫০৲
১৮।	গাড়ী ভাড়া	১২৫৲
১৯।	সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
২০।	ছাত্র সভ্যের পুরস্কার	৮০৲
২১।	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয়	২৭০০৲
২২।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২৩।	,, ,, খরচ	৫০৲
২৪।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	১০০০৲
২৫।	পদক ও পুরস্কার	১০[illegible]
২৬।	বিবিধ ব্যয়	২০০৲
২৭।	সুদ খাতে খরচ	৯০৲
		২০১৬২৲

১৩২৬ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

	বিবরণ		বর্ত্তমান বর্ষের আয়		মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা			হাওলাত
			চাঁদা, দান ও পুস্তক বিক্রয়	সুদ আদায়				কোম্পানীর কাগজ	ডাকঘরে গচ্ছিত	কোষাধ্যক্ষ	
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	১০৫৩৫।৶৯	•	•	১০৫৩৫।৶৯	•	১০৫৩৫।৶৯	৬৫০০৲	১০২।৶৯		৩৯৩২৸০
২	গ্রন্থপ্রকাশ লালগোলা স্থায়ী তহবিল	১৪০৮৭৸৶৯	৫০৮৵০	৪৫৫৲	১৫০৫১/৯	১৬৮৪৸/৩	১৩৩৬৬।৩	১৩০০০৲	•		৩৬৬।৩
৩	রজনীকান্ত স্মৃতি-তহবিল	৩০৮৵০	•	৸৵০	৩১৸০	•	৩১৸০	•	৩১৸০		•
৪	কাশীরাম স্মৃতি-তহবিল	২৪৯৸৵০	২৫৲	৭।০	২৮২৵০	১৮।৵৩	২৬৩।৶৯	•	২৬৩।৶৯		•
৫	হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল	৫২২৵৩	৭২।০	১৫৲	৬০৯।৵৩	•	৬০৯।৵৩	•	৫৩৭৵৩		৭২।০
৬	গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয় বাবুর দান	২১৮০৲	•	৬০৲	২২৪০৲	•	২২৪০৲	•	২২৪০৲		•
৭	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	•	১০৩২।০	•	১০৩২।০	৭৲	৯৯৭৸/০	•	৫০৭৲		৪৯০৸/০
৮	অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল	•	১২০৲	•	১২০৲	৩৪।৶০	১১৩৲	•	১১৩৲		•
৯	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	•	৫৫৲	•	৫৫৲	•	৫৫৲	•	•		৫৫৲
১০	বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল	১৪১৸০	৩১৲	•	১৭২৸০	২৮১।০	•	•	•		•
	মোট	২৭৭৪৭৸৶৯	১৮৪৪৶০	৫৩৮৵০	৩০১৩০।৯	২০২৬৵৩	২৮২১২।৵৩	১৯৫০০৲	৩৭৯৫।৯		৪৯১৭।/৩

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হিসাব-পরীক্ষক, ৪।২।২৭

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সহকারী সম্পাদক, ২।২।২৭

শ্রীরামকমল সিংহ, প্রধান কর্ম্মচারী

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, হিসাব-রক্ষক, ২।২।২৭

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি। ৪।২।২৭

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, ৪।২।২৭

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, কাশীরাম স্মৃতি-সমিতির কোষাধ্যক্ষ। ৪।২।২৭

১৭।২।২৭ তাং ৯ দফায় ৫৫৲ টাকা এবং সাধারণ স্থায়ী তহবিলের দেনা ৫০০৲ গত ৬।৩।১৩২৭ তারিখে শোধ দেওয়া হইয়াছে।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন—	১২৩৩ ।/৯
বর্ত্তমান বর্ষের „	৩৬৬ ।৶৯
	১৫৯৯৸/৬
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আদায়	১৬৯৸৶/০
	১৪২৯৸৶/৬

জায়—

১।	সম্পাদক—নবীনচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি	১০৲
২।	উইলকিন্স প্রেস	২৭৶/০
৩।	মেসার্স এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং	৫৲
৪।	শ্রীরামকুমার দত্ত	১৯৭৸৩
৫।	সম্পাদক—৭ম সাহিত্য-সম্মিলন	৯০৲
৬।	রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা তহবিল	১৪৮৸০
৭।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
৮।	„ দুর্গাদাস মিত্র	১০৲
৯।	ম্যানেজার, কটন প্রেস	৪৯১॥০
১০।	শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু	৸০
১১।	মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২৲
১২।	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৸৬
১৩।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	১২৫৲
১৪।	রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতি তহবিল	২৲
১৫।	ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার	২৲
১৬।	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-সমিতি	২০৭।৯
১৭।	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার	২৲
		১৪২৯৸৶/৬

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৬।২।২৭

আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের জের—৮৪৬।/৩

বর্ত্তমান বর্ষের জমা-৩০৮৸৴০

———

১১৫৪৶৩

বাদ—বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয় ৫৮১৴০

———

৫৭৩/৩

ব্যয়—

১।	সম্পাদক, রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৪৭/৩
২।	ময়মনসিংহের কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ জন্য	২১।৶৬
৩।	সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি	১৪৫৲
৪।	পদক ও পুরস্কার	১৪২৲
৫।	খুচরা	৬৮৸৴৬
৬।	বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১৭/০
৭।	কাসিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১০৸/০
৮।	৮ম সাহিত্য-সম্মিলনের রিপোর্ট বিক্রয়	১০৲
৯।	কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	৬৲
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী বিক্রয়	২৸০
১১।	নব্য রসায়নী বিদ্যা ,,	॥৴০
১২।	ব্যোমকেশ পরিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের বই বিক্রয়	৴০
১৩।	৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যের জন্য	৫৭॥০
১৪।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য জন্য	৬৲
১৫।	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয়	৸৴০
১৬।	চাঁদা বাবদ	২১৸৴০
১৭।	শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল	১৫৲
		———
		৫৭৩/৩

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক

৬।২।২৭

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

১৩২৬ সালের ৩১শে চৈত্র পর্য্যন্ত

জমা—

মোট দান পাওয়া যায়—		৩২৲
শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৫৲	
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত	১৲	
শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়	৩৲	
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৲	
জনৈক ভাই	১৲	
	৩২৲	

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হিসাব-পরীক্ষক
৪।২।২৭

খরচ—

ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান	৪২৲
আদায় জন্য ট্রাম ভাড়া	১/০
	৪৩/০

কৈঃ—

গত বর্ষের জের—	১১৷৶০
বর্ত্তমান বর্ষের আয়—	৩২৲
	৪৩৷৶০
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়—	৪৩/০
উদ্বৃত্ত	৷/০

জায়—কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত ৷/০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উক্ত সমিতির ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি।
৪।২।২৭

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সহকারী সম্পাদক।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে প্রাপ্ত চাঁদা

শ্রীযুক্ত রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই	৫০০৲
শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ	১০০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্	১০০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ	১০০৲
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মৈত্র	৫০৲
শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ	২৫৲
মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২৫৲
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১০৲
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৪৲
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
শ্রীযুক্ত কুমার প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর	১০৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ	১০৲

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	৫৲
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	৫৲
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ	৫৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৲
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	৫৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৲
শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী	৫৲
শ্রীযুক্ত ডাঃ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম এ, পিএচ্ ডি, বি লিট্	৫৲
শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ	৫৲
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম এ	৫৲
শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	৩৷৹
শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ	৩৲
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	২৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়	২৲
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	২৲
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ধর বি এল্	২৲
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৲
শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম	২৲
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	২৲
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ	২৲
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	২৲
শ্রীযুক্ত ভীমাপদ ঘোষ এম এ	১৲
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মা বি এস্ সি	১৲
শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	১৲
	১০৩২৷৹

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।
৪।২।২৭

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-তহবিল

মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	২৫৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১০৲
শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	১০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০৲
	৫৫৲

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল

কোন বন্ধু	৫০৲
শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা	২০৲
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা	২০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৲
	১২০৲

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ তহবিল

১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রাপ্ত দান		৬৮৩৲
১৩২৬ ,, ,, ,,		৩১৲
শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু	১০৲	
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১০৲	
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে	৫৲	
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মা	২৲	
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	২৲	
৺মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲	
	৩১৲	
মোট আদায়		৭১৪৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।

৪।২।২৭

কার্য্যালয়ে মজুত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

	গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
১।	কবি হেমচন্দ্র	১	১১৬	১১৭	৩২৭
২।	অবদানকল্পলতা (১।২খণ্ড)	৪	২৪০	২৪৪	১৫৮
৩।	ঐ (৩য় খণ্ড)	২	১১৯	১২১	১৭৬
৪।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	২	১২০	১২২	২৯৬
৫।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)	০	১	১	৬৪
৬।	ঐ (অযোধ্যাকাণ্ড)	০	১	১	৬০
৭।	শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম)	০	৭	৭	৩৭
৮।	ঐ (২য় খণ্ড)	০	৭	৭	৫৪
৯।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	২	৬	৮	৭৬
১০।	বৈষ্ণব পদাবলী	২	৬	৮	৯১
১১।	বৌদ্ধধর্ম্ম	২	৪	৬	৯৮
১২।	জয়দেবচরিত্র	২	৬	৮	৮৬
১৩।	রাধিকার মানভঙ্গ	০	১	১	১১৬
১৪।	চৈতন্য-মঙ্গল	১	৫	৬	৩০
১৫।	রামায়ণতত্ত্ব (১ম)	০	০	০	৮
১৬।	ঐ (২য় ভাগ)	০	০	০	২৭
১৭।	ব্রজ-পরিক্রমা	০	১	১	৩১
১৮।	কাশী-পরিক্রমা	০	১	১	২৬
১৯।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৩	১১৯	১২২	১৫৯২
২০।	মায়াপুরী	১	৪	৫	২৬৭
২১।	গৌরপদতরঙ্গিণী	০	২৩	২৩	৫৪
২২।	দুর্গামঙ্গল	৬	১১৭	১২৩	২৮৩
২৩।	ব্যাকরণ	০	৬	৬	৯৬
২৪।	শব্দকোষ (১,২,৩ খণ্ড)	১২	৩৩	৪৫	৩৪৭
২৫	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৪	১২	১৬	২৪৩
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৫	২	৭	৫২
২৭।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৪	২৩৪	২৩৮	৮০
২৮।	প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা)	৮	৪	১২	১০০
২৯।	ঐ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)	৯	১১৮	১২৭	১৮৫

	গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষ উদ্বৃত্ত
৩০।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	১	০	১	৩৯
৩১।	জ্যোতিষ-দর্পণ	২	১৫	১৭	২৫৫
৩২।	সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম (১ম)	৪	১	৫	৮৮৩
৩৩।	ঐ (২য় খণ্ড)	৪	১	৫	৮৭৮
৩৪।	ঐ (৩য় খণ্ড)	৪	১	৫	৮৬৩
৩৫।	কল্কি-পুরাণ	৪	১১৭	১২১	১৮৬
৩৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	৪	৯০	৯৪	১৫৩
৩৭।	সত্যনারায়ণের পুথি	১১	১১৭	১২৮	২০১
৩৮।	পদ-কল্পতরু (১ম খণ্ড)	১৮	১৭১	১৮৯	১০৪৬
৩৯।	ঐ (২য় খণ্ড)	৩৬	১৮৯	২২৫	১৭৭০
৪০।	মৃগলুব্ধ	৪	১১৬	১২০	৪১৮
৪১।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৫	১১৭	১২২	৫৬৪
৪২।	তীর্থমঙ্গল	৫	১১৯	১২৪	৫৩৬
৪৩।	তীর্থভ্রমণ	৬	১২০	১২৬	৪০৫
৪৪।	বৌদ্ধ গান ও দোঁহা	৫	১১৯	১২৪	২৯৯
৪৫।	গঙ্গামঙ্গল	৮	২	১০	১১৩
৪৬।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৫	৪	৯	১৫৪
৪৭।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৫	১১৭	১২২	৫২৯
৪৮।	কৃষ্ণকীর্ত্তন	৬	১৪৯	১৫৫	৬৩৩
৪৯।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	৫	১২০	১২৫	২৯১
৫০।	জ্ঞান-সাগর	১০	১১৮	১২৮	৩০১
৫১।	সারদা-মঙ্গল	৫	১১৯	১২৪	৩১১
৫২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	৬	১২৩	১২৯	২৯৬
৫৩।	ন্যায়-দর্শন	৮	১৩০	১৩৮	৭১৫
৫৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	০	১	১	২৭
৫৫।	ব্রত-কথা	১	৭	৮	২১
৫৬।	ছুটীখানের মহাভারত	০	০	০	২০
৫৭।	রাধিকা-মঙ্গল	০	০	০	২৭
৫৮।	ধর্ম্ম-মঙ্গল	০	২	২	২৮
৫৯।	রাসায়নিক পরিভাষা	০	০	০	২৪
৬০।	চন্দ্রনাথ বসু	১	০	১	২৮
৬১।	শ্রীভাষ্য (১-২ খণ্ড)	০	২	২	৪১

গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
৬২। শ্রীভাষ্য (৩য় খণ্ড)	০	১	১	৪৯
৬৩। ঐ (৪র্থ খণ্ড)	০	১	১	৫২
৬৪। ঐ (৫ম খণ্ড)	০	১	১	৭৪
৬৫। রসমঞ্জরী	০	০	০	১৭
৬৬। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	০	০	০	২৯
৬৭। নবদ্বীপ-পরিক্রমা	০	০	০	৪
৬৮। শূন্যপুরাণ	০	০	০	২৩
৬৯। বিদ্যাপতির পদাবলী	০	১৮	১৮	৪
৭০। গোরক্ষ-বিজয়	১৩	১২৫	১৩৮	৮১২
৭১। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	১৫	১	১৬	৮৫

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Indian Mirror.
৫। The Herald.
৬। হিন্দুস্থান

ত্রৈবাসরিক

১। The Hindoo Patriot.

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Gazette of India.
৩। The Mussalman.
৪। The Patent Office Notification.
৫। The Telegraph.
৬। The World and the New Dispensation.
৭। এডুকেশন গেজেট
৮। কাশীপুরনিবাসী
৯। খুলনা
১০। খুলনা-নিবাসী
১১। গৌড়-দূত
১২। চারুমিহির

১৩। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১৪। জাগরণ
১৫। ডায়মণ্ড-হারবারহিতৈষী
১৬। ঢাকা-প্রকাশ
১৭। নীহার
১৮। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৯। পল্লীবাসী
২০। পুরুলিয়া-দর্পণ
২১। প্রতিজ্ঞা
২২। প্রসূন
২৩। প্রেমপুষ্প
২৪। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২৫। বঙ্গবাসী
২৬। বঙ্গরত্ন
২৭। বরিশাল-হিতৈষী
২৮। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৯। বসুমতী
৩০। বাঁকুড়া-দর্পণ
৩১। বার্ত্তাবহ
৩২। বিশ্ববার্ত্তা
৩৩। বীরভূমবার্ত্তা
৩৪। বীরভূমবাসী
৩৫। মালদহ-সমাচার
৩৬। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৭। মেদিনীবান্ধব
৩৮। মোহাম্মদী
৩৯। রত্নাকর
৪০। রায়ত
৪১। সঞ্চয়
৪২। সঞ্জীবনী
৪৩। সময়
৪৪। সুরমা
৪৫। স্বরাজ
৪৬। হিতবাদী
৪৭। হিন্দুরঞ্জিকা

পাক্ষিক

১। The Collegian.
২। Manbhum.
৩। তত্ত্বকৌমুদী
৪। ধর্ম্মতত্ত্ব
৫। প্রবর্ত্তক
৬। সম্মিলনী

মাসিক পত্রিকা

১। The Calcutta Medical Journal.
২। The Central Hindu College Ma gazine.
৩। Industry.
৪। The Presidency College Magazine.
৫। The Rajshahi College Magazine.
৬। The Ripon College Magazine
৭। St. Columbus College Magazine
৮। The Vedanta Kesari.
৯। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society,
১০। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal
১১। The Arya,
১২। The Mahamandal Magazine.
১৩। The Hindusthanee Student.
১৪। Indian Medical Record,
১৫। The Dacca Review ও সম্মিলন.

১৬। অর্চ্চনা
১৭। আয়ুর্ব্বেদ
১৮। আর্য্য-প্রভা (সংস্কৃত)
১৯। আল্-এস্‌লাম্
২০। অ্যালোচনা
২১। উৎসব
২২। উদ্বোধন
২৩। উপাসনা
২৪। কাদম্বরী
২৫। কায়স্থ-পত্রিকা
২৬। কায়স্থ-সমাজ
২৭। কুশদহ
২৮। কৃষক
২৯। কৃষি-সম্পদ্
৩০। গল্প-লহরী
৩১। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩২। জগজ্জ্যোতিঃ
৩৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৪। তত্ত্বমঞ্জরী
৩৫। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৬। তাম্বুলী-সমাজ
৩৭। তিলি-সমাচার
৩৮। ত্রিশূল
৩৯। দিনাজপুর পত্রিকা
৪০। ধর্ম্মপ্রচারক
৪১। নব্যভারত
৪২। নারায়ণ
৪৩। নন্দিনী
৪৪। পরিচারিকা
৪৫। পল্লীবাসী
৪৬। প্রজাপতি
৪৭। প্রতিভা
৪৮। প্রবাসী
৪৯। বঙ্গনূর
৫০। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
৫১। বামাবোধিনী পত্রিকা
৫২। বালক
৫৩। বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)
৫৪। বিশ্ববন্ধু
৫৫। বৈশ্য-পত্রিকা
৫৬। ব্রহ্মবাদী
৫৭। ব্রহ্মবিদ্যা
৫৮। ব্রাহ্মণসমাজ
৫৯। ভক্তি
৬০। ভারতবর্ষ
৬১। ভারতী
৬২। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৬৩। মালঞ্চ
৬৪। মাহিষ্যসমাজ
৬৫। মুনি (হিন্দী)
৬৬। যুবক
৬৭। যোগীসখা
৬৮। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬৯। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৭০। শ্রীসজ্জন-তোষিণী
৭১। সবুজপত্র
৭২। সন্দেশ
৭৩। সম্মিলনী
৭৪। সম্মেলন-পত্রিকা (হিন্দী)
৭৫। সরস্বতী (হিন্দী)
৭৬। সাহিত্য-সংবাদ
৭৭। সাহিত্য-সংহিতা
৭৮। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৭৯। সেবক
৮০। সেবা
৮১। সৌরভ
৮২। স্বাস্থ্য-সমাচার
৮৩। সংস্কৃত-রত্নাকর (সংস্কৃত)
৮৪। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

১। ভূমিলক্ষ্মী
২। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৩। সংস্কৃত-ভারতী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভাসমূহের কার্য্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা—১৫শ বর্ষ, ১৩২৬

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট—৫, অধ্যাপক—৪, সহায়ক ৭, সাধারণ—১৪৬ ও ছাত্র-সভ্য ৫২, মোট ২১৫।

আলোচ্য বর্ষেও ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন হয় নাই। এই জন্য দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাগণ দ্বারাই আলোচ্য বর্ষের কাজ চলিতেছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২টি অধিবেশন হইয়াছিল।

মাসিক অধিবেশনের সংখ্যা—১। প্রবন্ধ—"সাময়িক সাহিত্য প্রসঙ্গে দুই চারিটি কথা", লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ কাব্যতীর্থ।

বিশেষ অধিবেশন—দিনাজপুরের মহারাজ স্যর গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ জন্য আহূত হয়।

এতদ্ব্যতীত ছাত্রসভার কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছিল। কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এম্ এ ও ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী এম্ এ মহাশয় এই সকল সভা পরিচালন করেন।

শাখার মুখ-পত্র—আলোচ্য বর্ষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১ম হইতে ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে ১৬ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। মোট পুস্তক-সংখ্যা ৭১০ হইয়াছে।

পরিদর্শন—আলোচ্য বর্ষে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, মাননীয় মিঃ এচ্ হুইলার ও রাজসাহী-বিভাগের কমিশনার মাননীয় মিঃ ভি এচ লিজ শাখার কার্য্যালয় ও চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন—জলপাইগুড়ির নেতৃবৃন্দ তথায় এই সম্মিলনের অধিবেশন আহ্বান করিতে সম্মত না হওয়ায় রাজসাহী নওগাঁয়ে অধিবেশনের চেষ্টা হইতেছে।

আয়-ব্যয়—সর্ব্বসমেত আয় ২১৩৭।৵৬, বাদ ব্যয় ৬১৩।৵৬, উদ্বৃত্ত ১৫২৪৲।

ভাগলপুর শাখা—১৩২৬

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু এম্ এ

সদস্য-সংখ্যা—৩০। অধিবেশন-সংখ্যা—১। ১ম অধিবেশনে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও স্থানীয় উকীল চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা,—

১। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ (১ম প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ

২। ঐ (২য়) ঐ

৩। মানস সরোবরাদি তীর্থ-ভ্রমণ (বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা—২৫১। এতদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান ৮ খানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র লওয়া হয়।

বারাণসী শাখা—১৩২৬

সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী। সদস্য-সংখ্যা—৫১। অধিবেশন-সংখ্যা—বিশেষ ১, মাসিক ২। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ,—১। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনী আলোচনা—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী। ২। উত্তর-রাম-চরিত সমালোচনা—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

আলোচ্য বর্ষে শাখাপরিষৎ রাণী ভবানী, মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল ও চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়গণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কাশীতে বাঙ্গালীর বহু কীর্ত্তির বিবরণ ও কাশীর প্রাচীন মন্দির ও ঘাটগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

আয়-ব্যয়—আয় ৯৩।০—ব্যয় ১০০৻৬। হাওলাত ৬৸৬।

বরিশাল শাখা—১৩২৬

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্।

সদস্য-সংখ্যা—১০০। অধিবেশন-সংখ্যা—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—২, সাধারণ—২। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ—১। বিদ্যাপতি—শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্-এ। ২। হিন্দুর মুসলমান দেবতা— ঐ।

শাখার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি যোগীন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, আই সি এস মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

গৌহাটী শাখা—১৩২৬

সভাপতি—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

অধিবেশন-সংখ্যা—মাসিক ৪, বিশেষ ২। বিশেষ অধিবেশন দুইটি স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কবিবর ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য আহূত হয়।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ,—

১। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

২। কামরূপের প্রাচীন পুথির বিবরণ,—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

৩। কবিবল্লভের রসকদম্ব (১ম প্রবন্ধ),—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৪। ইংরেজ আমলের প্রাক্‌কালে আসামের খনিজ সম্পদ্—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন্ এম্ এ।

৫। ভাষা পাটিগণিত—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

৬। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবরণ—শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস এম্ এ।

৭। কৌশিক ব্যাপার—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৮। কবিবল্লভের রসকদম্ব (২য় প্রবন্ধ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা—স্থানীয় কমিশনার আফিসে রক্ষিত অসমীয়া পুথিগুলি দেখিয়া আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় ভার পাইয়াছেন। এই সকল পুথির মধ্যে কতক পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাল্না শাখা—১৩২৬

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মল্লিক এম্ এ, বি এল্ ও সম্পাদক স্বর্গীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্। অধিবেশন-সংখ্যা ৫। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, —১। বেদান্তের শিক্ষা—শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্যতীর্থ। ২। কালিদাস বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ। ৩। সৌন্দর্য্য-কথা—৺ বসন্তকুমার বসু মল্লিক এম এ, বি এল্। ৪। সাহিত্যের উপযোগিতা (বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা,—শাখা-পরিষৎ হইতে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বর্দ্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ বাবু রায় প্রভৃতির ভিটার ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করা হইয়াছে ও প্রচীন খাতের সন্ধান হইতেছে। শাখার ছাত্র-সভ্যগণ হাতে লিখিয়া "বাঁশরী" নামে এক মাসিক পত্রিকা

বাহির করিতেছেন। শাখার সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপেন্দু-ভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্পাদকীয় কার্য্য পরিচালন করেন।

মেদিনীপুর শাখা—১৩২৬

(১৩২৫ ফাল্গুন হইতে ১৩২৬ মাঘ পর্য্যন্ত)

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

সদস্য-সংখ্যা—সাধারণ ১১৪, অভিভাবক ১০ ও অধ্যাপক ৬। অধিবেশন-সংখ্যা—মাসিক ৬, সাপ্তাহিক ৪০, বিশেষ ৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ৩, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ১০ ও নাট্য-সমিতি ৫, মোট ৭৪টি।

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	আর্য্য-সভ্যতার যুগানুক্রমিক ইতিহাস	শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল
২।	বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা	ঐ
৩।	লাঙ্গলের আত্মকাহিনী	ঐ
৪।	মেদিনীপুরে মারহাট্টা	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু
৫।	বঙ্গভাষা ও জাতীয় সাহিত্য	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্

এতদ্ব্যতীত কতিপয় কবিতাও পঠিত হইয়াছিল। বিশেষ অধিবেশনগুলির মধ্যে একটিতে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও একটিতে ৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

বার্ষিক অধিবেশন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হইতে ও জেলার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় "বৌদ্ধ জাতক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বক্তৃতা করেন। স্থানীয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য পরিষৎকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত নাড়াজোলের রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর ও শাখার সভাপতি ও অন্যান্য সহৃদয় দেশবাসী ও সহরের ভদ্র মহোদয়গণ যথেষ্ট সাহায্য করেন। মাসিক, বিশেষ ও বার্ষিক অধিবেশন বেলা হলে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শাখার কার্য্যালয় বর্ত্তমান সময়ে রহিয়াছে। তথায় শাখার অন্যান্য অধিবেশন হইয়া থাকে।

পরিষৎ মন্দির—গৃহনির্ম্মাণ-কল্পে ১০০০৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে এবং শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল্ মহাশয় দুই বিঘা ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার—বর্ষশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক-সংখ্যা ৭০৬। পাঠাগারে সাধারণে সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন।

পুথি—আলোচ্য বর্ষে ৩০ খানি সংগৃহীত হইয়াছে। সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কাব্যতীর্থ মহাশয় "কালীমঙ্গল" পুথির পাঠোদ্ধার করিয়া পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়,—(১) বঙ্গভাষার পুষ্টিকল্পে নিম্নোক্ত সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদক দানের প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন,—

প্রদাতা	পদক	বিষয়
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল্	"কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র স্বর্ণপদক"	"মেদিনীপুর জেলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা, অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।"
ঐ	"অবিনাশচন্দ্র মিত্র রৌপ্য পদক"	বিষয় স্থির হয় নাই।
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বিএল্	"সুষমা রৌপ্য পদক"	"বঙ্গে আদর্শ নারী-চরিত্র"
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু	"সিদ্ধেশ্বরী রৌপ্য পদক"	"শিশুর মনোবৃত্তি"
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু	"বিদ্যাসাগর রৌপ্য পদক"	যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন পুথি সংগ্রহ ও তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিবেন—তাঁহাকে এই পদক দেওয়া হইবে।

(২) হাওড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে শাখার ৬ জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন।
(৩) শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি দান করিয়াছেন। এবং
(৪) মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত একটী লিপি সংগৃহীত হইয়াছে।

সভ্যের মৃত্যু—প্রমথনাথ খান ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—আয় ২০৯৷৯, ব্যয় ১২০৴৬, উদ্বৃত্ত ৮৯৷৶৩।

মীরাট শাখা—১৩২৬

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ আর এ এস, সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়। সদস্যসংখ্যা—৪০। অধিবেশন-সংখ্যা—৪।

পঠিত প্রবন্ধ—১। সমবায়—শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত বিদ্যারত্ন বি এ।
২। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী—ঐ
৩। বেদান্তের আমি—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু
৪। হিন্দু শাস্ত্রে ত্রিমূর্ত্তি— ঐ

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায় মহাশয়-লিখিত 'অন্তর্দ্ধান' (৺ ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোক গমনে) 'চন্দ্রমা', ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'নিশীথে' নামক কবিতা পঠিত হয়।

দিল্লী শাখা—১৩২৬

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত বি এল ও সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্য-সংখ্যা—৩৫। অধিবেশন—পাক্ষিক—২, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ১২, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন ১।

প্রবন্ধ—আদর্শ—লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

হর কি পিয়ারী বা হরিদ্বার—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌন্দর্য্য (কবিতা)—শ্রীযুক্ত তারাপদ বসু।

দ্বিতীয় ভীমপদ বা বিষ্ণুপদ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। শাখার সহকারী সভাপতি—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৫ জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—আয় ২১০৲ ব্যয় ৮৪৲, উদ্বৃত্ত—১২৬৲।

নদীয়া শাখা—১৩২৬

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর ও সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্।

সদস্য-সংখ্যা—২৩৫। অধিবেশন-সংখ্যা—মাসিক ৫, বিশেষ ২ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৪।

প্রবন্ধাদি—

১। ভাষায় অনাদৃতের কৌলিন্য—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম্ এ

২। প্রামাণিকতা—শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার দাস বি এল্

৩। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার ইন্দ্র বি এল্

৪। বঙ্গে বিহঙ্গম—শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর বি এল্, এম বি ই,

৫। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের সমালোচনা—শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি

৬। গঙ্গাবতরণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

৭। মশক-মাহাত্ম্য—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ

৮। বঙ্গভাষা (সঙ্গীত)—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৯। প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত অবনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

১০। গত বর্ষের জের (কবিতা)—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন

প্রদর্শন—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর "পদ্মপত্রে যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি" বিষয়ে কতকগুলি পদ্মপত্রের পৃষ্ঠদেশের স্বাভাবিক রেখা-সমাবেশে কবি ও চিত্রকরের আদর্শ চক্ষু অঙ্কিত রেখা প্রদর্শন করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের স্থানান্তর গমনে, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের ও সভাপতি যোগীন্দ্রকুমার ঘোষ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পরলোক-গমনে বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত এক বিশেষ অধিবেশনে "মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন" এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা করেন।

আয়-ব্যয়—আয় ৫০৬৶৯, ব্যয় ১৬।৶৬, উদ্বৃত্ত—৩৪।৶৩।

বর্দ্ধমান শাখা—১৩২৬

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর এবং সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।

অধিবেশন—দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ একটি মাত্র বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয় ৺ দেবেন্দ্রবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন এবং এই উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পঠিত হয়।

সাধারণের উৎসাহের একান্ত অভাববশতঃ বিশেষ কাজ কিছুই হয় নাই।

ত্রিপুরা শাখা—১৩২৬

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ।

সদস্যসংখ্যা—১০৮। অধিবেশন-সংখ্যা—সাধারণ ১ ও বিশেষ ১। সাধারণ অধিবেশনে কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয় ও বিশেষ অধিবেশনে মাননীয় মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। ২টি সাধারণ অধিবেশনে লোকাভাব হওয়ায় কোন কার্য্য হয় নাই। পুস্তকসংখ্যা—১০০। ১৫ খানি পুথি এই বৎসর সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রা গৌরীনাথ সিংহের দুইটি অষ্টকোণ সুবর্ণমুদ্রার সন্ধান হইয়াছে। এই জেলার একটি মঠের গায়ে ১৩৩৫ শকাব্দের এক শিলালিপি আছে। তাহাতে জানা যায় যে, দাসকুলে দেবীপ্রসাদ, তৎপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও তৎপুত্র রামসিংহ নামক ব্যক্তি ছিলেন।

(হুগলী) উত্তরপাড়া শাখা—১৩২৬
ও সারস্বত-সম্মিলন

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। সারস্বত সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সদস্যসংখ্যা—৫২। অধিবেশনসংখ্যা—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—৬, সদস্যগণের ১ ও সাধারণ ২, মোট ৯টি। প্রবন্ধ—

১। হুগলী জেলায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্ম—লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

২। সমস্যা ও সমাধান— শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায়।

পুস্তক সংখ্যা—১২৭৬। নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি লওয়া যায়—১। ভারতবর্ষ, ২। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৩। প্রবাসী, ৪। ব্রহ্মবিদ্যা, ৫। অর্চ্চনা, ৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও ৭। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "উত্তর-পাড়ার অতীত ও বর্ত্তমান" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া গত বর্ষে বিজ্ঞাপিত "মহেশকমলিনী সুবর্ণ পদক" পাইয়াছেন। শাখার সভ্য ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—আয় ১৭৩৷৶০, ব্যয় ১৬৫৶৩, উদ্বৃত্ত ৭৶৯।

লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুর-প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থ প্রকাশের সর্ত্ত ও নিয়মাবলী

১। মৎপ্রদত্ত অর্থ পরিষদের স্থায়ী তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে ও লালগোলা-তহবিল নামে উহার পৃথক্ হিসাব থাকিবে।

২। তহবিলের মূলধন কোনরূপে বা কোন কারণে ব্যয় করা হইবে না। অন্যূন শতকরা ৪৲ টাকা বার্ষিক সুদে মিউনিসিপাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ঐরূপ সুদে উহা গচ্ছিত রাখা হইবে।

৩। অন্যূন এক শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ ঐ সুদের অর্থ হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থ সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যয় ব্যতীত গ্রন্থ ক্রয় বা বিতরণ বা প্রচার জন্য কোন ব্যয় ঐ তহবিল হইতে লওয়া হইবে না।

৪। গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য পরিষৎ উচিত মত ব্যবস্থা করিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ তহবিলে জমা হইবে।

৫। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাসময়ে মুদ্রণের উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিবেন ও নিম্ন ধারানুসারে উহা অনুমোদিত হইলে উহা সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রন্থের মূল্যাদিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৬। নির্ব্বাচিত গ্রন্থের নাম এবং আবশ্যক হইলে তাহার পাণ্ডুলিপি সমস্ত বা কিয়দংশ আমার নিকট অথবা আমার নির্ব্বাচিত......নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। তিনি অনুমোদন না করিলে উহা মুদ্রিত হইবে না; তৎপরিবর্ত্তে অন্য গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে ২৫ খণ্ড পরিষৎ আমাকে বা আমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে বিনা মূল্যে দিবেন এবং পাঁচ খণ্ড পরিষৎ নিজের লাইব্রেরীর জন্য গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট সমস্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় হইবে।

৮। প্রতি বৎসরের শেষে এই তহবিলের হিসাব ও এই তহবিলের ব্যয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের বিক্রয়ের হিসাব আমার বা আমার নির্ব্বাচিত......নিকট পাঠাইতে হইবে।

৯। সম্প্রতি আমি প্রতি বৎসর পরিষৎকে যে পৃথক্ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকি, তাহাও এই তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং তাহার হিসাবও উক্তরূপে রাখা হইবে। যত দিন আমি ঐ বার্ষিক সাহায্য দান করিব, তত দিন এই তহবিলের অনুযায়ী ঐরূপ নিয়ম চলিবে। এই হিসাব পরিষদের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইবে।

১০। এই সকল নিয়ম পালনে যদি পরিষৎ অসমর্থ হন বা যদি কোন কারণে পরিষৎ লুপ্ত হয়, তাহা হইলে এই মূলধনের টাকা আমার স্থলাভিষিক্তেরা ফেরৎ পাইবেন।

১১। উক্ত নিয়মগুলি প্রতি বৎসর সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকামধ্যে বা কার্য্যবিবরণমধ্যে মুদ্রিত হইবে।

রাজা বাহাদুরের ৫ই আগষ্ট ১৯১৪ তারিখের পত্রের মর্ম্ম
—"ষষ্ঠ সর্ত্তে প্রকাশার্থ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের ভার আমার অথবা নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তির উপর রাখিবার প্রস্তাব আছে। আমার বা আমার নির্ব্বাচিত ব্যক্তির অভাবে পরিষৎ নিজেই এ অনুমোদনের ভার গ্রহণ করিবেন।"

রাজা বাহাদুরের ৩১।১০।১৪ তারিখের পত্রের মর্ম্ম—
"মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একত্রে বর্ত্তমান বৎসরে আমার প্রদত্ত অর্থ হইতে যে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, সেই গ্রন্থ প্রকাশ করাইবার ব্যবস্থা করাইবেন।"

রাজা বাহাদুরের ১৫।৯।১৯১৯ তারিখের পত্রের মর্ম্ম—
"—আমার পক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্থলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।—"

রাজা বাহাদুরের ১৬।৯।১৯১৯ তারিখের পত্রের মর্ম্ম—
"—আমার মতে ঐ বিভাগে (গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে) তিন জনের স্থানে ছয় জন প্রতিনিধি থাকা উচিত। কারণ, কার্য্যের অনুরোধে অনেক সময় সকলে উপস্থিত হইতে পারেন না। সংখ্যা বেশী হইলে দুই এক জন অনুপস্থিত থাকিলেও কার্য্যের ক্ষতি হয় না। আমি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়, আপনি (শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়, এই তিন জনকেও উক্ত বিভাগে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি ইহাঁদিগকে প্রতিনিধি করিয়া লইবেন। তাহা হইলেই প্রতিনিধির সংখ্যা ছয় জন হইবে।—"

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র

২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২১শে কার্ত্তিক, ১৩১৮।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপযোগী করিয়া তুলা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অনুমোদন করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সঙ্কলন ও অনুবাদ করা আবশ্যক এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তি দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাঘ মাসে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে "সাহিত্য-সেবী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া

ছিলাম। তাহার ফলে, বহু সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-পরিপোষক এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া, গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করি এবং বহুল প্রচারোদ্দেশে উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়।* ঐ প্রস্তাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। উক্ত সম্মিলনে কাসিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক উহা সমর্থিত হইয়া উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি প্রধানতঃ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহায্যে ও অনুকম্পায় সংগৃহীত ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত সর্ত্তে আপনারা এই অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব ;—

১। এই অর্থদ্বারা "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী" নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

২। এই বৃত্তি দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইবে ;—

(ক) পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন। যথা ;—Schwegler, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

(খ) ফরাসী পণ্ডিত Guizot-প্রণীত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের (বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া) সরল বঙ্গানুবাদ।

৩। কার্য্যপ্রণালী ;—

(ক) পুস্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতাকারে পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা ঐরূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট ঐ রচনা প্রেরিত হইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোচিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(খ) এই দুই পুস্তকেরই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় এবং ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ পরীক্ষক থাকিবেন।

(গ) প্রথম পুস্তক অন্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া দুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

---

*ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব,—"বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থরচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।"

৪। ব্যয়ের হিসাব ;—

প্রথম গ্রন্থ।—	মুদ্রণ—	১৫০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক—	১২০০৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক—	৩০০৲
দ্বিতীয় গ্রন্থ।—	মুদ্রণ—	১০০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক—	৭৫০৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক—	২৫০৲
		৫০০০৲

৫। গ্রন্থের স্বত্ব ;—

(ক) প্রত্যেক গ্রন্থ হাজার কাপি করিয়া মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্ত্তৃক উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

(খ) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রত্যেক গ্রন্থের দুই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ইচ্ছানুসারে ২৫ কাপি পুস্তক বিতরিত হইতে পারিবে।

(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

(ঘ) অন্যান্য সংস্করণ সম্বন্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা পরীক্ষকগণের মনোনীত হইবার পূর্ব্বে কোন লেখক ন্যায্য পারিশ্রমিকের কোন অংশ পাইবেন না।

৭। লেখক-নির্ব্বাচন ;—

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ মহাশয়গণকে লইয়া নির্ব্বাচনাদি ও কার্য্যভার-সমিতি গঠিত হইবে। উক্ত সমিতি যাঁহাকে গ্রন্থরচনা বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া গ্রন্থ-রচনা-ভার অর্পণ করিবেন।

(গ) রচনা-কার্য্যের ভার পাইবার জন্য কেহ আবেদন করিলে, তাহা গৃহীত হইবে না।

৮। প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে। পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিতে এই পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইবে।

৯। সম্প্রতি বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদি তাঁহারা রবীন্দ্র বাবুর সম্বর্দ্ধনা উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সমুদায় অর্থ এই সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে (পূর্ব্বকথিত সংরক্ষণ-প্রস্তাব অনুসারে) প্রদান করেন, তবে এই ভাণ্ডারের

৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযোগে "রবীন্দ্রবৃত্তি" প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হইবে এবং এই যুক্ত ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী—রবীন্দ্র-বৃত্তি-প্রাপ্ত" এই নামে অভিহিত হইবে। বিনয়াবনত

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ব্যোমকেশ মুস্তফী পদক সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র।

৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-সমিতির মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক, অক্লান্তকর্মা স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের নামের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রের একাংশ জড়িত থাকা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করি যে, প্রতি বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বর্ণপদক ও ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্য পদক নিম্নলিখিত নিয়মে প্রদত্ত হউক।

১। বঙ্গাক্ষরের, বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা, অথবা বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার মৌলিক আলোচনা।

২। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে পুরস্কারদাতা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে প্রবন্ধের বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া জানাইবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রতি বৎসর পরীক্ষক মনোনীত করিবেন।

৩। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তাহা পরীক্ষিত হইয়া পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তির নাম বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইবে ও পদক প্রদত্ত হইবে। তৎপূর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পদক প্রস্তুত করাইবেন। পদকের এক দিকে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ," "ব্যোমকেশ মুস্তফী পদক" ও বঙ্গাব্দ এবং অপর দিকে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদকের বর্ষসংখ্যা থাকিবে।

৪। মূল পরিষদের বা শাখা পরিষদের সদস্য না হইলে কাহারও এই প্রবন্ধে প্রতি-যোগিতা করিবার অধিকার হইবে না। প্রবন্ধের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইবার পরেও সদস্য হইলে তাঁহার এ অধিকার থাকিবে।

৫। কোন বৎসর পরীক্ষকেরা যদি কোন প্রবন্ধ পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে পদক প্রদত্ত হইবে না। পরবর্ত্তী বৎসরে একাধিক পদক প্রদত্ত হইতে পারিবে।

৬। পুরস্কারযোগ্য প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। এই পুরস্কারের নিয়মাবলী, পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও প্রবন্ধের বিষয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইবে।

৬ ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্যপদক

৮। মূল-পরিষদের ছাত্র-সভ্যদিগের মধ্যে যে কেহ বাঙ্গালা একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রণয়নের সাহায্যকল্পে বিশেষতঃ [ব্যবসায় ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত শব্দ] প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহে পারদর্শিতা দেখাইবেন, তাঁহাকে এই রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে।

৯। স্বর্ণপদক সম্বন্ধে উপরোক্ত ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক নিয়মাবলী রৌপ্যপদক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষেও এই দুইটী পদক প্রদত্ত হইবে। সময় সঙ্কেপ বিধায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

স্বর্ণপদকের প্রবন্ধের বিষয়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। পরীক্ষক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

রৌপ্যপদকের প্রবন্ধের বিষয়—২৪ পরগণার ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রবন্ধগুলি আগামী ১৩২৬ সালের ২রা বৈশাখের মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। ১৫ই বৈশাখের মধ্যে পরীক্ষিত হইয়া পরিষদের আগামী বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত ও পদক প্রদত্ত হইবে।

আমি প্রতি বৎসর উপরোক্ত নিয়মে স্বর্ণপদকের জন্য ৫০৲ টাকা ও রৌপ্যপদকের জন্য ২৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

বর্ত্তমান বর্ষের ৭৫৲ টাকা এতৎসহ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন, ইতি।

বশংবদ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

একাদশ অধিবেশন

ঢাকা

স্থান—পুরাতন সেক্রেটারিয়েট্ গৃহ

১৩২৪।৩০শে চৈত্র, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ টা

প্রথম দিবস

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক "স্বাগত সুধীমণ্ডলি" ইত্যাদি গান গীত হয়।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের লিখিত কবিতাগুলি পঠিত হয়,—

(ক) উদ্বোধন—শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্ এ।

(খ) "আজি এই পুণ্যতীর্থ" ইত্যাদি—"বিক্রমপুর"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(গ) স্বাগত—শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

(ঘ) অভ্যর্থনা—শ্রীমতী বিভাবতী সেন। পাঠক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ।

৩। সঙ্গীত—শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া কর্ত্তৃক "অয়ি ভুবনমনোমোহিনি" ইত্যাদি।

৪। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক অভিভাষণ পাঠ।

৫। মূল সভাপতি এবং অন্যান্য শাখার সভাপতি বরণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস ব্যারিষ্টার (ঢাকা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত জলধর সেন (কলিকাতা)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (নদীয়া)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন,—

১। মূল সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল।

২। দর্শন-শাখার সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ।

৩। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এস্‌সি ডি।

৪। সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্।

৫। ইতিহাস-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ভারতসম্রাট্ ও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও জয় কামনা

"আমাদের মহামান্য সম্রাট্ ও তাঁহার মিত্ররাজগণ জর্ম্মনির সহিত যে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই যুদ্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আমাদের মহামান্য সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং এই যুদ্ধে যাহাতে ইংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্জন্য মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।"

৭। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"আমাদের বহুমানাস্পদ গবর্ণর বাহাদুর এই সম্মিলনের কার্য্যের সফলতা কামনা করিয়া এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন। তজ্জন্য এই সম্মিলন তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।"

৮। সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া যাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পত্র সভাপতি মহাশয়ের আদেশে পঠিত হয়।

(ক) সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র পাঠ করেন।

(খ) অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ঠাকুর মহাশয় অন্যান্য পত্র পাঠ করেন (নিম্নে কয়েকজন পত্র-লেখকের নাম প্রদত্ত হইল)।

স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজাধিরাজ স্তর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী অমলা দেবী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি।

৯। গত দশম সম্মিলনের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

১০। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই দিন ১০৷৷০ টার সময় ইঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইবে এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ ও সমাগত প্রতিনিধিবর্গ সকলেই তাহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

রাত্রি ১০৷৷০ টা হইতে রাত্রি ১১৷৷০ টা পর্য্যন্ত বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়।

দ্বিতীয় দিবস

১লা বৈশাখ ১৩২৫, রবিবার, প্রাতে ৭৷৷০ টা

ইতিহাস-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত

১। সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন।

২। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল।

(ক) জীবন-সংহিতা—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ। পাঠক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ঠাকুর।

(খ) প্রাচীন ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ—লেখক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক বি এল্। পাঠক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্।

(গ) চিতোর অবরোধ—লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৩। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল,—

(ক) প্রজাস্বত্বে উঠবন্দি প্রণালী—লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়।

(খ) বেদের রচনাকালে বৈদিক দেবতার বিকাশক্রম—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ।

(গ) হেরম্বরাজ্যে বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ঢাকার প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মৌলবী ফজলল রহমান মহাশয়ও এই বিষয়ে কিছু বলেন।

৫। শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৬। মুন্সী মহম্মদ মৈমুদ্দিন মহাশয় এই অধিবেশনে মুসলমান সাহিত্যানুরাগিগণের উপস্থিতির সংখ্যার অল্পতা বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন।

৭। সভাপতি কর্ত্তৃক সভাভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-শাখা

স্থান—পুরাতন সেক্রেটারিয়েট গৃহ। ১লা বৈশাখ ১৩২৫, বেলা ১॥০ টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এস্‌সি ডি।

১। সঙ্গীত—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এস্‌সি, বি এল্ কর্ত্তৃক।

২। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

৩। প্রবন্ধ-পাঠ—

(ক) গণিতের মূল সংজ্ঞা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত।

(খ) কৃষিপ্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার।

(গ) মূক ও বধির শিক্ষা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

এই সময়ে দুইটি ৮।১০ বৎসরের মূক বালিকা ও একটি বালক কথা বলিয়া এবং পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদের শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিল।

অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত বি এন্ দাস বাহাদুর এই শিক্ষার উন্নতিকল্পে ২৫৲ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(ঘ) আয়ুর্ব্বেদীয় সংজ্ঞা—শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর।

৪। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল,—

(ক) মাছের কথা—শ্রীযুক্ত ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পিএচ ডি।

(খ) এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

(গ) পল্লীকথা—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ।

৫। আগামী বর্ষের জন্য বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞান-বিভাগের সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৭। সভাপতি মহাশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিন

দর্শন-শাখা

স্থান—ল-কলেজ।

১লা বৈশাখ ১৩২৫, সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা।

সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ।

১। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

২। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইল—

(ক) সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান —শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম্ এ, বি এল্।

(খ) সাংখ্যের মূল কথা—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডি এল্।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় দিন

সাহিত্য-শাখা

স্থান—পুরাতন সেক্রেটারিয়েট গৃহ।

সময়—১লা বৈশাখ ১৩২৫, রবিবার বেলা ৩৷৷০ ঘটিকা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্।

১। সভাপতি মহাশয় তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

২। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক "প্রণমামি সরস্বতী শান্তিহরাং" ইত্যাদি শীর্ষক বাণী-বন্দনা পঠিত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া স্বলিখিত "রামপ্রসাদের পদাবলী" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৪। মৌলবী এম্দাজ আলী মহাশয় "বঙ্গভাষা ও মুসলমান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৫। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া কর্তৃক "বন্দি তোমায় বঙ্গজননী" শীর্ষক সঙ্গীত গীত হইল।

৬। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইল।

(ক) কবি গোবিন্দদাস—শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এম এ, বি এল্।

(খ) শ্রদ্ধা-হোম (কবিতা)—লেখক শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। পাঠক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্ এ।

(গ) কাব্য সমালোচনায় আনিত্ব—শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্।

(ঘ) ছোট গল্প—শ্রীযুক্ত জলধর সেন।

(ঙ) কল্যাণ (কবিতা)—শ্রীযুক্ত প্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

(চ) জাতীয় জীবনে সাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বিশ্বাস পিএচ ডি।

(ছ) কবির ভাগ্য (কবিতা)—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রবিকাশ সেন।

(জ) ১২৮৬ সনে ঢাকার সাহিত্য—শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ। পাঠক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ।

(ঝ) কবি-প্রশস্তি (কবিতা)—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

(ঞ) সাধক-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

(ট) প্রসন্ন-প্রতিভা বা বাঙ্গালা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন—শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ।

(ঠ) বঙ্গীয় মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য—মৌলবী আবুল কাসেম।

(ড) আমার বাঙ্গালা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

(ঢ) নদীবক্ষে (কবিতা)—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহা।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(ক) কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ঢাকা সাহিত্য-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ।

(খ) খণ্ড কাব্যে কালিদাস—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ।

(গ) কাব্যে ইঙ্গিত—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

(ঘ) সাহিত্যে কৃষি—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী।

(ঙ) বঙ্গে সুকুমার শিল্পকলা—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী।

(চ) কীর্ত্তিগাথা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

(ছ) মাঙ্গলিক (কবিতা)—শ্রীমতী শোভারাণী ঘোষ।

(জ) বিদ্যাপতির প্রথম সংস্করণের সঙ্কলনকর্ত্তা কে?—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

(ঝ) ইতিহাসের কুলপঞ্জিকা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম এ।

(ঞ) ভাষাবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী।

(ট) বনের পাখী (প্রবন্ধ)—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(ঠ) ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি (কবিতা)—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় সভাভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস

সাধারণ অধিবেশন

সন্ধ্যা ৮—১৫

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন, এম এ, বি এল।

১। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে একটি সঙ্গীত গীত হয়।

২। সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধুগণের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

(ক) সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্। (খ) অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্। (গ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই। (ঘ) ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম এ, এম ডি। (ঙ) কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়। (চ) কবি কুলচন্দ্র দে। (ছ) স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ। (জ) স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্। (ঝ) দীননাথ মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ-সম্পাদক)। (ঞ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা)। (ট) গৌরীশঙ্কর রায় (কটক)। (ঠ) হেমন্তবালা দত্ত (চট্টগ্রাম)। (ড) হেমেন্দ্রনাথ সিংহ (রায়পুর)। (ঢ) গুণালঙ্কার মহাস্থবির। (ণ) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল্ (কৃষ্ণনগর)। (ত) পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ (রঙ্গপুর)। (থ) বিজয়কৃষ্ণ সাহিত্য-শাস্ত্রী (চট্টগ্রাম)। (দ) গোবিন্দলাল দত্ত (কলিকাতা)।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৩। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের লিখিত পত্র পঠিত হইল। অতঃপর তিনি জানাইলেন যে, পত্রোল্লিখিত সাধু প্রস্তাব-সকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

৪। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত চারিটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে, সেগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রমেশ-ভবন নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) যে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহোদয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনকার্য্যে সবিশেষ অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সম্মিলনের উন্নতির জন্য যিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃস্থ ও নিঃস্ব পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সাহায্য-ভাণ্ডারের পুষ্টিকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সমবেত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিতেছেন।

(গ) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

(ঘ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও সার্কুলেটিং পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরাজী স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

৫। নিম্নলিখিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মতে কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষাই যত দূর সাধ্য, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতে দেওয়া উচিত এবং বঙ্গদেশে বাঙ্গালাকেই সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করা উচিত। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতির জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবিলম্বে অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্যমধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় ভারতীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে পারিবে, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(ঘ) এম এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

২। এই সাহিত্য-সম্মিলনের মতে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোনরূপ অন্তরায় হইবে না। সম্মিলনের ইহাও অভিমত যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাঠ্য হইবার উপযোগী গ্রন্থের এখনই অভাব নাই এবং যদি কোন বিষয়ের অভাব থাকে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে অচিরে সে অভাব পূরণ হইতে পারে।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে, বি৷এ ও এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বঙ্গভাষাতেই বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিবে এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে বঙ্গভাষায় রচিত হইবে।

৪। উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এবং ইউনিভারসিটি কমিশনের মাননীয় সভাপতির নিকট প্রেরিত হউক।

৫। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যাহাতে হাতে-হেতেড়ে কৃষিবিদ্যা-বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষাবিভাগকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ, "কৃষিসম্পদে"র সম্পাদক (ঢাকা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ বি এ (বরিশাল)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বিশ্বাস পি এচ ডি (চট্টগ্রাম)।

৬। হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে একটি মান-মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর জমি, বাড়ী ও যন্ত্রাদি ব্যতীত মাসিক ২০০৲ টাকা খরচ দিবার জন্য বর্দ্ধমান সম্মিলনে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হউক এবং সেই সমিতিকে এই সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

সমিতির সভ্যগণ—(১) শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
(২) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ।
(৩) শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।
(৪) ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

৭। মৌলিক গবেষণার উৎসাহ দানকল্পে এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, প্রতি বর্ষে সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক। এতদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর দেওয়া হউক। হাজার টাকা উপস্বত্ব হইতে পারে, এতৎপরিমিত অর্থ সংগৃহীত হইলে প্রতি বর্ষে পর্য্যায়ক্রমে এক এক শাখায় পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত জলধর সেন।

৮। ছাত্রবৃত্তি ও মধ্য ইংরাজি পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় মোক্তারী ও রেভিনিউ এজেণ্টের পরীক্ষা দিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইতে গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

৯। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক। (সন ১৩২৪ সালে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই নাম মুদ্রিত হইয়াছে।)

১০। আগামী বর্ষে সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন মুঙ্গেরে আহ্বান করিবার জন্য মুঙ্গের-বাসিগণকে অনুরোধ করা হউক।

১১। ধন্যবাদ প্রস্তাব—

(ক) প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে (১) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
(২) শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(খ) অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে—
(১) শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।
(২) শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস।
(৩) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

৩। প্রেম-প্রবাহিনী, ৪। বঙ্গ-সুন্দরী। এই ৬৲ মূল্যের প্রেমের নন্দনকানন তুল্য কাব্যচতুষ্টয়

মাত্র ॥৹ আট আনায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু-সাহিত্যগুরু

৩। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী

সাহিত্যের অমৃত-ভাণ্ডারে যে সর্ব্বরস-সুরঞ্জিত হাস্যরস-মদিরাময় কাব্যরাজির তুলনা নাই—উপমা নাই—সেই সর্ব্বজন-বিমোহন গ্রন্থাবলী—মাত্র ৸৹ আনায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের চিরসমাদৃত বসন্ত-কোকিল রায় গুণাকর

৪। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

[গোপাল উড়ের ৪০০ শত টপ্‌পা সহ]

১। অন্নদামঙ্গল, ২। বিদ্যাসুন্দর, ৩। মানসিংহ, ৪। চৌরপঞ্চাশৎ, ৫। রসমঞ্জরী, ৬। সত্যপীর, ৭। রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, ৮। কবিতাবলী, ৯। খেড়ে ভেড়ের কৌতুক, ১০। কর্দ্দমকৎ, ১১। হিন্দি কবিতালহরী, ১২। বলিরাজা, ১৩। চণ্ডী (নাটক), ১৪। নাগাষ্টকম্, ১৫। সংস্কৃত-পারশি-হিন্দি নানা ভাষার কবিতা-বলী, ১৬। কবির জীবনী, ১৭। গোপাল উড়ের ৪০০ চারিশত সুমধুর টপ্পা, ১৮। ঋতুবর্ণনা। আবালবনিতাবৃদ্ধ-সমাদৃত সাহিত্য-সম্পত্তি মাত্র—১৲ টাকা, বাঁধাই ১।৹।

স্বদেশপ্রেমিক, কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

৫। রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে"

১। পদ্মিনী, ২। সুরসুন্দরী, ৩। কর্ম্মদেবী, ৪। কুমারসম্ভব, ৫। নীতিকুসুমাঞ্জলি, ৬। কাঞ্চী কাবেরী, ৭। কবির জীবনী। ১২৲ মূল্যের ৭খানি বীররসাত্মক কাব্যাবলী

মাত্র ১৲ এক টাকা, বাঁধাই ১।৹ সিকা।

আবার পঞ্চকবির পাঁচখানি গ্রন্থাবলী মাত্র ৪৲ টাকায় যায়।

সাহিত্য সম্রাজ্ঞী—বঙ্গের বীণাপাণি—

স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—১। দীপনির্ব্বাণ, ২। ছিন্ন মুকুল, ৩। কুমার ভীমসিংহ, ৪। ক্ষত্রিয়ের তরবারি, ৫। সন্ন্যাসিনী, ৬। প্রতিশোধ, ৭। যমুনা, ৮। কেন, ৯। আমার জীবন, ১০। লজ্জাবতী, ১১। নূতন বাসা, ১২। চারিচুমী, ১৩। রক্তপিপাসু, ১৪। পুরী। এই ২৫৲ টাকা মূল্যের ১৪ খানি উপন্যাস ১৲ টাকায়।

দ্বিতীয় ভাগে—১। হুগলীর ইমামবাড়ী, ২। মিবার-রাজ, ৩। দেবকৌতুক, ৪। ফুলের মালা, ৫। বসন্ত-উৎসব, ৬। পাকচক্র, ৭। প্রবন্ধরত্নাবলী, ৮। পূজার তত্ত্ব, ৯। কবিতা-বলী, ১০। পত্রাবলী, ১১। দার্জ্জিলিং। ১৫৲ টাকা মূল্যের ১১খানি উপন্যাস ১৲।

তৃতীয় ভাগে—১। স্নেহলতা (প্রথম ভাগে), ২। অতৃপ্তি, ৩। জাতীয়সঙ্গীত, ৪। যুগান্ত কাব্যনাট্য, ৫। নিবেদিতা, ৬। হাসি, ৭। জীবনী। একত্রে মূল্য ১০৲ টাকা।

চতুর্থ ভাগে—১। স্নেহলতা (দ্বিতীয় ভাগ), ২। বিদ্রোহ, ৩। প্রভাতসঙ্গীত, ৪। সন্ধ্যাসঙ্গীত, ৫। নিশীথসঙ্গীত, ৬। সেকেলে কথা, ৭। সমুদ্রে, ৮। সঙ্গীতশতক। এই ১০৲ টাকা মূল্যের গ্রন্থরত্ন ১৲ টাকা।

পঞ্চম ভাগে—১। কাহাকে ? ২। মালতী, ৩। জীবন-অভিনয়, ৪। পেপেপ্রীতি, ৫। মিউটিনি, ৬। অমরগুচ্ছ, ৭। বিবিধ কথা, ৮। ক'নে বদল, ৯। কৌতুকনাট্য, ১০। গাথা, ১১। টালিসম্যান, ১২। রাজকন্যা। এই ১২খানি একত্রে মূল্য ১৲ টাকা।

একত্রে ৫ ভাগ ৪॥৹, বাঁধাই ৫৲।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির—১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নটকুলচূড়ামণি, নটরাজ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের

অমর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। আদর, ২। হরিরাজ, ৩। থিয়েটার, ৪। কাজের খতম, ৫। কটিক জল, ৬। নির্মলা। এই ৭৲ মূল্যের ৬খানি নাটক উপন্যাস মাত্র ১৲ টাকায়।

২য় ভাগে—১। ছুটি প্রাণ, ২। দলিতা ফণিনী, ৩। চাবুক, ৪। কেয়া মজাদার, ৫। প্রেমের জেপলীন, ৬। শিবরাত্রি, এই ৬৲ টাকা মূল্যের ছয়খানি নাটক; অপেরা প্রভৃতি ১৲ টাকায়।

তৃতীয় ভাগে—১। অভিনেত্রীর রূপ (বৃহৎ প্রকাণ্ড উপন্যাস), ২। জীবনে-মরণে, ৩। রোক-শোধ, ৪। শ্রীকৃষ্ণ, ৫। শ্রীরাধা, এই ৭৲ টাকা মূল্যের ৫খানি নাটক, অপেরা প্রহসন মাত্রে ১৲ টাকায়।

চতুর্থ ভাগে—১। এস যুবরাজ, ২। বড় ভালবাসি, ৩। কিসমিস, ৪। ঘুঘু, ৫। অনুতাপ, ৬। রোগশয্যা, ৭। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, ৮। মজা, ৯। দোললীলা, ১০। সীতারাম, ১১। দেবী চৌধুরাণী, ১২। হিরণ্ময়ী-গীতিকা। ৬৲ মূল্যের ১২ খানি ১৲।

বাঁধাবার একত্রে 8 ভাগ ২।।০।

রঙ্গসম্রাট অমৃতলাল বসুর

অমৃত গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—১। হরিশ্চন্দ্র, ২। বিবাহ-বিভ্রাট, ৩। ব্রজলীলা, ৪। তাজ্জব ব্যাপার, ৫। কালাপানি, ৬। একাকার, ৭। হীরক-চূর্ণ, ৮। বৈজয়ন্তবাস, ৯। চাটুর্য্যে বাড়ুর্য্যে, ১০। সাবাশ আটাশ, ১১। বিলাপ, ১২। ব্রজের কবিতা। এই ১২৲ মূল্যের ১২ খানি নাট্যরঙ্গনির্ঝর মাত্র ১৲ টাকায়।

দ্বিতীয় ভাগে—১। বিজয় বসন্ত, ২। তিলতর্পণ কি কলঙ্কিনী, ৩। সাবাস বাঙ্গালী, ৪। গ্রাম্য বিভ্রাট, ৫। রাজাবাহাদুর, ৬। চোরের উপর বাটপাড়ী, ৭। ডিসমিস, ৮। নবজীবন, ৯। কবিতা ও গান। ১০৲ মূল্যের রঙ্গনাট্যপ্রস্রবণ একত্রে ১৲।

তৃতীয় ভাগে—১। তরুবালা, ২। কৃপণের ধন, ৩। আদর্শ বন্ধু, ৪। বৌমা, ৫। অবতার, ৬। যাদুকরী, ৭। কবিতাবলী, ৮। বাবু। এই ১০৲ মূল্যের ৮ খানি নাট্যরঙ্গ ঝারি মাত্র ১৲ টাকায়।

একত্র তিন ভাগ ২৲, বাঁধাই ২।০।

হাস্যরসাবতার রঙ্গবন্ধু

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১। নীলদর্পণ, ২। সধবার একাদশী, ৩। নবীন তপস্বিনী, ৪। জামাই বারিক, ৫। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ৬। কমলে কামিনী, ৭। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ৮। পোড়া মহেশ্বর, ৯। লীলাবতী, ১০। সুরধুনীকাব্য [১ম], ১১। সুরধুনী কাব্য [২য়], ১২। পদ্যসংগ্রহ, ১৩। বিয়ে-পাগলা বুড়ো, ১৪। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত কবির জীবনী ও কবিত্ব। এই ৪০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থাবলী মাত্র ১।০ টাকা, বাঁধাই ১৸০।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয় কবিবর

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—১। নরমেধ যজ্ঞ, ২। মন-বীর, ৩। ঋষ্যশৃঙ্গ, ৪। চতুরালী, ৫। চন্দ্রাবলী, ৬। প্রহ্লাদচরিত্র, ৭। খোকাবাবু, ৮। মালিনী, ৯। বেনজীর বদরেমুনীর, ১০। লয়লা মজনু। এই ১০।।০ টাকা মূল্যের ১০ খানি শ্রেষ্ঠ নাটক এক টাকায়।

২য় ভাগে—১। শিশুবধ, ২। মীরা-বাঈ, ৩। পতিব্রতা, ৪। অদ্ভুত ডাকাত, ৫। ঘোড়ার ডিম, ৬। আদুরে ছেলে, ৭। রসগোল্লা, ৮। গেঁজেল গদা, ৯। এ মেয়ে পুরুষের বাপ, ১০। টাকার তোড়া, ১১। নূতন বৌ, ১২। বোকা শিবে। এই যোল গল্পমালা ও নাট্যলীলা মাত্র ৸০ আনা।

আবার একত্রে দুই ভাগ ১।০ টাকা।

পদক ও পুরস্কার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক	প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—(ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ।

৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা।

৬। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৭। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা'-চরিত্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

প্রবন্ধে [illegible] গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের জন্য এবং ৯ম ও ১০ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ১১শ বিষয়ে প্রবন্ধ আগামী পূজার ছুটীর মধ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৩১এ চৈত্র মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
২৫এ আশ্বিন, [illegible]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ [illegible]
সম্পাদক